হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

দ্বিতীয় খণ্ড

হায়াতুস্ সাহাবাহ্

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল
হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

অনুবাদ
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা

দারুল কিতাব
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ) [দ্বিতীয় খণ্ড]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

প্রকাশনায়

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০০৫

মূল্য ঃ একশত ত্রিশ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের আরজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন–দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার–ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকে ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত–পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, “যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।"

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শিরক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় 'উম্মি বি' নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল–আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন

সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিষ্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত–আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল–ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ

কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন তৃতীয় জিল্‌দ পড়া হইতেছিল বিধায় তৃতীয় জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের অশেষ তৌফিকে এইবার দ্বিতীয় জিলদের তরজমা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হইতেছে। ইনশাআল্লাহ বাকী জিল্‌দগুলি পরবর্তীতে তরজমা করা হইবে বলিয়া আশা রাখি। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

৫ই রমজান ১৪২৬
১০ই অক্টোবর ২০০৫

বিনীত আরজগুজার
বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ ॥ ॥ ॥ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিহাদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কিভাবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিতেন! স্বল্প বা অধিক সরঞ্জামে, ইচ্ছায়–অনিচ্ছায়––সর্বাবস্থায় তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বাহির হইতেন এবং সচ্ছলতায়–অসচ্ছলতায়, শীত ও গ্রীষ্মে–– সর্বকালে তাহারা উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক জিহাদ ও অর্থসম্পদ খরচ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলা (সিরিয়া হইতে মালামাল লইয়া) আসিতেছে। তোমরা কি চাও যে, আমরা এই কাফেলার সহিত মুকাবিলার জন্য (মদীনা হইতে) বাহির হই? হয়ত আল্লাহ তাআলা এই কাফেলার সমস্ত মালামাল আমাদিগকে গনীমত স্বরূপ দিয়া দিবেন। আমরা বলিলাম, জ্বি হাঁ (আমরা প্রস্তুত আছি)। অতএব তিনি বাহির হইলেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম। আমরা একদিন অথবা দুই দিনের পথ চলিবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোরাইশগণ তোমাদের বাহির হওয়ার সংবাদ পাইয়াছে (এবং তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।) এখন কোরাইশদের সহিত মুকাবিলার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি?

আমরা বলিলাম, না, আল্লাহর কসম, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা তো ব্যবসায়ী কাফেলা ধরিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরাইশদের সহিত মুকাবিলার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? আমরা পূর্বের ন্যায় একই উত্তর দিলাম। অতঃপর হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই পরিস্থিতিতে এরূপ বলিব না যেরূপ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাওম তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, 'আপনি ও আপনার রবই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসিলাম।'

হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, (হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর এই ঈমানী জবাব শুনিয়া) আমরা আনসারগণ আফসোস করিলাম যে, হায় আমরাও যদি হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর ন্যায় এরূপ উত্তর দিতাম তবে

তাহা আমাদের জন্য বহু মালদৌলত পাওয়া অপেক্ষা প্রিয় হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল করিলেন—

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ .

অর্থ ঃ যেরূপে আপনার রব আপনাকে আপনার গৃহ হইতে (বদরের দিকে) ন্যায় ও সৎকাজের জন্য বাহির করিয়াছেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (ইহাতে) সম্মত ছিল না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাহার রায় পেশ করিলেন। তিনি পুনরায় সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহার রায় পেশ করিলেন। তিনি পুনরায় সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিলে একজন আনসারী সাহাবী বলিলেন, হে আনসারগণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের রায় জানিতে চাহিতেছেন। অতএব অপর এক আনসারী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই পরিস্থিতিতে আমরা আপনাকে এরূপ বলিব না যেরূপ বনি ইসরাঈল হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল যে, 'আপনি ও আপনার রব্বই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসিলাম।' বরং আমরা বলিব, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি (ইয়ামান দেশীয়) 'বারকুল গিমাদ' স্থান পর্যন্ত (দীর্ঘ) সফর করেন তবে আমরাও আপনার সহিত সফর করিব। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সিরিয়া হইতে আবু সুফিয়ানের (তেজারতী কাফেলার) আগমন সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) রায় পেশ করিলে তিনি তাহার দিক হইতে মুখ ফিরায়া

লইলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) রায় পেশ করিলেন। তিনি তাহার দিক হইতেও মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অতঃপর হযতর সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হইতেই রায় চাহিতেছেন। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আপনি যদি আমাদের সওয়ারীগুলি সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করাইতে আদেশ করেন তবে আমরা তাহাই করিব। আর যদি (ইয়ামানের) সুদূর বারকুল গিমাদ পর্যন্ত সওয়ারী হাঁকাইতে বলেন তবে আমরা তাহা করিতেও প্রস্তুত আছি। হযরত সা'দ (রাঃ)এর বক্তব্যে (আনন্দিত হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে (উক্ত কাফেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার) হুকুম দিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত আলকামা ইবনে ওক্কাস লাইসী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। রাওহা নামক স্থানে পৌছিবার পর তিনি (মক্কার সশস্ত্র কাফের বাহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া) সাহাবা (রাঃ)দের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমাদের মতামত কি? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, কাফেরগণ বহু অস্ত্র–শস্ত্র সহ বিরাট বাহিনী লইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় লোকদের রায় জানিতে চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় একই মতামত ব্যক্ত করিলেন। তিনি পুনরায় লোকদের মতামত জানিতে চাহিলেন। এইবার হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের মতামত জানিতে চাহিতেছেন? তবে সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আপনার উপর (পবিত্র) কিতাব (কোরআন) নাযিল করিয়াছেন, আমি এই পথে কখনও চলাচল করি নাই এবং এই পথ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই, তথাপি যদি আপনি ইয়ামানের বারকুল গিমাদ পর্যন্ত যাইতে উদ্যত হন তবে আমরাও আপনার সহিত যাইব। আমরা সেই

সকল লোকদের ন্যায় হইব না, যাহারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল, 'আপনি ও আপনার রব্বই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা তো এখানেই বসিলাম।' বরং আমরা বলিব, 'আপনি ও আপনার রব্ব যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনাদের অনুসরণ করিব।' হয়ত আপনি (আবু সুফিয়ানের কাফেলা ধরিবার) এক উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এখন আপনার দ্বারা অন্য কোন কাজ (অর্থাৎ কাফেরদের সশস্ত্র বাহিনীর সহিত যুদ্ধ) করাইতে চাহিতেছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালা এখন যাহা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন আপনি সে বিষয়ে ভাবিয়া দেখুন এবং অগ্রসর হউন। (আমাদের ব্যাপারে আপনার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে।) সুতরাং আপনি যাহার সহিত ইচ্ছা হয় সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং যাহার সহিত ইচ্ছা হয় ছিন্ন করুন, যাহার সহিত ইচ্ছা হয় শত্রুতা করুন এবং যাহার সহিত ইচ্ছা হয় সন্ধি করুন। আমাদের অর্থসম্পদ হইতে যত ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কথার উপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল হইল—

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ .... الايات

অর্থ ঃ 'যেরূপ আপনার রব্ব আপনাকে আপনার ঘর হইতে (বদরের দিকে) ন্যায় ও সৎকাজের জন্য বাহির করিলেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল ইহাতে সম্মত ছিল না। তাহারা আপনার সহিত বিবাদ করিতেছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে তাহা প্রকাশিত হইবার পর, যেন কেহ তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে। আর তোমরা সেই বিষয়টিকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সেই দুইটি দলের মধ্য হইতে একটির প্রতি প্রতিশ্রুতি দিতেছিলেন যে, উহা তোমাদের হস্তগত হইবে, আর তোমরা এই কামনা করিতেছিলে, যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসিয়া

পড়ে। আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, আপন কালামের মাধ্যমে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন এবং সেই কাফেরদের মূল কর্তন করিয়া দেন, যেন সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণিত করিয়া দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়।'

উমাবী তাঁহার মাগাযী গ্রন্থে উপরোক্ত বক্তব্যের পর হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমাদের ধনসম্পদ হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় আপনি গ্রহণ করুন এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় আমাদিগকে প্রদান করুন। আপনি আমাদিগকে যাহা প্রদান করিবেন তাহা অপেক্ষা যাহা গ্রহণ করিবেন উহাই আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে। আর আপনি যে কোন আদেশ করিবেন, আমাদের সর্ববিষয় উহার অধীন থাকিবে। অতএব আল্লাহর কসম, যদি আপনি সফর করিতে করিতে গুমদানের বারক (নামক স্থান) পর্যন্ত পৌঁছেন তবে আমরাও আপনার সহিত সেখান পর্যন্ত সফর করিব।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় হযরত সা'দ (রাঃ)এর বক্তব্য এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, মনে হইতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের রায় জানিতে চাহিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি, আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছি যে, আপনি যাহাকিছু লইয়া আসিয়াছেন উহাই সত্য। আমরা এই ব্যাপারে শুনিব ও মানিব বলিয়া আপনার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন, আমরা আপনার সহিত আছি। সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রের পারে লইয়া যান এবং উহাতে ঢুকিয়া পড়েন তবে আমরাও আপনার সহিত উহাতে ঢুকিয়া পড়িব। আমাদের এক ব্যক্তিও পিছনে থাকিবে না। আগামীকাল যদি আপনি আমাদিগকে লইয়া আমাদের দুশমনের সহিত যুদ্ধ করেন তবে

আমরা তাহা একেবারেই অপছন্দ করিব না। যুদ্ধের সময় আমরা অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়া থাকি এবং দুশমনের মোকাবিলায় আমরা খাঁটি যোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের দ্বারা এমন কাজ করাইয়া দেখাইবেন যাহাতে আপনার চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন, আপনি চলুন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ)এর কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার মন সতেজ হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, চল এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তায়ালা আমার সহিত (আবু সুফিয়ানের কাফেলা ও কোরাইশ বাহিনী, এই) দুই দলের মধ্য হইতে যে কোন একটির ওয়াদা করিয়াছেন। আল্লাহর কসম, আমি যেন এখনই কাফেরদের ধরাশায়ী হইবার স্থানগুলি দেখিতে পাইতেছি। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বাছবাছ (রাঃ)কে আবু সুফিয়ানের কাফেলার গতিবিধি সম্পর্কে জানিবার জন্য গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করিলেন। হযরত বাছবাছ (রাঃ) যখন সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন ঘরের ভিতর আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কাহারো ঘরে উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। হযরত বাছবাছ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেলার ব্যাপারে সংগৃহীত সংবাদ জানাইলেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, আমরা একটি কাফেলার সন্ধানে চলিয়াছি। অতএব যাহার সাওয়ারী বা বাহন উপস্থিত আছে সেও আমাদের সহিত নিজ সাওয়ারীতে আরোহন করুক। কেহ কেহ আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিতে লাগিল যে, আমাদের সাওয়ারী মদীনার উঁচু এলাকায় রহিয়াছে আমরা

উহা লইয়া আসি। কিন্তু তিনি বলিলেন, না, না, যাহার সাওয়ারী উপস্থিত আছে কেবল সেই আমাদের সহিত চলিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) রওয়ানা হইয়া মুশরিকদের পূর্বেই বদর প্রান্তরে পৌঁছিয়া গেলেন। তারপর মুশরিকগণ পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, আমার পূর্বে কেহ কোন কাজ আরম্ভ করিবে না। মুশরিকগণ নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রস্তুত হও এবং এমন বেহেশতের দিকে অগ্রসর হও যাহার প্রশস্ততা সমস্ত আসমান ও যমীন সমতুল্য। হযরত ওমায়ের ইবনে হুমাম আনসারী (রাঃ) (শুনিয়া) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সমস্ত আসমান ও যমীন সমতুল্য বেহেশত! তিনি বলিলেন, হাঁ।

হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, বাহ্ বাহ্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন বাহ্ বাহ্ বলিলে? হযরত ওমায়ের বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, একমাত্র এই বেহেশতবাসী হওয়ার আশায় আমি এরূপ বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তুমি বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি আপন থলি হইতে কয়েকটি খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন। একটু খাইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে ত তাহা এক দীর্ঘ জীবন। সুতরাং হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। (বিদায়াহ)

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, (মক্কার কাফেরদের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিকট আসিলেন এবং তাহাদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি ধৈর্য

ধারণ করিয়া আল্লাহর নিকট হইতে সওয়াবের আশায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া অগ্রসর হইবে এবং শাহাদাত বরণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। বনু সালামা গোত্রের হযরত ওমায়ের ইবনে হুমাম (রাঃ)এর হাতে কিছু খেজুর ছিল। তিনি উহা খাইতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, বাহ্ বাহ্! আমার ও বেহেশতে প্রবেশের মধ্যে এই বাধা যে, এই সকল কাফেরগণ আমাকে কতল করিয়া দিবে! এই বলিয়া তিনি হাতের খেজুরগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তলোয়ার লইয়া কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শাহাদত বরণ করিলেন।

ইবনে জারীর তাহার রেওয়ায়াতে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ওমায়ের (রাঃ) কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

رَكْضًا اِلَى اللّٰهِ بِغَيْرِ زَادٍ - اِلَّا التُّقٰى وَعَمَلَ الْمَعَادِ

وَالصَّبْرَ فِى اللّٰهِ عَلَى الْجِهَادِ - وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ

غَيْرَ التُّقٰى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ

অর্থ ঃ বাহ্যিক কোন পাথেয় না লইয়াই আমি আল্লাহর দিকে দৌড়াইতেছি। অবশ্য তাকওয়া ও আখেরাতের আমল এবং জিহাদে আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধারণের পাথেয় আমার সঙ্গে রহিয়াছে। তাকওয়া, নেক আমল ও হেদায়াতের পাথেয় ব্যতীত সকল পাথেয় অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে। (বিদায়াহ)

তবুকের যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের জান–মাল খরচের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার ছয় মাস পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়াছি। তারপর আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তবুকের যুদ্ধের হুকুম দিলেন। ইহাই সেই যুদ্ধ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে 'সাআতুল উসরাহ' (সংকট মুহূর্ত) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই যুদ্ধ প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে সংঘটিত হইয়াছিল। মোনাফিকদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং আসহাফে সুফফার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। (মসজিদে নববীর সম্মুখে) একটি ছাপরার নীচে গরীব মিসকীন সাহাবীগণ সমবেত থাকিতেন। উহারই নাম সুফফা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাধারণ মুসলমানদের সদকা তাহাদিগকে দেওয়া হইত।

কোন যুদ্ধে যাওয়ার সময় হইলে মুসলমানগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী আহলে সুফফাদের মধ্য হইতে একজন অথবা একের অধিককে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং সফরে তাহাদের ভালভাবে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেন, তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জামও দিতেন। আহলে সুফফাগণ অন্যান্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে শরীক হইতেন এবং মুসলমানগণও সাওয়াবের আশায় তাহাদের উপর খরচ করিতেন। (তবুকের যুদ্ধের সময়ও যথারীতি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সাওয়াবের নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য বলিলে তাহারা সওয়াবের আশায় প্রাণ খুলিয়া খুব খরচ করিলেন। সেই সময় এমন কিছু (মুনাফিক) লোকেরাও খরচ করিল যাহাদের সাওয়াবের নিয়ত ছিল না, বরং লোক দেখানো এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এইভাবে অনেক গরীব মুসলমানদের সাওয়ারীর ব্যবস্থা হইয়া গেল। তারপরও অনেক এমনও রহিয়া গেলেন যাহাদের সাওয়ারী জুটিল না। সেদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সর্বাপেক্ষা বেশী মাল খরচ করিলেন। তিনি দুইশত উকিয়া রূপা অর্থাৎ আট হাজার দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য দিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একশত উকিয়া অর্থাৎ চার হাজার দেরহাম দিলেন। হযরত আসেম আনসারী (রাঃ) নব্বই ওসাক (অর্থাৎ প্রায় পৌণে পাঁচ মণ) খেজুর

দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মনে হয় হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এত বেশী খরচ করার দ্বারা গুনাহগার হইয়াছেন। কারণ তিনি নিজ পরিবারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার পরিবারের জন্য কিছু রাখিয়াছ? তিনি উত্তরে বলিলেন, জ্বি হাঁ, যে পরিমাণ আনিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক ও উত্তম (তাহাদের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন কত? তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যে রিযিক ও কল্যাণের ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা রাখিয়া আসিয়াছি।

হযরত আবু আকীল (রাঃ) নামক একজন আনসারী সাহাবী এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর আনিয়া দিলেন। মুনাফিকগণ যখন মুসলমানদিগকে এরূপ খরচ করিতে দেখিল তখন তাহারা পরস্পর চোখ টিপিয়া ইশারা করিতে লাগিল। যদি কেহ বেশী পরিমাণে আনিত তবে তাহারা চোখ টিপিয়া বলিত, এই ব্যক্তি রিয়াকার (অর্থাৎ লোক দেখাইবার জন্য বেশী করিয়া আনিয়াছে)। আর যদি কেহ নিজ সামর্থ্যানুসারে অল্প পরিমাণ খেজুর আনিত তবে তাহারা বলিত, এই ব্যক্তি যাহা আনিয়াছে সে নিজেই উহার অধিক মুখাপেক্ষী। সুতরাং হযরত আবু আকীল (রাঃ) এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর আনিয়া বলিলেন, আমি দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে আজ সারারাত্র পানি টানিয়াছি। আল্লাহর কসম, এই দুই সা' (খেজুর) ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই ছিল না। তিনি নিজের ওজরের কথাও বর্ণনা করিতেছিলেন এবং (বেশী খরচ করিতে না পারার দরুন) লজ্জিত হইতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, আমি সেই দুই সা' হইতে এক সা' এখানে আনিয়াছি এবং অপর এক সা' পরিবারের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি। মুনাফিকগণ বলিল, এই এক সা' তো অন্যের অপেক্ষা এই ব্যক্তির নিজেরই অধিক প্রয়োজন। মুনাফিকগণ এইভাবে চোখ টিপাটিপি করিতেছিল এবং এরূপ কথাবার্তা বলিতেছিল। তদুপরি

তাহাদের ধনী গরীব সকলেই এই অপেক্ষায় ছিল যে, এই সকল সদকা ও দানের মাল হইতে তাহারাও যদি কিছু পায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিলে মুনাফিকগণ (বিভিন্ন অজুহাত দেখাইয়া মদীনায় অবস্থানের জন্য) অধিক পরিমাণে অনুমতি চাহিতে লাগিল এবং তাহারা প্রচণ্ড গরমেরও অভিযোগ করিল। তাহারা ইহাও বলিল যে, আমরা যদি এই যুদ্ধে যাই তবে ফেতনায় পড়িয়া যাইব এবং তাহারা নিজেদের মিথ্যা অজুহাতের উপর আল্লাহর নামে কসম খাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে অনুমতি দিতে থাকিলেন। তিনি তো তাহাদের মনের কথা জানিতেন না।

মুনাফিকদের একদল মসজিদে নেফাক তৈয়ার করিল। সেখানে বসিয়া তাহারা ফাসিক আবু আমের, কেনানা ইবনে আবদে ইয়ালীল ও আলকামা ইবনে উলাসা আমেরীর অপেক্ষা করিতেছিল। আবু আমের (রোমের বাদশাহ) হেরাকলের দলভুক্ত হইয়া তাহার নিকট অবস্থান করিতেছিল। (সে হেরাকলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল এবং এই মসজিদে নেফাক মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য তৈয়ার করিয়াছিল।)

এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কিছু কিছু করিয়া 'সূরা বারাআত' নাযিল হইতেছিল। অবশেষে উহাতে এমন এক আয়াত নাযিল হইল যাহাতে কাহারো জন্য জিহাদ হইতে পিছনে থাকার কোন অবকাশ রহিল না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন এই আয়াত—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

অর্থ ঃ তোমরা হালকা বা ভারী হও (অর্থাৎ স্বল্প সরঞ্জামের সহিত হউক বা প্রচুর সরঞ্জামের সহিত হউক) সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হও।

নাযিল হইল তখন কিছু সংখ্যক দুর্বল, অসুস্থ প্রকৃত ঈমানদার ও গরীব মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এই আদেশের পর তো জিহাদে না যাওয়ার আর কোন অবকাশ নাই।

মুনাফিকদের অনেক পাপের কথা যাহা এ যাবৎ গোপন ছিল তাহা পরবর্তীতে (এই সূরার মাধ্যমে) ফাঁস হইয়া যায়। অনেক মুনাফিক এই জিহাদে অংশগ্রহণ করে নাই। তাহাদের না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছিল, আর না কোনরূপ অসুস্থতা ছিল। সূরা বারাআত বিস্তারিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হইতেছিল এবং তাঁহার সঙ্গে সফরকারীদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছিল। এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুকে পৌছিলেন। সেখানে পৌছিয়া তিনি হযরত আলকামা ইবনে মুজাযযিয মুদলিজী (রাঃ)কে ফিলিস্তীনের দিকে ও হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে দুমাতুল জান্দালের দিকে প্রেরণ করিলেন। তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। হয়ত (দুমাতুল জান্দালের) বাদশাহকে তুমি বাহিরে শিকারে মশগুল পাইবে। তাহাকে সেখানেই গ্রেফতার করিবে। হযরত খালেদ (রাঃ) সেইভাবেই পাইলেন এবং তাহাকে গ্রেফতার করিলেন।

অপরদিকে মুনাফিকগণ মদীনায় মুসলমানদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের গুজব রটাইয়া লোকদেরকে অস্থির ও পেরেশান করিতেছিল। মুসলমানগণ কোন কষ্ট বা মুসীবতের সম্মুখীন হইয়াছে এরূপ খবর আসিলে মুনাফিকগণ একে অপরকে সুসংবাদ দান করিত এবং আনন্দিত হইত। আর বলিত আমরা তো আগেই জানিতাম (যে, এই সফরে বড় কষ্ট হইবে)। এই কারণেই আমরা এই সফরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আর যখন মুসলমানদের ভাল ও নিরাপদ থাকার সংবাদ আসিত তখন তাহারা দুঃখিত ও বিষন্ন হইত। মুসলমানদের ব্যাপারে মুনাফিকদের মনের কালিমা সম্পর্কে মদীনায় অবস্থানরত তাহাদের সকল

শত্রুগণ খুব ভালভাবেই অবগত হইয়াছিল। গ্রাম ও শহরের সকল মুনাফিকই কোন না কোন গোপন দুস্কর্মে লিপ্ত ছিল। অবশেষে সেই সকল দুস্কর্মের খবর প্রকাশ হইয়া গেল। অসুস্থ ও অক্ষম মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই এই আশা করিতেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা হয়ত আপন কিতাবে (তাহাদের জন্য মদীনায় অবস্থানের) অবকাশ প্রদান করতঃ কোন আয়াত নাযিল করিবেন।

সূরা বারাআত অল্প অল্প করিয়া নাযিল হইতেছিল। (উহাতে এমন এমন বিষয় নাযিল হইতেছিল যাহাতে) লোকেরা ঈমানদারদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধারণা করিতে লাগিল এবং মুসলমানরাও এই ব্যাপারে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন যে, তওবা সংক্রান্ত ছোটবড় সকল গুনাহের ব্যাপারে হয়ত কোন না কোন শাস্তির কথা নাযিল হইবে। এমনিভাবে সম্পূর্ণ সূরা বারাআত নাযিল হইল এবং উহাতে (মুসলমান ও মুনাফিক) প্রত্যেক আমলকারীর অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হইল যে, কে হেদায়াতের উপর আছে এবং কে গোমরাহীর উপর রহিয়াছে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যেদিকে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন উহা গোপন রাখিতেন এবং এমন ভাব করিতেন, যেন অন্য দিকে যাইবেন। কিন্তু তবুকের যুদ্ধের সময় (এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া) স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন যে, হে লোকসকল, আমি রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার এরাদা করিতেছি। তিনি (এই যুদ্ধে) নিজের এরাদাকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন।

সে সময় লোকেরা অত্যন্ত অভাব–অনটনের ভিতর কালাতিপাত করিতেছিল। প্রচণ্ড গরম পড়িতেছিল, তদুপরি সমস্ত এলাকা জুড়িয়া দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। গাছে ফল পাকিয়াছিল। লোকেরা (ফল কাটার জন্য) নিজেদের বাগানে অবস্থান ও (প্রচণ্ড গরমের দরুন) ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পছন্দ করিতেছিল। এই সমস্ত জায়গা ছাড়িয়া কেহই (এই গরমের মধ্যে) সফরে যাওয়াকে পছন্দ করিতেছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। এমন সময় একদিন তিনি (মুনাফিক) যাদ্দ ইবনে কায়েসকে বলিলেন, হে যাদ্দ, তোমার কি বনুল আসফার এর (অর্থাৎ রোমীয়দের) সহিত যুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা আছে? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এখানেই থাকিতে অনুমতি দিন। আমাকে ফেৎনায় ফেলিবেন না। কারণ আমার কাওমের লোকেরা জানে যে, আমার ন্যায় মেয়েদের প্রতি দুর্বল আর কেহ নাই। অতএব আমার ভয় হয় যে, বনুল আসফার (অর্থাৎ রোম)এর মেয়েদের দেখিয়া আমি হয়ত বা তাহাদের ফেৎনায় পড়িয়া যাইব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এখানেই থাকিবার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে অনুমতি দিলাম। তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ ...

অর্থ ঃ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে, যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন, আমাকে ফেৎনায় ফেলিবেন না, শুনিয়া রাখ, তাহারা ত ফেৎনায় পড়িয়াই গিয়াছে।

উক্ত আয়াতে বুঝানো হইয়াছে যে, রোমান মেয়েদের ফেৎনায় পড়িবার আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফরে না যাইয়া মদীনায় থাকিয়া যাওয়াই এক বড় ফেৎনা। আর এই ফেৎনায় সে নিপতিত হইয়াছে।

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكَافِرِيْنَ

অর্থ ঃ আর নিশ্চয় দোযখ কাফেরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে। এইখানে কাফের বলিয়া সেই সকল মুনাফিক বুঝানো হইয়াছে যাহারা অজুহাত দেখাইয়া যুদ্ধে যাইতে চাহিতেছিল না।

অপর এক মুনাফিক বলিল—

لَا تَنْفِرُوا فِى الْحَرِّ

অর্থাৎ তোমরা (এই ভীষণ) গরমের মধ্যে বাহির হইও না।

উহার জবাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করিলেন—

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, দোযখের আগুন (ইহা অপেক্ষা) অধিক গরম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জোরালোভাবে নিজ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আদেশ দিলেন। সম্পদশালীদেরকে আল্লাহর রাস্তায় যানবাহন দান ও অধিক পরিমাণে খরচ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং সম্পদশালীরা সওয়াবের উদ্দেশ্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এই যুদ্ধে এত অধিক পরিমাণে খরচ করিলেন যে, তাহার ন্যায় আর কেহ করিতে পারে নাই। তিনি যানবাহনের জন্য দুইশত উট দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তবুকের যুদ্ধে যাওয়ার এরাদা করিলেন, তখন জাদ্দ ইবনে কায়েসকে বলিলেন, বনুল আসফার (অর্থাৎ রোমান)দের সহিত যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো মেয়েলোক ব্যতীত থাকিতে পারি না। অতএব রোমান মেয়েদের দেখিলে তাহাদের ফেৎনায় পড়িয়া যাইব। আপনি আমাকে এখানে অর্থাৎ মদীনায় থাকিবার অনুমতি দিবেন কি? আমাকে ফেৎনায় ফেলিবেন না। আল্লাহ তায়ালা তাহার এই কথার উপর নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান জানাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্র ও মক্কাবাসীদের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ)কে আসলাম গোত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে ফুরা' নামক বস্তি পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু রুহুম গিফারী (রাঃ)কে তাহার নিজ কাওমের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে নিজ এলাকায় সমবেত করিবার আদেশ দিলেন। হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ)কে তাহার নিজ কাওমের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত আবু জা'দ যামরী (রাঃ)কে সমুদ্র তীরবর্তী তাহার নিজ কাওমের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত রাফে' ইবনে মাকীস (রাঃ) ও হযরত জুন্দুব ইবনে মাকীস (রাঃ)কে জুহাইনা গোত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত নুআইম ইবনে মাসঊদ (রাঃ)কে আশজা' গোত্রের নিকট ও বনু কা'ব ইবনে আমর গোত্রের নিকট হযরত বুদাইল ইবনে ওরকা, হযরত আমর ইবনে সালিম ও হযরত বশীর ইবনে সুফিয়ান (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। কয়েকজন সাহাবাকে সুলাইম গোত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ)ও ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদিগকে জিহাদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার আদেশ করিলেন। সাহাবা (রাঃ)ও দিল খুলিয়া প্রচুর পরিমাণে খরচ করিলেন। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সমুদয় সম্পদ, যাহার পরিমাণ চার হাজার দিরহাম ছিল, লইয়া হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কিছু রাখিয়া আসিয়াছ কি? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (কে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি)। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার অর্ধেক সম্পদ লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের পরিবারের জন্য কিছু রাখিয়া আসিয়াছ

কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, যে পরিমাণ আনিয়াছি উহার অর্ধেক (রাখিয়া আসিয়াছি। (অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, যে পরিমাণ আনিয়াছি উহার সমপরিমাণ রাখিয়া আসিয়াছি।) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আনিত সম্পদের খবর পাইয়া বলিলেন, যখনই আমাদের মধ্যে কোন নেককাজে প্রতিযোগিতা হইয়াছে তখনই হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছেন।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বহু মাল সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) দুইশত উকিয়া রৌপ্য অর্থাৎ আট হাজার দেরহাম আনিলেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)ও অনেক মাল আনিলেন। হযরত আসেম ইবনে আদি (রাঃ) নব্বই ওসাক (প্রায় পৌনে পাঁচ মণ) খেজুর দিলেন। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সম্পূর্ণ বাহিনীর এক তৃতীয়াংশের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়াছিলেন। সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক খরচ করিয়াছেন। তাহার দানসামগ্রী বাহিনীর এক তৃতীয়াংশের সম্পূর্ণ খরচের জন্য যথেষ্ট হইয়াছিল। তাহার দানের পর বলা হইল যে, বাহিনীর জন্য অতিরিক্ত আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নাই। এমনকি তিনি পানির মশক সেলাইয়ের মোটা সুঁই এরও ব্যবস্থা করিলেন। বলা হয় যে, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, ইহার পর ওসমান যাহাই করিবে তাহার জন্য আর কোন ক্ষতি নাই।

সম্পদশালীগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত খরচে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও সওয়াবের আশায় করিয়াছেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী ছিলেন তাহারাও নিজেদের অপেক্ষা দুর্বলদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এমনকি কেহ কেহ নিজের উট আনিয়া এক-দুইজনকে

দিয়া বলিতেন, তোমরা পালাক্রমে ইহাতে আরোহণ করিও। আর কেহ খরচ আনিয়া যুদ্ধে গমনকারী কাহাকেও দিয়া দিতেন। মহিলারাও তাহাদের সাধ্যমত যুদ্ধে গমনকারীদের সাহায্য করিতেছিলেন। হযরত উম্মে সিনান আসলামিয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একটি কাপড় বিছানো দেখিয়াছি, যাহাতে শিং ও হাতির দাঁতের কাঁকন, বাজুবন্ধ, খাড়ু, কানবালা ও আংটি ইত্যাদি অলঙ্কারাদি রাখা ছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ মুসলমানদের সাহায্যার্থে মহিলাদের দেওয়া অলঙ্কারাদি দ্বারা উক্ত কাপড় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। লোকেরা সে সময় দারুন অভাবের মধ্যে ছিল। গাছে গাছে ফল পাকিয়াছিল। ছায়াময় স্থান সকলের নিকট প্রিয় ছিল। এমতাবস্থায় প্রত্যেকেই ঘরে থাকা পছন্দ করিতেছিল। কেহ ঘর হইতে বাহির হইতে চাহিতেছিল না। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জোরদারভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং সানিয়াতুল ওদা' নামক স্থানে যাইয়া তিনি তাঁবু স্থাপন করিলেন। লোকসংখ্যা এতবেশী ছিল যে, কোন রেজিষ্টার খাতায় নাম লিখিয়া শেষ করা সম্ভব হইতেছিল না। যুদ্ধে যাইতে অনিচ্ছুক এরূপ প্রত্যেকেই বুঝিতেছিল যে, যদি সে এই যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকে তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তাহার অনুপস্থিতি কেহ টের পাইবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর আরম্ভ করিবার এরাদা চূড়ান্ত করিলেন তখন সিবা' ইবনে উরফুতাহ (রাঃ)কে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা নিযুক্ত করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অধিক পরিমাণে জুতা সঙ্গে লইয়া চল, কারণ যতক্ষণ কেহ জুতা পরিধান করিয়া থাকে ততক্ষণ সে যেন একজন আরোহী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর আরম্ভ করিলে (মুনাফিক) ইবনে উবাই আরো অন্যান্য মুনাফিকদেরকে লইয়া পিছনে (মদীনায়) রহিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনুল আসফার অর্থাৎ রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন অথচ মুসলমানদের অবস্থা করুণ, প্রচণ্ড গরম পড়িতেছে, দূর দূরান্তের সফর উপরন্তু এমন বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন যাহাদের মুকাবিলা করিবার মত শক্তি তাঁহার নাই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনুল আসফার অর্থাৎ রোমানদের সহিত যুদ্ধ করা কি খেলা মনে করেন? তাহার অন্যান্য মুনাফিক সঙ্গীগণও এই ধরনের কথাবার্তা বলাবলি করিতেছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল। ইবনে উবাই ইহাও বলিল যে, আল্লাহর কসম, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, আগামীকাল তাঁহার সাহাবাদেরকে দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সানিয়াতুল ওদা হইতে রওয়ানা হইলেন তখন ছোটবড় ঝাণ্ডা প্রস্তুত করিলেন। ছোট ঝাণ্ডাগুলির মধ্য হইতে সর্ববৃহৎ ঝাণ্ডা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে দিলেন এবং বড় ঝাণ্ডাগুলির মধ্য হইতে সর্ববৃহৎ ঝাণ্ডাটি হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর হাতে দিলেন। আওস গোত্রের ঝাণ্ডা হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ)এর হাতে এবং খাযরাজ গোত্রের ঝাণ্ডা হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর হাতে দিলেন। কাহারো মতে খাযরাজের ঝাণ্ডা হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ)এর হাতে দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। দশ হাজার ঘোড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রত্যেক খান্দানকে তাহাদের নিজেদের ছোটবড় ঝাণ্ডা লইতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আরব গোত্রদেরও আপন আপন ছোটবড় ঝাণ্ডা ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুশয্যায় হযরত উসামা (রাঃ) (এর বাহিনী)কে প্রেরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক তাঁহার খেলাফত লাভের পর সর্বপ্রথম উক্ত বাহিনী প্রেরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (ফিলিস্তীনের) উবনা এলাকার উপর ভোরে ভোরে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিবার আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া রওয়ানা হইয়া যাও। হযরত উসামা (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া) ঝাণ্ডা লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং উক্ত ঝাণ্ডা হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব আসলামী (রাঃ)এর হাতে দিলেন। তিনি উহা লইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে আসিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে জুরুফ নামক স্থানে ছাউনী স্থাপন করিলেন, যাহা বর্তমানে সেকায়া সুলাইমান নামে পরিচিত। তিনি আপন বাহিনীকে উক্ত স্থানে সমবেত করিলেন। লোকেরা নিজ নিজ প্রস্তুতি গ্রহণ শেষে জুরুফে আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। যাহার প্রস্তুতি শেষ হয় নাই সে তাহার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রহিল।

মুহাজিরীনে আউয়ালীন অর্থাৎ সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরগণ সকলেই এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আবু ওবায়দাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস, হযরত আবুল আ'ওয়ার, সাঈদ ইবনে যায়েদ, ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রাঃ) সহ অন্যান্য মুহাজির ও আনসারগণও এই বাহিনীতে শামিল ছিলেন। আনসারদের মধ্য হইতে হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান, হযরত সালামা ইবনে আসলাম ইবনে হারীশ (রাঃ)ও শরীক ছিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করার ব্যাপারে কতিপয় মুহাজিরীন আপত্তি করিলেন এবং এই ব্যাপারে হযরত আইয়াশ ইবনে আবি

রাবিয়াহ (রাঃ) সর্বাপেক্ষা শক্ত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরীনদের উপর এই বালককে আমীর নিযুক্ত করা হইতেছে? অতঃপর ইহা লইয়া লোকদের মধ্যে বেশ আলোচনা চলিতে লাগিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এরূপ কিছু কথা বলিতে শুনিয়া তাহার বিরোধিতা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নারাজ হইলেন। (অসুস্থতার দরুন) তিনি মাথায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং পরিধানে একখানা চাদর ছিল। (এমতাবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।) তারপর মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন—

আম্মা বা'দ, হে লোকসকল, আমি উসামাকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছি বলিয়া তোমাদের কিছু লোকের পক্ষ হইতে এ কেমন (সমালোচনামূলক) উক্তি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে? আল্লাহর কসম, আজ তোমরা উসামাকে আমীর নিযুক্ত করার উপর আপত্তি করিতেছ? ইতিপূর্বে তাহার পিতা (হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করার উপরও আপত্তি করিয়াছ। অথচ আল্লাহর কসম, সে আমীর হওয়ার উপযুক্ত ছিল এবং তাহার পর তাহার পুত্র (উসামা)ও আমীর হওয়ার উপযুক্ত। সে যেমন লোকদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল, তেমন তাহার পুত্র উসামাও আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। ইহারা উভয়েই প্রত্যেক ভালকাজের উপযুক্ত। তোমরা আমার পক্ষ হইতে উসামার সহিত সদ্ব্যবহারের অসিয়ত গ্রহণ কর ; কারণ সে তোমাদের মধ্যে পছন্দনীয় ও মনোনীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন রবিউল আউয়ালের দশ তারিখ শনিবার ছিল।

হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীতে যোগদানকারী মুসলমানগণ আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে

বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রত্যেককে ইহাই বলিতেছিলেন যে, উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করিয়া দাও। (হযরত উসামা (রাঃ)এর মাতা) হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত উসামাকে তাহার ছাউনি—জুরুফে অবস্থান করিতে বলুন। (এখন তাহাকে রওয়ানা হইতে নিষেধ করুন।) কারণ আপনাকে এই অবস্থায় রাখিয়া রওয়ানা হইয়া গেলে সে (মানসিক স্থিরতার সহিত) কোন কাজ করিতে পারিবে না। (তাহার মন সর্বক্ষণ আপনার সংবাদ জানিবার জন্য উদগ্রীব থাকিবে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকেও একই কথা বলিলেন যে, উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করিয়া দাও।

লোকজন সকলেই জুরুফে আসিয়া সমবেত হইল এবং তাহারা রবিবার রাত্র সেখানে কাটাইল। রবিবার দিন হযরত উসামা (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জানার জন্য) মদীনায় আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দুর্বল অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। এদিনই তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া ছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) যখন তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁহার নিকট হযরত আব্বাস (রাঃ) ও তাঁহার বিবিগণ উপস্থিত ছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) ঝুঁকিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি আপন হস্তদ্বয় উঠাইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর শরীরের উপর রাখিতেছিলেন, হযরত উসামা (রাঃ) বলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমার জন্য দোয়া করিতেছেন। আমি সেখান হইতে আমার বাহিনীর অবস্থানস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থবোধ করিলেন। হযরত উসামা

(রাঃ) সকালবেলা পুনরায় ছাউনী হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা (তোমার সফরে) বরকত দান করুন, তুমি রওয়ানা হইয়া যাও। হযরত উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সুস্থবোধ করিতেছিলেন। তাঁহার আরাম হওয়ার আনন্দে তাঁহার বিবিগণ একে অপরের চুলে চিরুনী করিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বিহামদিল্লাহ আজ আপনি সুস্থবোধ করিতেছেন। আজ আমার স্ত্রী বিনতে খারেজার (নিকট অবস্থানের) দিন। আমাকে (তাহার নিকট যাওয়ার) অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তিনি (মদীনার উচু এলাকায় অবস্থিত) সুনাহ মহল্লায় (নিজের ঘরে) চলিয়া গেলেন।

হযরত উসামা (রাঃ) আরোহণ করিয়া নিজ বাহিনীর অবস্থানস্থলে চলিলেন এবং আপন সঙ্গীদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, সকলে যেন সেখানে পৌঁছিয়া যায়। ছাউনীতে পৌঁছিয়া হযরত উসামা (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিলেন এবং লোকদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছিল। হযরত উসামা (রাঃ) আরোহণ করিয়া জুরুফ হইতে রওয়ানা হইতেছিলেন এমন সময় তাহার মাতা হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)এর পক্ষ হইতে একজন সংবাদদাতা পৌঁছিয়া এই সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে বিদায় হইতেছেন। হযরত উসামা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। তাহার সহিত হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)ও ছিলেন। যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার শেষ মুহূর্ত ছিল। বার রবিউল আউয়াল সোমবার দিন সূর্য ঢলার কাছাকাছি সময়ে তাঁহার ইন্তেকাল হইল। যে সকল মুসলমান জুরুফে (রওয়ানা হওয়ার জন্য

প্রস্তুত হইয়া) অবস্থান করিতেছিলেন তাহারা সকলে মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর ঝাণ্ডা লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সম্মুখে গাড়িয়া দিলেন।

অতঃপর যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হইল তখন তিনি হযরত বুরাইদাহ (রাঃ)কে হুকুম দিলেন যেন উক্ত ঝাণ্ডা হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে লইয়া যান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত উসামা (রাঃ) মুসলমানদিগকে লইয়া জেহাদে চলিয়া না যান ততক্ষণ যেন ঝাণ্ডা না খোলেন। হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমি ঝাণ্ডা লইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে গেলাম এবং তারপর সেই ঝাণ্ডা লইয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর সহিত সিরিয়ায় গেলাম। পুনরায় সেই ঝাণ্ডা লইয়া (সিরিয়া হইতে) হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই ঝাণ্ডা তাহার ইন্তেকাল পর্যন্ত তাহার ঘরেই তেমনি বাঁধা রহিল।

আরবগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ পাইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম হইতে মুরতাদ হওয়ার হইয়া গেল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে যাওয়ার হুকুম করিয়াছেন তুমি (আপন বাহিনী লইয়া) সেদিকে রওয়ানা হইয়া যাও। সুতরাং লোকজন পুনরায় (মদীনা হইতে) বাহির হইতে লাগিল এবং পূর্ববর্তী স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। হযরত বুরাইদাহ (রাঃ)ও ঝাণ্ডা লইয়া আসিলেন এবং পূর্বের ছাউনিতে পৌছিয়া গেলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)এর এই বাহিনী প্রেরণের বিষয়টি বড় বড় মুহাজিরীনে আউয়ালীন সাহাবা (রাঃ)দের নিকট অত্যন্ত ভারি মনে হইল। অতএব হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আবু ওবায়দাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস ও হযরত সাঈদ ইবনে

যায়েদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, চারিদিকে আরবগণ আপনার আনুগত্য ছাড়িয়া দিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনি এই বিস্তৃত বিরাট বাহিনী পাঠাইয়া এবং (মদীনা হইতে) পৃথক করিয়া দিয়া কিছুই করিতে পারিবেন না। (আপনি এই বাহিনীকে এখানেই রাখুন।) তাহাদিগকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত রাখুন এবং তাহাদের মোকাবেলায় পাঠান।

আর দ্বিতীয় কথা হইল, আমরা মদীনার উপর হঠাৎ কোন আক্রমণ হইয়া যাওয়ার আশংকা করিতেছি। অথচ এখানে (মুসলমানদের) মহিলা ও শিশুরা রহিয়াছে। এই মুহূর্তে আপনি রোমের উপর আক্রমণকে স্থগিত রাখুন। যখন ইসলাম তাহার পূর্বাবস্থার উপর মজবুত হইয়া যাইবে এবং মুরতাদরা হয় ইসলামে ফিরিয়া আসিবে—যেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে অথবা তলোয়ার দ্বারা তাহারা চিরতরে শেষ হইয়া যাইবে। তারপর আপনি উসামা (রাঃ)কে রোমে প্রেরণ করুন। আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে, রুমীরা (এই মুহূর্তে) আমাদের দিকে (যুদ্ধের জন্য) অগ্রসর হইতেছে না। (অতএব তাহাদিগকে বাধা প্রদানের জন্য হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে এখন পাঠানোর কোন প্রয়োজন নাই।)

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়া শেষ করিলেন তখন বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে আর কেহ কিছু বলিতে চায় কি? তাহারা বলিলেন, না। আপনি আমাদের কথা সম্পূর্ণ শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসও হয় যে, (এই বাহিনী পাঠাইয়া দিলে) হিংস্র জন্তু আসিয়া আমাকে খাইয়া ফেলিবে তবুও আমি এই বাহিনীকে অবশ্যই প্রেরণ করিব (এবং খলীফা হওয়ার পর সর্বপ্রথম আমি এই কাজই করিতে চাই)। ইহার পূর্বে আর কোন কাজ করিতে চাই না। আর কিভাবে (এই বাহিনী রওয়ানা হইতে বাধা দেওয়া যাইতে পারে)? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তথাপি তিনি

বলিতেছিলেন যে, উসামার বাহিনীকে রওয়ানা কর। অবশ্য একটি বিষয়ে আমি উসামার সহিত আলাপ করিতে চাই, আর তাহা এই যে, ওমর (না যাক এবং) আমাদের নিকট থাকিয়া যাক। কেননা তাহাকে ছাড়া আমাদের কাজ চলিবে না। আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি জানিনা উসামা এরূপ করিবে কিনা। আল্লাহ তায়ালার কসম, সে যদি অস্বীকার করে তবে আমি তাহাকে বাধ্য করিব না। উপস্থিত লোকেরা বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনী প্রেরণের দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হাঁটিয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)কে রাখিয়া যাওয়ার ব্যাপারে তাহার সহিত কথা বলিলেন। সুতরাং হযরত উসামা (রাঃ)ও সম্মত হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, আপনি কি ওমর (রাঃ)কে এখানে থাকিয়া যাওয়ার ব্যাপারে) খুশীমনে অনুমতি দিয়াছ? হযরত উসামা (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। হযরত আবু বকর (রাঃ) বাহিরে আসিয়া নিজের ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা দেওয়ার হুকুম দিলেন যে, আমার পক্ষ হইতে এই বিষয়ে পূর্ণ তাকীদ করা হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে কেহ হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল সে যেন কোনক্রমেই এখন এই বাহিনী হইতে পিছনে থাকিয়া না যায়। (অবশ্যই যেন এই বাহিনীর সহিত যায়।) আর যদি আমার নিকট এরূপ কাহাকেও আনা হয় যে, সে এই বাহিনীতে যায় নাই তবে আমি অবশ্যই তাহাকে (শাস্তিস্বরূপ) পায়ে হাঁটাইয়া এই বাহিনীর সহিত শামিল করিব। আর ঐ সকল মুহাজিরীনদেরকে ডাকাইয়া আনাইলেন যাহারা হযরত উসামা (রাঃ)এর আমীর হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিলেন এবং তাহাদিগকে এই বাহিনীর সহিত যাইতে বাধ্য করিলেন। অতএব কেহই এই বাহিনীতে যোগদান হইতে পিছনে রহিল না।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) ও মুসলমানদেরকে বিদায় জানাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। এই বাহিনীর লোকসংখ্যা তিন হাজার ছিল। তন্মধ্যে এক হাজার ঘোড়সওয়ার ছিল। হযরত উসামা (রাঃ) যখন নিজের সঙ্গীদের লইয়া জুরুফ হইতে রওয়ানা হওয়ার জন্য সওয়ারীতে আরোহণ করিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)ও হযরত উসামা (রাঃ)এর পাশাপাশি কিছুদূর পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলেন। অতঃপর (বিদায়ের) দোয়া

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

পড়িলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে (এই সফরের) হুকুম করিয়াছিলেন। অতএব তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের কারণে যাও। আমি না তোমাকে এই কাজের আদেশ করিয়াছি, আর না তোমাকে উহা হইতে নিষেধ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের আদেশ করিয়া গিয়াছেন আমি তো শুধু উহাকে কার্যকর করিতেছি।

অতঃপর হযরত উসামা (রাঃ) দ্রুতগতিতে রওয়ানা হইলেন এবং তিনি এমন এলাকার উপর দিয়া অতিক্রম করিলেন যেখানে শান্তি বিরাজ করিতেছিল এবং সেখানকার লোকেরা মোরতাদ হয় নাই। যেমন কুসাআর জুহাইনা ও অন্যান্য গোত্রসমূহ। হযরত উসামা (রাঃ) যখন 'ওয়াদী কোরা'তে পৌঁছিলেন তখন তিনি বনু উযরার হুরাইস নামী এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসাবে সম্মুখে পাঠাইলেন। সে নিজের বাহনে চড়িয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর পূর্বে রওয়ানা হইল এবং চলিতে চলিতে সে একেবারে উবনা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সে সেখানকার অবস্থা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বাহিনীর জন্য উপযুক্ত রাস্তাও তালাশ করিল। অতঃপর দ্রুত ফিরিয়া আসিল এবং উবনা হইতে দুই রাত্র পরিমাণ সফরের দূরত্বে আসিয়া হযরত উসামা (রাঃ)এর সহিত মিলিত হইল এবং এই সংবাদ জানাইল যে, লোকজন সম্পূর্ণ গাফেল অবস্থায় আছে। (তাহারা মুসলিম

বাহিনীর আগমন সম্পর্কে কিছুই জানে না।) তাহাদের সম্মিলিত কোন বাহিনীও নাই। আর সে পরামর্শ দিল যে, বাহিনী লইয়া দ্রুতগতিতে চলুন, যাহাতে তাহাদের সৈন্য সমবেত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা যায়।

হযরত হাসান ইবনে আবিল হাসান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে মদীনাবাসী ও আশেপাশের লোকদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী প্রস্তুত করিলেন। উক্ত বাহিনীতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিলেন। এই বাহিনীর শেষাংশ খন্দক অতিক্রম করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত উসামা (রাঃ) লোকদের সহ থামিয়া গেলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি ফেরৎ যাইয়া আল্লাহর রসূলের খলীফার নিকট (আমাদের জন্য ফেরৎ যাওয়ার) অনুমতি গ্রহণ করুন। তিনি যেন আমাকে অনুমতি দেন যাহাতে আমরা সকলে মদীনায় ফিরিয়া যাই। কেননা আমার সহিত বাহিনীতে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রহিয়াছেন। আমার আশংকা হইতেছে, মুশরিকগণ আল্লাহর রাসূলের খলীফা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার পরিজন ও মুসলমানদের পরিবার পরিজনের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া না দেয়।

আনসারগণ বলিলেন, যদি হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদের ব্যাপারে সম্মুখে যাওয়ারই ফয়সালা করেন তবে তাঁহাকে আমাদের পক্ষ হইতে এই পয়গাম দিয়া দাবী জানাইবেন যে, তিনি যেন এমন কাহাকেও আমাদের আমীর বানাইয়া দেন যিনি হযরত উসামা (রাঃ) হইতে বয়স্ক হন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর পয়গাম লইয়া গেলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে হযরত উসামা (রাঃ)এর পয়গাম সম্পর্কে অবহিত করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যদি কুকুর ও চিতা আমাকে টানিয়া লইয়া যায় (এবং আমাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া

খাইয়া ফেলে) তবুও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাকে ফেরৎ লইতে পারি না। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে আনসারগণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এই পয়গাম আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দেই যে, তাহাদের ইচ্ছা হইল, আপনি এমন লোককে তাহাদের আমীর বানাইয়া দিন যিনি হযরত উসামা (রাঃ) অপেক্ষা বয়স্ক হন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর দাড়ি ধরিয়া বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার মা তোমাকে হারাক, (অর্থাৎ, তুমি মরিয়া যাও) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আমীর বানাইয়াছেন, আর তুমি আমাকে বলিতেছ যে, আমি তাহাকে আমীরের পদ হইতে সরাইয়া দেই। হযরত ওমর (রাঃ) সেখান হইতে বাহির হইয়া লোকদের নিকট আসিলেন। লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি করিয়া আসিলেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা সফর আরম্ভ কর। তোমাদের মাতাগণ তোমাদেরকে হারাক! আজ তোমাদের কারণে আমাকে আল্লাহর রাসূলের খলীফার পক্ষ হইতে অনেক কিছু সহ্য করিতে হইয়াছে।

অতঃপর স্বয়ং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদের নিকট আসিলেন এবং তাহাদেরকে খুব উৎসাহ দিলেন। তিনি তাহাদিগকে এইভাবে বিদায় দিলেন যে, স্বয়ং তাহাদের সহিত পায়দল চলিতেছিলেন এবং হযরত উসামা (রাঃ) সওয়ারীতে আরোহী ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সওয়ারীর লাগাম টানিয়া চলিতেছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! হয় আপনি সওয়ার হইয়া যান, আর না হয় আমি নিচে নামিয়া পায়দল চলি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, না তুমি নামিবে, আর আল্লাহর কসম, না আমি চড়িব। ইহাতে কি ক্ষতি যে, আমি কিছুক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় আমার পা দ্বয়কে ধুলিযুক্ত

করি। কারণ গাজী যে কোন কদম উঠায়, তাহার প্রতি কদমে সাতশত নেকী লেখা হয়, তাহার সাতশত মর্তবা উন্নত করা হয় এবং তাহার সাতশত গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন বিদায় দিয়া ফিরিতে লাগিলেন তখন তিনি হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, যদি তুমি ভাল মনে কর তবে ওমরকে আমার সাহায্যের জন্য এখানে রাখিয়া যাও। সুতরাং হযরত উসামা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে মদীনায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট থাকিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন। (মুখতাসার ইবনে আসাকির)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ) যখন (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর) বাইয়াত হইতে অবসর হইলেন এবং লোকেরা সকলে শান্ত হইল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে যেখানে যাইতে হুকুম করিয়াছিলেন তুমি সেখানকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাও। মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্য হইতে কিছু লোক হযরত হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত কথা বলিলেন। তাহারা বলিলেন, আপনি হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে (না পাঠাইয়া) রুখিয়া দিন। কেননা আমাদের আশংকা হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর শুনিয়া সমস্ত আরব আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যিনি সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ও মজবুত ছিলেন—তিনি বলিলেন, আমি সেই বাহিনীকে রুখিয়া দিব যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়াছেন? তবে তো ইহা আমার বিরাট দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন হইবে। সেই পবিত্র যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত বাহিনীকে আমি রুখিয়া দেই ইহা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় এই যে, আমার উপর সমগ্র আরব আক্রমণ করিয়া বসে। হে উসামা, তুমি তোমার বাহিনী লইয়া সেখানে যাও

যেখানে যাওয়ার তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ফিলিস্তীনের যে এলাকায় যাইয়া যুদ্ধ করিতে হুকুম করিয়াছিলেন তুমি সেখানে যাইয়া মুতাবাসীদের সহিত যুদ্ধ কর। তুমি এখানে যাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছ তাহাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। অবশ্য তুমি যদি ভাল মনে কর তবে ওমরকে এখানে থাকিয়া যাওয়ার অনুমতি দাও। আমি তাহার সহিত পরামর্শ করিব এবং তাহার সাহায্য গ্রহণ করিব। কেননা তাহার রায় অতি উত্তম এবং সে ইসলামের অত্যন্ত হিতাকাংখী। অতএব হযরত উসামা (রাঃ) অনুমতি দিলেন।

অধিকাংশ আরব ও পূর্বাঞ্চলীয় লোকেরা ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। এমনিভাবে গাতফান, বনু আসাদ গোত্রদ্বয় ও আশজা গোত্রের অধিকাংশ লোক ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। অবশ্য বনু তাই গোত্র ইসলামকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। অধিকাংশ সাহাবা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে নিষেধ করিয়া দিন এবং তাহাদিগকে গাতফান ও অবশিষ্ট আরব যাহারা ইসলাম হইতে মোরতাদ হইয়া গিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করুন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে রুখিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, যে সমস্ত বিষয়ে তোমাদের নবীর পক্ষ হইতে কোন সুন্নাত জানা না থাকে বা কোরআনে কোন পরিস্কার হুকুম তোমাদের উপর নাযিল না হইয়া থাকে কেবল সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা পরামর্শ করিয়া থাকি। তোমরা তোমাদের পরামর্শ দিয়াছ, এখন আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, উভয়ের মধ্যে যাহা তোমাদের নিকট উত্তম মনে হয় উহাকে অবলম্বন কর। কারণ আল্লাহ তায়ালা কখনও তোমাদিগকে কোন গোমরাহীর উপর ঐক্যমত করিবেন না। সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমার মতে সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা এই যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার নিকট হইতে যাকাতের জানোয়ারের সহিত রশি লইতেন সে সেই রশি দিতে অস্বীকার করিলেও তাহার সহিত জেহাদ করা হউক। সমস্ত মুসলমান হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়কে মানিয়া লইলেন এবং সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায় তাহাদের রায় অপেক্ষা উত্তম। অতএব হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন যেখানে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হুকুম দিয়াছিলেন।

এই জেহাদের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ) সঠিক ফয়সালা করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত উসামা (রাঃ) ও তাহার বাহিনীকে প্রচুর গনীমতের মাল দান করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) মুহাজিরীন ও আনসারদের এক জামাত লইয়া (মুরতাদদের মুকাবিলার জন্য) বাহির হইলেন। গ্রাম্য আরবরা তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া পালাইয়া গেল। মুসলমানগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, সমস্ত গ্রাম্য আরব তাহাদের সন্তানসন্ততি লইয়া পালাইয়া গিয়াছে তখন তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত কথা বলিলেন। তাহারা বলিলেন, এখন আপনি মদীনায় মহিলা ও শিশুদের নিকট ফিরিয়া যান এবং আপনার সঙ্গীদের মধ্য হইতে কাহাকেও জামাতের আমীর নিযুক্ত করিয়া আপনার দায়িত্ব তাহাকে অর্পণ করিয়া দিন। মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই ব্যাপারে বুঝাইতে থাকিলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন এবং হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে আমীর বানাইয়া দিলেন। তিনি হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, আরবের লোকেরা যখন মুসলমান হইয়া যাইবে এবং যাকাত দিতে আরম্ভ করিবে তখন তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ ফিরিয়া আসিতে চাহিবে সে ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। (কান্‌য)

ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর যখন আনসারগণ খেলাফতের বিষয়ে সকলেই একমত হইয়া গেলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীর (রওয়ানা হওয়ার) কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। আরবের পরিস্থিতি এই ছিল যে, লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল। কোন কোন গোত্র তো সম্পূর্ণই, আর কোন কোন গোত্রের কিছু কিছু লোক মোরতাদ হইয়া গেল এবং মোনাফেকী প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ মাথা উত্তোলন করিয়া দেখিতে লাগিল। আর যেহেতু মুসলমানদের নবীর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল, তদুপরি তাহাদের সংখ্যা ছিল কম আর তাহাদের শত্রু সংখ্যা ছিল অধিক সেহেতু মুসলমানদের অবস্থা শীতের রাত্রে বৃষ্টিভেজা বকরীর পালের মত ছিল।

এমতাবস্থায় লোকেরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিল, এই যৎসামান্য মুসলমান। আর আপনি দেখিতেছেন যে, আরবগণ আপনার অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনার জন্য সমুচিত নয় যে, এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের এই জামাত (অর্থাৎ হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনী)কে আপনার নিকট হইতে পৃথক করিয়া পাঠাইয়া দেন। ইহার জবাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র যাতের কসম যাহার হাতে আবু বকরের প্রাণ রহিয়াছে, যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যায় যে, আমাকে হিংস্র জন্তু উঠাইয়া লইয়া যাইবে তবুও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম অনুযায়ী উসামার বাহিনীকে অবশ্যই রওয়ানা করিব। যদি জনবসতিতে আমি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট না থাকে তবুও আমি এই বাহিনীকে অবশ্যই রওয়ানা করিয়া ছাড়িব।

হযরত আসেম ও হযরত আমরাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সমস্ত আরব মোরতাদ হইয়া গেল এবং নেফাক (মোনাফেকী) মাথা উঠাইয়া দেখিতে লাগিল। আল্লাহর কসম, আমার

পিতার উপর তখন এমন মুসীবত আসিয়া পড়িয়াছিল যে, যদি উহা মজবুত পাহাড়সমূহের উপর পড়িত তবে পাহাড়কেও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অবস্থা তখন এমন হইয়া গিয়াছিল যেমন অন্ধকার রাত্রে হিংস্র জন্তু ভরা এলাকায় বৃষ্টিভেজা ভীত সন্ত্রস্ত বকরীর হইয়া থাকে। আল্লাহর কসম, সেই সময় সাহাবাদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিত আমার পিতা উহার অনিষ্টকে দূর করিতেন এবং উহার লাগাম ধরিয়া উপযুক্ত ফয়সালা করিয়া দিতেন। (যদ্দরুন বিরোধ শেষ হইয়া যাইত।)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, যদি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর) হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত না হইতেন তবে (দুনিয়াতে) আল্লাহ তায়ালার এবাদত হইত না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) দ্বিতীয় বার এই কথা বলিলেন। তারপর তৃতীয়বার বলিলেন। লোকেরা তাহাকে বলিল, হে আবূ হোরায়রা, আপনি এমন কথা হইতে বিরত হউন। তিনি বলিলেন, (আমি এই কথা এইজন্য বলিতেছি যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতশতজনের এক বাহিনী দিয়া হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)কে সিরিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। (প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুসারে এই বাহিনীর লোকসংখ্যা তিন হাজার ছিল। তন্মধ্যে কোরাইশদের সংখ্যা সম্ভবতঃ সাতশত ছিল বলিয়া এই রেওয়ায়াতে সাতশত উল্লেখ করিয়াছেন।)

হযরত উসামা (রাঃ) যখন 'যি–খুশুব' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং মদীনার আশে পাশের আরবগণ মোরতাদ হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইয়া বলিলেন, হে আবু বকর! এই বাহিনীকে ফেরৎ লইয়া আসুন। আপনি এই বাহিনীকে রোম পাঠাইতেছেন অথচ মদীনার আশেপাশের আরবগণ মোরতাদ হইয়া গিয়াছে? হযরত আবু বকর (রাঃ)

বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা বিবিদের পা কুকুরে টানিয়া বেড়ায় তবুও আমি সেই বাহিনীকে ফেরৎ আনিব না যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা করিয়াছেন এবং আমি সেই ঝাণ্ডা খুলিতে পারিব না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁধিয়াছেন। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে (ফেরৎ না আনিয়া) রওয়ানা করিয়া দিলেন। ফলে এই বাহিনী যে কোন এমন গোত্রের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল যাহারা মোরতাদ হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, মুসলমানদের নিকট যদি বিরাট শক্তি না থাকিত তবে তাহাদের নিকট হইতে এত বড় বাহিনী বাহির হইত না। আমরা এখন মুসলমানদেরকে কিছু বলিব না। তাহাদেরকে রুমীদের সহিত যুদ্ধ করিতে দাও। তারপর দেখিব। সুতরাং এই বাহিনী রুমীদের সহিত যুদ্ধ করিল এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, কতল করিয়া সহীসালামতে ফিরিয়া আসিল। এইভাবে পথিমধ্যের সমস্ত আরব গোত্রগুলি ইসলামের উপর মজবুত হইয়া গেল। (বিদায়াহ)

ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

সাইফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ) সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং এই অসুস্থতার মধ্যেই কয়েক মাস পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য পূর্বেই খেলাফতের ফয়সালা করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন তাহার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন সিরিয়া হইতে হযরত মুসান্না (রাঃ) আসিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে (সেখানকার) সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ওমরকে

আমার নিকট ডাকিয়া আন। হযরত ওমর (রাঃ) আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে ওমর! আমি তোমাকে যাহা বলি তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, অতঃপর উহার উপর আমল কর। আমার ধারণা হয় আজ আমি ইন্তেকাল করিব। সেদিন সোমবার দিন ছিল। যদি আমি এখন মারা যাই তবে সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই লোকদিগকে হযরত মুসান্নার সহিত সিরিয়ায় যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়া প্রস্তুত করিবে। আর যদি আমি রাত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি এবং রাত্রে আমার ইন্তেকাল হইয়া যায় তবে সকাল হইবার পূর্বেই লোকদিগকে হযরত মুসান্নার সহিত সিরিয়া যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়া প্রস্তুত করিবে এবং কোন মুসীবত—চাই উহা যত বড়ই হউক না কেন, তোমাকে যেন তোমার দ্বীনী কাজে ও তোমার রবের আদেশ পালনে বাধা দিতে না পারে। তুমি আমাকে দেখিয়াছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় কি করিয়াছি। অথচ মানব জাতির উপর এরূপ মুসীবত পূর্বে কখনও আসে নাই। আল্লাহর কসম, যদি আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ হইতে একটুও পিছু হটিতাম তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করা ছাড়িয়া দিতেন এবং আমাদিগকে শাস্তি দিতেন ও মদীনা আগুন দ্বারা ভস্ম হইয়া যাইত। (ইবনে জারীর তাবারী)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক মোরতাদ ও যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এহতেমাম

মুহাজির ও আনসাদের সহিত যুদ্ধের পরামর্শ ও খোতবা প্রদান

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর নেফাক (অর্থাৎ মোনাফেকী) মাথা উত্তোলন করিয়া দেখিতে লাগিল, আরবগণ মোরতাদ হইয়া গেল এবং অনারবরা হুমকি দিতে আরম্ভ করিল এবং নেহাওয়ান্দে সমবেত হওয়ার

অঙ্গীকার করিল এবং বলাবলি করিতে লাগিল যে, সেই ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে যাহার কারণে আরবরা সাহায্য প্রাপ্ত হইত। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর (রাঃ) মুহাজির ও আনসারদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, আরবরা যাকাতের বকরী ও উট দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং আপন দ্বীন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। আর এই সমস্ত অনারবরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য নেহাওয়ান্দে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা মনে করিতেছে যে, যে মহান ব্যক্তির কারণে তোমাদের সাহায্য করা হইতেছিল তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও (যে আমাদের কি করা উচিত)। কারণ আমিও তোমাদের একজন এবং এই পরীক্ষার সবচেয়ে বেশী দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

সাহাবা (রাঃ) দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মাথা ঝুকাইয়া চিন্তা করিতে থাকিলেন। অতঃপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমার রায় এই যে, আপনি আরবদের পক্ষ হইতে নামায কবুল করিয়া লন, আর যাকাতের বিষয়টি তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিন। কেননা তাহারা এইমাত্র জাহিলিয়াত ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইসলাম এখনো তাহাদেরকে পুর্ণরূপে তৈয়ার করিতে পারে নাই। (অর্থাৎ তাহাদের দ্বীনী তরবিয়ত এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই।) তারপর হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে কল্যাণের দিকে ফিরাইয়া আনিবেন অথবা আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করিয়া দিবেন। তখন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার শক্তিও আমাদের মধ্যে পয়দা হইয়া যাইবে। বর্তমানে এই অবশিষ্ট মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সমগ্র আরব ও অনারবের সহিত যুদ্ধ করার শক্তি নাই। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনিও একই কথা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ)ও একই কথা বলিলেন। সমস্ত মুহাজিরগণও এই রায়ই দিলেন। য

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) আনসারদের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেন। তাহারাও এই একই রায় দিলেন। সকলের একই রায় শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বারে উঠিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন তখন হক অতি সামান্য ও নিরাশ্রয় ছিল এবং ইসলাম একেবারে অপরিচিত ও উপেক্ষিত ছিল। উহার রশি দুর্বল হইয়া গিয়াছিল, উহাকে মান্যকারীর সংখ্যা কম ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে স্থায়ী ও সর্বোত্তম উম্মত বানাইলেন। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ তায়ালার কথা লইয়া দণ্ডায়মান থাকিব এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁহার ওয়াদাকে পূর্ণ করিয়া দেন এবং তাঁহার কৃত অঙ্গীকার আমাদেরকে দান করেন। সুতরাং আমাদের মধ্য হইতে যে মারা যাইবে সে শহীদ হইয়া জান্নাতে যাইবে, আর যে বাঁচিয়া থাকিবে সে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খলীফা হইয়া এবং আল্লাহর এবাদতের ওয়ারিশ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা হককে মজবুত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন এবং তাহার কথার খেলাপ হইতে পারে না—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ.....

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিতেছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন।'

আল্লাহর কসম, যদি ইহারা আমাকে সেই রশি দিতে অস্বীকার করে যাহা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, অতঃপর বৃক্ষ, পাথর ও সমস্ত মানুষ ও জ্বিন সম্মিলিত হইয়া

মোকাবেলায় আসে তবুও আমি তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত জেহাদ করিব যতক্ষণ না আমার রূহ আল্লাহর সহিত যাইয়া মিলিত হয়। আল্লাহ তায়ালা এরূপ করেন নাই যে, প্রথম নামায ও যাকাতকে পৃথক করিয়াছেন, অতঃপর উভয়কে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। (অতএব আমি কিভাবে এরূপ করিতে পারি যে, আরবের লোকেরা শুধু নামায পড়িবে, যাকাত দিবে না, আর আমি তাহাদিগকে কিছুই বলিব না?) ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহু আকবার! তিনি আরো বলিলেন যে, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অন্তরে (যাকাত অস্বীকারকারী) এই সকল লোকদের সহিত যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করিয়া দিলেন তখন আমারও দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহাই হক। (কানযুল উম্মাল)

হযরত সালেহ ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, যখন চারিদিকে লোকজন মোরতাদ হইতে লাগিল তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, (অন্য কাহারো নিকট হইতে হেদায়াত লওয়ার প্রয়োজন রহে নাই।) আর যিনি এত দান করিয়াছেন যে, ধনী বানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন সময় প্রেরণ করিয়াছেন যখন (আল্লাহ ওয়ালা) এলেম নিরাশ্রয় ছিল এবং ইসলাম অপরিচিত ও উপেক্ষিত ছিল, উহার রশি দুর্বল হইয়া গিয়াছিল এবং ইসলামের যুগ পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। (অর্থাৎ উহার নাম লওয়ার মত কেহ ছিল না।) আর ইসলামের অনুসারীগণ পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)দের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদিগকে যে সকল কল্যাণ দান করিয়াছিলেন উহা তাহাদের কোন যোগ্যতার কারণে দিয়াছিলেন না। আর তাহাদের মধ্যে যেহেতু খারাবীই খারাবী ছিল সেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাহাদের খারাপ অবস্থাকে পরিবর্তন করেন নাই। তাহারা আল্লাহ

তায়ালার কিতাবকে পরিবর্তন করিয়াছিল এবং উহার মধ্যে এমন অনেক কথা শামিল করিয়া দিয়াছিল যাহা কিতাবে ছিল না। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার সহিত লেখাপড়াহীন আরবদের কোন সম্পর্কই ছিল না। না তাহারা আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিত, আর না তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন দোয়া করিত। তাহারা সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ ও কঠিন জীবন যাপন করিত এবং তাহাদের ধর্ম সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ধর্ম ছিল। তাহারা কঠিন ও অনাবাদ জমিনের বাসিন্দা ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাহাবা (রাঃ)দের এক জামাত ছিল, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মাত বানাইলেন, তাহাদের অনুসারীদের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন এবং অন্যদের উপর তাহাদিগকে বিজয়ী করিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীকে নিজের নিকট ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এখন শয়তান এই সমস্ত আরবদের উপর পুনরায় ঐ স্থানে আরোহণ করিতে চাহিতেছে যেখান হইতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নামাইয়াছিলেন এবং তাহাদের হাত ধরিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহিতেছে। (অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন,)—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ ......

অর্থ ঃ 'আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো একজন রাসূল, তাঁহার পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হইয়াছেন, অনন্তর যদি তাঁহার মৃত্যু হয় অথবা তিনি শহীদই হন, তবে কি তোমরা উল্টা ফিরিয়া যাইবে? আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরিয়া যাইবে সে আল্লাহ তায়ালার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদিগকে সওয়াব দান করিবেন।'

তোমাদের আশেপাশের আরবরা যাকাতের বকরী ও উট প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে। যদিও ইহারা আজ নিজেদের পূর্বেকার ধর্মের

দিকে ফিরিয়া গিয়াছে, তবে পূর্বেও তাহারা নিজেদের ধর্মের প্রতি এরূপই আগ্রহী ছিল, যেরূপ আজ তাহারা উহার প্রতি আগ্রহী। আর আজ যদিও তোমরা তোমাদের নবীর বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছ, তথাপি তোমরা আজও তোমাদের দ্বীনের উপর সেরূপই পরিপক্ক রহিয়াছ, যেরূপ তোমরা (তাঁহার উপস্থিতিতে) পরিপক্ক ছিলে। আর (যদিও তোমাদের নবী চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু) তিনি তোমাদিগকে সেই আল্লাহর সোপর্দ করিয়া গিয়াছেন, যিনি সর্ববিষয়ে যথেষ্ট, সর্বপ্রথম, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বে-খবর পাইয়াছেন অতঃপর তাহাকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বলহীন পাইয়াছেন, অতঃপর তাহাকে সম্পদশালী করিয়াছেন। আর তোমরা আগুনের গর্তের কিনারায় ছিলে, তিনি তোমাদিগকে উহা (তে পতিত হওয়া) হইতে বাঁচাইয়াছেন। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর জন্য লড়াই করিব এবং এই লড়াই কখনও ছাড়িব না যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আপন ওয়াদাকে পূরণ করেন এবং আমাদের সহিত কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেন। আমাদের মধ্য হইতে যে মারা যাইবে সে শহীদ হইয়া জান্নাতে যাইবে। আর যে জীবিত থাকিবে সে আল্লাহ তায়ালার খলীফা হইয়া তাঁহার জমিনে তাঁহার ওয়ারিশ হইবে। আল্লাহ তায়ালা হককে মজবুত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার কথার খেলাফ হইতে পারে না, তিনি বলিয়াছেন— وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ......

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিতেছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন।'

অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যখন আরবের লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল এবং সমস্ত মুহাজিরীন একমত হইলেন, আর আমিও তাহাদের

মধ্যে ছিলাম (যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সহিত যুদ্ধ না করা হউক) তখন আমরা আরজ করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি লোকদেরকে এই ব্যাপারে ছাড়িয়া দিন যে, তাহারা নামায পড়িবে কিন্তু যাকাত দিবে না, কেননা যখন তাহাদের অন্তরে ঈমান ঢুকিয়া পড়িবে তখন তাহারা যাকাতও স্বীকার করিয়া লইবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যে জিনিসের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করিয়াছেন উহা আমি ছাড়িয়া দিব, ইহা অপেক্ষা আমার নিকট আসমান হইতে (জমিনের উপর) পড়িয়া যাওয়া অধিক প্রিয়। অতএব আমি তো এই ব্যাপারে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) (যাকাত অস্বীকার করার উপর) আরবদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাহারা পূর্ণ ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই একদিন ওমরের খান্দান (এর সারাজীবনের আমল) হইতে উত্তম। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন আরবের লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমরা নামায পড়িব, কিন্তু যাকাত দিব না।

আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি লোকদের মন জোগাইয়া চলুন ও তাহাদের সহিত নরম ব্যবহার করুন ; কারণ ইহারা জংলী জানোয়ার সমতুল্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমার নিকট সাহায্যের আশা করিয়াছিলাম, আর তুমি কিনা সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ। তুমি জাহিলিয়াতে তো বেশ শক্তিশালী ছিলে, আর ইসলামে আসিয়া দুর্বল হইয়া গিয়াছ। আমার কিসের ভয় যে, আমি মনগড়া কবিতা ও মিথ্যা যাদু দ্বারা এই (যাকাত অস্বীকারকারী) লোকদের

মন জোগাইব!' আফসোস! আফসোস! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন এবং ওহী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ আমার হাতে তরবারী ধারণের শক্তি আছে ততক্ষণ আমি অবশ্যই তাহাদের সহিত একটি রশি দিতে অস্বীকার করার উপরও জেহাদ করিব।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে আমার অপেক্ষা অধিক কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ও আপন সংকল্পে অধিক দৃঢ় পাইয়াছি। তিনি লোকদেরকে কাজের এমন উত্তম পন্থা ও আদব কায়দা শিক্ষা দিয়াছেন যে, যখন আমি খলীফা হইলাম তখন আমার জন্য লোকদের অনেক কঠিন কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে। (কান্‌য)

হযরত যাব্বা ইবনে মাহসান আনাযী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিলাম, আপনি হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে উত্তম। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক রাত ও একদিন ওমর ও ওমরের খান্দান (এর সারাজীবনের আমল) হইতে উত্তম। তুমি কি চাও যে, আমি তোমাকে তাহার সেই রাত্র ও দিন বলিয়া দেই? আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, তাহার সেই রাত্র হইল, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী হইতে পলায়ন করতঃ বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন আর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। অতঃপর হিজরতের সেই হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন যাহা হিজরতের অধ্যায়ে (৫৬৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। তারপর বলিলেন, আর তাহার সেই দিন হইল, যেইদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করিলেন, আর আরবের লোকেরা মোরতাদ হইয়া গেল। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা নামায পড়িব কিন্তু যাকাত দিব না। আর কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা না নামায পড়িব, না যাকাত দিব। আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর

খেদমতে আসিলাম। হিতকামনায় আমার মনে কোন ত্রুটি ছিল না। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি লোকদেরকে আপন করুন। পরবর্তী অংশ পূর্বোল্লেখিত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

(মুনতাখাব কান্‌যুল উম্মাল)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার খলীফা হইলেন এবং আরবের লোকদের মধ্য হইতে যাহারা কাফের হইবার কাফের হইয়া গেল তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকর! আপনি লোকদের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সহিত যুদ্ধ করার হুকুম করা হইয়াছে যতক্ষণ না তাহারা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। অতএব যে কেহ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িয়া লইবে সে আমার নিকট হইতে নিজের জান ও মাল নিরাপদ করিয়া লইবে। অবশ্য তাহার জানমাল হইতে ইসলামের ওয়াজিব হকসমূহ উসুল করা হইবে এবং তাহার (অন্তর দ্বারা খাঁটিভাবে মুসলমান হওয়া না হওয়ার) হিসাব আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে থাকিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, না, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে আমি তাহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিব, কেননা যাকাত মালের হক (যেমন নামায জানের হক)। আল্লাহর কসম, যদি তাহারা আমাকে সেই রশি দিতে অস্বীকার করে, যাহা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, তবে আমি সেই রশির জন্যও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তিনি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল যে, আল্লাহ তায়ালা (যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অন্তরকে খুলিয়া (অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া) দিয়াছেন। অতএব আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই হক। (কান্‌য)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় লশকর প্রেরণের এহতেমাম ও জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ

জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের মধ্যে বয়ানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ বর্ণনা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, প্রত্যেক কাজের কিছু নিয়ম কানুন রহিয়াছে। যে উহা পালন করে তাহার জন্য উহা যথেষ্ট হয়। আর যে আল্লাহ আযযা ও জাল্লার জন্য আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবেন। তোমরা পরিপূর্ণ চেষ্টা মেহনত কর ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। কারণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন মানুষকে দ্রুত তাহার উদ্দিষ্টে পৌঁছাইয়া দেয়। মনোযোগ দিয়া শুন, যাহার ঈমান নাই তাহার দ্বীন নাই, আর যাহার সওয়াব হাসিলের নিয়ত নাই, তাহার জন্য (আল্লাহর পক্ষ হইতে) কোন সওয়াব নাই, আর যাহার নিয়ত (শুদ্ধ) নাই তাহার আমলের কোন দাম নাই। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহ তায়ালার কিতাবে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের এই পরিমাণ সওয়াব বলা হইয়াছে যে, সেই সওয়াবের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে জেহাদের জন্য ওয়াকফ হইয়া যাওয়ার আকাঙ্খা হওয়া চাই। জেহাদ সেই ব্যবসা যাহার কথা আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন এবং যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা (মুসলমানদিগকে) অপমান লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং যাহার সহিত আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া আখেরাতের সম্মান জুড়িয়া দিয়াছেন।

(মুখতাসার)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গী সাহাবাদের প্রতি চিঠি

ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, যখন তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ হইতে অবসর হইয়া সেখানেই অবস্থান করিতেছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে এই চিঠি লিখিলেন—

"এই চিঠি আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা আবু বকরের পক্ষ হইতে খালেদ ইবনে ওলীদ ও তাহার সঙ্গে অবস্থানরত মুহাজিরীন ও আনসার ও তাবেঈন সকলের প্রতি।— সালামুন আলাইকুম—

আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আম্মা বাদ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আপন ওয়াদাকে পূরণ করিয়াছেন এবং আপন বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন, আর আপন দোস্তকে ইজ্জত দান করিয়াছেন এবং আপন দুশমনকে বে–ইজ্জত করিয়াছেন এবং একাই সমস্ত শত্রু সৈন্যের উপর বিজয়ী হইয়াছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনিই (কোরআন শরীফে) বলিয়াছেন—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ....

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের জন্য যে দ্বীনকে পছন্দ করিয়াছেন, উহাকে তাহাদের জন্য মজবুত করিয়া দিবেন।"

অতঃপর সম্পূর্ণ আয়াত লিখিয়াছেন। ইহা আল্লাহ তায়ালার এমন ওয়াদা যাহার খেলাফ হইতে পারে না এবং এমন কথা যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরয

করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

অর্থ ঃ 'ফরয করা হইয়াছে তোমাদের উপর জেহাদ করা অথচ উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর।'

সম্পূর্ণ আয়াত লিখিয়াছেন। অতএব তোমরা সেই মেহনত ও আমল অবলম্বন কর যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য আপন ওয়াদাকে পূর্ণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর যে জেহাদ ফরয করিয়াছেন সেই ব্যাপারে তোমরা তাহার আনুগত্য কর। যদিও উহার জন্য তোমাদেরকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অনেক বড় মুসীবত উঠাইতে হয়, দূর দূরান্তের সফর করিতে হয় এবং জানমালের ক্ষতি বরদাশত করিতে হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বিরাট সওয়াবের তুলনায় এই সমস্ত কিছু অতি নগন্য।

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহম করুন। তোমরা হালকা হও, ভারী হও সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হও এবং আপন মাল ও জান লইয়া জেহাদ কর—এই বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ আয়াত লিখিয়াছেন। শুন, আমি খালেদ ইবনে ওলীদকে ইরাক যাওয়ার হুকুম দিয়াছি এবং তাহাকে বলিয়াছি যে, যতক্ষণ আমি না বলি ততক্ষণ যেন ইরাক হইতে আর কোথাও না যায়। তোমরাও সকলে তাহার সহিত ইরাক চলিয়া যাও এবং ইহাতে কোন রকম অলসতা করিও না। কারণ যে ব্যক্তি এই রাস্তায় নেক নিয়তে পূর্ণ আগ্রহের সহিত চলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বড় পুরস্কার দান করিবেন। তোমরা যখন ইরাক পৌছিবে তখন আমার হুকুম আসা পর্যন্ত সকলেই সেখানে অবস্থান করিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তোমাদের দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট হইয়া যান। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (বাইহাকী)

রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা খুযাঈ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এরাদা করিলেন তখন তিনি হযরত আলী, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ, হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) ও বদরে শরীক হইয়াছেন বা হন নাই এরূপ বড় বড় মুহাজির ও আনসারী সাহাবা (রাঃ)দেরকে ডাকিলেন। এই সকল সাহাবা (রাঃ) তাহার খেদমতে হাজির হইলেন। আমিও তাহাদের সহিত ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের সমস্ত আমল তাঁহার নেয়ামতের মোকাবেলা করিতে পারে না। অতএব সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য।

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কলেমাকে এক করিয়া দিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং শয়তানকে তোমাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন, এখন শয়তান আর এই আশা করে না যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে অথবা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও তোমরা মা'বুদ বানাইবে। অতএব আজ সমস্ত আরব এক মা–বাপের সন্তানের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। আমার এরাদা হইতেছে যে, আমি মুসলমানদেরকে রুমীদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়া পাঠাইয়া দেই। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং আপন কলেমাকে উন্নত করেন। আর ইহাতে মুসলমানগণ (শাহাদাত ও আজর ও সওয়াবের) অনেক বড় অংশ লাভ করিবে। কারণ তাহাদের মধ্য হইতে যে মারা যাইবে সে শহীদ হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে। আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট রহিয়াছে নেক লোকদের জন্য তাহা বহুগুণে উত্তম। আর যে জীবিত থাকিবে সে দ্বীনের খাতিরে প্রতিরোধ করিতে থাকিবে এবং

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে মুজাহিদদের সওয়াব লাভ করিবে। ইহা তো আমার রায়। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ রায় বল।

হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন মাখলুক হইতে যাহাকে চাহেন বিশেষভাবে কোন কল্যাণ দান করেন। আল্লাহর কসম, যখনই কোন কল্যাণকর কাজে আমরা প্রতিযোগিতা করিয়াছি আপনি উহাতে অগ্রগামী হইয়াছেন। আর ইহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা দান করেন এবং আল্লাহ তায়ালা অতি অনুগ্রহশীল। আল্লাহর কসম, আমার অন্তরেও এই খেয়াল আসিয়াছিল। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই খেয়াল প্রকাশ করিব, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ইহাই চাহিলেন যে, আপনিই প্রথম ইহা উত্থাপন করিবেন। আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনি একের পর এক ঘোড় সওয়ার বাহিনী প্রেরণ করিতে থাকুন এবং পদাতিক বাহিনীও প্রেরণ করিতে থাকুন। বাহিনীর পর বাহিনী প্রেরণ করিতে থাকুন। আল্লাহ তায়ালা তাহার দ্বীনকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদিগকে ইজ্জত দান করিবেন।

অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! ইহারা রোমবাসী এবং বনুল আসকার, ইহারা অত্যন্ত ধারালো লোহা ও মজবুত স্তম্ভের ন্যায়। আমি ইহা কোনক্রমেই সমুচিত মনে করি না যে, চিন্তা ভাবনা না করিয়াই আমরা সকলেই একদম তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ি। বরং আমার রায় এই যে, আমরা একদল ঘোড় সওয়ার সৈন্য প্রেরণ করি, যাহারা তাহাদের দেশের দূরবর্তী সীমান্ত এলাকাগুলিতে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। এরূপ কয়েকবার করার দ্বারা তাহারা রুমীদের যথেষ্ট ক্ষতি করিতে পারিবে এবং তাহাদের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিও দখল করিয়া লইবে। এইভাবে রুমীরা তাহাদের দুশমন অর্থাৎ মুসলমানদের মোকাবেলায় ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িবে। তারপর

আপনি লোক পাঠাইয়া ইয়ামান, রবীআহ্ ও মুদার গোত্রের শেষ প্রান্তের মুসলমানদিগকে আপনার নিকট সমবেত করুন। অতঃপর আপনি যদি সমুচিত মনে করেন তবে এই বাহিনী লইয়া আপনি স্বয়ং রুমীদের উপর আক্রমণ করুন অথবা তাহাদিগকে কাহারো নেতৃত্বে পাঠাইয়া দিন। (আর আপনি মদীনাতে অবস্থান করুন।) এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) চুপ হইয়া গেলেন। অবশিষ্ট লোকেরাও চুপ করিয়া রহিলেন।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) পুনরায় বলিলেন, আপনাদের কি রায়? তখন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আপনি এই দ্বীনে ইসলাম ওয়ালাদের বড় হিতাকাংখী ও তাহাদের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল। আপনার রায় অনুসারে আপনি যখন সাধারণ মুসলমানদের জন্য ফায়েদা মনে করিতেছেন তখন আপনি বিনা দ্বিধায় উহার উপর আমল করুন, কারণ আপনার ব্যাপারে আমাদের কাহারো কোন খারাপ ধারণা নাই। হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সা'দ, হযরত আবু ওবায়দাহ, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য উপস্থিত মুহাজির ও আনসারগণ (রাঃ) সকলেই বলিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন। আপনি যে কোন রায় চিন্তা করিয়াছেন উহার উপর আমল করুন। আমরা আপনার বিরোধিতা করিব না এবং আপনাকে কোনরূপ দোষারোপও করিব না। তাহারা এই ধরনের আরো অনেক কথা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) লোকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নিশ্চুপ ছিলেন। তিনি এখনও কোন কথা বলেন নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল হাসান, আপনার কি রায়?

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আপনি যদি স্বয়ং তাহাদের দিকে যান অথবা অন্য কাহাকেও সেইদিকে প্রেরণ করেন তবে ইনশাআল্লাহ আপনি তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন ও সফলকাম হইবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা

আপনাকে কল্যাণের শুভ সংবাদ দান করুন, আপনি ইহা কিভাবে জানিতে পারিলেন (যে, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও সফলকাম হইব)? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এই দ্বীন তাহার দুশমনদের উপর বিজয়ী হইতে থাকিবে। অবশেষে এই দ্বীন মজবুত হইয়া দাঁড়াইবে ও এই দ্বীনওয়ালাগণ বিজয় লাভ করিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! এই হাদীস কতই না উত্তম! আপনি আমাকে এই হাদীস শুনাইয়া আনন্দিত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সর্বদা আনন্দিত রাখুন।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন এবং আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পাঠ করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ইসলামের নেয়ামত দান করিয়াছেন এবং জেহাদের হুকুম দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, আর এই দ্বীন দান করিয়া তোমাদিগকে সকল দ্বীনের উপর ফযীলত দিয়াছেন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! সিরিয়ায় যাইয়া রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাদের জন্য অনেক আমীর নিযুক্ত করিব, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ঝাণ্ডা বাঁধিয়া দিব। তোমরা আপন রবের হুকুম মান্য কর এবং তোমাদের আমীরদের বিরোধিতা করিও না। তোমাদের নিয়ত ও খানাপিনা ঠিক রাখ। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং প্রত্যেক নেক কাজকে উত্তমরূপে আদায় করে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই বয়ান শুনিয়া লোকজন চুপ করিয়া রহিলেন। আল্লাহর কসম, তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দাওয়াতকে গ্রহণ করিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ, তোমাদের কি হইল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খলীফার দাওয়াতকে গ্রহণ করিতেছ

না? অথচ তিনি তোমাদিগকে এমন জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন যাহার উপর তোমাদের জীবন নির্ভর করে। যদি বিনা কষ্টে গনীমতের মাল লাভের আশা হইত বা সহজ সফর হইত তবে তোমরা দ্রুত গ্রহণ করিয়া লইতে। (এইখানে হযরত ওমর (রাঃ) সেই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন যাহা আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে মোনাফেকদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন।) এই কথার পর হযরত আমর ইবনে সাঈদ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি আমাদের ব্যাপারে মোনাফেকদের দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছ! যে বিষয়ে আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতেছ, সে বিষয়ে তুমি নিজেকে কেন সর্বাগ্রে পেশ করিলে না? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ভাল করিয়া জানেন যে, তিনি যদি আমাকে দাওয়াত দেন তবে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিব এবং তিনি যদি আমাকে জেহাদে প্রেরণ করেন তবে অবশ্যই আমি যাইব। হযরত আমর ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আমরা যদি জেহাদে যাই তবে তোমাদের কারণে যাইব না, বরং আল্লাহর জন্য যাইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তৌফিক দান করুন, তুমি অতি সুন্দর কথা বলিয়াছ।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি বসিয়া যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। তুমি ওমরের যে কথা শুনিয়াছ, উহা দ্বারা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া বা ধমকানো তাহার উদ্দেশ্য নয়। বরং তাহার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা অলসতা করিয়া জমিনের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করা। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা ঠিক বলিয়াছেন। হে আমার ভাই (আমর ইবনে সাঈদ) তুমি বসিয়া যাও। তিনি বসিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন',

যাহাতে এই দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর প্রবল করিয়া দেন, মুশরিকরা উহা যতই অপছন্দ করুক না কেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন ওয়াদাকে পালন করেন এবং আপন ওয়াদাকে প্রকাশ ও প্রবল করেন, আপন দুশমনকে ধ্বংস করেন। আমরা না আপনার বিরোধিতা করিব, আর না আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ রহিয়াছে। আপনি অত্যন্ত হিতাকাঙ্খী ও স্নেহশীল শাসনকর্তা। আপনি আমাদিগকে যখনই বাহির হইতে বলিবেন আমরা তখনই বাহির হইয়া পড়িব এবং আপনি যখনই আমাদিগকে কোন হুকুম দিবেন আমরা তখনই তাহা পালন করিব।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)এর কথায় অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, হে ভাই ও বন্ধু, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তুমি নিজ আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, সওয়াবের নিয়তে হিজরত করিয়াছ, তুমি আপন দ্বীন লইয়া কাফেরদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছ, যাহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার কলেমা বুলন্দ হইয়া যায়। তুমিই লোকদের আমীর হইবে। তুমি চল—আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া (সফরের) প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে বলিলেন, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও যে, হে লোকসকল, রুমীদের সহিত জেহাদের জন্য সিরিয়ায় চল। লোকেরা ইহাই মনে করিতেছিল যে, তাহাদের আমীর হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)। তাহার আমীর হওয়ার ব্যাপারে কাহারো সন্দেহ ছিল না। হযরত খালেদ (রাঃ) সর্বপ্রথম প্রস্তুত হইয়া ছাউনীতে পৌঁছিয়া গেলেন। তারপর দশ বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ও একশতজন করিয়া দলে দলে লোকজন ছাউনীতে সমবেত হইতে লাগিল। এইভাবে বহুলোক সমবেত হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) একদিন কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া

ছাউনীতে আসিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি মুসলমানদের বেশ ভাল সংখ্যা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এই সংখ্যাকে যথেষ্ট মনে করিলেন না। সুতরাং নিজের সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যদি আমি এই স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদেরকে পাঠাইয়া দেই তবে তোমরা কি মনে কর? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, রুমী—বনুল আসফারদের বিরুদ্ধে এই সংখ্যাকে আমি যথেষ্ট মনে করি না। হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি রায়? তাহারা বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন আমাদেরও একই রায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি ইয়ামানবাসীদেরকে জেহাদের দাওয়াত ও উহার সওয়াবের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া চিঠি লিখিব? সমস্ত সাহাবা (রাঃ) ইহাকে ভাল মনে করিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, জ্বি হাঁ, আপনি আপনার রায়ের উপর আমল করুন। অতএব তিনি এই চিঠি লিখিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার পক্ষ হইতে ইয়ামানের ঐ সমস্ত মুমিন ও মুসলমানদের নিকট এই চিঠি, যাহাদের সম্মুখে আমার এই চিঠি পাঠ করা হইবে। সালামুন আলাইকুম, আমি তোমাদের নিকট সেই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আম্মা বাদ, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর জেহাদ ফরয করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে হালকা হউক, ভারী হউক, সর্বাবস্থায় বাহির হওয়ার হুকুম দিয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় মাল ও জান লইয়া জেহাদ করার হুকুম দিয়াছেন। জেহাদ একটি আল্লাহ তায়ালার ফরযকৃত হুকুম যাহার সওয়াব আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বিরাট।

আমরা মুসলমানদেরকে রুমীদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য সিরিয়ায় যাওয়ার জন্য বলিয়াছি। তাহারা উহার জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এই কাজে তাহাদের নিয়তও অতি উত্তম হইয়াছে (যে, তাহারা

আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাইতেছে) এবং (এই জেহাদের সফরে) তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে অনেক বড় সওয়াবের আশা করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ, যেমন এখানকার মুসলমানগণ অতি তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে, তোমরাও অতি তাড়াতাড়ি (এই সফরের জন্য) প্রস্তুত হইয়া যাও। আর এই সফরে তোমাদের নিয়তও ঠিক হওয়া চাই। তোমরা দুইটি লাভের মধ্যে একটি তো অবশ্যই পাইবে—শাহাদাত অথবা বিজয় ও গনীমতের মাল। আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণের আমল ব্যতীত শুধু কথার উপর সন্তুষ্ট নহেন। আল্লাহ তায়ালার দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না তাহারা দ্বীনে হককে গ্রহণ করিয়া লইবে এবং আল্লাহ তায়ালার কিতাবের ফয়সালাকে মানিয়া লইবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বীনকে হেফাজত করুন এবং তোমাদের অন্তরসমূহকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের আমলসমূহকে পবিত্র করুন এবং তোমাদিগকে দৃঢ়পদ হইয়া জেহাদকারী মুহাজিরদের সওয়াব দান করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এই চিঠি দিয়া হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইলেন। (কান্‌য)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হাবশার জামাত রওয়ানা করিলেন তখন তিনি তাহাদের মাঝে দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে সিরিয়ায় যাওয়ার হুকুম দিলেন। আর তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সিরিয়ায় বিজয় দান করিবেন এবং তাহারা সেখানে মসজিদসমূহ বানাইবে। অতএব এই সংবাদ যেন না আসে যে, তোমরা সেখানে খেলতামাশার জন্য গিয়াছ। সিরিয়ায় নেয়ামতের প্রাচুর্য রহিয়াছে। সেখানে তোমরা খুব খাওয়া দাওয়ার জিনিস পাইবে, কাজেই অহংকার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। (কারণ খাওয়া দাওয়া ও মালের প্রাচুর্য মানুষকে অহংকারী বানাইয়া দেয়) কা'বার রবের কসম, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই

অহংকার সৃষ্টি হইবে এবংতোমরা অবশ্যই দম্ভ করিবে। মন দিয়া শোন, আমি তোমাদিগকে দশটি নসীহত করিতেছি, উহাকে স্মরণ রাখ—কখনও কোন বৃদ্ধকে কতল করিও না। অতঃপর বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর জেহাদ ও আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান ও এই ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করা

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত মুসান্না ইবনে হারেসা (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, হে লোকেরা, পারস্যের দিকে যাওয়াকে তোমরা কঠিন ও ভারী কাজ মনে করিও না। আমরা পারস্যের শস্যশ্যামল এলাকা দখল করিয়া লইয়াছি এবং ইরাকের দুই অংশের উত্তম অংশে আমরা তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছি। আমরা তাহাদের নিকট হইতে দেশের অর্ধেক কব্জা করিয়া লইয়াছি এবং তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছি। আমাদের লোকেরা তাহাদের উপর সাহসী হইয়া গিয়াছে। দেশের বাকি অংশও ইনশাআল্লাহ আমাদের হইয়া যাইবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হেজাযের জমিন তোমাদের আসল থাকার জায়গা নয়, এখানে তো তোমরা যেখানে ঘাস পাও সেখানে যাইয়া কিছুদিন অবস্থান কর। আর হেজাযের লোকদের জন্য এইভাবে জীবনযাপন করা ব্যতীত উপায়ও নাই। কোথায় সেই সকল মুহাজিরগণ যাহারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য বলামাত্রই দৌড়াইয়া আসিত, তাহারা আজ আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা হইতে কোথায় দূরে পড়িয়া আছে? তোমরা সেই এলাকার দিকে জেহাদের জন্য চল, যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কিতাবে তোমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদেরকে উহার মালিক বানাইবেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

অর্থ ঃ 'যাহাতে আল্লাহ তায়ালা আপন দ্বীনকে সমস্ত ধর্মের উপর প্রবল করিয়া দেন।'

আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আপন দ্বীনকে বিজায়ী করিবেন এবং তাহার সাহায্যকারীকে ইজ্জত দান করিবেন এবং আপন দ্বীনওয়ালাদেরকে সমস্ত জাতির সম্পত্তির ওয়ারিস বানাইবেন। আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাগণ কোথায়? এই দাওয়াতের উপর সর্বপ্রথম হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রস্তুত হইলেন। তারপর হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ অথবা সালীত ইবনে কায়েস (রাঃ) প্রস্তুত হইলেন। (এইভাবে এক এক করিয়া অনেক বিরাট বাহিনী তৈয়ার হইয়া গেল।) যখন ইহারা সকলে জমা হইলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ)কে বলা হইল যে, মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হইতে কোন একজন পুরানোকে ইহাদের আমীর বানাইয়া দিন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, আল্লাহর কসম, (আজ) আমি এরূপ করিব না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এইজন্য উন্নত করিয়াছিলেন যে, তোমরা প্রত্যেক নেক কাজে অগ্রগামী হইতে এবং দুশমনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে। অতএব যখন তোমরা কাপুরুষ হইয়া গিয়াছ এবং দুশমনের সহিত মোকাবেলাকে অপছন্দ করিয়াছ তখন তোমাদের মধ্যে আমীর হওয়ার অধিক উপযুক্ত সেই ব্যক্তি হইবে, যে দুশমনের দিকে যাইতে অগ্রগামী হইবে ও সর্বাগ্রে দাওয়াতকে কবুল করিবে। আল্লাহর কসম, আমি ইহাদের আমীর তাহাকেই বানাইব যে সর্বাগ্রে (আমার দাওয়াতে) সাড়া দিয়াছে।

অতঃপর হযরত আবু ওবায়েদ, সালীত ও সা'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা দুইজন যদি সাড়া দিতে (আবু ওবায়েদ অপেক্ষা) অগ্রগামী হইতে তবে আমি তোমাদের দুইজনকে আমীর বানাইয়া দিতাম। পুরানো হওয়ার গুণতো তোমাদের মধ্যে ছিলই, তদুপরি তোমরা আমীরও হইতে পারিতে। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ)কে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং

তাহাকে বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের কথা শুনিবে এবং তাহাদিগকে পরামর্শে শরীক করিবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যাপারে যাচাই করিয়া নিশ্চিন্ত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজে তাড়াহুড়া করিবে না। কেননা ইহা যুদ্ধ, এই কাজে সেই সঠিকভাবে চলিতে পারে যে শান্ত, ধীর ও সুযোগ বুঝিতে পারে, আর যে ইহা জানে যে, কখন আক্রমণ করিতে হইবে, আর কখন ক্ষ্যান্ত হইতে হইবে।

শা'বী (রহঃ) হইতে উক্ত হাদীসে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)কে বলা হইল, এই বাহিনীর আমীর এমন ব্যক্তিকে বানাইয়া দিন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সোহবত লাভ করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, পুরাতন সাহাবাদের ফযীলত এইজন্য ছিল যে, তাহারা দুশমনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেন এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকারকারীদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইতেন। এখন যদি আর কেহ তাহাদের এই বিশেষ গুণের অধিকারী হয় এবং তাহাদের মত কাজ করিতে আরম্ভ করে, আর (পুরাতন) সাহাবারা অলস ও ঢিলা হইয়া যায় তখন হালকা হউক, ভারী হউক—সর্বাবস্থায় যাহারা বাহির হইবে তাহারা সাহাবাদের অপেক্ষা আমীর হওয়ার অধিক হকদার হইয়া যাইবে। এইজন্য আল্লাহর কসম, আমি ইহাদের আমীর সেই ব্যক্তিকে বানাইব যে সর্বাগ্রে এই দাওয়াতে সাড়া দিয়াছে। অতএব হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ)কে আমীর বানাইলেন এবং তাহাকে বাহিনী সম্পর্কে নসীহত করিলেন। (তাবারী)

পারস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পরামর্শ

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)এর শাহাদাতের ও কিসরার বংশের কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে পারস্যবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের

মধ্যে (জেহাদের) ঘোষণা দিলেন (যেন সকলেই মদীনার বাহিরে সিরার নামক স্থানে সমবেত হন)। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মদীনা হইতে বাহির হইয়া সিরারে পৌঁছিলেন এবং হযরত তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)কে আ'ওয়াস নামক স্থান পর্যন্ত আগে পাঠাইয়া দিলেন। সৈন্য শ্রেণীর ডান বাহুর উপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে ও বাম বাহুর উপর হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)কে (আমীর) নিযুক্ত করিলেন। হযরত আলী (রাঃ)কে মদীনায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করিলেন। তারপর স্বয়ং তাঁহার পারস্য যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে লোকদের সহিত পরামর্শ করিলেন। লোকেরা সকলেই তাঁহাকে পারস্য যুদ্ধে যাওয়ার পরামর্শ দিল। তিনি সিরার পৌঁছার পূর্বে এই ব্যাপারে কোন পরামর্শ করেন নাই। ইতিমধ্যে হযরত তালহা (রাঃ)ও (আ'ওয়াস হইতে) ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) আহলে শুরার সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত তালহা (রাঃ)ও সাধারণ লোকদের ন্যায় (তাহাকে পারস্যযুদ্ধে যাওয়ার) পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহারা হযরত ওমর (রাঃ)কে পারস্য যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দিনের পূর্বে বা পরে আর কাহারো জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হউক—এই কথা বলি নাই। (শুধু এই দিন হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য এই কথা বলিয়াছি।) সুতরাং আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি এই কাজ আমার দায়িত্বে দিয়া দিন এবং নিজে মদীনায় অবস্থান করিয়া সৈন্য বাহিনী রওয়ানা করুন। আমি আজ পর্যন্ত ইহাই দেখিয়া আসিতেছি যে, সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা আপনার বাহিনীর পক্ষেই হইয়াছে। আপনার বাহিনীর পরাজয় স্বয়ং আপনার পরাজয়ের সমতুল্য (ক্ষতিকর) নয়। কারণ শুরুতেই যদি আপনি শহীদ হইয়া যান বা আপনার পরাজয় হয় তবে আমার ভয় হয় যে,

মুসলমানগণ চিরদিনের জন্য আল্লাহু আকবার বলা ও লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেওয়া ছাড়িয়া দিবে। (কারণ তাহারা হিম্মত হারাইয়া ফেলিবে। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর পরামর্শকে গ্রহণ করিলেন এবং নিজে মদীনায় অবস্থান করার ফয়সালা করিলেন।) আর (এই বাহিনীর আমীর হওয়ার উপযুক্ত) লোকের তালাশে রহিলেন। ইতিমধ্যে পরামর্শের পরপরই হযরত সা'দ (রাঃ)এর চিঠি আসিল। তিনি নাজ্দ এলাকার সদকা উসুল করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে (আমীর বানাইবার উপযুক্ত) কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পরামর্শ দাও। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আমি আমীর হওয়ার উপযুক্ত লোক পাইয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, তিনি শক্তিশালী পাঞ্জাওয়ালা সিংহ—হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাঃ)। সমস্ত আহলে শুরা হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর রায়ের সহিত একমত হইলেন। (তাবারী)

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর জেহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোকেরা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম, যাহা এ যাবৎ আমি গোপন রাখিয়াছি যেন (এই হাদীসে বর্ণিত জেহাদের অত্যাধিক ফযীলত শুনিয়া) তোমরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া না যাও। কিন্তু এখন আমার মনে হইল যে, সেই হাদীস তোমাদিগকে শুনাইয়া দেই যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য (মদীনায় আমার নিকট থাকা বা জেহাদে যাওয়া) যাহা ভাল মনে করে অবলম্বন করিতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে

শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন সীমান্ত হেফাজতের জন্য পাহারা দেওয়া বাড়ীঘরে হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম। (ইমাম আহমদ)

হযরত মুসআব ইবনে সাবেত ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) আপন মিম্বারের উপর বয়ান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, হে লোকেরা, আজ আমি তোমাদিগকে এমন এক হাদীস শুনাইব যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি। আমি এযাবৎ উহা তোমাদিগকে শুধু এইজন্য শুনাই নাই যে, আমি চাহিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার নিকট থাক (আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া না যাও)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একরাত পাহারা দেওয়া এরূপ হাজার রাত্রি হইতে উত্তম যাহাতে দাঁড়াইয়া সারারাত্র আল্লাহ তায়ালার এবাদত করা হয় এবং দিনে রোযা রাখা হয়।

(ইমাম আহমাদ)

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর জেহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান

হযরত যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তিনি যাহাকে ছিন্ন করেন তাহাকে কেহ জুড়িতে পারে না, আর তিনি যাহাকে জুড়েন তাহাকে সমস্ত ছিন্নকারী মিলিয়াও ছিন্ন করিতে পারে না। যদি আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তবে তাহার মাখলুকের মধ্য হইতে দুইজনের মধ্যে বিরোধ হইত না, আর না পুরা উম্মতের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া ঝগড়া হইত। আর না কম মর্যাদার লোক উচ্চ মর্যাদাবান লোকের মর্যাদাকে অস্বীকার করিত। তকদীরই আমাদের ও তাহাদেরকে (অর্থাৎ আমাদের প্রতিপক্ষকে) এইখানে টানিয়া আনিয়া একত্রিত করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেক কথাকে দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, যদি আল্লাহ তায়ালা চাহিতেন তবে

দুনিয়াতেই জলদি শাস্তি দিয়া দিতেন। যাহাতে এমন পরিবর্তন আসিয়া যাইত যে, আল্লাহ তায়ালা জালেমের ভ্রান্ত হওয়াকে প্রকাশ করিয়া দিতেন এবং ইহা পরিষ্কার করিয়া দিতেন হক কোথায়? কিন্তু আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে আমল করার স্থান বানাইয়াছেন এবং আখেরাতকে নিজের কাছে চিরস্থায়ী নিবাস বানাইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى .

অর্থ ঃ পরিণামে যাহারা মন্দ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিফল প্রদান করিবেন, আর যাহারা ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের নেক কাজের বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন।

মনোযোগ দিয়া শুন, আগামীকল্য তাহাদের সহিত তোমাদের মোকাবেলা হইবে। অতএব রাত্রে (নামাযের মধ্যে) কেয়ামকে দীর্ঘ কর, অধিক পরিমাণে কোরআনের তেলাওয়াত কর, আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য ও ধৈর্যের তৌফিক চাও। আর তাহাদের মোকাবেলায় পূর্ণশক্তি ব্যয় করিও, সতর্কতা অবলম্বন করিও এবং সত্যবাদী ও দৃঢ়পদ থাকিও। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। (তাবারী)

সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু আমরাহ আনসারী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিফফীনের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) লোকদেরকে উৎসাহ দিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা বলিয়াছেন যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে বাঁচাইবে এবং তোমাদিগকে কল্যাণের নিকটবর্তী করিয়া দিবে। সেই ব্যবসা হইল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনা ও আল্লাহ তায়ালার

রাস্তায় জেহাদ করা। ইহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং জান্নাতে আদনে উত্তম মহলসমূহ দান করিবেন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোকদেরকে মহব্বত করেন যাহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এমনভাবে সারিবদ্ধ হইয়া লড়াই করে যেন সীসা ঢালা দেয়াল। অতএব তোমরা নিজেদের কাতারকে এরূপ সোজা করিবে যেমন সীসা ঢালা দেয়াল হইয়া থাকে। আর যাহারা বর্ম পরিহিত তাহাদিগকে সামনে রাখিবে এবং যাহারা বর্ম পরিধান করে নাই তাহাদিগকে পিছনে রাখিবে এবং অটল ও দৃঢ়পদ থাকিবে। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ খোতবা উল্লেখ করিয়াছেন।

খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান

আবুল ওদ্দাক হামদানী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন (কুফার নিকটবর্তী) নুখাইলাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন এবং খারিজীদের পক্ষ হইতে (আপোষের ব্যাপারে) নিরাশ হইয়া গেলেন তখন দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের ব্যাপারে (দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে) নরম হইয়া গিয়াছে সে ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা যদি তাহাকে আপন অনুগ্রহে বাঁচান তবেই সে বাঁচিতে পারে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর। ঐ সমস্ত লোকদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা আল্লাহর সহিত শত্রুতা করে, এবং আল্লাহ তায়ালার নূরকে নিভাইবার চেষ্টা করে, যাহারা গুনাহগার, পথভ্রষ্ট, জালিম ও অপরাধী। তাহারা না কোরআন পাঠকারী, না দ্বীনের কোন বুঝ রাখে, আর না তাহাদের নিকট তফসীরের এলেম রহিয়াছে, আর না তাহারা ইসলামে অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে এই (খেলাফতের) বিষয়ের উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, যদি তাহাদিগকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় তবে তাহারা তোমাদের সহিত কিসরা ও হেরাকলের ন্যায় ব্যবহার করিবে। অতএব তোমরা

তোমাদের পশ্চিমা শত্রুদের সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমরা তোমাদের বসরাবাসী ভাইদের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইয়াছি যে, তাহারা যেন তোমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। যখন তাহারা আসিয়া পড়িবে এবং তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া যাইবে তখন আমরা ইনশাআল্লাহ (খারিজীদের মোকাবেলার জন্য) বাহির হইয়া পড়িব। ওলা–হাওলা ওলা–কুউয়াতা ইল্লা–বিল্লাহ।

হযরত আলী (রাঃ)এর খোত্বা

যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বয়ানে বলিলেন, হে লোকেরা, সেই দুশমনের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর যাহাদের সহিত জেহাদ করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ হইবে এবং তাঁহার নিকট উচ্চ মর্যাদা মিলিবে। ইহারা হকের ব্যাপারে দিশাহারা, আল্লাহর কিতাব হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে, দ্বীন হইতে দূরে পড়িয়া আছে, অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছে এবং গোমরাহীর গর্তে উল্টাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা তাহাদের (মোকাবেলার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও প্রতিপালিত ঘোড়া দ্বারা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখ এবং আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা কর। আল্লাহ তায়ালাই কার্যসম্পাদনকারী হিসাবে যথেষ্ট এবং আল্লাহ তায়ালাই সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

হযরত যায়েদ (রহঃ) বলেন, লোকেরা না কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিল, আর না বাহির হইল। হযরত আলী (রাঃ) তাহাদিগকে কিছু দিন ছাড়িয়া রাখিলেন। (কিছুই বলিলেন না।) অবশেষে তিনি যখন তাহাদের কিছু করার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন তখন তাহাদের গণ্যমান্য ও সর্দারদের ডাকিয়া রায় জানিতে চাহিলেন এবং তাহাদের দেরী করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ তো রোগ বিমারীর ওজর পেশ করিল আর কেহ তাহার বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলিল। অল্পসংখ্যক লোক খুশীমনে যাইতে প্রস্তুত হইল। অতএব হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের মধ্যে বয়ানের

উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমাদের কি হইল যে, আমি যখন তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার জন্য আদেশ করি তখন তোমরা ভারি হইয়া জমিনের সহিত লাগিয়া থাক? তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার যিন্দেগীর উপর এবং ইজ্জতের পরিবর্তে বে-ইজ্জতির উপর সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছ? কি হইল? আমি যখনই তোমাদিগকে জেহাদের জন্য আহবান করি তখনই তোমাদের চক্ষু এমনভাবে ঘুরপাক খাইতে থাকে যেন তোমাদিগকে মৃত্যুর বেহুশীতে ধরিয়াছে এবং এমন মনে হয় যেন তোমাদের অন্তরগুলি এমন উদভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে যে, তোমরা কিছুই বুঝিতে পার না এবং তোমাদের চক্ষু এমন অন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তোমরা কিছুই দেখিতে পাও না। আল্লাহর কসম, যখন আরাম আয়েশের সময় হয় তখন তোমরা শারা জঙ্গলের সিংহের ন্যায় বাহাদুর হইয়া যাও, আর যখন তোমাদিগকে যুদ্ধের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা ধূর্ত শৃগালের ন্যায় হইয়া যাও। তোমাদের উপর হইতে চিরদিনের জন্য আমার আস্থা উঠিয়া গিয়াছে। তোমরা এমন ঘোড়সওয়ার নও যে, তোমাদেরকে লইয়া কাহারো উপর আক্রমণ করা যায়। আর তোমরা এমন সম্মানের অধিকারী নও যে, তোমাদের নিকট আশ্রয় লওয়া যায়।

আল্লাহর কসম, তোমরা যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত দুর্বল এবং একেবারেই অকেজো। তোমাদের বিরুদ্ধে দুশমনের সমস্ত কৌশল সফল হয়, কিন্তু তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে কোন কৌশল করিতে পার না। তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা হইতেছে, কিন্তু তোমরা একে অপরকে বাঁচাও না। তোমাদের দুশমন ঘুমায় না, কিন্তু তোমরা বেখবর পড়িয়া আছ। যুদ্ধবাজ মানুষ জাগ্রত ও ধীমান হইয়া থাকে। আর যে নত হইয়া সন্ধি করে সে লাঞ্ছিত হয়। পরস্পর বিরোধকারীগণ পরাজিত হয়। আর যে পরাজিত হয় তাহাকে দাবাইয়া রাখা হয় এবং তাহার সবকিছু ছিনাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর বলিলেন, আম্মাবাদ, তোমাদের উপর আমার হক রহিয়াছে এবং আমার উপর তোমাদের হক রহিয়াছে। আমার উপর

তোমাদের হক এই যে, যতক্ষণ আমি তোমাদের সহিত থাকিব তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতে থাকিব এবং তোমাদের গনীমতের মাল বৃদ্ধি করিতে থাকিব। তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে থাকিব যেন তোমরা অজ্ঞ না থাক এবং তোমাদিগকে আদব ও আখলাক শিখাইতে থাকিব যাহাতে তোমরা শিখিয়া যাও। আর তোমাদের উপর আমার হক এই যে, তোমরা আমার বাইআতকে পূর্ণ কর। আমার সামনে ও পিছনে আমার হিতাকাঙ্খী হইয়া থাক। আমি যখন তোমাদিগকে আহবান করি তখন তোমরা আমার আহবানে সাড়া দাও। যখন আমি তোমাদিগকে কোন আদেশ করি তখন তোমরা তাহা পালন কর। আর যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত মঙ্গল চাহিয়া থাকেন তবে তোমরা সেই কাজকে পরিত্যাগ কর যাহা আমি অপছন্দ করি এবং সেই কাজের দিকে ফিরিয়া আস যাহা আমি পছন্দ করি। এইভাবে তোমরা যাহা চাহ তাহা পাইয়া যাইবে এবং যে জিনিসের আশা করিয়াছ তাহা তোমরা লাভ করিতে পারিবে। (তাবারী)

হাওশাব হিময়ারীর আহবান ও হযরত আলী (রাঃ)এর জবাব

আবদুল ওয়াহেদ দিমাশকী (রহঃ) বলেন, সিফফীনের যুদ্ধের দিন হাওশাব হিময়ারী হযরত আলী (রাঃ)কে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'হে আবু তালেবের বেটা, আপনি আমাদের এখান হইতে চলিয়া যান। আমরা আপনাকে আমাদের ও আপনার রক্তের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার দোহাই দিতেছি (যে, আপনি যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন)। আমরা আপনার জন্য ইরাক ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি আমাদের জন্য সিরিয়া ছাড়িয়া দিন এবং এইভাবে মুসলমানদের রক্তের হেফাজত করুন।' হযরত আলী (রাঃ) (জবাবে) বলিলেন, হে উম্মে সুলাইমের বেটা, ইহা কিভাবে হইতে পারে? আল্লাহর কসম, যদি আমার জানা থাকিত যে, আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বনের সুযোগ আছে তবে আমি অবশ্য তাহা করিতাম। আর আমার মুশকিল

আসান হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ইহার উপর সন্তুষ্ট নহেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী হয় তখন কোরআন ওয়ালাগণ উহাকে প্রতিহত করার ও আল্লাহ্ তায়ালার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জেহাদ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকে বা নমনীয়তা অবলম্বন করে। (ইস্তিআব)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর জেহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত মুহাম্মাদ, হযরত তালহা ও হযরত যিয়াদ (রাঃ) বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বয়ান করিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সত্য, বাদশাহীতে তাঁহার কোন অংশীদার নাই, তাঁহার কোন কথার খেলাপ হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ‎.

অর্থ ঃ 'আর আমি যাবূরে নসীহতের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, এই জমিনের মালিক আমার নেক বান্দাগণ হইবে।'

এই জমিন তোমাদের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত, তোমাদের রব তোমাদিগকে ইহা দান করার ওয়াদা করিয়াছেন এবং তিন বৎসর যাবৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ইহা ব্যবহার করার সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা নিজেরাও ইহা হইতে খাইতেছ এবং অন্যদেরকেও খাওয়াইতেছ। আর এখানকার অধিবাসীদেরকে কতল করিতেছ এবং তাহাদের মালসম্পদ সংগ্রহ করিতেছ এবং অদ্যাবধি তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বন্দী করিতেছ। মোটকথা বিগত যুদ্ধগুলিতে তোমাদের বীরপুরুষগণ তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। এখন তোমাদের সম্মুখে তাহাদের এই বিরাট বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা

আরবের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত লোক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই আপন গোত্রের উত্তম ব্যক্তি, তোমাদের পিছনে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের ইজ্জত সম্মান তোমাদের সহিত সম্পৃক্ত। যদি তোমরা দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহশীল হও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দুনিয়া আখেরাত উভয়টাই দান করিবেন। আর দুশমনের সহিত লড়াই কাহাকেও মৃত্যুর নিকটবর্তী করিয়া দেয় না। যদি তোমরা কাপুরুষ হও, আর দুর্বলতা প্রকাশ কর তবে তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা নিজেদের আখেরাতকে বরবাদ করিবে।

অতঃপর হযরত আসেম ইবনে আমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই ইরাক সেই এলাকা যাহার অধিবাসীদের উপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে বিজয় দিয়াছেন। তিন বৎসর যাবৎ তোমরা তাহাদের যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করিয়াছ তাহারা তোমাদের এই পরিমাণ ক্ষতি করিতে পারে নাই, তোমরাই বিজয়ী, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহিত আছেন। যদি তোমরা দৃঢ়পদ থাক এবং সঠিকভাবে তরবারী ও বর্শার আঘাত হান তবে তাহাদের মালসম্পদ, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং তাহাদের এলাকা সমস্তই তোমরা পাইয়া যাইবে। আর যদি তোমরা দুর্বলতা প্রকাশ কর কাপুরুষতা দেখাও—আল্লাহ তোমাদিগকে এই সব বিষয় হইতে হেফাজত করুন—তবে এই শত্রুসৈন্যরা তোমাদের মধ্য হইতে একজনকেও এই আশংকার কারণে জীবিত ছাড়িবে না যে, তোমরা পুনরায় হামলা করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। বিগত যুদ্ধগুলিকে এবং সেই সমস্ত যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উহাকে স্মরণ কর। তোমরা কি দেখ না, তোমাদের পিছনে তো শুধু আরবের শূন্য–মরুপ্রান্তর। না সেখানে এমন ছায়াঘেরা স্থান আছে, যাহাতে আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে ; আর না এমন কোন আশ্রয়স্থল আছে যেখানে নিজের হেফাজত করা যাইতে পারে। তোমরা আখেরাতকে আপন উদ্দেশ্য বানাও। (ইবনে জরীর তাবারী)

সাহাবা (রাঃ)দের জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার আগ্রহ

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরে যাওয়ার এরাদা করিলেন তখন হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)ও তাঁহার সহিত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহার মামা হযরত আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার মায়ের খেদমতে থাক। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলিলেন, না, বরং আপনি আপনার বোনের খেদমতে থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইলে তিনি হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)কে তাহার মায়ের খেদমতে থাকার জন্য আদেশ করিলেন, আর হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (বদরের যুদ্ধে) গেলেন। যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর মায়ের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন। (হিলইয়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর জেহাদে যাওয়ার আগ্রহ

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তিন জিনিস না হইত তবে আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা করিতাম—আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলা, আল্লাহ তায়ালার সামনে সেজদায় মাটিতে আপন কপাল রাখা এবং এমন লোকদের সহিত বসা যাহারা ভাল ভাল কথা এমনভাবে বাছিয়া লয় যেমন ভাল ভাল খেজুর বাছিয়া লওয়া হয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,

তোমরা হজ্জ কর, কারণ ইহা এমন একটি নেক আমল আল্লাহ তায়ালা যাহার আদেশ করিয়াছেন, তবে জেহাদ উহা অপেক্ষা উত্তম। (কান্‌য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর জেহাদের আগ্রহ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বদর যুদ্ধের দিন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করা হইলে তিনি আমাকে ছোট মনে করিয়া গ্রহণ করিলেন না। সেই রাত্রের ন্যায় এরূপ কষ্টের রাত্র আমার জীবনে আসে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গ্রহণ না করাতে আমার ভারি দুঃখ হইয়াছে এবং আমি সারারাত্র বিনিদ্র অবস্থায় কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। পরবর্তী বৎসর পুনরায় আমাকে তাঁহার সামনে পেশ করা হইল। এইবার তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলাম। এক ব্যক্তি বলিল, হে আবু আব্দির রহমান, যেদিন উভয় সৈন্য সামনা সামনি হইয়াছিল (অর্থাৎ ওহুদের যুদ্ধের দিন) সেদিন কি আপনারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া। (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর একটি ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে একটি সওয়ারী দিন, আমি জেহাদে যাইতে চাই। হযরত ওমর (রাঃ) অপর এক ব্যক্তিকে বলিলেন, এই লোকটির হাত ধরিয়া তাহাকে বাইতুল মালের ভিতর লইয়া যাও। সেখান হইতে যত ইচ্ছা লইয়া লইবে। সুতরাং সে ব্যক্তি বাইতুল মালের ভিতর যাইয়া দেখিল, সেখানে স্বর্ণরৌপ্য রাখা আছে। সে বলিল, ইহা কি? আমার এগুলির প্রয়োজন নাই, আমি তো পথখরচ ও সওয়ারী লইতে চাই। লোকেরা তাহাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট

ফিরাইয়া আনিল এবং সে যাহা বলিয়াছে তাহা আরজ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে পথ খরচ ও সওয়ারী দেওয়ার হুকুম দিলেন। (তাহাকে সওয়ারী দেওয়া হইল) হযরত ওমর (রাঃ) নিজ হাতে তাহার সেই সওয়ারীর উপর গদি বাঁধিয়া দিলেন। অতঃপর সে যখন সওয়ারীর উপর আরোহণ করিল তখন হাত উঠাইল এবং হযরত ওমর (রাঃ) যে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন ও তাহাকে দান করিলেন, এইজন্য সে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) এই আশায় তাহার পিছনে হাঁটিতে লাগিলেন যে, সে তাঁহার জন্যও দোয়া করিবে। সুতরাং সে হামদ ও সানা শেষ করিয়া বলিল, আয় আল্লাহ, আপনি-ওমরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (কান্‌য)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও পাহারা দেওয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আরতাহ ইবনে মুনযির (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একদিন তাহার মজলিসের লোকদেরকে বলিলেন, লোকদের মধ্যে সর্বাধিক আজর ও সওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি কে? লোকেরা নামায রোযা ইত্যাদির উল্লেখ করিতে লাগিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমীরুল মুমিনীনের পরে অমুক, অমুক (অধিক সওয়াবের অধিকারী)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যক্তির কথা বলিব, যে এই সমস্ত লোকদের অপেক্ষা অধিক সওয়াবের অধিকারী যাহাদের কথা তোমরা উল্লেখ করিয়াছ, এবং আমীরুল মুমিনীন অপেক্ষাও অধিক সওয়াবের অধিকারী? লোকেরা বলিল, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, সেই ছোট্ট একজন মানুষ, যে মুসলমানদের ইসলামী মারকায (মদীনা মুনাওয়ার)এর হেফাজতের উদ্দেশ্যে আপন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সিরিয়া অভিমুখে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে, (যাহাতে সিরিয়ান সৈন্যরা মদীনার উপর আক্রমণ করিতে না পারে) সে ইহাও জানে না যে, তাহাকে কি কোন হিংস্র জানোয়ার ছিঁড়িয়া খাইবে, বা

কোন বিষাক্ত পোকামাকড় দংশন করিবে, বা কোন শত্রু তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে। এই ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন ও সেই সকল লোক অপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াবের অধিকারী যাহাদের কথা তোমরা উল্লেখ করিয়াছ।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) যখন সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন যে, হযরত মুআয (রাঃ)এর সিরিয়া চলিয়া যাওয়াতে মদীনার লোকদের মাসলা–মাসায়েল ও ফতোয়ার ব্যাপারে অসুবিধা হইতেছে। কারণ তিনি মদীনার লোকদের ফতোয়ার কাজ করিতেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহমত বর্ষণ করুন—আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, হযরত মুআয (রাঃ)কে লোকদের (মাসলা–মাসায়েলের) প্রয়োজনে মদীনায় রাখুন। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না এবং বলিলেন, এক ব্যক্তি এই রাস্তায় যাইয়া শহীদ হইতে চায়, আমি তাহাকে বাধা দিতে পারি না। তখন আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে থাকিয়া শহরবাসীদের বড় বড় (দ্বীনী) কাজ করিতেছে, সে যদি আপন বিছানায়ও মারা যায় তবুও শহীদ হইবে।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে লোকদের ফতোয়া প্রদান করিতেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে প্রথম যুগের মুহাজিরীনদের অগ্রাধিকার দান

হযরত নওফাল ইবনে ওমারাহ (রাঃ) বলেন, হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) ও হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন এবং তাহার নিকট বসিলেন। হযরত

ওমর (রাঃ) তাহাদের উভয়ের মাঝে বসিয়াছিলেন। এমন সময় প্রথম যুগের মুহাজিরগণ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিতে লাগিলেন। (তাহাদের যে কেহ আসিতেন) হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, হে সুহাইল ঐদিকে সরিয়া যাও, হে হারেস, ঐদিকে সরিয়া যাও। এইভাবে হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজিরদিগকে নিকটে বসাইলেন, আর উক্ত দুইজনকে তাহাদের পিছনে সরাইয়া দিলেন।

অতঃপর আনসারগণ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিতে লাগিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উভয়কে আনসারদেরও পিছনে সরাইয়া দিলেন। এইভাবে তাহারা উভয়ে একেবারে সকলের পিছনে পৌঁছিয়া গেলেন। তারপর যখন তাহারা দুইজন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হইতে বাহিরে আসিলেন তখন হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি দেখ নাই আমাদের সহিত কি আচরণ করা হইল? হযরত সুহাইল (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)কে তিরস্কার করিতে পারি না, বরং আমরা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করা উচিত। তাহাদিগকে যখন (ইসলামের) দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে তখন তাহারা দ্রুত উহা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগকেও দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আমরা গ্রহণ করিতে দেরী করিয়াছি।

অতঃপর মুহাজির ও আনসারগণ যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাহারা উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আজ আপনি আমাদের সহিত যে আচরণ করিয়াছেন আমরা তাহা দেখিয়াছি, আর আমরা জানি, আজ আমাদের সহিত যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহা আমাদেরই ভুলের কারণে হইয়াছে। এমন কোন উপায় আছে কি, যাহা দ্বারা আমরা আগামীতে সেই সম্মান লাভ করিতে পারি যাহা আমরা হারাইয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, এরূপ কাজ তো এখন একটাই আছে, তোমরা এইদিকে চলিয়া যাও এবং হাত দ্বারা রোম

সীমান্তের দিকে ইশারা করিলেন। অতঃপর তাহারা উভয়ে সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই তাহাদের ইন্তেকাল হইল। (কানযুল উম্মাল)

কাওমের সর্দারদের প্রতি হযরত সুহাইল (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বারে কতিপয় লোক আসিলেন, যাহাদের মধ্যে হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ), হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ) ও কুরাইশের আরো অনেক বড় বড় সর্দারগণ (রাঃ) ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বাররক্ষক বাহিরে আসিয়া হযরত সুহাইব, হযরত বেলাল ও হযরত আম্মার (রাঃ)এর ন্যায় বদরী সাহাবীদেরকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিতে লাগিল। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, হযরত ওমর (রাঃ) নিজে বদরী ছিলেন এবং বদরী সাহাবীদেরকে অত্যন্ত মহব্বত করিতেন, তাহাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতেন এবং নিজের সঙ্গীদেরকেও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আজকের মত এরূপ কখনও দেখি নাই যে, এই দ্বাররক্ষক এই সমস্ত গোলামদেরকে অনুমতি দিতেছে, আর আমরা বসিয়া আছি। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) কতই না জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন! তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহর কসম, তোমাদের চেহারায় আমি অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করিতেছি। তোমাদের যদি অসন্তুষ্ট হইতেই হয় তবে নিজেদের উপর অসন্তুষ্ট হও। ইহাদেরকেও দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল এবং তোমাদেরকেও দওয়াত দেওয়া হইয়াছিল। ইহারা দ্রুত দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছে, আর তোমরা দেরী করিয়াছ। মনোযোগ দিয়া শুন, আল্লাহর কসম, (আমীরুল মুমিনীনের) এই দরজা যাহার জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করিতেছ তাহা হারানো অপেক্ষা তোমাদের জন্য অনেক বিরাট বিষয় হইল, সেই সম্মান হারানো যাহা ইহারা (ইসলাম গ্রহণে

অগ্রগামী হইয়া) অর্জন করিয়াছে। ইহারা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছে, যেমন তোমরা দেখিতেছ। আল্লাহর কসম, ইহারা তোমাদের উপর অগ্রগামী হইয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছে, তোমরা এখন উহা কিছুতেই লাভ করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা জেহাদে মনোনিবেশ কর এবং উহাতে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাক। হয়ত আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে জেহাদ ও শাহাদাতের মর্তবা নসীব করিবেন। অতঃপর হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) কাপড় ঝাড়িয়া উঠিয়া গেলেন এবং (জেহাদের উদ্দেশ্যে) সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত সুহাইল (রাঃ) সত্য বলিয়াছেন, আল্লাহর কসম, যে বান্দা আল্লাহ তায়ালার দিকে চলিতে জলদি করে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমান করেন না যাহারা দেরী করে। (হাকেম)

হযরত সুহাইল (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া

হযরত আবু সা'দ ইবনে ফাযালাহ (রাঃ) একজন সাহাবী। তিনি বলেন, আমি ও হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) এক সঙ্গে সিরিয়ায় গিয়াছি। আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি, জীবনের এক মুহূর্ত আল্লাহর রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা নিজের পরিবারের নিকট থাকিয়া সারা জীবনের আমল অপেক্ষা অধিক উত্তম। হযরত সুহাইল (রাঃ) বলিলেন, আমি এখন হইতে ইসলামী দেশের সীমান্ত রক্ষায় মৃত্যু পর্যন্ত লাগিয়া থাকিব। আর মক্কায় ফিরিয়া যাইব না। সুতরাং তিনি সিরিয়ায়ই রহিয়া গেলেন এবং আমওয়াসের প্লেগ রোগে তাহার ইন্তেকাল হইল।

(ইবনে সা'দ)

হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ)এর জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া

হযরত আবু নওফাল ইবনে আবি আকরাব (রহঃ) বলেন, হযরত

হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে রওয়ানা হইতে লাগিলেন তখন সমস্ত মক্কাবাসী (তাহার এইভাবে চিরদিনের জন্য মক্কা হইতে বিদায় গ্রহণের কারণে) অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হইল। দুধের শিশু ব্যতীত ছোটবড় সকলেই তাহাকে বিদায় জানাইবার জন্য মক্কা শহর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তিনি যখন বাতহা নামক স্থানে উঁচু জায়গায় অথবা উহার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন তখন থামিয়া গেলেন এবং সমস্ত লোকজনও তাহার চারিপার্শ্বে ক্রন্দনরত অবস্থায় থামিয়া গেল। তিনি যখন লোকদের এই ব্যাকুলতা দেখিলেন তখন বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহর কসম, আমি এই জন্য চলিয়া যাইতেছি না যে, আমার নিকট তোমাদের প্রাণ অপেক্ষা নিজের প্রাণ অধিক প্রিয় অথবা আমি তোমাদের (মক্কা) শহরের পরিবর্তে অন্য কোন শহর পছন্দ করিয়াছি, বরং এইজন্য যাইতেছি যে, যখন (ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের) ডাক আসিয়াছিল, তখন এই ডাকে কুরাইশের এমন কিছু লোক অগ্রগামী হইয়াছিল—আল্লাহর কসম—যাহারা না কুরাইশের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে ছিল, আর না উচ্চ বংশীয়দের মধ্যে ছিল। (কারণ কুরাইশের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশের লোক তো আমরা ছিলাম।) এখন আমাদের অবস্থা এই হইল যে, আল্লাহর কসম, যদি আমরা মক্কার পাহাড়সমূহ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দেই তবুও আমরা তাহাদের একদিনের সওয়াবের পরিমাণও লাভ করিতে পারিব না। আল্লাহর কসম, যদিও তাহারা দুনিয়াতে আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছে, কিন্তু আমরা চাই যে, কমপক্ষে আখেরাতে তাহাদের সমান হইতে পারি। আমলকারীর জন্য (আপন আমলের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

অতঃপর তিনি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং তাহার সফর সঙ্গীগণও তাহার সহিত গেলেন। সেখানে তিনি শহীদ হইলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রহমত নাযিল করুন। (ইস্তীআব)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর জেহাদের আগ্রহ

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বংশের আযাদকৃত গোলাম হযরত যেয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ (রাঃ) ইন্তেকালের সময় বলিয়াছেন, জমিনের বুকে সেই রাত্র অপেক্ষা আর কোন রাত্র আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়, যে রাত্রে প্রচণ্ড শীতের দরুন পানি জমিয়া যায়, এবং আমি সেই রাত্রে মুহাজিরদের এক জামাতের সহিত অবস্থান করি, আর পরদিন সকালে তাহাদেরকে লইয়া শত্রুর উপর আক্রমণ করি। অতএব তোমরা জেহাদ করিতে থাকিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, যে রাত্রে আমার ঘরে নতুন দুলহান আসে, যাহাকে আমি অত্যন্ত মহব্বতও করি অথবা যে রাত্রে আমাকে পুত্রসন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, এমন রাত্র অপেক্ষা আমার নিকট সেই রাত্র অধিক প্রিয় যাহাতে প্রচণ্ড শীতের দরুন পানি জমিয়া যায়, এবং আমি সেই রাত্রে মুহাজিরদের এক জামাতের সহিত অবস্থান করি, আর পরদিন সকালে শত্রুর উপর আক্রমণ করি। (মাজমা)

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের দরুন কোরআন শরীফ হইতে বেশী পড়িতে পারি নাই। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খালেদ (রাঃ) বলিয়াছেন, জেহাদে ব্যস্ততার দরুন আমি কোরআন শরীফ হইতে বেশী শিখিতে পারি নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু ওযায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি বলিলেন, আমার আকাঙ্খা ছিল যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইব। এই কারণে যে যে স্থানে শাহাদাতের সম্ভাবনা ছিল এমন সমস্ত স্থানে আমি উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু আমার জন্য বিছানায় মৃত্যুবরণই তকদীরে লেখা হইয়াছিল। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর পর আমার নিকট

সর্বাপেক্ষা আশাজনক আমল এই যে, আমি এক রাত্র এইভাবে কাটাইয়াছিলাম যে, সারারাত্র সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর আমি মাথার উপর ঢাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, পরদিন সকালবেলা আমরা কাফেরদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিলাম। অতঃপর বলিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার অস্ত্র ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য দিয়া দিও। ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার জানাযার নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ওলীদের বংশের মেয়েরা যদি জামার বুক না ছিঁড়ে, বিলাপ না করে তবে তাহাদের জন্য হযরত খালেদ (রাঃ)এর ইন্তেকালে অশ্রু বহাইতে কোন দোষ নাই।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইন্তেকাল মদীনায় হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতে তাহার ইন্তেকাল হিমস শহরে হইয়াছে। (এসাবাহ)

হযরত বেলাল (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার আগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ, ওমর ইবনে হাফস ও আম্মার ইবনে হাফস (রহঃ) তাহাদের পিতা হইতে ও তাহাদের পিতাগণ তাহাদের দাদা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, মুমিনীনদের সবচেয়ে উত্তম আমল হইল আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। অতএব আমি এই এরাদা করিয়াছি যে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকিব। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে বেলাল, আমি তোমাকে আল্লাহ তায়ালার, আমার ইজ্জতের ও আমার হকের দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে, এবং আমার শক্তিও কমিয়া গিয়াছে এবং আমার মৃত্যুর সময়ও নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। (এইজন্য তুমি যাইও না।) হযরত বেলাল (রাঃ) বিরত রহিলেন এবং

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত থাকিতে লাগিলেন। যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেল তখন হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় উত্তর দিলেন। কিন্তু হযরত বেলাল (রাঃ) বিরত হইতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আযান দেওয়ার জন্য কাহাকে নির্ধারণ করিব? হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হযরত সা'দ (কুরয্) (রাঃ)কে। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোবাতে আযান দিয়াছেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)কে আযান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং এই ফয়সালা করিয়া দিলেন যে, তাহার পর তাহার বংশধরগণ আযান দিবে। (তাবারানী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁহার দাফন হওয়ার পূর্বে হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। তিনি যখন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলিলেন তখন মসজিদে সমস্ত লোক কাঁদিয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আযান দাও। তিনি বলিলেন, যদি আপনি আমাকে (গোলামী হইতে) এইজন্য মুক্ত থাকেন যে, আমি (সারাজীবন) আপনার সহিত থাকি তবে তো ঠিক আছে। (আপনার সহিত থাকিব এবং আপনার হুকুম অনুসারে আযান দিতে থাকিব।) আর যদি আপনি আমাকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করিয়া থাকেন তবে আপনি যাহার জন্য আমাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ছাড়িয়া দিন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তো শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমি আর কাহারো খাতিরে আযান দিতে চাই না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যাপারে তোমার অধিকার রহিয়াছে। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ)

মদীনায় থাকিতে লাগিলেন। যখন সিরিয়ার দিকে মুসলমানদের লশকর রওয়ানা হইতে লাগিল তখন হযরত বেলাল (রাঃ)ও তাহাদের সহিত চলিয়া গেলেন এবং সিরিয়ায় পৌঁছিয়া গেলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) জুমুআর দিন যখন মিম্বারের উপর বসিলেন তখন হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকর! হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, লাব্বায়েক (অর্থাৎ হাজির আছি)। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি আমাকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করিয়াছিলেন, না আপনার নিজের জন্য? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর জন্য। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার অনুমতি দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তিনি সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই তাহার ইন্তেকাল হইল।

(ইবনে সা'দ)

হযরত মেকদাদ (রাঃ)এর জেহাদে না যাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে অসম্মতি

আবু ইয়াযীদ মক্কী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব ও হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিতেন, আমাদিগকে এই হুকুম করা হইয়াছে যে, আমরা যেন সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হই।

إِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

উক্ত আয়াতের তাহারা উভয়ে এই ব্যাখ্যাই করিতেন। (হিলইয়াহ)

আবু রাশেদ হুবরানী (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাত করিলাম। তিনি হিমস শহরে এক মুদ্রা বিনিময়কারীর সিন্দুকের উপর বসিয়াছিলেন। ভারী শরীর হওয়ার দরুন তাহার শরীরের কিছু অংশ সিন্দুকের বাহিরে ছিল। (আর এই অবস্থায়ও)

তিনি আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার এরাদা করিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তো আপনাকে (এই কাজে) মা'জুর সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, সূরা বুহুসের আয়াত اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا আমাদের সর্বপ্রকার ওজরকে খতম করিয়া দিয়াছে।

জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেন, আমরা দামেশকে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি এমন একটি সিন্দুকের উপর বসিয়াছিলেন। (তাহার শরীর এরূপ মেদবহুল ও ভারী ছিল যে,) সিন্দুকের উপর একটু জায়গাও খালি ছিল না। এক ব্যক্তি বলিল, এই বৎসর আপনি জেহাদে না যান (বরং ঘরে থাকুন)। তিনি বলিলেন, সূরা বুহুস অর্থাৎ সূরা তওবা আমাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিতেছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন— اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

আমি তো আমাকে হালকাই দেখিতেছি। (অতএব আমাকে যাইতেই হইবে।) (বাইহাকী)

হযরত আবু তালহা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু তালহা (রাঃ) সূরা বারাআত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যখন আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

পর্যন্ত পৌছিলেন তখন বলিলেন, আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, আমাদের রব আমাদিগকে বাহির হইতে বলিতেছেন, আমরা যুবক হই বা বৃদ্ধ হই। হে আমার ছেলেরা, (আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য) আমাকে প্রস্তুত করিয়া দাও। আমাকে প্রস্তুত করিয়া দাও। তাহার ছেলেরা তাহাকে বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ওফাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর

ওফাত পর্যন্ত তাহার সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। (আপনি আল্লাহর রাস্তায় বহুবার গিয়াছেন, এখন ঘরে থাকুন।) আমাদিগকে আপনার পক্ষ হইতে যাইতে দিন। তিনি বলিলেন, না, তোমরা আমাকে (জেহাদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত করিয়া দাও। সুতরাং তিনি জেহাদে সমুদ্র সফর করিলেন এবং সমুদ্রেই তাহার ইন্তেকাল হইল। সাতদিন পর তাহার সঙ্গীগণ একটি দ্বীপ পাইলেন এবং সেখানে তাহাকে দাফন করিলেন। (সাতদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার শরীরে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই (ইহা তাহার একটি কারামত ছিল।) (ইস্তীআব)

হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)এর ঘটনা

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদরে শরীক হইয়াছেন। তারপর তিনি মুসলমানদের প্রত্যেক যুদ্ধে শরীক থাকিয়াছেন। শুধু এক বৎসর বাহিনীর আমীর এক যুবক নিযুক্ত হওয়াতে তিনি সেই বৎসর যান নাই। কিন্তু সেই বৎসরের পর সর্বদাই তিনি আফসোসের সহিত তিন বার করিয়া এই কথা বলিতেন যে, আমার আমীর কাহাকে বানানো হইল, ইহার সহিত আমার কি সম্পর্ক? (আমার উদ্দেশ্য তো মুসলমানদের সহিত আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া।) ইহার পর তিনি এক জেহাদে গেলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হইলেন। বাহিনীর আমীর ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া ছিলেন। তিনি তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তিনি বলিলেন, আমার প্রয়োজন এই যে, আমি যখন মারা যাইব তখন আমার লাশ কোন বাহনের উপর রাখিয়া যতদূর সম্ভব আমাকে দুশমনের এলাকার ভিতরে লইয়া যাইবে, যখন সামনে যাওয়ার আর কোন পথ থাকিবে না তখন সেখানে আমাকে দাফন করিয়া তোমরা ফিরিয়া চলিয়া আসিবে। সুতরাং তিনি যখন মারা গেলেন তখন ইয়াযীদ তাহার লাশকে একটি বাহনের উপর রাখিয়া দুশমনের এলাকার ভিতর

লইয়া গেলেন এবং যখন আর সামনে যাওয়ার পথ পাওয়া গেল না তখন তাহাকে সেখানে দাফন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا

অর্থাৎ তোমরা হালকা হও বা ভারী হও—সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হও। আমি তো আমাকে হালকা অথবা ভারী—এই দুইয়ের এক অবস্থায় পাইতেছি। (অতএব আমাকে বাহির হইতেই হইবে।) (হাকেম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর যুগে এক জেহাদে গেলেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। যখন অসুস্থতা বাড়িয়া গেল তখন নিজের সঙ্গীদেরকে বলিলেন, আমি যখন মারা যাইব তখন আমাকে সওয়ারীর উপর লইয়া চলিবে। যখন তোমরা দুশমনের মোকাবেলার জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে তখন আমাকে তোমাদের পদতলে দাফন করিবে। সুতরাং তাহার সঙ্গীগণ তাহাই করিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

আবু যিবইয়ান (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার সহিত এক যুদ্ধে গেলেন। হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন মারা যাইব তখন আমাকে দুশমনের জমিনে লইয়া যাইও। তোমরা যেখানে দুশমনের সহিত মোকাবিলা করিবে সেখানে আমাকে তোমাদের পদতলে দাফন করিয়া দিও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এইভাবে মৃত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে না সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বেদায়াহ)

হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ)এর ঘটনা

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তবুকের যুদ্ধে) রওয়ানা হইয়া যাওয়ার কয়েকদিন পর হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) নিজের ঘরে ফিরিলেন। সেদিন খুবই গরম পড়িতেছিল। তিনি দেখিলেন, তাহার দুই স্ত্রী তাহার বাগানে নিজ নিজ ছাপড়ার মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ছাপড়ায় পানি ছিটাইয়া (ঘরকে ঠাণ্ডা করিয়া) রাখিয়াছে। আর প্রত্যেকেই তাহার জন্য ঠাণ্ডা পানি ও খাবার তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বাগানে ঢুকিয়া ছাপড়ার দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীদের ও তাহাদের সাজানো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি বুলাইলেন। তারপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রৌদ্র, লু হাওয়া ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আছেন, আর আবু খাইসামাহ ঠাণ্ডা ছায়ায় তৈয়ারী খানা ও সুন্দরী স্ত্রী ও মালদৌলতের মধ্যে থাকিবে? ইহা কখনই ইনসাফের কথা নয়। তারপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কাহারো ছাপড়ায় প্রবেশ করিব না। আমি তো সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তোমরা উভয়ে আমার জন্য সফরের সামান প্রস্তুত করিয়া দাও।

তাহারা সবকিছু প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তিনি নিজের উটনীর নিকট আসিলেন এবং উহার পিঠে গদি বাঁধিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূক পৌছার পরপরই তিনি তাঁহার খেদমতে পৌছিয়া গেলেন। পথে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব জুমাহী (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে বাহির হইয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে একসাথে চলিতেছিলেন। তবূকের নিকটে পৌছিয়া হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)কে বলিলেন, আমার দ্বারা একটি অন্যায় হইয়া গিয়াছে, এইজন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটু আগে হাজির হইতে চাই। অতএব যদি তুমি আমার একটু পিছনে আস তবে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। (আমাকে একটু আগে যাইতে দাও।) হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) রাজী হইয়া গেলেন। হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) যখন নিকটে পৌঁছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূকে অবস্থান করিতেছিলেন। লোকেরা বলিল, এই যে, পথে একজন ঘোড়সওয়ার আসিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু খাইসামাহ যেন হয়। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, সত্যই তিনি আবু খাইসামাহ।

হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) উট বসাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে সালাম করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আবু খাইসামাহ! তোমার নাশ হউক। (অর্থাৎ তুমি ধ্বংসের নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছিলে।) অতঃপর হযরত আবু খাইসামাহ (রাঃ) সমস্ত ঘটনা বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে প্রশংসামূলক কথা বলিলেন এবং তাহার জন্য নেক দোয়া করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সা'দ ইবনে খাইসামাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পিছনে রহিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারি নাই। একদিন বাগানে আসিয়া দেখি, ছাপড়ার মধ্যে পানি ছিটানো হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী সেখানে রহিয়াছে। আমি বলিলাম, ইহাতো ইনসাফ নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরম ও লু হাওয়ায় থাকিবেন, আর আমি ছায়ায় ও নেয়ামতের মধ্যে থাকিব। আমি উঠিয়া নিজের উটনীর নিকট গেলাম এবং উহার গদির পিছনে সফরের সামান বাঁধিলাম এবং পথের জন্য খেজুর লইলাম। আমার স্ত্রী উচ্চস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু খাইসামাহ, কোথায় যাইতেছেন? (আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা

রাখি।) অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। পথে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি সাহসী মানুষ, আর আমি জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন। আমি একজন অপরাধী, কাজেই তুমি একটু পিছনে থাক যাহাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিতে পারি। হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) পিছনে রহিলেন। আমি যখন লশকরের নিকটবর্তী হইলাম তখন লোকেরা আমাকে দেখিতে পাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু খাইসামাহ যেন হয়! আমি হাজির হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইয়াছিলাম। তারপর নিজের সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তিনি আমার ব্যাপারে প্রশংসামূলক কথা বলিলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন। (তাবারানী)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও খরচ করার সামর্থ্য না থাকায় সাহাবা (রাঃ)দের দুঃখিত হওয়া

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ইবনে ইয়ামীন (রাঃ)এর সহিত হযরত আবু লায়লা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। ইহারা দুইজন কাঁদিতেছিলেন। হযরত ইবনে ইয়ামীন (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা দুইজন কেন কাঁদিতেছেন? তাহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে (আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য) সওয়ারী চাহিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট কোন সওয়ারী পাই নাই যে, তিনি আমাদেরকে দিবেন। আর আমাদের নিকটও এমন কোন সম্বল নাই যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইতে পারি। ইহা শুনিয়া হযরত ইবনে ইয়ামীন (রাঃ) তাহাদিগকে নিজের উটনী দিয়া দিলেন এবং

সফরের জন্য কিছু খেজুর ও রসদ হিসাবে দিয়া দিলেন। তাহারা উভয়ে উহার উপর হাওদা বাঁধিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (আল্লাহর রাস্তায়) গেলেন।

হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

ইউনুস ইবনে বুকাইর (রহঃ) ইবনে ইসহাক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) (এরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইল না, অতএব তিনি) রাত্রে বাহির হইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে যতখানি সম্ভব নামায পড়িলেন। তারপর কাঁদিয়া উঠিলেন এবং আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি জেহাদে যাওয়ার হুকুম দিয়াছেন এবং উহার উৎসাহ দিয়াছেন, কিন্তু আপনি না আমাকে এই পরিমাণ সম্বল দিয়াছেন যে, আমি জেহাদে যাইতে পারি, আর না আপনার রাসূলকে কোন সওয়ারী দিয়াছেন, যাহা তিনি আমাকে (জেহাদে যাওয়ার জন্য) দিবেন। অতএব যে কোন মুসলমান আমার জান, মাল ও ইজ্জতের ব্যাপারে আমার উপর জুলুম করিয়াছে আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম এবং এই মাফ করার সওয়াব সমস্ত মুসলমানের জন্য সদকা করিয়া দিলাম।

অতঃপর তিনি সকালবেলা লোকদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গতরাত্রের সদকাকরনেওয়ালা কোথায়? কেহ দাঁড়াইল না। তিনি দ্বিতীয়বার বলিলেন, সদকা করনেওয়ালা কোথায়? দাঁড়াইয়া যাও। হযরত উলবাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া তাহাকে নিজের সমস্ত ঘটনা বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সুসংবাদ লও। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তোমার এই সদকা কবুল দানের মধ্যে লেখা হইয়াছে। (বিদায়াহ)

আবু আবস ইবনে জাব্র (রহঃ) বলেন, হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ

ইবনে হারেসাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সদকা করার উৎসাহ দিলেন তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে যাহা কিছু তাহার নিকট ছিল আনিতে লাগিল। হযরত উলবাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমার নিকট সদকা করার মত কিছুই নাই। আয় আল্লাহ! আপনার মাখলুকের মধ্যে যে কেহ আমার ইজ্জত নষ্ট করিয়াছে আমি উহা সদকা করিতেছি (অর্থাৎ উহা মাফ করিয়া দিতেছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে হুকুম দিলেন। সে এই ঘোষণা করিল যে, কোথায় সেই ব্যক্তি, যে গতরাত্রে নিজের ইজ্জত সদকা করিয়াছে? হযরত উলবাহ (রাঃ) দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার সদকা কবুল হইয়া গিয়াছে। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে দেরী করাকে অপছন্দ করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধের জন্য এক লশকর পাঠাইলেন যাহার আমীর হযরত যায়েদ (রাঃ)কে বানাইলেন এবং বলিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জা'ফর আমীর হইবে। যদি জা'ফর শহীদ হইয়া যায় তবে ইবনে রাওয়াহা আমীর হইবে (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) পিছনে রহিয়া গেলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায আদায় করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন পিছনে রহিয়া গেলে? তিনি আরজ করিলেন, আপনার সহিত জুমুআর নামায আদায় করার জন্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল কাটাইয়া দেওয়া দুনিয়া ও

দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে উত্তম। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে এক লশকরের সহিত পাঠাইলেন। সেই লশকর জুমুআর দিন রওয়ানা হইল। হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) নিজের সঙ্গীদেরকে আগে পাঠাইয়া দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, আমি একটু পরে যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায পড়িয়া লশকরের সহিত মিলিত হইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া তাহাকে দেখিলেন। বলিলেন, তুকি কেন তোমার সঙ্গীদের সহিত সকালে গেলে না? তিনি আরজ করিলেন, আমার ইচ্ছা হইল যে, আপনার সহিত জুমুআর নামায পড়িয়া তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি জমিনের বুকে যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ খরচ করিয়া দাও তবুও তাহাদের এক সকালের সওয়াব লাভ করিতে পারিবে না। (বিদায়াহ)

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবীদেরকে এক জেহাদে যাওয়ার জন্য হুকুম করিলেন। একজন তাহার পরিবারের লোকদেরকে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িয়া তারপর তাঁহাকে সালাম করিয়া, বিদায় জানাইয়া যাইব। হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য এমন কোন দোয়া করিয়া দিবেন যাহা অগ্রে পৌছিয়া কেয়ামতের দিন কাজে আসিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন তখন সেই ব্যক্তি সালাম করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি জান কি তোমার সঙ্গীগণ তোমার কি পরিমাণ আগে চলিয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা আজ সকালে গিয়াছে। (অর্থাৎ অর্ধদিন পরিমাণ আমার আগে গিয়াছে।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তাহারা (আজর ও সওয়াবের দিক দিয়া) ফযীলত হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে পরিমাণ দূরত্ব তাহা অপেক্ষা অধিক তোমার আগে চলিয়া গিয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লশকরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি এখনই রাত্রে রওয়ানা হইয়া যাইব, না রাত্রে এখানে থাকিয়া সকালে রওয়ানা হইব? তিনি বলিলেন, তোমরা কি চাওনা যে, এই রাত্র জান্নাতের বাগানের মধ্য হইতে এক বাগানে কাটাও? (বাইহাকী)

রওয়ানা হইতে দেরী করাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর অপছন্দ করা

আবু যুরআহ ইবনে আমর ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এক লশকর রওয়ানা করিলেন। উহাতে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)ও ছিলেন। সেই লশকর রওয়ানা হওয়ার পর তিনি হযরত মুআয (রাঃ)কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন থাকিয়া গেলে? তিনি বলিলেন, আমি এরাদা করিয়াছি যে, জুমুআর নামায পড়িয়া তারপর রওয়ানা হইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুন নাই যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উত্তম?

(কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর রাস্তা হইতে পিছনে থাকিয়া যাওয়া ও উহাতে অবহেলা করাতে অসন্তোষ প্রকাশ

হযরত কা'ব ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তবূকের যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সঙ্গে না যাইয়া) পিছনে থাকি নাই। অবশ্য বদরের যুদ্ধে পিছনে রহিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা কাহারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই। কেননা সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো শুধু আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার মোকাবেলা করার (ও তাহাদের মালামাল লইবার) উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। (যুদ্ধ করার মোটেও ইচ্ছা ছিল না।) কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সহিত তাহাদের দুশমনদের হঠাৎ করিয়া পূর্ব ইচ্ছা ছাড়াই মোকাবেলা করাইয়া দিলেন।

আমি আকাবার সেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উপস্থিত ছিলাম যে রাত্রে আমরা তাঁহার নিকট ইসলামের উপর চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আকাবার সেই রাত্রের উপস্থিতির বিনিময়ে বদরের যুদ্ধে শরীক হই। যদিও লোকদের মধ্যে আকাবার রাত্র অপেক্ষা বদরের দিন অধিক প্রসিদ্ধ। আমার (তবূকের যুদ্ধে শরীক না হওয়ার) ঘটনা এই যে, তবূকের যুদ্ধ হইতে পিছনে রহিয়া যাওয়ার সময় আমি যেরূপ শক্তিশালী ও সম্পদের অধিকারী ছিলাম ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে আমি এরূপ ছিলাম না। আল্লাহর কসম, তবূকের যুদ্ধের পূর্বে কখনও আমার মালিকানাধীন দুইটি উটনী আমার নিকট হয় নাই, কিন্তু এই যুদ্ধের সময় আমার নিকট দুইটি উটনী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, লড়াইয়ের জন্য যেদিকে যাওয়ার এরাদা হইত উহা প্রকাশ করিতেন না, বরং অন্যদিকের অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা

করিতেন, যেন লোকেরা সেইদিকে যাওয়ার এরাদা বুঝে। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় যেহেতু প্রচণ্ড গরম পড়িতেছিল এবং সফরও দূরের ছিল, রাস্তায় মরু ময়দান ছিল এবং শত্রু সংখ্যাও অনেক বেশী পরিমাণে ছিল সেহেতু তিনি মুসলমানদের জন্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে লোকজন এই সফরের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং যেদিকে যাওয়ার এরাদা ছিল সকলকে তাহা জানাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মুসলমানদের সংখ্যাও এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, তাহাদের সকলের নাম রেজিষ্টারভুক্ত করা কঠিন ছিল। (লোকজন অনেক বেশী হওয়ার কারণে) যদি কেহ গোপনে পিছনে থাকিয়া যাইতে চাহিত তবে সে এই ধারণা করিতে পারিত যে, যদি তাহার ব্যাপারে ওহী নাযিল না হয় তবে কেহ জানিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় এই যুদ্ধে গিয়াছেন যখন ফল পাকিতেছিল এবং ছায়ায় অবস্থান করা প্রত্যেকের নিকট প্রিয় ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সহিত মুসলমানরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। আমি সকালে বাহির হইতাম যাহাতে মুসলমানদের সহিত আমিও প্রস্তুতি গ্রহণ করি, কিন্তু যখন ফিরিতাম তখন কোন প্রস্তুতিই হইয়া উঠিত না। আমি মনে মনে ভাবিতাম যে, আমার সামর্থ্য ও সচ্ছলতা রহিয়াছে (যখন চাহিব প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িব)। এইভাবে আমার দেরী হইতে লাগিল। লোকেরা খুব জোরদারভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সহকারে রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমার তখনও কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল না। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি এক দুই দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া যাইব এবং বাহিনীর সহিত যাইয়া মিলিত হইব। সুতরাং বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর সকালবেলা আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম, কিন্তু কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে আবার

প্রস্তুত হওয়ার জন্য গেলাম, কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিলাম তখনও কোন প্রকার প্রস্তুতিই হইল না। এইভাবে আমার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অপরদিকে মুসলমানগণ অত্যন্ত দ্রুত তবূকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একসময় আমার যুদ্ধে যাওয়ার সময়ও হাতছাড়া হইয়া গেল। আমি এরাদাও করিয়াছিলাম যে, রওয়ানা হইয়া যাই এবং লশকরের সহিত যাইয়া মিলিত হই। হায় যদি আমি তাহা করিতাম! কিন্তু তাহা করা আমার তকদীরে ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলিয়া যাওয়ার পর আমি যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া লোকদের মধ্যে ঘুরাফিরা করিতাম তখন আমার এই কারণে বড় দুঃখ হইত যে, আমি শুধু তাহাদেরকেই দেখিতে পাইতাম যাহাদের উপর মুনাফিকীর দাগ লাগিয়া রহিয়াছে অথবা ঐ সমস্ত দুর্বল লোকদেরকে দেখিতাম, যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা অপারগ বলিয়া মাফ করিয়া দিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবূক পৌঁছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে কোন আলোচনা করেন নাই। তবূকে পৌঁছিয়া তিনি লোকদের সহিত এক মজলিসে বসিয়াছিলেন। সেখানে বলিলেন, কা'বের কি হইল? বনু সালামার এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সম্পদ ও রূপের অহংকার তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, তুমি খুবই অন্যায় কথা বলিয়াছ। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তাহাকে ভাল মানুষ বলিয়াই জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রহিলেন।

আমি যখন এই সংবাদ পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিতেছেন তখন চিন্তা ও দুঃখ আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত আমার মনে আসিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম যে, আগামীকাল কি অজুহাত দেখাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি হইতে জান বাঁচাইব? এই ব্যাপারে আমার পরিবারের প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট পরামর্শ চাহিলাম।

অতঃপর আমাকে যখন বলা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিসত্বর পৌঁছিয়া যাইবেন তখন এদিক সেদিকের সমস্ত মিথ্যা অজুহাত আমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া আমি কখনও নিজেকে বাঁচাইতে পারিব না। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত লইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সত্য কথাই বলিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি যখনই সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন সর্বপ্রথম মসজিদে উঠিতেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া লোকদের সহিত সাক্ষাতের জন্য বসিয়া যাইতেন। যথারীতি নামায হইতে অবসর হইয়া যখন তিনি মসজিদে বসিলেন তখন যাহারা এই যুদ্ধে না যাইয়া পিছনে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা হাজির হইতে লাগিল এবং কসম করিয়া নিজেদের ওজর পেশ করিতে লাগিল। এইরূপ লোকদের সংখ্যা আশির অধিক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বাহ্যিক অবস্থাকে মানিয়া লইলেন এবং তাহাদেরকে বাইআত করিলেন ও তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করিলেন, আর তাহাদের ভিতরগত অবস্থাকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিলেন।

আমিও তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমি যখন তাঁহাকে সালাম করিলাম তিনি রাগের হাসি হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, আস। আমি হাঁটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন পিছনে থাকিয়া গেলে? তুমি কি সওয়ারী খরিদ করিয়াছিলে না? আমি বলিলাম, জ্বি, হাঁ, আল্লাহর কসম, যদি এখন আপনি ব্যতীত দুনিয়ার আর কাহারো নিকট আমি হইতাম তবে যুক্তিসম্মত ওজর পেশ করিয়া তাঁহার গোসসা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে যুক্তিতর্কের পারদর্শিতা দান করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি জানি, যদি আজ আমি মিথ্যা বলিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া লই তবে অতিসত্বর

আল্লাহ তায়ালা (আপনাকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া) আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। আর যদি আমি আপনার নিকট সত্য কথা বলিয়া দেই তবে যদিও আপনি এখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন, কিন্তু আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহর কসম, আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম, আমি এইবার যখন আপনার (সহিত না যাইয়া) পিছনে রহিয়া গেলাম তখন আমি যে পরিমাণ শক্তিশালী ও সম্পদশালী ছিলাম, ইতিপূর্বে আমি কখনও এরূপ ছিলাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, তুমি উঠিয়া যাও, তোমার ব্যাপারে এখন আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করিবেন। আমি সেখান হইতে উঠিয়া আসিলে (আমার গোত্র) বনু সালামার অনেকে দ্রুত উঠিয়া আসিল এবং আমার পিছনে চলিতে লাগিল। তাহারা আমাকে বলিল, আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে তুমি কোন গুনাহ করিয়াছ বলিয়া আমাদের জানা নাই। তুমি কি এইটুকু করিতে পারিতে না যে, অন্যান্য যাহারা পিছনে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা যেমন অজুহাত দেখাইয়াছে তুমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অজুহাত পেশ করিতে? আর তোমার গুনাহের জন্য তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এস্তেগফার যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম, তাহারা আমাকে এইভাবে তিরস্কার করিতে থাকিল।

অবশেষে আমি এরাদা করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া যাইয়া নিজের পূর্বকথাকে অস্বীকার করিব। কিন্তু আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার ন্যায় আর কাহারো সহিত কি এরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তাহারা বলিল, হাঁ, আরো দুই ব্যক্তির সহিত এরূপ করা হইয়াছে। তাহারা দুইজনও তোমার মত বলিয়াছে। তাহাদেরকেও উহাই বলা হইয়াছে যাহা তোমাকে বলা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা দুইজন কে? তাহারা বলিল,

মুরারাহ ইবনে রাবী' আমরী ও হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফী (রাঃ)। তাহারা আমাকে এমন দুই ব্যক্তির নাম বলিল, যাহারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং বর্তমান অবস্থায় আমার সহিত শরীক আছেন। তাহারা এই দুইজনের নাম উল্লেখ করার পর আমি চলিয়া আসিলাম। যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যায় নাই তাহাদের মধ্য হইতে আমাদের তিনজনের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মুসলমানদেরকে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সুতরাং লোকেরা আমাদের সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিল এবং আমাদের সহিত তাহাদের আচরণ বদলাইয়া গেল। এমনকি মনে হইতে লাগিল যে, জমিনও বদলাইয়া গিয়াছে, ইহা যেন আমার সেই পূর্ব পরিচিত জমিন নয়।

আমরা এইভাবে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত করিয়াছি। আমার দুই সঙ্গী তো অক্ষম হইয়া ঘরে বসিয়া রহিল এবং তাহারা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করিত। আমি তাহাদের মধ্যে যুবক ও অধিক শক্তিশালী ছিলাম। অতএব আমি বাহিরে আসিতাম এবং মুসলমানদের সহিত নামাযে শরীক হইতাম, বাজারে ঘুরাফিরা করিতাম, কিন্তু কেহ আমার সহিত কথা বলিত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিতাম। তিনি নামাযের পর নিজের জায়গায় বসিয়া থাকিতেন। আমি মনে মনে বলিতাম যে, আমার সালামের উত্তরে তাঁহার ঠোঁট মোবারক নড়িয়াছে কিনা? তারপর আমি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিতাম এবং আড়চোখে তাঁহার দিকে দেখিতাম। যখন আমি নামাযে মনোযোগ দিতাম তখন তিনি আমার দিকে দেখিতেন। আবার যখন আমি তাঁহার দিকে দেখিতাম, তিনি অন্যদিকে চেহারা ঘুরাইয়া ফেলিতেন।

এইভাবে লোকদের অসহযোগিতা যখন দীর্ঘ হইল তখন (একদিন অসহ্য হইয়া) আমি হাঁটিতে হাঁটিতে হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর বাগানের দেয়ালের উপর উঠিলাম। তিনি আমার চাচাতো ভাই ছিলেন

এবং তাহার সহিত আমার অত্যাধিক মহব্বত ছিল। আমি তাহাকে সালাম দিলাম। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি বলিলাম, হে আবু কাতাদাহ, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করি? তিনি চুপ রহিলেন। আমি তাহাকে দ্বিতীয়বার আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তিনি চুপ রহিলেন। যখন আমি তাহাকে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। ইহা শুনিতেই আমার চোখে পানি আসিয়া গেল। আমি আবার দেয়াল টপকাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। এই অবস্থায় একদিন আমি মদীনার বাজারের যাইতেছিলাম। এমন সময় মদীনায় শস্য বিক্রয়ের জন্য আগত সিরিয়ার অধিবাসী এক নিবতীকে শুনিলাম, বলিতেছে, কে আছে আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের ঠিকানা বলিয়া দিবে? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করিতে লাগিল। সে আমার নিকট আসিল এবং আমাকে গাস্সানের বাদশার পক্ষ হইতে রেশমী কাপড়ে প্যাচানো একটি চিঠি দিল। উহাতে লেখা ছিল, 'আম্মাবাদ, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তোমার মনিব তোমার উপর জুলুম করিয়াছে। আল্লাহ তোমাকে অপমানের জায়গায় না রাখুন এবং তোমাকে ধ্বংস না করুন, তুমি আমাদের নিকট আসিয়া পড়, আমরা তোমার সর্বরকমে খাতির করিব।'

আমি চিঠি পড়িয়া ভাবিলাম, ইহা আরেক মুসীবত আমার উপর আসিয়াছে। (আমাকে ইসলাম হইতে সরাইবার চেষ্টা চলিতেছে।) আমি এই চিঠি লইয়া যাইয়া তন্দুরের ভিতর নিক্ষেপ করিলাম। পঞ্চাশ দিনের মধ্য হইতে চল্লিশ দিন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদবাহক আমার নিকট আসিল এবং আমাকে বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে আদেশ করিতেছেন, যেন তুমি নিজ স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়া যাও। আমি বলিলাম, আমি কি তাহাকে তালাক দিয়া দিব, না আর

কোন কিছু করিব? সে বলিল, না, (তালাক দিও না) বরং তাহার নিকট হইতে পৃথক থাক, তাহার নিকটে যাইও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাকী দুই সঙ্গীর নিকটও এই পয়গাম পাঠাইলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও। যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা ইহার ফয়সালা না করেন সেখানেই থাক।

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, হেলাল ইবনে উমাইয়াহ একেবারে বৃদ্ধলোক, তাহার খেদমত করারও কেহ নাই। (আমি যদি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই তবে) তিনি ধ্বংস হইয়া যাইবেন। আপনি কি ইহা অপছন্দ করেন যে, আমি তাহার খেদমত করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, তবে সে যেন তোমার নিকটে না আসে। স্ত্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম, তাহার মধ্যে তো এইদিকের কোন ঝোঁকই নাই। তিনি তো যেদিন হইতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে আজ পর্যন্ত কাঁদিতেই রহিয়াছেন। (হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন,) আমাকে আমার পরিবারের কেহ কেহ বলিল, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ন্যায় তুমিও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তোমার স্ত্রীর খেদমতের ব্যাপারে অনুমতি লইতে। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ব্যাপারে অনুমতি চাহিব না। কি জানি অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলিবেন? আর আমি তো জোয়ান মানুষ (নিজের কাজ নিজেই সমাধা করিতে পারি)।

এইভাবে আরো দশদিন কাটিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হইতে আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন সেদিন হইতে পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হইল। পঞ্চাশতম দিনের সকালে ফজরের নামায পড়িয়া আমি আমার ঘরের ছাদের উপর

বসিয়াছিলাম। আর আমার অবস্থা ছিল সেরূপ যেরূপ আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ আমার জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য তাহা সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় আমি এক ব্যক্তিকে সিলা' পাহাড়ে চড়িয়া উচ্চস্বরে এই আওয়াজ দিতে শুনিলাম যে, হে কা'ব, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়িয়া গেলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে, প্রশস্ততা আসিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর লোকদের মধ্যে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা করিলেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দানের জন্য ছুটিল এবং অনেকে যাইয়া আমার উভয় সাথীকে সুসংবাদ দিল।

এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটাইয়া আমার নিকট আসিল। (ইনি হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) ছিলেন।) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দ্রুত দৌড়াইয়া পাহাড়ে উঠিল এবং সেখান হইতে আওয়াজ দিল, আর এই আওয়াজ ঘোড়ার পূর্বে পৌঁছিয়া গেল। (ইনি হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) ছিলেন।) আমি যাহার আওয়াজ শুনিয়াছি, সে যখন আমাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসিল তখন আমি তাহাকে নিজের পরিধানের উভয় কাপড় খুলিয়া দিয়া দিলাম। আল্লাহর কসম, সে সময় আমার নিকট এই কাপড় ব্যতীত আর কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং আমি অন্য একজনের নিকট হইতে কাপড় ধার লইলাম এবং উহা পরিধান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে চলিলাম।

পথে দলে দলে লোকেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহারা আমাকে তওবা কবুল হওয়ার উপর এই বলিয়া মোবারকবাদ দিতে লাগিল যে, তোমার জন্য মোবারক হউক, আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করিয়াছেন। আমি যখন মসজিদে পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার চতুর্পার্শ্বে লোকজন বসিয়াছিল। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)

আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন এবং আমার সহিত মুসাফাহা করিয়া আমাকে মোবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর কসম, মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে তিনি ব্যতীত আর কেহ আমার নিকট উঠিয়া আসেন নাই। হযরত তালহা (রাঃ)এর এই ব্যবহার আমি কখনও ভুলিব না।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম তখন তাঁহার চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার মা যেদিন তোমাকে প্রসব করিয়াছেন সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহা কি আপনার পক্ষ হইতে, না আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে? তিনি বলিলেন, না, বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হইতেন তখন তাহার চেহারা মোবারক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। এরূপ মনে হইত যেন এক টুকরা চাঁদ। তাঁহার চেহারা দেখিয়াই আমরা তাঁহার আনন্দকে বুঝিতে পারিতাম।

আমি যখন তাঁহার সম্মুখে বসিলাম তখন আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার তওবার পরিপূর্ণতা এই যে, আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নামে সদকা করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কিছু সম্পত্তি নিজের জন্য রাখিয়া লও, ইহা তোমার জন্য উত্তম হইবে। আমি বলিলাম, খাইবারে আমার যে অংশ রহিয়াছে উহা নিজের জন্য রাখিলাম। আর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সত্য বলার দরুন নাজাত দান করিয়াছেন, অতএব আমার তওবার পরিপূর্ণতা এই যে, আমি যতদিন জীবিত থাকিব সর্বদা সত্য কথা বলিব। আল্লাহর কসম, যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সত্য কথা বলিয়াছি সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আমার জানা মতে কোন মুসলমানকে আল্লাহ তায়ালা সত্য কথার উপর

এরূপ উত্তম পুরস্কার দান করেন নাই যেরূপ আমাকে দান করিয়াছেন। যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সত্য কথা বলার অঙ্গীকার করিয়াছি সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার এরাদাও করি নাই এবং আমি আশা করি বাকি জীবনেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে মিথ্যা হইতে বাঁচাইবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন—

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ- الى قوله - وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ .

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হইয়াছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি যাহারা নবীর অনুগামী হইয়াছিল এমন সংকট মুহূর্তে যখন তাহাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তৎপর আল্লাহ তাহাদের অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছেন ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়। আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করিলেন) যাহাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হইয়াছিল, যখন ভূপৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি সংকীর্ণ হইতে লাগিল এবং তাহারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল, আর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আল্লাহ (–র পাকড়াও) হইতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে না—তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত। তৎপর তাহাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ করিলেন, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতেও (আল্লাহর দিকে) রুজু থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজেকর্মে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

আল্লাহর কসম, আমার নিকট ইসলামের প্রতি হেদায়াত দানের নেয়ামতের পর আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত

এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে সত্য বলিয়াছি, মিথ্যা বলি নাই। যদি আমি মিথ্যা বলিতাম তবে আমিও মিথ্যাবাদীদের ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করার সময় মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর কথা বলিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ - الى قوله - فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ.

অর্থ ঃ 'এখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর নামে কসম খাইয়া বলিবে যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে, যেন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও, অতএব তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও, তাহারা হইতেছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাহাদের ঠিকানা হইতেছে দোযখ, সেই সকল কর্মের বিনিময়ে যাহা তাহারা করিত। তাহারা এইজন্য কসম খাইবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও তবে আল্লাহ তায়ালা এমন দুষ্কর্মকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।'

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, যে সকল লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মিথ্যা কসম খাইয়া নিজেদের মিথ্যা অজুহাত বর্ণনা করিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদিগকে বাইআতও করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের জন্য এস্তেগফারও করিয়াছেন সেই সকল লোকদের হইতে আমাদের তিনজনের বিষয়টি তিনি মুলতুবি রাখিয়াছেন। অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই ব্যাপারে ফয়সালা করিয়াছেন। অতএব আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—

وَ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

এর অর্থ আমাদের তিনজনের যুদ্ধে যাওয়া হইতে পিছনে থাকিয়া

যাওয়া নয় বরং ইহার অর্থ এই যে, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মিথ্যা কসম খাইয়াছে ও মিথ্যা অজুহাত পেশ করিয়াছে, আর তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের ফয়সালা তো তখনই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের তিনজনের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলতুবি রাখিয়াছেন এবং আমাদের ফয়সালা পরে হইয়াছে। (বোখারী)

যে ব্যক্তি জেহাদ ছাড়িয়া ঘরবাড়ী ও কাজ-কারবারে মশগুল হয় তাহার প্রতি ধমক

হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা

হযরত আবু এমরান (রাঃ) বলেন, আমরা কুস্তুনতুনিয়ায় ছিলাম। মিসরীদের আমীর হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রাঃ) ও সিরিয়ানদের আমীর হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) ছিলেন। (কুস্তুনতুনিয়া) শহর হইতে রুমীদের এক বিরাট বাহিনী বাহির হইয়া আসিল। আমরা তাহাদের মোকাবেলায় সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি রুমীদের উপর এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিল যে, সে তাহাদের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং আবার বাহির হইয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া কিছু লোক চিৎকার করিয়া উঠিল এবং তাহারা (কোরআনে পাকের আয়াত لَا تُلْقُوا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ। অর্থাৎ 'তোমরা নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিও না।'—এর আলোকে) বলিতে লাগিল যে, সুবহানাল্লাহ! এই ব্যক্তি তো নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকেরা, তোমরা এই আয়াতের অর্থ এরূপ করিতেছ (যে, শত্রুর ভিতর ঢুকিয়া পড়া নিজেকে ধ্বংস করা)। অথচ এই

আয়াত আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। কারণ যখন আল্লাহ তায়ালা তাহার দ্বীনকে ইজ্জত দান করিলেন এবং উহার সাহায্যকারীদের সংখ্যাও অনেক হইয়া গেল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না জানাইয়া গোপনে একে অপরকে বলিলাম, আমাদের জায়গা–জমিনগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের একাধারে কিছুদিন (মদীনাতে) থাকিয়া নিজেদের জমিনগুলিকে ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই এরাদার বিরুদ্ধে এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۔

অর্থ ঃ 'আর খরচ কর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়, আর তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংসের মধ্যে ফেলিও না।'

অতএব বাড়ীতে থাকিয়া জায়গা জমিন ঠিক করার কাজে লাগিয়া যাওয়ার মধ্যেই হইল ধ্বংস। সুতরাং আমাদিগকে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার হুকুম করা হইয়াছে। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিতে করিতে অবশেষে (আল্লাহর রাস্তায়ই) তাহার মৃত্যু হইয়াছে। (বাইহাকী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু এমরান (রাঃ) বলেন, আমরা কুস্তনতুনিয়া শহরে লড়াই করিতে গেলাম। জামাতের আমীর হযরত আবদুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ছিলেন। রুমী সৈন্যরা শহরের দেয়ালের সহিত পিঠ লাগাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজন মুসলমান দুশমনের উপর বীরবিক্রমে হামলা করিয়া বসিলেন। লোকেরা বলিল, থাম থাম, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই ব্যক্তি তো নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াত তো আমাদের—আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা যখন আপন নবীকে সাহায্য করিলেন এবং ইসলামকে বিজয়ী করিলেন তখন আমরা পরস্পর একে অপরকে

বলিলাম, আস আমরা আমাদের জায়গা জমিনে থাকিয়া উহাকে ঠিক করিয়া লই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۔

অতএব নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলার অর্থ হইল, আমরা নিজেদের জায়গাজমিন ঠিক করিতে লাগিয়া যাই এবং জেহাদ করা ছাড়িয়া দেই। আবু এমরান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) (সারাজীবন) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। অবশেষে কুস্তনতুনিয়ায় দাফন হইয়াছেন। (বাইহাকী)

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু এমরান (রাঃ) বলেন, কুস্তনতুনিয়ার যুদ্ধে মুহাজিরদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি শত্রুর কাতারের উপর এমন জোরদার হামলা করিলেন যে, কাতার ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমাদের সহিত হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)ও ছিলেন। কয়েকজন লোক বলিল, এই ব্যক্তি তো নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দিল। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, আমরা এই আয়াত সম্পর্কে (তোমাদের অপেক্ষা) বেশী জানি, কেননা এই আয়াত আমাদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়াছি এবং তাঁহার সহিত সমস্ত যুদ্ধে শরীক হইয়াছি এবং তাঁহার সাহায্য করিয়াছি। তারপর যখন ইসলাম প্রসারিত হইল এবং বিজয় লাভ করিল তখন ইসলামের প্রতি মহব্বত প্রকাশার্থে আমরা আনসারগণ সমবেত হইলাম এবং বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে থাকার ও তাঁহাকে সাহায্য করার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। ফলে ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর আমরা তাঁহাকে আমাদের পরিবার পরিজন, মাল–আওলাদের উপর

অগ্রাধিকার দিয়াছি। এখন যুদ্ধও শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও সন্তান–সন্ততির নিকট ফিরিয়া যাই এবং (কিছুদিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় না যাইয়া) তাহাদের নিকট থাকি। আমাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

অতএব পরিবার পরিজন ও মাল–সম্পদের মধ্যে থাকা ও জেহাদ ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যেই ধ্বংস।

জেহাদ ছাড়িয়া যাহারা খেত–খামারে মশগুল হয় তাহাদের প্রতি ধমক

যায়েদ ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সংবাদ পাইলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুর আনসী (রাঃ) সিরিয়ায় চাষবাসের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট হইতে সেই জমিন কাড়িয়া লইয়া অন্যকে দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, যে যিল্লত ও অপদস্থতা এই সকল বড়লোকদের ঘাড়ে চাপিয়াছিল তুমি তাহা নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়াছ। (এসাবাহ)

ইয়াহইয়া ইবনে আমর শাইবানী (রহঃ) বলেন, ইয়ামানের কিছুলোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহার ইসলাম অতি উত্তম প্রমাণিত হইল। অতঃপর সে হিজরত করিল এবং তাহার হিজরতও অতি উত্তম হইল। তারপর সে অতি উত্তমরূপে জেহাদ করিল। অতঃপর সে ইয়ামানে নিজের পিতামাতার নিকট আসিয়া তাহাদের খেদমত ও তাহাদের সহিত সদাচরণের কাজে লাগিয়া গেল? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল?

তাহারা বলিল, আমাদের ধারণা যে, সে উল্টা পায়ে ফিরিয়া গিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, না, বরং সে তো জান্নাতে যাইবে। তবে আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি, উল্টা পায়ে কে ফিরিয়া গিয়াছে? এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার ইসলাম অতি উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে। সে হিজরত করিয়াছে এবং তাহার হিজরতও অতি উত্তম হইয়াছে। তারপর সে অতি উত্তমরূপে জেহাদ করিয়াছে। অতঃপর সে নিবতী কাফেরের নিকট হইতে জমিন লইবার এরাদা করিল এবং সেই নিবতী কাফের জমিনের যে পরিমাণ কর আদায় করিত ও ইসলামী ফৌজের জন্য মাসিক যে খরচা আদায় করিত সে সেই জমিন লইয়া উহার কর, ইসলামী ফৌজের খরচা নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া উহা আবাদ করিতে লাগিয়া গেল এবং জেহাদ ছাড়িয়া দিল। এই সেই ব্যক্তি, যে উল্টা পায়ে ফিরিয়া গিয়াছে।

ফেৎনার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় দ্রুতগতিতে চলা

মুরাইসী' যুদ্ধের ঘটনা

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা একবার এক বাহিনীর সহিত এক যুদ্ধে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন মুহাজির একজন আনসারীর পিঠে ঘুষি মারিলেন। আনসারী বলিলেন, হে আনসারগণ, আমার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আস। মুহাজিরও বলিলেন, হে মুহাজিরগণ, আমার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, জাহিলিয়াতের যুগের কথা কেন হইতেছে? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন মুহাজির একজন আনসারীর পিঠে ঘুষি মারিয়াছে। তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কথা ছাড়, এইগুলি দুর্গন্ধময় কথা। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক) এই ঘটনা শুনিয়া

বলিল, এই সমস্ত মুহাজিরগণ আমাদের লোককে নীচু করিয়া নিজেদের লোককে উঁচু করিল? শুনিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, আমরা যদি (এইবার) মদীনায় ফিরিয়া যাই তবে অবশ্যই সম্মানীগণ সেখান হইতে হীন ও নীচ লোকদেরকে বাহির করিয়া দিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কথা পৌঁছিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছাড় তাহাকে। (তাহাকে কতল করার দ্বারা) লোকদের মধ্যে এই কথা না প্রচার হইয়া যায় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার সঙ্গীদেরকে কতল করিয়াছেন। প্রথমে যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আসিয়াছিলেন তখন আনসারদের সংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বেশী ছিল। পরে মুহাজিরদের সংখ্যা বেশী হইয়া গেল। (বোখারী)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত আমর ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরাইসী' এর যুদ্ধে গেলেন। ইহা সেই যুদ্ধ যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মানাত' মূর্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। কাফাল মুশাল্লাল নামক স্থান ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে এই মূর্তি স্থাপন করা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে (এই মূর্তি ভাঙ্গার জন্য) পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যাইয়া এই মানাত মূর্তিকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে দুইজন মুসলমানের মধ্যে পরস্পর লড়াই হইয়া গেল। ইহারা একজন মুহাজির ও অপরজন বাহ্য গোত্রের ছিলেন। এই গোত্র আনসারদের মিত্র ছিল। মুহাজির বাহ্যীকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিলেন। বাহ্যী বলিল, হে আনসারগণ! আওয়াজ শুনিয়া আনসারদের কয়েকজন তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন। মুহাজিরও বলিলেন, হে মুহাজিরগণ! ইহাতে মুহাজিরদের মধ্য হইতে কয়েকজন তাহার

সাহায্যের জন্য আসিলেন। এইভাবে মুহাজির ও আনসারদের এই কয়েকজনের মধ্যে লড়াই হইয়া গেল। তারপর লোকেরা তাহাদের মধ্যে আপোষ করাইয়া দিলেন। ইহার পর সমস্ত মুনাফিক ও যাহাদের অন্তরে কলুষতা রহিয়াছে তাহারা সকলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল যে, পূর্বে তো তোমার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করা যাইত এবং তুমি আমাদের পক্ষ হইতে প্রতিরোধ করিতে ; কিন্তু এখন তুমি এমন হইয়াছ যে, না কাহারো ক্ষতি করিতে পার, আর না উপকার করিতে পার। এই সমস্ত জালাবীব অর্থাৎ আজেবাজে লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে পুরস্কার একে অপরকে খুব সাহায্য করিয়াছে। মুনাফিকরা প্রত্যেক নবাগত মুহাজিরকে জালাবীব অর্থাৎ আজেবাজে লোক বলিয়া আখ্যায়িত করিত। আল্লাহর দুশমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা যদি মদীনায় ফিরিয়া যাই তবে সম্মানী লোকেরা হীন ও নীচ লোকদেরকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিবে। মুনাফিকদের মধ্য হইতে মালেক ইবনে দুখশুন বলিল, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, যাহারা রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট আছে তাহাদের জন্য কোন খরচ করিও না, ফলে তাহারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে?

হযরত ওমর (রাঃ) এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, রাসূলাল্লাহ, এই ব্যক্তি লোকদেরকে ফেৎনায় ফেলিতেছে। আমাকে অনুমতি দান করুন, তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে এই কথা বলিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দেই তবে কি সত্যই তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহর কসম, আপনি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দান করেন তবে আমি অবশ্যই তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

বসিয়া যাও। অতঃপর আনসারদের গোত্র বনু আবদুল আশহালের একজন আনসারী হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি লোকদেরকে ফেৎনায় ফেলিতেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আমি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দেই তবে কি সত্যই তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, জ্বি হাঁ। আল্লাহর কসম, আপনি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দান করেন তবে আমি তরবারী দ্বারা তাহার কানপাশার নিচে গর্দানের উপর আঘাত করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসিয়া যাও।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোকদের ঘোষণা দিয়া দাও, এখনি এখান হইতে রওয়ানা হইতে হইবে। সুতরাং তিনি লোকদেরকে লইয়া দ্বিপ্রহরের সময় রওয়ানা করিলেন। সারাদিন সারারাত্র চলিতে থাকিলেন। পরদিনও বেলা চড়া পর্যন্ত চলিতে থাকিলেন। তারপর এক জায়গায় আরাম করার জন্য অবতরণ করিলেন। অতঃপর পুনরায় দ্বিপ্রহরের সময় লোকদেরকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে কাফাল মুশাল্লাল হইতে রওয়ানা হওয়ার তৃতীয়দিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু স্থাপন করিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌছিলেন তখন তিনি লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকাইলেন। (তিনি হাজির হইলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর! আমি যদি তাহাকে কতল করার হুকুম দিতাম তবে কি তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিতে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ (কতল করিয়া দিতাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি তুমি তাহাকে সেদিন কতল করিয়া দিতে তবে সে সময় (আনসারদের) অনেকে ইহাকে নিজেদের

জন্য অপমান মনে করিত। (কিন্তু অনবরত সফর ও দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে এখন সেই মনোভাব কাটিয়া গিয়াছে। অতএব এখন) যদি আমি তাহাদিগকে হুকুম করি তবে তাহারা তাহাকে অবশ্যই কতল করিয়া দিবে। (আর যদি আমি তাহাকে সেখানেই কতল করিয়া দিতাম তবে) লোকেরা বলিত, আমি আমার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ করিয়াছি এবং আমি তাহাদিগকে হাত–পা বাঁধিয়া কতল করিয়া দেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন—

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا ..... الى .... يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ .

অর্থ ঃ 'ইহারাই ঐ সমস্ত লোক—যাহারা বলে, আল্লাহর রাসূলের নিকট যাহারা আছে, তাহাদের জন্য কিছুই ব্যয় করিও না, ফলে তাহারা নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, অথচ আল্লাহরই (অধিকারে) আছে আসমানসমূহ ও জমিনের ভাণ্ডারগুলি, কিন্তু মুনাফিকরা বুঝে না। তাহারা এইরূপ বলে যে, যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তবে সম্মানীগণ হীন লোকদেরকে তথা হইতে বহিস্কার করিয়া দিবে। আর (নিজেদেরকে সম্মানী এবং মুসলমানদিগকে হীন মনে করা তাহাদের মূর্খতা। কেননা প্রকৃত) ইজ্জত আল্লাহরই জন্য রহিয়াছে, আর তাহার রাসূলের জন্য ও মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা ইহা অবগত নহে।'

(ইবনে আবি হাকেম)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে লইয়া সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিতে থাকিলেন এবং সারারাত্র সকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিলেন। এমনিভাবে পরবর্তী দিনও চলিতে থাকিলেন। অবশেষে রৌদ্রের কারণে যখন লোকদের কষ্ট হইতে লাগিল তখন তিনি এক জায়গায় অবতরণ করিলেন। সেখানে অবতরণ করিতেই (অত্যাধিক ক্লান্তির কারণে) সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

আর তিনি এরূপ এইজন্য করিলেন, যাহাতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই গতদিন যে (ফেৎনা সৃষ্টিকারী) কথা বলিয়াছিল সে ব্যাপারে লোকেরা কোন প্রকার আলোচনার সুযোগ না পায়। (বিদায়াহ)

আল্লাহর রাস্তায় চিল্লা পুরা না করার উপর তিরস্কার

ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় ছিলে? সে বলিল, সীমান্ত পাহারার কাজে গিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেখানে কতদিন লাগাইয়াছ? সে বলিল, ত্রিশ দিন। তিনি বলিলেন, চল্লিশদিন কেন পূরণ করিলে না? (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর রাস্তায় তিন চিল্লার জন্য যাওয়া

ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন, এমন এক ব্যক্তি যাহাকে আমি সত্যবাদী মনে করি তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) (এক রাত্রে মদীনার গলিতে) ঘুরিতেছিলেন, এমন সময় তিনি একজন মহিলাকে এই কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিলেন—

تَطَاوَلَ هٰذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهٗ - وَاَرَّقَنِىْ اَنْ لَّا حَبِيْبَ اُلَاعِبُهٗ

‘এই রাত দীর্ঘ হইয়াছে এবং উহার কিনারা কাল হইয়া গিয়াছে, আর আমার ঘুম আসিতেছে না, এইজন্য যে, আমার এমন কোন প্রিয়জন নাই যাহার সহিত খেলা করি।’

فَلَوْلَا حِذَارُ اللّٰهِ لَا شَىْءَ مِثْلُهٗ - لَزُعْزِعَ مِنْ هٰذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهٗ

‘যদি আল্লাহ তায়ালার ভয় না হইত—যাঁহার সমতুল্য কোন জিনিস নাই, তবে এই চৌকির সমস্ত কিনারা প্রচণ্ডভাবে নড়াচড়া করিত।’

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? মহিলা বলিলেন, কয়েক মাস যাবৎ আমার স্বামী সফরে রহিয়াছে এবং তাহার জন্য আমার মনে চরম আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করিয়াছ কি? মহিলা বলিলেন, আল্লাহর পানাহ্! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিজেকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি এখনই তাহার নিকট ডাকের লোক পাঠাইতেছি। সুতরাং তিনি তাহাকে আনার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং আপন কন্যা হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছি, যাহা আমাকে চিন্তিত করিয়া রাখিয়াছে। তুমি আমার এই চিন্তাকে দূর করিয়া দাও। তাহা এই যে, একজন নারী স্বামীর জন্য কতদিনে ব্যাকুল হইয়া উঠে? হযরত হাফসা (রাঃ) মস্তক অবনত করিলেন এবং লজ্জাবোধ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হক কথা বলিতে আল্লাহ তায়ালা লজ্জাবোধ করেন না। হযরত হাফসা (রাঃ) আপন হাতের ইশারায় বুঝাইয়া দিলেন যে, তিন মাস, অন্যথায় চার মাস। এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া হযরত ওমর (রাঃ) (সমস্ত এলাকায়) এই মর্মে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কোন সৈন্যদলকে যেন (অনুমতি চাহিলে) চার মাসের অধিক (বাড়ী হইতে দূরে) আটক রাখা না হয়। (কান্‌য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) রাত্রে বাহির হইলেন। তিনি একজন মহিলাকে এই কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিলেন—

تَطَاوَلَ هٰذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهٗ – وَارَّقَنِىْ اَنْ لَّا حَبِيْبَ اُلَاعِبُهٗ

এই রাত্র দীর্ঘ হইয়াছে এবং উহার কিনারা কাল হইয়া গিয়াছে, আর আমার ঘুম আসিতেছে না, এইজন্য যে, আমার এমন কোন প্রিয়জন নাই যে, তাহার সহিত খেলা করি।

হযরত ওমর (রাঃ) (নিজ কন্যা) হযরত হাফসা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, একজন মেয়েলোক বেশীর চেয়ে বেশী কতদিন আপন স্বামীর

অনুপস্থিতিতে সবর করিতে পারে? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, ছয় মাস অথবা চার মাস। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আগামীতে কোন সৈন্যদলকে ইহার অধিক (ঘর হইতে দূরে) রাখিব না। (বাইহাকী)

সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় ধুলাবালি সহ্য করার আগ্রহ

হযরত রাবী' ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় স্বাভাবিকভাবে হাঁটিতেছিলেন। এক কুরাইশী যুবককে দেখিলেন, সে রাস্তা হইতে সরিয়া হাঁটিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইব্যক্তি অমুক নয় কি? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহাকে ডাক। সে আসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কেন রাস্তা হইতে সরিয়া হাঁটিতেছ। যুবক বলিল, এই ধুলাবালি আমার ভাল লাগে না। তিনি বলিলেন, তুমি রাস্তা হইতে সরিয়া হাঁটিও না। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, এই ধুলাবালি তো জান্নাতের (এক বিশেষ) খুশবু। (তাবারানী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর ঘটনা

আবুল মুসাব্বিহ মাকরাঈ (রহঃ) বলেন, একবার আমরা রোমের এলাকায় এক জামাতের সহিত যাইতেছিলাম। জামাতের আমীর হযরত মালেক ইবনে আবদুল্লাহ খাসআমী (রাঃ) ছিলেন। হযরত মালেক (রাঃ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর পাশ দিয়া গেলেন। হযরত জাবের (রাঃ) নিজের খচ্চরকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। হযরত মালেক (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি আরোহণ করুন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সওয়ারী দান করিয়াছেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার সওয়ারীকে আরাম দিতেছি এবং

আমি আমার কাওমের নিকট (সওয়ারীর) মুখাপেক্ষী নই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির উভয় কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দিবেন। হযরত মালেক (রাঃ) সেখান হইতে সামনে অগ্রসর হইয়া গেলেন। যখন এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, সেখান হইতে হযরত জাবের (রাঃ) তাহার আওয়াজ শুনিতে পান তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি আরোহণ করুন, কেননা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সওয়ারী দান করিয়াছেন। হযরত জাবের (রাঃ) হযরত মালেক (রাঃ)এর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন (যে, তিনি চাহিতেছেন, হযরত জাবের (রাঃ) যেন উচ্চ আওয়াজে জবাব দেন, যাহাতে সমস্ত লোক শুনিতে পায়)।

সুতরাং তিনি উচ্চ আওয়াজে বলিলেন, আমি আমার সওয়ারীকে আরাম দিতেছি, আর আমি আমার কাওমের নিকট (সওয়ারীর) মুখাপেক্ষী নই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির উভয় কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলিযুক্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া সমস্ত লোক আপন আপন সওয়ারী হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। আমি সেইদিন অপেক্ষা এত অধিক লোককে পায়দাল চলিতে কখনও দেখি নাই।

আবু ইয়ালা (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে বান্দার উভয় কদম আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত হইবে আল্লাহ তায়ালা সেই উভয় কদমের উপর আগুনকে হারাম করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া হযরত মালেক (রাঃ)ও সওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং লোকেরাও আপন আপন সওয়ারী হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিতে লাগিল। সেইদিন অপেক্ষা এত অধিক লোককে পায়দল চলিতে আর কখনও দেখা যায় নাই। (ইবনে হিব্বান)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া খেদমত করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক রোযাদার ছিলেন এবং কিছু লোক রোযাদার ছিলেন না। আমরা এক জায়গায় অবতরণ করিলাম। সেদিন অত্যাধিক গরম পড়িতেছিল। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ছায়াওয়ালা সে ছিল, যে নিজের চাদর দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কেহ কেহ শুধু নিজের হাত দ্বারা নিজেকে রৌদ্র হইতে বাঁচাইতেছিল। অবতরণ করিতেই রোযাদারগণ শুইয়া পড়িলেন। আর যাহারা রোযাদার ছিলেন না তাহারা উঠিয়া তাঁবু লাগাইলেন এবং সওয়ারীগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহারা রোযা রাখে নাই তাহারা আজ সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ছায়াওয়ালা সে ছিল যে নিজের চাদর দ্বারা ছায়া করিয়াছিল। যাহারা রোযা রাখিয়াছিলেন তাহারা কোন কাজ করিতে পারিলেন না। আর যাহারা রোযা রাখেন নাই তাহারা সওয়ারীগুলিকে (পানি পান ও চরিবার জন্য) পাঠাইলেন এবং অন্যান্য খেদমতের কাজ ও ভারী ভারী কাজ করিলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা রোযা রাখে নাই আজ তাহারা সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল।

আল্লাহর রাস্তায় কোরআন তেলাওয়াত ও নামাযে মশগুল ব্যক্তির খেদমত করা

হযরত আবু কেলাবাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা এক সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া

নিজেদের এক সঙ্গীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন, আমরা অমুকের ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই। যতক্ষণ চলিতে থাকিতেন ততক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। আর যখন আমরা কোন স্থানে অবতরণ করিতাম তিনি নামিয়াই নামাযে দাঁড়াইয়া যাইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কাজকর্ম কে করিয়া দিত? এইভাবে আরো অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার উট বা সওয়ারীকে দানা কে দিত? সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, এই সমস্ত কাজ আমরা করিতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সকলেই তাহার অপেক্ষা উত্তম। (কেননা তাহার খেদমত করিয়া তোমরা তাহার সমপরিমাণ এবাদতের সওয়াব হাসিল করিয়াছ।) (তারগীব)

হযরত সাফীনা (রাঃ)এর সাহাবাদের সামানপত্র বহন করা

সা'দ ইবনে জুমহান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাফীনা (রাঃ)কে তাহার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই নাম কে রাখিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নাম সম্পর্কে বলিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম সাফীনা রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আপনার নাম সাফীনা কেন রাখিলেন? হযরত সাফীনা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফরে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাহাবাগণও ছিলেন। তাহাদের সামানপত্র তাহাদের জন্য অনেক ভারী হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার চাদর বিছাও। আমি বিছাইয়া দিলাম। তিনি সেই চাদরে সাহাবাদের সামান বাঁধিয়া আমার উপর উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা বহন কর, তুমি তো এইটি সাফীনা (অর্থাৎ নৌকা)। হযরত সাফীনা (রাঃ) বলেন, যদি সেদিন আমি এক নয় দুই নয়, বরং পাঁচ

অথবা ছয় উটের বোঝাও উঠাইতাম তবুও আমার জন্য উহা ভারী হইত না। (আবু নুআঈম)

হযরত আহমার (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর আযাদকৃত গোলাম হযরত আহমার (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা একটি নালার নিকট পৌঁছিলাম। আমি লোকদের নালা পার করাইতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি তো আজ সাফীনা (অর্থাৎ নৌকা) হইয়া গিয়াছ। (মুনতাখাব)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি এক সফরে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। আমি যখন সওয়ারীতে আরোহণ করিতাম তিনি আসিয়া আমার রেকাব বা সওয়ারীর পা–দান ধরিতেন এবং সওয়ার হওয়ার পর আমার কাপড় ঠিক করিয়া দিতেন। একবার তিনি এই কাজের জন্য আসিলে আমি একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, হে মুজাহিদ, তুমি বড় সংকীর্ণ আখলাকের লোক।

আল্লাহর রাস্তায় রোযা রাখা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা এক কঠিন গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। প্রচণ্ড গরমের কারণে আমাদের কেহ কেহ নিজের মাথার উপর হাত দিয়া (ছায়া করিয়া) রাখিয়াছিল। সেদিন আমাদের মধ্যে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) রোযা রাখিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রমযান মাসে প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইলাম। অতঃপর বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রমযান মাসে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতাম। আমাদের মধ্যে কেহ রোযা রাখিত, আর কেহ রোযা রাখিত না। না রোযাদারগণ বে–রোযদারদের উপর অসন্তুষ্ট হইত, আর না বে–রোযদারগণ রোযাদারদের উপর অসন্তুষ্ট হইত। সকলেই মনে করিত যে, যাহার শক্তি আছে সে রোযা রাখিয়াছে এবং তাহার জন্য এরূপ করাই ঠিক হইয়াছে। আর যে দুর্বলতা অনুভব করিয়াছে সে রোযা রাখে নাই এবং তাহার জন্য এরূপ করাই ঠিক হইয়াছে। (মুসলিম)

ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা (রাঃ)এর রোযা রাখা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাখরামা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি আহত অবস্থায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! রোযা ইফতারের সময় হইয়াছে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, এই কাঠের ঢালে করিয়া পানি লইয়া আস, আমি উহা দ্বারা রোযা ইফতার করিব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি (পানি আনার জন্য) হাউজের নিকট গেলাম। হাউজ পানি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আমার নিকট একটি চামড়ার ঢাল ছিল। আমি উহা দ্বারা হাউজ হইতে পানি উঠাইলাম এবং উহা হইতে দুই হাতে (সেই) কাঠের ঢালে পানি ভরিলাম। অতঃপর সেই পানি লইয়া হযরত ইবনে মাখরামা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে, তাহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

(ইস্তিয়াব)

আওফ ইবনে আবু হাইয়াহ (রাঃ)এর রোযা রাখা

মুদরিক ইবনে আওফ আহমাসী (রহঃ) বলেন, একবার আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত নো'মান ইবনে মুকররিন (রাঃ)এর পত্রবাহক আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে মুসলমানদের মধ্যে যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের উল্লেখ করিল, অথবা বলিল, অমুক অমুক শহীদ হইয়াছে, আরো অনেকে শহীদ হইয়াছে যাহাদেরকে আমরা চিনিনা। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো তাহাদেরকে চিনেন। লোকেরা বলিল, এক ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আওফ ইবনে আবি হাইয়াহ আহমাসী আবু শুবাইল (রাঃ) তো (আল্লাহ্ তায়ালার আযাব হইতে) নিজেকে খরিদই করিয়া লইয়াছে। হযরত মুদরিক ইবনে আওফ (রহঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার এই মামা সম্পর্কে লোকদের ধারণা এই যে, তিনি নাকি নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহারা ভুল বলিতেছে, বরং সে তো দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা খরিদ করিয়াছে। হযরত আওফ (রাঃ) সেদিন রোযা রাখিয়াছিলেন। রোযা অবস্থায় আহত হইয়াছেন। সামান্য প্রাণ বাকি থাকিতে তাঁহাকে যুদ্ধের ময়দান হইতে উঠাইয়া আনা হয়। (এই অবস্থায়ও) তিনি পানি পান করিতে অস্বীকার করেন এবং (রোযা অবস্থায়) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু আমর আনসারী (রাঃ)-এর রোযা রাখা

(প্রথম খণ্ডে) আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে পিপাসার কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় ৫৪০ পৃষ্ঠায় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আমর আনসারী (রাঃ) বদর যুদ্ধে, আকাবার বাইআতে ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে (এক

যুদ্ধের ময়দানে) রোযা অবস্থায় দেখিয়াছি, তিনি পিপাসায় ছটফট করিতেছিলেন এবং নিজের গোলামকে বলিতেছিলেন, তোমার ভাল হউক, আমাকে ঢাল দাও। গোলাম তাহাকে ঢাল দিলে তিনি (দুর্বলতার দরুন) খুবই কমজোরভাবে তিনটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনাা করিয়াছেন। শেষে বলিয়াছেন যে, অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া নামায পড়া

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)এর নামায পড়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত মেকদাদ (রাঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কেহ ঘোড়সওয়ার ছিল না। আর আমরা আমাদের অবস্থা এরূপ দেখিয়াছি যে, আমাদের প্রত্যেকেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে নামায পড়িতেছিলেন এবং কাঁদিতেছিলেন। এইভাবে সকাল হইয়া গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা উসফান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মুশরিকদের লশকর আমাদের সম্মুখে আসিল। তাহাদের সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে অলীদ ছিলেন। মুশরিকদের এই লশকর আমাদের ও কেবলার মাঝে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জোহরের নামায পড়াইলেন। মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করিল যে, মুসলমানরা এই সময় বেখেয়াল ও গাফলতের মধ্যে ছিল, যদি আমরা এই অবস্থায় তাহাদের উপর হামলা করিতাম তবে কতই না ভাল হইত। তারপর তাহারা বলিল, কিছুক্ষণ পর তাহাদের আবার এক নামাযের

সময় হইবে যাহা তাহাদের নিকট নিজেদের সন্তানাদি ও নিজেদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কাফেররা আসর নামাযের সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিল) এই অবস্থায় জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এই আয়াতসমূহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন যাহাতে সালাতুল খাওফের উল্লেখ রহিয়াছে—

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

অর্থ ঃ 'আর যখন আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন এবং আপনি তাহাদিগকে (জামাআতে) নামায পড়াইতে চান, তবে এইরূপ করিতে হইবে যে, তাহাদের মধ্য হইতে একদল আপনার সঙ্গে (নামাযে) দাঁড়াইবে এবং তাহারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখিবে। অতঃপর যখন তাহারা সেজদা করিয়া (এক রাকাআত পূর্ণ করিয়া) লইবে, তখন তাহারা আপনাদের পিছনে যাইবে এবং অন্যদল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা আসিবে এবং আপনার সঙ্গে নামায (এর অবশিষ্ট এক রাকাআত) পড়িয়া লইবে এবং ইহারাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখিবে। (কেননা) কাফেররা ইহাই চায় যে, যদি আপনারা নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যসম্ভার হইতে (একটু) অসতর্ক হন, তবে অমনি তাহারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করিয়া বসিবে। আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় অথবা আপনারা পীড়িত হন তবে ইহাতে আপনাদের কোন গুনাহ হইবে না যে, আপনারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র খুলিয়া রাখেন, এবং (তবুও) নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ অবশ্যই লইয়া লইবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।'

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই রেওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করিল যে, অতিসত্বর এমন এক নামাযের সময় আসিবে যাহা মুসলমানদের নিকট নিজেদের সন্তানাদি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (বিদায়াহ)

হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় নামায পড়া

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নাখ্ল নামক স্থানের দিকে যাতুর রিকা' যুদ্ধের জন্য বাহির হইলাম। একজন মুসলমান এক মুশরিকের স্ত্রীকে কতল অথবা বন্দী করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখান হইতে ফেরত রওয়ানা হইলেন তখন সেই মহিলার স্বামী আসিল। সে কোথাও গিয়াছিল। যখন সে স্ত্রীর কতল হওয়ার সংবাদ পাইল তখন কসম করিল যে, যতক্ষণ সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সাহাবাদের রক্ত না বহাইবে ততক্ষণ সে ক্ষান্ত হইবে না। সুতরাং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন পিছন চলিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে এক জায়গায় অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আজ রাত্রে কে আমাদের পাহারাদারী করিবে? একজন মুহাজির ও একজন আনসারী নিজেদেরকে পাহারার জন্য পেশ করিলেন এবং তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা (পাহারা দিব)। তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই পাহাড়ী পথের মুখে চলিয়া যাও। ইহারা দুইজন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্র (রাঃ) ছিলেন। উভয়ে পাহাড়ী পথের মুখে পৌছিলেন। সেখানে পৌছিয়া আনসারী মুহাজিরকে বলিলেন, (আমরা পালাক্রমে পাহারা দিব, অতএব) তুমি বল, আমি কখন পাহারা দিব—রাত্রের প্রথমাংশে, না শেষাংশে? মুহাজির বলিলেন, তুমি বরং প্রথমাংশে পাহারা দাও।

সুতরাং মুহাজির শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর আনসারী দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। সেই ব্যক্তি (যাহার স্ত্রী কতল হইয়া গিয়াছিল) আসিল। যখন সে দূর হইতে এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখিল তখন সে মনে করিল, এই ব্যক্তি মুসলিম বাহিনীর গুপ্তচর হইবে।

সে একটি তীর নিক্ষেপ করিল যাহা আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইল। তিনি তীর বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং নামাযে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই (কাফের) ব্যক্তি দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। উহাও আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইল। তিনি উহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং নামাযে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উক্ত ব্যক্তি তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করিল। ইহাও আসিয়া আনসারীর শরীরে বিদ্ধ হইল এবং তিনি উহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর রুকু ও সেজদা (করিয়া নামায শেষ) করিলেন এবং নিজের সঙ্গীকে জাগাইয়া বলিলেন, উঠিয়া বস, আমি তো আহত হইয়া গিয়াছি। মুহাজির দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উক্ত (কাফের) ব্যক্তি যখন (একজনের স্থলে) দুইজনকে দেখিল তখন বুঝিল যে, তাহারা উভয়ে তাহার ব্যাপারে টের পাইয়া গিয়াছে, অতএব সে পালাইয়া গেল।

মুহাজির যখন আনসারীর শরীর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিলেন তখন বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! যখন সে আপনাকে প্রথম তীর মারিল তখন কেন আমাকে জাগাইলেন না? আনসারী বলিলেন, আমি একটি সূরা পড়িতেছিলাম, আমার মনে চাহিল না যে, উহা শেষ না করিয়া ছাড়িয়া দেই। কিন্তু সে যখন একের পর এক তীর মারিতে লাগিল তখন আমি নামায শেষ করিয়া আপনাকে জাগাইয়াছি। আল্লাহর কসম, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানের পাহারার হুকুম দিয়াছিলেন যদি উহার পাহারার কাজ নষ্ট হওয়ার আশংকা না হইত তবে আমার জান চলিয়া গেলেও আমি সেই সূরাকে শেষ না করিয়া ছাড়িতাম না।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) দালায়েলে নবুওয়াত গ্রন্থে এই রেওয়ায়াতকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। আর হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) বলিলেন, আমি নামাযে সূরা কাহাফ পড়িতেছিলাম। আমার মন চাহিল না যে, উহা শেষ করার পূর্বে রুকু করি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় নামায পড়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান নুবাইহ্ হুযালী আমার উপর আক্রমণ করার জন্য লোকদেরকে সমবেত করিতেছে। বর্তমানে সে উরনা নামক স্থানে আছে। তুমি যাও এবং তাহাকে কতল করিয়া আস। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে তাহার কোন আলামত বলিয়া দিন, যাহাতে আমি তাহাকে চিনিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যখন তাহাকে দেখিবে তখন তোমার শরীরে শিহরণ অনুভব করিবে।

আমি গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া রওয়ানা হইলাম। আমি যখন তাহার নিকট পৌঁছিলাম তখন সে তাহার স্ত্রীগণের সহিত উরনা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং নিজের স্ত্রীদের জন্য থাকার জায়গা তালাশ করিতেছিল। তখন আসর নামাযের সময় হইয়া গিয়াছিল। আমি যখন তাহাকে দেখিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যই আমি আমার শরীরে শিহরণ অনুভব করিলাম। আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইল যে, তাহাকে কতল করার চেষ্টায় দেরী হইয়া যায় আর আসর নামাযের সময় চলিয়া যায়। অতএব আমি নামায আরম্ভ করিয়া দিলাম।

আমি তাহার দিকে হাঁটিতেছিলাম আর ইশারায় রুকু ও সেজদা করিতেছিলাম। এইভাবে (নামায আদায় করিয়া) আমি যখন তাহার নিকট পৌঁছিলাম তখন সে বলিল, এই ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, আরব দেশীয় এক ব্যক্তি, যে শুনিতে পাইয়াছে, তুমি নাকি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লোকদেরকে সমবেত করিতেছ? এই কাজের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। সে বলিল, হাঁ, আমি এই কাজে লিপ্ত আছি। সুতরাং আমি

তাহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তারপর যখন আমি তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে পাইলাম তখন তলোয়ারের আঘাতে তাহাকে কতল করিয়া দিলাম। অতঃপর আমি সেখান হইতে রওয়ানা দিলাম এবং হাওদায় বসা তাহার স্ত্রীদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া আসিলাম যে, তাহারা তাহার প্রতি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, এই চেহারা সফলকাম হইয়াছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহাকে কতল করিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সঙ্গে উঠিলেন এবং আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমাকে একটি লাঠি দিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, ইহাকে নিজের কাছে হেফাজতে রাখিও।

আমি লাঠি লইয়া লোকদের নিকট বাহিরে আসিলাম। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, এই লাঠি কিসের জন্য? আমি বলিলাম, এই লাঠি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াছেন এবং আমাকে উহা হেফাজত করিয়া রাখিতে হুকুম করিয়াছেন। লোকেরা বলিল, তুমি ফিরিয়া যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে কেন জিজ্ঞাসা করিয়া লও না? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এই লাঠি কেন দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, কেয়ামতের দিন ইহা আমার ও তোমার মধ্যে চিহ্ন হইবে। কেননা সেইদিন লাঠিওয়ালা লোক অনেক কম হইবে। (অথবা ইহার অর্থ এই যে, সেদিন নেক আমলের উপর ভর করিয়া আসার মত লোক অনেক কম হইবে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) সেই লাঠিকে নিজের তলোয়ারের সহিত বাঁধিয়া লইলেন এবং উহা সারাজীবন তাহার সঙ্গে রহিল। যখন তাহার ইন্তেকাল হইল তখন তাহার অসিয়ত অনুযায়ী সেই

লাঠি তাহার কাফনের ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইল এবং উহাকেও তাহার সহিত দাফন করা হইল। (বিদায়াহ)

আল্লাহর রাস্তায় রাত্রে নামায পড়া

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন যখন উভয় বাহিনী পরস্পর নিকটবর্তী হইল তখন (রুমী সেনাপতি) কুবকুলার একজন আরবদেশীয়কে (গুপ্তচর হিসাবে) পাঠাইল। এই হাদীসের শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কুবকুলার সেই গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি দেখিয়া আসিয়াছ? সে উত্তরে বলিল, মুসলমানগণ রাত্রিবেলায় এবাদতগুজার ও দিনের বেলায় ঘোড়সওয়ার।

আবু ইসহাক (রহঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হেরাকল (নিজের লোকদেরকে) বলিল, তোমাদের কি হইল যে, তোমরা শুধু পরাজিত হইতেছ? তাহাদের বড় বড় সর্দারদের মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল, আমরা এই জন্য পরাজিত হই যে, মুসলমানগণ রাত্রভর এবাদত করে এবং দিনভর রোযা রাখে।

এই সমস্ত হাদীস 'গায়েবী সাহায্যের কারণসমূহের' বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আসিবে। পূর্বে মেয়েদের বাইআতের বর্ণনায় ইবনে মান্দাহ হইতে বর্ণিত হযরত হিন্দ বিনতে উতবাহ (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হিন্দ (রাঃ) (তাহার স্বামী হযরত আবু সুফিয়ানকে) বলিলেন, আমি (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাতে বাইআত হইতে চাই। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমি তো আজ পর্যন্ত ইহাই দেখিয়া আসিতেছি যে, তুমি সর্বদা (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কথা অস্বীকার করিয়া আসিতেছ। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, (তোমার কথা ঠিক।) কিন্তু আল্লাহর কসম, আজ রাত্রের পূর্বে আমি এই মসজিদে আল্লাহ তায়ালার এরূপ এবাদত হইতে আর কখনও দেখি নাই। আল্লাহর কসম, মুসলমানগণ সারারাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া, রুকু ও সেজদা করিয়া কাটাইয়াছে।

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া যিকির করা

মক্কা বিজয়ের রাত্রে সাহাবা (রাঃ)দের যিকির করা

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রহঃ) বলেন, বিজয়ের রাত্রে মুসলমানগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন তখন সেই রাত্রে তাহারা সকাল পর্যন্ত তকবীর ও তাহলীল এবং বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়া কাটাইলেন। ইহা দেখিয়া হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত হিন্দ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি দেখিতেছ কি? এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। অতঃপর সকালে হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি হিন্দকে বলিয়াছিলে, দেখিতেছ কি? এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। হিন্দ ইহার উত্তরে বলিয়াছিল, হাঁ, এই সমস্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। সেই পবিত্র যাতের কসম, যাহার নামে আবু সুফিয়ান কসম খাইয়া থাকে, আমার এই কথা তো হিন্দ ব্যতীত আর কেহ শুনে নাই। (বাইহাকী)

খাইবারের যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের যিকির করা

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবারের শেষ যুদ্ধ শেষ করিলেন—অথবা খাইবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন তখন পথে এক পাহাড়ঘেরা ময়দানে পৌছিয়া লোকেরা উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার, লা--ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিলেন, (হে মুসলমানগণ,) নিজেদের জানের উপর সহজ কর, (অনর্থক কষ্ট করিও না) তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না, বরং তোমরা এমন সত্তাকে ডাকিতেছ যিনি শুনেন এবং তোমাদের অতি নিকটবর্তী ও সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছেন। (হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসিয়া লা–হাওলা ওলা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়িতেছিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে জান্নাতের খাযানার কলেমা বলিয়া দিব কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই বলিয়া দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক। তিনি বলিলেন, তাহা হইল, 'লা–হাওলা ওলা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (বোখারী)

উঁচা জায়গায় উঠিতে ও নামিতে তকবীর ও তসবীহ পড়া

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা যখন উঁচা জায়গায় উঠিতাম তখন আল্লাহু আকবার বলিতাম, আর যখন নামিতাম তখন সুবহানাল্লাহ পড়িতাম। বোখারী শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমরা যখন উঁচা জায়গায় উঠিতাম তখন আল্লাহু আকবার বলিতাম, আর যখন নিচে নামিতাম তখন সুবহানাল্লাহ পড়িতাম।

জেহাদে গমনকারী দুই প্রকার লোক সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, জেহাদে গমনকারী লোকজন দুই প্রকার হইয়া থাকে। একপ্রকার তাহারা, যাহারা আল্লাহর রাস্তায় যাইয়া অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে এবং (অন্তরে) তাঁহার

ধ্যান রাখে, চলার পথে ফাসাদ সৃষ্টি করা হইতে বাঁচিয়া থাকে, নিজেদের মাল (বা টাকা পয়সা) দ্বারা সঙ্গীদের সাহায্য সহানুভূতি করে, নিজেদের উত্তম ও পছন্দনীয় মাল খরচ করে। আর তাহারা দুনিয়া লাভ করিয়া যে পরিমাণ আনন্দিত হয় তাহা অপেক্ষা যে মাল তাহারা খরচ করে উহাতে অধিক আনন্দ অনুভব করে। তাহারা যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকে তখন তাহারা এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ আছে বলিয়া জানিতে পারেন, অথবা তাহারা মুসলমানদের সাহায্য করা ছাড়িয়া দিয়াছে। আর যখন তাহারা গনীমতের মালে খেয়ানত করার সুযোগ পায় তখন তাহারা নিজেদের অন্তর ও আমলকে খেয়ানত হইতে পাক রাখে। সুতরাং শয়তান না তাহাদেরকে ফেৎনায় ফেলিতে পারে, আর না তাহাদের অন্তরে ফেৎনার খেয়াল পয়দা করিতে পারে। এরূপ লোকদের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বীনকে উন্নত করেন এবং তাঁহার দুশমনকে বে–ইজ্জত করেন।

দ্বিতীয় প্রকার লোক তাহারা, যাহারা জেহাদে তো বাহির হইয়াছে, কিন্তু না তাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে, আর না (অন্তরে) তাঁহার কোন ধ্যান রাখে। আর না তাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করা হইতে বাঁচে। যখন মাল খরচ করে তখন অনিচ্ছার সহিত করে। আর যে মাল খরচ করে উহাকে নিজের উপর জরিমানা মনে করে। শয়তান তাহাদিগকে এই ধরনের কথা বলে। যখন তাহারা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়ায় তখন সকলের পিছনে দাঁড়ায় এবং যাহারা সাহায্য করে না তাহাদের সহিত থাকে। পাহাড়ের চুড়ায় উঠিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখান হইতে দেখিতে থাকে যে, লোকেরা কি করিতেছে। যখন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে বিজয় দান করেন তখন তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক মিথ্যা কথা বলে (এবং নিজেদের মিথ্যা কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করে)। আর যখন তাহারা গনীমতের মালে খেয়ানত করার সুযোগ পায় তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত আল্লার দেওয়া গনীমতের মালে

খেয়ানত করে এবং শয়তান তাহাদিগকে বলে, ইহা তো গনীমতের মাল। যখন তাহারা সচ্ছল হয় তখন তাহারা অহংকার করিতে আরম্ভ করে, আর যখন তাহারা কোন বাধার সম্মুখীন হয় তখন শয়তান তাহাদিগকে (মাখলুকের নিকট নিজের অভাবকে) প্রকাশ করার ফেৎনায় নিপতিত করে।

মুসলমানদের সওয়াব হইতে তাহারা কিছুই পাইবে না। অবশ্য তাহাদের শরীর মুসলমানদের শরীরের সহিত রহিয়াছে এবং তাহাদের সহিত তাহারাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিয়ত ও তাহাদের আমল মুসলমানদের হইতে ভিন্নরূপ। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন এবং তারপর তাহাদের উভয় দলকে পৃথক করিয়া দিবেন। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে দোয়ার এহতেমাম করা

নিজ এলাকা হইতে বাহির হওয়ার সময় দোয়া করা

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন তখন তিনি এই দোয়া করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ وَلَمْ اَكُ شَيْئًا ، اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى هَوْلِ الدُّنْيَا وَ بَوَائِقِ، الدَّهْرِ وَ مَصَائِبِ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ، اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَاخْلُفْنِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ، وَلَكَ فَذَلِّلْنِىْ وَ عَلٰى صَالِحِ خُلُقِىْ فَقَوِّمْنِىْ، وَاِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَاِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِىْ،

رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ. اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَ كَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ تُحِلَّ عَلَىَّ غَضَبَكَ، وَتُنْزِلَ بِىْ سَخَطَكَ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبٰى عِنْدِىْ خَيْرُ مَا اسْتَطَعْتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ.

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ আমি কিছুই ছিলাম না। আয় আল্লাহ! দুনিয়ার ভয়–ভীতি, যামানার অনিষ্ট ও রাত্রদিনের আগত বিপদ আপদে আমাকে সাহায্য করুন। আয় আল্লাহ! এই সফরে আপনি আমার সঙ্গী হইয়া যান এবং আমার ঘরে আপনি আমার প্রতিনিধি হইয়া যান। আর যাহাকিছু আপনি আমাকে দিয়াছেন উহাতে বরকত দান করুন। আমাকে আপনার সামনে বিনয়ী করুন এবং উত্তম ও নেক আখলাকের উপর আমাকে মজবুত করিয়া দিন এবং আমাকে আপনার প্রিয় বানাইয়া দিন এবং আমাকে লোকদের সোপর্দ করিবেন না। হে দুর্বলদের রব! আপনি আমারও রব। আমি আপনার সেই সম্মানিত চেহারার উসিলায়—যাহার দ্বারা সমস্ত আসমান ও জমিন আলোকিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার দ্বারা পূর্ববর্তীদের কার্য শুদ্ধ হইয়াছে—এই ব্যাপারে আপনার আশ্রয় চাহিতেছি যে, আমার উপর আপনি ক্রোধান্বিত হন বা অসন্তুষ্ট হন। আপনার দেওয়া নেয়ামত দূর হইয়া যাওয়া ও হঠাৎ করিয়া আপনার শাস্তি উপস্থিত হওয়া এবং আপনার দেওয়া নিরাপত্তার পরিবর্তন ও আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি হইতে আমি আপনার পানাহ চাই। আমি যত আমল করিতে পারি তন্মধ্যে সর্বোত্তম আমল হইল আপনাকে সন্তুষ্ট করা। আপনি ব্যতীত আর কেহ গুনাহ হইতে বাঁচাইতে ও নেক কাজে শক্তি দিতে পারে না।

(বিদায়াহ)

কোন এলাকায় প্রবেশের সময় দোয়া করা

আবু মারওয়ান আসলামী (রহঃ)এর দাদা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাইবারের দিকে রওয়ানা হইলাম। যখন আমরা খাইবারের নিকটে পৌঁছিলাম এবং খাইবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বলিলেন, থামিয়া যাও। সকলে থামিয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ مَا اَظْلَلْنَ، وَ رَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ، وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ، (وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَ مَا ذَرَيْنَ) فَاِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَ شَرِّ اَهْلِهَا وَ شَرِّ مَافِيْهَا، اُقْدُمُوا : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! যিনি সাত আসমান ও যে সকল জিনিসকে উহা ছায়া করিয়া রহিয়াছে—উহাদের সকলের রব, যিনি সাত জমিন ও যে সকল জিনিসকে উহা বহন করিয়া রাখিয়াছে—উহাদের সকলের রব, যিনি সমস্ত শয়তান ও যে সকল লোকদেরকে তাহারা পথভ্রষ্ট করিয়াছে—তাহাদের সকলের রব, যিনি বাতাস ও যে সকল জিনিসকে বাতাস উড়াইয়াছে—উহাদের সকলের রব, আমরা আপনার নিকট এই বসতি ও উহার বাসিন্দাদের এবং এই বসতিতে যাহা কিছু আছে উহার মঙ্গল কামনা করি, আর আপনার নিকট এই বসতি ও উহার বাসিন্দাদের এবং এই বসতিতে যাহাকিছু আছে উহার অমঙ্গল হইতে পানাহ চাই।'

(অতঃপর বলিলেন,) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িয়া অগ্রসর হও।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রত্যেক এলাকায় প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়িতেন।

যুদ্ধ আরম্ভ করার সময় দোয়া করা

বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ) এর দোয়া

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবা (রাঃ)দের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তাহারা তিন শতের কিছু বেশী ছিলেন। আর যখন মুশরিকদের প্রতি দৃষ্টি করিলেন তখন দেখিলেন, তাহারা এক হাজারেরও বেশী। অতএব তিনি কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তাঁহার পরিধানে একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি ছিল। অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা পূরণ করুন। আয় আল্লাহ! যদি মুসলমানদের এই জামাত ধ্বংস হইয়া যায় তবে তাহাদের পরে জমিনের বুকে আপনার এবাদত আর কখনও হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবরত আপন রবের নিকট সাহায্য চাহিতে থাকিলেন এবং দোয়া করিতে থাকিলেন। এমনকি তাঁহার চাদর মোবারক (মাটিতে) পড়িয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ) চাদর উঠাইয়া তাঁহার শরীরের উপর দিয়া দিলেন এবং পিছন দিক হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যেভাবে আপনার রবের নিকট দোয়া করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। নিশ্চয় তিনি আপনার সহিত কৃত তাঁহার ওয়াদাকে অতিসত্বর পূরণ করিবেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝

অর্থ ঃ 'সেই সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা নিজ প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করিতেছিলে, তৎপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ফরিয়াদকে কবুল করিলেন যে, আমি তোমাদিগকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিব, যাহারা ক্রমান্বয়ে আসিতে থাকিবে।' (বিদায়াহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত পনেরজন লোক লইয়া বাহির হইলেন। যখন তিনি বদরে পৌঁছিলেন তখন এই দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ, ইহারা জুতা ছাড়া খালি পায়ে পায়দল চলিতেছে, ইহাদিগকে সওয়ারী দান করুন। আয় আল্লাহ, ইহারা বস্ত্রহীন, ইহাদিগকে বস্ত্র দান করুন, আয় আল্লাহ, ইহারা ক্ষুধার্ত, ইহাদিগকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিন।' সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করিলেন। যখন তাহারা বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া চলিলেন তখন তাহাদের প্রত্যেকের নিকট একটি অথবা দুইটি করিয়া উট ছিল এবং তাহারা কাপড়ও পরিধান করিয়াছিলেন, পেট ভরিয়া খানাও খাইয়াছিলেন। (জমউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ জোরদারভাবে দোয়া করিতে দেখিয়াছি এরূপ কাহাকেও কখনও দোয়া করিতে দেখি নাই। তিনি (দোয়ার মধ্যে) বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ, আমি আপনাকে আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের দোহাই দিতেছি। আয় আল্লাহ, যদি এই জামাত ধ্বংস হইয়া যায় তবে আর আপনার এবাদত কখনও হইবে না। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরিলেন। (খুশীতে) তাহার চেহারার পার্শ্ব যেন চাঁদের ন্যায় চমকাইতেছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি যেন এখন দেখিতে পাইতেছি যে, সন্ধ্যায় এই সমস্ত কাফেরদের লাশগুলি কোন কোন স্থানে পড়িয়া থাকিবে। (বিদায়াহ)

ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দোয়া করা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন বলিতেছিলেন, 'আয় আল্লাহ, (আমাদের সাহায্য করুন, আর) যদি আপনি (আমাদের সাহায্য করিতে না) চাহেন তবে জমিনের বুকে আপনার এবাদতকারী কেহ থাকিবে না।'

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই সময়ে পড়িবার জন্য কোন দোয়া আছে কি, যাহা আমরা পড়িতে পারি? কেননা (অত্যাধিক ভয়ের কারণে) কলিজাসমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমাদের সমস্ত দোষ–ত্রুটিকে ঢাকিয়া রাখুন এবং আমাদের ভয়–ভীতিকে নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিন।'

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, (আমরা এই দোয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম, যাহার বরকতে) আল্লাহ তায়ালা প্রচণ্ড বাতাস দ্বারা আপন দুশমনদের চেহারাকে ফিরাইয়া দিলেন।

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আহযাবে গেলেন এবং নিজের চাদর মোবারক রাখিয়া দাঁড়াইলেন এবং উভয় হাত উঠাইয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি সেসময় কোন (নফল) নামায পড়েন নাই। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, তিনি পুনরায় সেখানে গেলেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলেন এবং নামায পড়িলেন।

সহী বোখারী ও সহী মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাবের (অর্থাৎ কাফের বাহিনীগুলির) বিরুদ্ধে এইভাবে

বদদোয়া করিয়াছেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ, এই সকল আহযাব (অর্থাৎ শত্রুবাহিনীগুলি)কে পরাজিত করুন। আয় আল্লাহ, ইহাদিগকে পরাজিত করুন এবং ইহাদের কদমসমূহকে প্রকম্পিত করিয়া দিন।

অপর এক রেওয়ায়াতে দোয়ার শব্দ এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—আয় আল্লাহ, ইহাদিগকে পরাজিত করুন এবং ইহাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেছিলেন,—'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তিনি আপন বাহিনীকে ইজ্জত দিয়াছেন এবং আপন বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই সমস্ত (শত্রু) বাহিনীর উপর বিজয়ী হইয়াছেন, তাঁহার পরে কোন জিনিস নাই।'

যুদ্ধের সময় দোয়া করা

বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে গেলাম যে, তিনি এই সময় কি করিতেছেন? আমি যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিলাম তখন আমি দেখিলাম যে, তিনি সেজদায় মাথা রাখিয়া বলিতেছেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ এই শব্দগুলি ব্যতীত আর কিছুই বলিতেছেন না। আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধে মশগুল হইলাম। আবার দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি তখনও একইভাবে সেজদায় মাথা রাখিয়া সেই শব্দগুলি বলিতেছিলেন। আমি আবার যুদ্ধের জন্য চলিয়া গেলাম।

তারপর আমি তৃতীয়বার আবার তাঁহার নিকট আসিয়া দেখিলাম তিনি সেজদায় মাথা রাখিয়া সেই শব্দগুলিই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হাতে বিজয় দান করিলেন। (বাইহাকী)

(যুদ্ধের) রাত্রে দোয়া করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বদর যুদ্ধের) সেই রাত্রে নামায পড়িতে থাকিলেন এবং এই দোয়া করিতে থাকিলেন,—আয় আল্লাহ, যদি এই জামাত ধ্বংস হইয়া যায় তবে তোমার এবাদত আর হইবে না। সেই রাত্রে মুসলমানদের উপর বৃষ্টিও হইয়াছিল (যদ্দরুন কাফেরদের অংশে কাদা হইয়া গেল এবং মুসলমানদের অংশে বালুর জমিন জমিয়া গেল এবং উহার উপর চলাফেরা সহজ হইয়া গেল)। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে দিন সকালে বদরের যুদ্ধ হইল উহার পূর্ব রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র এবাদতে কাটাইয়াছেন। অথচ তিনি সফর করিয়া আসিয়াছিলেন এবং মুসাফির ছিলেন। (কানযুল উম্মাল)

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দোয়া করা

হযরত রেফাআহ যুরাকী (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের পর যখন মুশরিকরা ফিরিয়া চলিয়া গেল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকলে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাও, আমি আমার পরওয়ার দিগারের হামদ ও সানা বর্ণনা করিব। সাহাবা (রাঃ) তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলে তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য, আপনি যাহা প্রসারিত করেন তাহা কেহ সঙ্কুচিত করিতে পারে না, আর যাহা সঙ্কুচিত করেন তাহা কেহ প্রসারিত করিতে পারে না, আর আপনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দিতে পারে না, আর যাহাকে আপনি হেদায়াত দান করেন

তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর যাহা আপনি রোধ করেন (না দান করেন) তাহা কেহ দান করিতে পারে না, আর যাহা দান করেন তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না, আর যে জিনিসকে আপনি দূরে সরাইয়া দেন তাহা কেহ নিকটে আনিতে পারে না, আর যাহা আপনি নিকটে করিয়া দেন তাহা কেহ দূরে সরাইতে পারে না।

আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের উপর আপনার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও রিযিক প্রসারিত করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সেই স্থায়ী নেয়ামত চাহিতেছি যাহা কখনও পরিবর্তন হয় না এবং দূর হয় না। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অভাবের দিনে নেয়ামত ও ভয়ের দিনে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে এবং যাহা আপনি আমাদিগকে দান করেন নাই উহার অনিষ্ট হইতেও আপনার পানাহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ, ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় বানাইয়া দিন এবং উহাকে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া দিন, আর কুফুর ও দুস্কার্য এবং নাফরমানীকে আমাদের নিকট ঘৃণিত করিয়া দিন এবং আমাদিগকে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমাদিগকে মুসলমান করিয়া মৃত্যুদান করুন এবং মুসলমান অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং নেক লোকদের সহিত আমাদিগকে মিলিত করুন। আমরা না অপমানিত হই, আর না ফেৎনায় নিপতিত হই, আয় আল্লাহ, আপনি সেই সকল কাফেরকে ধ্বংস করিয়া দিন যাহারা আপনার রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে ও আপনার রাস্তায় চলিতে বাধা প্রদান করে। তাহাদের উপর আপনার গযব ও আযাব নাযিল করুন। আয় আল্লাহ, সেই সমস্ত কাফেরদেরকে ধ্বংস করুন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে। হে চিরসত্য মা'বুদ!

পূর্বে (প্রথম খণ্ডে) আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়ে 'আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান ও উহার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার' বর্ণনায়

তায়েফবাসীদেরকে দাওয়াত পেশ করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া করার আলোচনা করা হইয়াছে।

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া তালীমের এহতেমাম করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের তফসীর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا

অর্থ ঃ 'নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর (জেহাদের জন্য) বাহির হও পৃথক পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে।'

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً

অর্থ ঃ 'বাহির হইয়া পড় স্বল্প সরঞ্জামের সহিত (ই হউক) আর প্রচুর সরঞ্জামের সহিত (ই হউক)।'

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

اِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

অর্থ ঃ 'যদি তোমরা (জেহাদে) বাহির না হও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যন্ত্রণাময় আযাব দিবেন।'

(এই সকল আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করিয়াছেন) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত আয়াতের হুকুমকে রহিত করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন,—

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً .

অর্থ ঃ 'আর মুমিনদের জন্য এক সঙ্গে (জেহাদের উদ্দেশ্যে) বাহির হইয়া পড়া সঙ্গত নহে ; সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাহাদের প্রত্যেকটি বড় দল হইতে একটি ছোট দল (জেহাদে) বাহির হয়, যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং তাহাদের কাওমকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে যখন তাহারা তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যাহাতে তাহারা সতর্ক হয়।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (উক্ত আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, (কখনও) এক জামাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জেহাদে যাইবে এবং এক জামাত ঘরে অবস্থান করিবে। (আর কখনও এক জামাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ঘরে অবস্থান করিবে এবং এক জামাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া জেহাদে যাইবে।) যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিবে তাহারাই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে) দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে থাকিবে এবং যখন তাহারা তাহাদের কাওমের নিকট জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবে (অথবা তাহাদের কাওমের লোকেরা জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবে) তখন তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা যে কিতাব ও ফরয হুকুমসমূহ ও নিষেধকৃত হুকুমসমূহ নাযিল করিয়াছেন উহার ব্যাপারে তাহারা সতর্ক হয়।

সেনাপ্রধানদের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

আহওয়াস ইবনে হাকীম ইবনে ওমায়ের আনসী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সেনাপ্রধানদের প্রতি এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করিতে থাক। (কেননা এখন ইসলাম প্রসারিত হইয়া গিয়াছে এবং শিখাইবার লোকও যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এখন আর অজ্ঞতা অজুহাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না। অতএব) এখন যদি কেহ

বাতেলকে হক মনে করিয়া অবলম্বন করে অথবা হককে বাতেল মনে করিয়া পরিত্যাগ করে তবে তাহার কোন ওজর কবুল করা হইবে না। (বরং জ্ঞান অর্জন না করার দরুন সে শাস্তি পাইবে।) (কানযুল উম্মাল)

সফরে তালীমের জন্য গোলাকার হইয়া বসা

হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ রাকাশী (রহঃ) বলেন, আমরা এক বাহিনীতে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত দাজলা নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হইলে মুয়াজ্জিন জোহরের নামাযের জন্য আযান দিল এবং লোকেরা সকলে অযুর জন্য উঠিল। হযরত আবূ মূসা (রাঃ)ও অযু করিয়া লোকদেরকে নামায পড়াইলেন এবং নামাযের পর তাহারা গোলাকার হইয়া (তালীমের জন্য) বসিয়া গেল। তারপর যখন আসরের সময় হইল তখন মুয়াজ্জিন আসর নামাযের আযান দিল। সকলে আবার অযূ করার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) তাঁহার মুয়াজ্জিনকে বলিলেন, এই ঘোষণা দিয়া দাও যে, '(হে লোকেরা) মনোযোগ দিয়া শুন, শুধু সেই ব্যক্তিই অযূ করিবে যাহার অযূ ভঙ্গ হইয়াছে।' তিনি (ইহাও) বলিলেন, মনে হইতেছে অতিসত্বর এলেম উঠিয়া যাইবে এবং অজ্ঞতা ব্যাপক হইয়া যাইবে। এমনকি মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ আপন মাতাকে তরবারী দ্বারা কতল করিয়া দিবে। (কান্‌য)

আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া খরচ করা

হযরত আবু মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া একটি উটনী লইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, এই উটনী আল্লাহর রাস্তায় দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই উটনীর বিনিময়ে তুমি কেয়ামতের দিন এমন সাতশত উটনী পাইবে যাহার প্রত্যেকটি লাগাম যুক্ত হইবে। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু যার (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাহার বাৎসরিক ভাতা পাইলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার বাঁদীও ছিল। উক্ত বাঁদী তাঁহার প্রয়োজনীয় কাজে লাগিয়া গেল এবং সেই মাল তাহার প্রয়োজনে খরচ করিতে লাগিল। খরচের পর তাহার নিকট সাত দেরহাম বাঁচিয়া গেল। হযরত আবু যার (রাঃ) তাহাকে হুকুম দিলেন যে, এই সাত দেরহামকে পয়সা বানাইয়া লও। আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, আপনি যদি এই সাতটি দেরহামকে ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজনের জন্য অথবা আপনার নিকট আগত কোন মেহমানের জন্য রাখিয়া দিতেন (তবে বেশী ভাল হইত)। তিনি বলিলেন, আমার খলীল (অর্থাৎ বন্ধু—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এই অসিয়ত করিয়াছেন, যে স্বর্ণ বা রূপা থলি ইত্যাদিতে বাঁধিয়া রাখা হইবে উহা মালিকের জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইবে, যতক্ষণ না উহাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া দিবে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ রূপা বাঁধিয়া রাখে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, কেয়ামতের দিন এই স্বর্ণ–রূপা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইবে, যাহা দ্বারা তাহাকে দাগ দেওয়া হইবে।

হযরত কায়েস ইবনে সালা' আনসারী (রাঃ)এর ভাইয়েরা তাহার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া নালিশ করিল এবং তাহারা বলিল, কায়েস অযথা নিজের মাল খরচ করে এবং তাহার হাত অত্যন্ত খোলা। (হযরত কায়েস (রাঃ) বলেন,) আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খেজুরের মধ্য হইতে নিজের অংশ লইয়া লই এবং তাহা আল্লাহর রাস্তায় ও নিজের সঙ্গীদের উপর খরচ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বুকের উপর হাত মারিয়া তিনবার বলিলেন, তুমি খরচ কর আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর খরচ করিবেন। তারপর যখন আমি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইলাম তখন আমার নিকট আরোহণের উটও ছিল। আর আজ তো

আমি আমার খান্দানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান। (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার দরুন আল্লাহ তায়ালা আমাকে আমার ভাইদের অপেক্ষা অধিক ধনসম্পদ দিয়া রাখিয়াছেন।) (তরগীব)

জেহাদে খরচের সওয়াব

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে আল্লাহর রাস্তায় অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। কেননা সে প্রত্যেক কলেমার বিনিময়ে সত্তর হাজার নেকী পাইবে এবং উহার প্রত্যেক নেকী দশগুণ হইবে। ইহা ছাড়া সে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে আরো অতিরিক্তও পাইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, খরচের (সওয়াব কি পরিমাণ হইবে)? তিনি এরশাদ করিলেন, খরচের সওয়াবও এই পরিমাণ হইবে।

হযরত আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত মুআয (রাঃ)কে বলিলাম, খরচের সওয়াব তো সাতশত গুণ। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, তোমার জ্ঞান অতি অল্প, এই সওয়াব তো তখন হইবে যখন কেহ নিজের ঘরে অবস্থান করে এবং জেহাদে না যাইয়া (অন্যের জন্য) খরচ করে। আর যখন সে নিজে জেহাদে যাইয়া খরচ করে তখন তো আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য আপন রহমতের এমন খাযানা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন যেখান পর্যন্ত না বান্দাগণের জ্ঞান পৌঁছিতে পারে আর না বান্দাগণ উহার বর্ণনা দিতে পারে। ইহারাই আল্লাহর দল, আর আল্লাহর দলই বিজয়ী হইয়া থাকে। (তাবারানী)

হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আবু উমামা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ) ও হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ),—ইহারা সকলেই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠাইয়া

দিবে এবং নিজে আপন ঘরে অবস্থান করিবে সে প্রতি দেরহামের বিনিময়ে সাতশত দেরহামের সওয়াব লাভ করিবে। আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে যাইবে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিবে সে প্রতি দেরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ দেরহামের সওয়াব লাভ করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা যাহার জন্য ইচ্ছা হয় বৃদ্ধি করিয়া দেন।

পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জিহাদ ও অর্থসম্পদ খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনায় হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ও হযরত আসেম ইবনে আদি (রাঃ) কি পরিমাণ খরচ করিয়াছেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সাহাবা (রাঃ)দের খরচ করার বর্ণনায় আরো বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে নিয়তকে খালেছ করা

দুনিয়া ও নামযশের নিয়তে সওয়াব নাই

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি এই নিয়তে জেহাদে যায় যে, সে দুনিয়ার কিছু সামানপত্র লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা এই কথাকে অনেক বড় মনে করিল এবং তাহারা

লোকটিকে বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার জিজ্ঞাসা কর। হয়ত তুমি নিজের কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পার নাই। সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক ব্যক্তি এই নিয়তে জেহাদে যায় যে, সে দুনিয়ার কিছু সামানপত্র লাভ করিবে। তিনি এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা এই কথাকে অনেক বড় মনে করিল এবং সেই লোকটিকে বলিল, যাও আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা কর। সুতরাং সে তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাইয়া আরজ করিল, এক ব্যক্তি এই নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে যাইতে চায় যে, সে দুনিয়ার কিছু সামানপত্র লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। (তরগীব)

হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে জেহাদে শরীক হইয়া সওয়াবও হাসিল করিতে চায় এবং লোকদের মধ্যে সুনামও অর্জন করিতে চায়, সে কি পাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কিছুই পাইবে না। উক্ত ব্যক্তি নিজের এই প্রশ্ন তিনবার করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে প্রতিবার এই উত্তরই দিলেন যে, সে কিছুই পাইবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা শুধু ঐ আমলই কবুল করেন যাহা খালেছ হয় এবং শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই করা হয়। (তরগীব)

কুযমানের ঘটনা

হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে একজন বিদেশী লোক থাকিত। কেহ জানিত না যে, সে কে? লোকেরা তাহাকে কুযমান বলিয়া ডাকিত। যখনই তাহার আলোচনা হইত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, সে তো

জাহান্নামীদের মধ্য হইতে একজন। ওহুদের যুদ্ধের দিন সে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিল। সে একাই সাত–আটজন মুশরিককে কতল করিল। অত্যন্ত যুদ্ধবাজ বাহাদুর ছিল। অবশেষে সে আহত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে বনু জাফরের মহল্লায় উঠাইয়া আনা হইল। অনেক মুসলমান তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে কুযমান, আজ তো তুমি অত্যন্ত বাহাদুরীর সহিত লড়াই করিয়াছ, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বলিল, আমি কি কারণে সুসংবাদ গ্রহণ করিব? আল্লাহর কসম, আমি তো শুধু আমার কাওমের সুনামের জন্য লড়াই করিয়াছি। যদি আমার এই উদ্দেশ্য না হইত তবে আমি কখনও লড়াই করিতাম না। অতঃপর যখন তাহার যখমের কষ্ট বেশী হইয়া গেল তখন সে আপন তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিল এবং উহা দ্বারা আত্মহত্যা করিল। (বিদায়াহ)

উসাইরিম (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন, আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বল, যে জান্নাতে যাইবে অথচ কখনও কোন নামায পড়ে নাই? লোকেরা যখন এমন কোন লোককে চিনিতে পারিত না তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলিতেন, সে হইল বনু আবদুল আশহালের উসাইরিম। তাহার নাম আমর ইবনে সাবেত ইবনে ওয়াক্‌শ (রাঃ)। হযরত হুসাইন বলেন, আমি হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উসাইরিমের ঘটনা কি? তিনি বলিলেন, তাহার কাওমের লোকেরা তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিত, আর তিনি সর্বদাই অস্বীকার করিতেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন হঠাৎ তাহার মনে ইসলাম গ্রহণের খেয়াল পয়দা হইল এবং মুসলমান হইয়া গেলেন। তারপর তরবারী লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং এক পার্শ্ব দিয়া লোকদের মধ্যে ঢুকিয়া লড়াই আরম্ভ করিয়া দিলেন। লড়াই করিতে করিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

(যুদ্ধের পর) বনু আশহালের লোকেরা শহীদদের মধ্যে নিজেদের

সঙ্গীদিগকে তালাশ করিতে যাইয়া তাহাদের দৃষ্টি উসাইরিমের উপর পড়িল। তাহারা বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি তো উসাইরিম। সে এখানে কিভাবে আসিল, আমরা তো তাহাকে (মদীনায়) রাখিয়া আসিয়াছিলাম। আর সে তো সবসময় এই (ইসলামের) কথা অস্বীকার করিত। তাহারা হযরত উসাইরিম (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমর, তুমি এখানে কিভাবে আসিলে? আপন কাওমের প্রতি সহানুভূতির কারণে, না ইসলামের প্রতি আগ্রহের কারণে? তিনি বলিলেন, না, ইসলামের প্রতি আগ্রহের কারণে। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তারপর আপন তরবারী লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রওয়ানা হইয়া পড়িয়াছি এবং লড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি। লড়াই করিতে করিতে আমি এই পরিমাণ আহত হইয়াছি। এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাদের হাতের উপর ইন্তেকাল করিলেন। তাহার কাওমের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার সমস্ত ঘটনা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একবারও নামায পড়ার সুযোগ পান নাই।)

(বিদায়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে উকাইশ (রাঃ) জাহিলিয়াতের যুগে সুদের উপর ঋণ দিয়াছিলেন। এইজন্য ইসলাম গ্রহণ করিতে তো আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু সুদ উসুল করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন না। ওহুদের যুদ্ধের দিন তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার চাচাতো ভাইয়েরা কোথায়? লোকেরা বলিল, তাহারা তো (এখন) ওহুদে আছেন। তিনি বলিলেন, ওহুদের ময়দানে? অতঃপর তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করিয়া ঘোড়ায় চড়িলেন এবং আপন চাচাতো ভাইদের দিকে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। যখন মুসলমানগণ তাহাকে (আসিতে) দেখিলেন তখন বলিলেন, হে

আমর, আমাদের নিকট হইতে দূরে থাক। তিনি বলিলেন, আমি তো ঈমান আনিয়াছি। তারপর তিনি কাফেরদের সহিত অত্যন্ত জোরে শোরে যুদ্ধ করিলেন এবং আহত হইলেন। তারপর তাহাকে আহত অবস্থায় উঠাইয়া তাহার পরিবারের নিকট আনা হইল। সেখানে তাহাদের নিকট হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) আসিলেন এবং তিনি তাহার বোনকে বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি ওহুদের যুদ্ধে তাহার কাওমের সহায়তার উদ্দেশ্যে শরীক হইয়াছিলেন, না আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষে রাগান্বিত হইয়া শরীক হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, না, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষে রাগান্বিত হইয়া (যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলাম)। অতঃপর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং তিনি জান্নাতে দাখেল হইয়া গেলেন। অথচ তিনি আল্লাহর জন্য একবারও নামায পড়ার সুযোগ পান নাই।

এক গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনা

শাদ্দাদ ইবনে হাদ (রহঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া ঈমান আনিলেন ও তাঁহার অনুসারী হইলেন এবং বলিলেন, আমিও হিজরত করিয়া আপনার সহিত থাকিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)কে তাহার ব্যাপারে খেয়াল রাখিতে বলিলেন। খাইবারের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল পাইলেন তখন তাহা সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং সেই গনীমতের মাল হইতে উক্ত ব্যক্তির অংশ তাহার সঙ্গীদের নিকট দিলেন। কারণ তখন তিনি আপন সঙ্গীদের জানোয়ার চরাইবার জন্য গিয়াছিলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন সঙ্গীরা তাঁহার অংশ তাঁহাকে দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? সঙ্গীরা বলিল, ইহা তোমার অংশ যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য দিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমি এই (মাল লওয়ার) জন্য আপনার অনুসরণ করি নাই। আমি তো আপনার অনুসরণ এই জন্য করিয়াছিলাম যে, আমার এইখানে—গলার দিকে ইশারা করিয়া—তীর বিদ্ধ হইবে আর আমি মারা যাইব এবং জান্নাতে চলিয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তোমার নিয়ত সত্য হয় তবে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করিবেন।

অতঃপর সাহাবা (রাঃ) শত্রুর মোকাবেলার জন্য উঠিলেন। (এই গ্রাম্য ব্যক্তিও যুদ্ধে শরীক হইলেন এবং গুরুতর আহত হইলেন।) তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উঠাইয়া আনা হইল। যেখানে তিনি তীর লাগার কথা ইশারা করিয়াছিলেন সেখানেই তীর লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহার নিয়ত সত্য ছিল বলিয়া আল্লাহ তায়ালা তাহা পূরণ করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাহার লাশ সামনে রাখিয়া জানাযার নামায পড়াইলেন। জানাযার নামাযে তাহার জন্য দোয়া করিতে যাইয়া উচ্চস্বরে এই দোয়া করিলেন,—আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তি তোমার বান্দা, তোমার রাস্তায় হিজরত করিয়া বাহির হইয়াছিল। এখন সে শহীদ হইয়া কতল হইয়াছে আর আমি তাহার সাক্ষী। (বিদায়াহ)

একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিতে লাগিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, আমার চেহারা কুৎসিত এবং আমার নিকট কোন মালও নাই। আমি যদি এই কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মারা যাই তবে কি জান্নাতে দাখেল হইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

—১২

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। (ইহা শুনিয়া) সে অগ্রসর হইল এবং কাফেরদের সহিত লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল। লড়াই করিতে করিতে সে শহীদ হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিলেন। সে শহীদ হইয়া পড়িয়া ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, এখন তো আল্লাহ তায়ালা তোমার চেহারাকে সুন্দর করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাকে সুগন্ধযুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তোমার মাল অধিক করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিলেন যে, আমি হুরে ঈন হইতে তাহার দুইজন স্ত্রীকে দেখিয়াছি, যাহারা তাহার শরীর ও জুব্বার মাঝখানে ঢুকার জন্য তাহার জুব্বা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, কাপড় পরিধান করিয়া অস্ত্রসজ্জিত হইয়া আমার নিকট আস। আমি (প্রস্তুত হইয়া) তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি বলিলেন, তোমাকে একদল সৈন্যের আমীর বানাইয়া পাঠাইতে চাই। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিবেন এবং গনীমতও দান করিবেন, আর আমিও তোমাকে সেই মাল হইতে উত্তম মাল দান করিব। (হযরত আমর (রাঃ) বলেন,) আমি বলিলাম, আমি তো মালের জন্য ইসলাম গ্রহণ করি নাই। বরং মুসলমান হওয়ার আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, হে আমর, ভাল মানুষের জন্য ভাল মাল অতি উত্তম জিনিস।

তাবারানী তাহার আওসাত ও কবীর গ্রন্থে এই হাদীস এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি তো দুই কারণে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, এক তো আমার মুসলমান হওয়ার আগ্রহ ছিল, দ্বিতীয় আমি আপনার সহিত

থাকিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তবে ভাল মানুষের জন্য ভাল মাল অতি উত্তম জিনিস। (মাজমা)

শহীদগণের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

আবুল বাখতারী তায়ী (রহঃ) বলেন, কতিপয় লোক কুফাতে আবু ওবায়েদের পুলের নিকট মুখতার ইবনে আবি ওবায়েদের পিতা আবুল মুখতারের সহিত ছিল। এই যাছরে আবি ওবায়েদ অর্থাৎ আবু ওবায়েদের পুলের নিকট হিজরী ১৩ সনে হযরত আবু ওবায়েদ সাকাফী (রহঃ) তাহার সম্পূর্ণ বাহিনী সহ শহীদ হইয়াছিলেন। তাহার সেই বাহিনীর সকলকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শুধু দুই তিনজন ব্যক্তি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা নিজেদের তরবারী লইয়া শত্রুর উপর এমন প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহারা শত্রুর ব্যুহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। এইভাবে তাহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং মদীনায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত তিনজন বসিয়া সেই সকল শহীদানদের কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা তাহাদের সম্পর্কে কি আলোচনা করিতেছিলে? তাহারা বলিলেন, আমরা তাহাদের জন্য ইস্তেগফার করিতেছিলাম এবং দোয়া করিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা তাহাদের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছ তাহা আমাকে বল, না হয় আমি তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিব। তাহারা বলিলেন, আমরা তাহাদের ব্যাপারে এই বলিয়াছিলাম যে, তাহারা শহীদ হইয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দ্বীনে) হক দিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহার হুকুম ব্যতীত কেয়ামত কায়েম হইবে না, আল্লাহ তায়ালার নবী ব্যতীত কোন জীবিত মানুষ

কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জানে না যে, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট কি পাইয়াছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাহার নবীর অগ্রপশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দ্বীনে) হক ও হেদায়াত দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং যাহার হুকুম ব্যতীত কেয়ামত কায়েম হইবে না, কেহ তো লোক দেখাইবার জন্য লড়াই করে, কেহ লড়াই করে নিজ গোত্রের সম্মান রক্ষার্থে, কেহ দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আর কেহ লড়াই করে মালের জন্য। এই সকল লড়াইকারীগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে উহাই পাইবে, যাহা তাহাদের অন্তরে নিহিত ছিল।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান (রাঃ) বলেন, একবার আমরা এক জামাত সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। যাঁহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর যামানায় শহীদ হইয়াছিল। আমাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার কর্মী, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়াছিল, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাদিগকে আজর ও সওয়াব দান করিবেন। অপর একজন বলিল, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই নিয়তের উপর তাহাদিগকে উঠাইবেন, যাহার উপর তাহাদিগকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। এই কথার উপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই নিয়তের উপর তাহাদিগকে উঠাইবেন, যাহার উপর তাহাদিগকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। কেননা কেহ লোক দেখাইবার জন্য ও নাম যশের জন্য লড়াই করে, কেহ দুনিয়া হাসিল করার জন্য লড়াই করে। আর কেহ লড়াই হইতে জান বাঁচাইবার কোন উপায় না দেখিয়া বাধ্য হইয়া লড়াই করে। আর কেহ আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে সওয়াব পাওয়ার আশায় লড়াই করে এবং সর্বপ্রকার কষ্টের উপর সবর করে। (যাহারা সওয়াবের আশায় লড়াই করে) তাহারাই শহীদ।

এতদসত্ত্বেও আমি জানিনা, আমার সহিত কি ব্যবহার করা হইবে এবং তোমাদের সহিত কি ব্যবহার করা হইবে। অবশ্য এতখানি অবশ্যই আমি জানি যে, এই কবরবাসী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনের সকল গুনাহ মাফ হইয়া গিয়াছে।

মাসরুক (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে শহীদগণের আলোচনা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাকে শহীদ মনে কর? লোকেরা উত্তরে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, এই সমস্ত যুদ্ধে যে সকল মুসলমান কতল হইতেছেন, তাহারা সকলে শহীদ। এই উত্তর শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তো তোমাদের শহীদদের সংখ্যা অনেক হইবে। আমি তোমাদিগকে এই ব্যাপারে বলিতেছি, বীরত্ব ও কাপুরুষতা মানুষের স্বভাবগত বিষয়। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা স্বভাব দান করেন। বাহাদুর ব্যক্তি জোশ–জযবায় লড়াই করে এবং নিজ পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার কোন পরওয়া করে না। আর কাপুরুষ ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর কারণে (যুদ্ধের ময়দান হইতে) পলায়ন করে। আর শহীদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে আজর ও সওয়াবের আশায় নিজের জানকে পেশ করে এবং (কামেল) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে সেই সকল জিনিস পরিত্যাগ করে যাহা আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। আর (কামেল) মুসলমান সেই ব্যক্তি, যাহার জিহ্বা ও হাত হইতে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ থাকে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও তাহার মায়ের ঘটনা

যেমাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাহার মাতা (হযরত আসমা (রাঃ))এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, সমস্ত লোকজন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং (আমার বিরোধী) লোকেরা আমাকে সন্ধির প্রস্তাব দিতেছে। তাহার মাতা জবাব দিলেন,

যদি তুমি আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব ও তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে যিন্দা করার জন্য (যুদ্ধে) গমন করিয়া থাক, তবে তুমি এই হক কাজের উপর প্রাণ উৎসর্গ কর ; আর যদি দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে যাইয়া থাক তবে না তোমার জীবিত থাকার মধ্যে কোন কল্যাণ রহিয়াছে, আর না তোমার মৃত্যুবরণের মধ্যে কোন কল্যাণ রহিয়াছে।

জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় যাইয়া আমীরের হুকুম মান্য করা

হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এক জামাতে পাঠাইলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমরা রওয়ানা হইয়া গেলাম এবং এক মনযিলে যাইয়া অবস্থান করিলাম। একব্যক্তি উঠিয়া আপন সওয়ারীর উপর আসন বাঁধিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথায় যাইতে চাহিতেছ? সে বলিল, আমি জানোয়ারের জন্য খাবার আনিতে চাহিতেছি। আমি তাহাকে বলিলাম, যতক্ষণ আমরা আমাদের আমীরকে জিজ্ঞাসা করিয়া না লই ততক্ষণ তুমি এরূপ করিও না। আমরা হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। (সম্ভবতঃ তিনি জামাতের কোন এক অংশের আমীর হইবেন।) আমরা তাহার নিকট উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তিনি (লোকটিকে) বলিলেন, তুমি বোধহয় তোমার পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছ? সে বলিল, না। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, ভাবিয়া দেখ, তুমি কি বলিতেছ? সে বলিল, না। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও এবং হেদায়াতের রাস্তায় চল। সে চলিয়া গেল এবং রাত্রে অনেক দেরী করিয়া ফিরিল। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, বোধহয় তুমি নিজ পরিবারের নিকট গিয়াছিলে। সে বলিল, না। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) ভাবিয়া দেখ, তুমি

কি বলিতেছ? সে বলিল, হাঁ (গিয়াছিলাম)। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিলেন, তুমি আগুনের ভিতর হাঁটিয়া আপন ঘরে গিয়াছ, (সেখানে যতক্ষণ বসিয়াছ ততক্ষণ) তুমি আগুনের ভিতর বসিয়াছ, এবং আগুনের ভিতর হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। অতএব তুমি এখন নতুনভাবে আমল কর (যাহাতে তোমার এই গুনাহের কাফফারা হইয়া যায়)। (কান্‌য)

আল্লাহর রাস্তায় ও জেহাদে বাহির হইয়া পরস্পর একত্রিত থাকা

হযরত আবু সা'লাবাহ খুশানী (রাঃ) বলেন, কোন মনযিলে অবতরণ করিলে লোকেরা পাহাড়ী ঘাঁটি ও ময়দানে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বিভিন্ন পাহাড়ী ঘাঁটি ও ময়দানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়া শয়তানের কাজ। এই এরশাদের পর মুসলমানগণ যেখানেই অবতরণ করিতেন, একত্রিত হইয়া থাকিতেন। বাইহাকীর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (এই এরশাদের পর সাহাবা (রাঃ) পরস্পর এইভাবে মিলিত হইয়া থাকিতেন যে,) এমনকি এরূপ বলা হইতে লাগিল, যদি এই সমস্ত মুসলমানদের উপর একটি চাদর বিছাইয়া দেওয়া হয় তবে উহা তাহাদের সকলকে ঢাকিয়া লইবে।

হযরত মুআয জুহানী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অমুক অমুক যুদ্ধে গিয়াছি। (আমরা এক জায়গায় অবতরণ করিলে লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিল, যাহাতে লোকদের থাকার জায়গা সংকীর্ণ হইয়া গেল এবং রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে পাঠাইলেন যেন লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দিয়া দেয়,—যে ব্যক্তি থাকার জায়গা সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে বা রাস্তা বন্ধ করিয়াছে, তাহার কোন জেহাদ নাই, অর্থাৎ সে জেহাদের সওয়াব পাইবে না। (বাইহাকী)

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া

হযরত আনাস ইবনে আবি মারছাদ (রাঃ)এর পাহারাদারী

হযরত সাহ্ল ইবনে হানযালিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চলিল এবং এত দীর্ঘ সময় চলিল যে, সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জোহরের নামায আদায় করিলাম। এমন সময় একজন আরোহী খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাদের আগে আগে যাইয়া অমুক পাহাড়ের উপর উঠিয়াছি এবং সেখানে দেখিয়াছি যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ পিতার পানি বহনকারী উট, তাহাদের স্ত্রীগণ ও তাহাদের গৃহপালিত পশু ও বকরী সহ সবকিছু লইয়া হুনাইনে সমবেত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিয়া বলিলেন, ইনশাআল্লাহ এই সবকিছু আগামীকাল মুসলমানদের জন্য গনীমতের মালে পরিণত হইবে। তারপর তিনি বলিলেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারাদারী কে করিবে?

হযরত আনাস ইবনে আবি মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি (পাহারাদারী করিব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা, সওয়ার হইয়া আস। তিনি নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, সামনে ঐ পাহাড়ী রাস্তার দিকে চলিয়া যাও এবং সেখানে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছিয়া পাহারা দাও। (সতর্ক থাকিও,) যেন আজ রাত্রে শত্রু তোমাকে ধোকা দিয়া তোমার দিক হইতে আসিতে না পারে। সকাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের স্থানে আসিলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সেই আরোহীর

কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। অতঃপর নামাযের একামত হইল এবং নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ সেই পাহাড়ী রাস্তার দিকে রহিল। তিনি যখন নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন তখন বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের আরোহী আসিয়া গিয়াছে। আমরা পাহাড়ী রাস্তার দিকে গাছের ফাঁকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই আরোহী আসিতেছে। ইতিমধ্যে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিল এবং বলিল, আমি (গতরাত্রে এখান হইতে) রওয়ানা হইয়া চলিতে চলিতে এই পাহাড়ী রাস্তায় সবচেয়ে উঁচুস্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছি, যেখানে পৌঁছার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। (সারারাত্র সেখানে পাহারা দিয়াছি।) সকালে উভয় রাস্তার প্রতি উঁকি দিয়া ভালভাবে দেখিয়াছি, সেখানে কাহাকেও দেখি নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি রাত্রে কোন সময় সওয়ারী হইতে নিচে নামিয়াছিলে? সে বলিল, না, তবে শুধু নামায ও জরুরত সারিবার জন্য নামিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি (আজরাত্রের পাহারার বিনিময়ে জান্নাত) ওয়াজিব করিয়া লইয়াছ। এই (পাহারার) আমলের পর তুমি আর কোন (নফল) আমল না করিলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই। (আবু দাউদ)

অপর এক ব্যক্তির পাহারাদারী

আবু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহাকে এক ব্যক্তির ইন্তেকালের সংবাদ দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ কি তাহাকে কোন নেক আমল করিতে

দেখিয়াছে? এক ব্যক্তি বলিল, জ্বি হাঁ। এক রাত্রে আমি তাহার সহিত আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) উঠিয়া তাহার জানাযার নামায পড়িলেন। তাহাকে যখন কবরে রাখা হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাহার কবরে মাটি দিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, তোমার সঙ্গীগণ তো মনে করিতেছে, তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত, আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, মানুষের (খারাপ) আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না, বরং তাহাদের ফিতরাৎ (অর্থাৎ ইসলামী আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আবু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইলে কতিপয় সাহাবা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি এই ব্যক্তির জানাযার নামায পড়িবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহাকে (কোন নেক আমল করিতে) দেখিয়াছে? তারপর (উপরোক্ত হাদীসের ন্যায়) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিলেন। (কান্‌য)

ইবনে আয়েয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার নামাযের জন্য বাহিরে আসিলেন। যখন জানাযা রাখা হইল তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এই ব্যক্তির জানাযার নামায পড়িবেন না, কারণ সে অত্যন্ত বদকার লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কেহ কি তাহাকে (কোন নেক কাজ করিতে) দেখিয়াছে? পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (মেশকাত)

হযরত আবু রাইহানা হযরত আম্মার ও হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর পাহারাদারী

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে ৫৪১ পৃষ্ঠায় আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে শীতের কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় হযরত আবু রাইহানা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারাদারী কে করিবে? আমি তাহার জন্য এমন দোয়া করিব যাহা কবুল হইবে। আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? জবাব দিলেন, আমি অমুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাছে আস। সে ব্যক্তি কাছে আসিলে তিনি তাহার কাপড় ধরিয়া দোয়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

হযরত আবু রাইহানা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহার দোয়া শুনিয়া বলিলাম, আমি এক ব্যক্তি (পাহারা দিব)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, আবু রাইহানা। তিনি আমার জন্য আমার সঙ্গী অপেক্ষা কম দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়াছে তাহার উপর (দোযখের) আগুন হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া নামায পড়ার বর্ণনায় হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে কে আমাদের পাহারাদারী করিবে? একজন মুহাজির ও একজন আনসারী নিজেদেরকে পাহারার জন্য পেশ করিলেন এবং তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (পাহারা দিব)। তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই পাহাড়ী পথের মুখে চলিয়া যাও। ইহারা দুইজন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) ছিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

জেহাদে ও আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইয়া রোগ ব্যাধির কষ্ট সহ্য করা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মুমিনের শরীরে যে কোন প্রকার কষ্ট হয় উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দেন। (এই ফযীলত শুনিয়া) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ইহা চাই যে, উবাই ইবনে কা'বের শরীরে এমন জ্বর লাগাইয়া দেন যাহা আপনার সহিত সাক্ষাতের সময়—অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তাহার শরীরে বিদ্যমান থাকে। (অর্থাৎ সারাজীবন যেন জ্বর লাগিয়া থাকে।) তবে এই পরিমাণ জ্বর, যাহা নামায, রোযা, হজ্জ, ওমরা ও আপনার রাস্তায় জেহাদ করিতে বাধা সৃষ্টি না করে। সুতরাং এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্বারাক্রান্ত হইয়া গেলেন, যাহা মৃত্যু পর্যন্ত তাহার শরীরে বিদ্যমান ছিল। তিনি এই জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় জামাতের নামাযে শরীক হইতেন, রোযা রাখিতেন, হজ্জ ও ওমরা করিতেন এবং জেহাদের সফরে যাইতেন।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বলুন, এই রোগ ব্যাধি যাহা আমাদের উপর আসে, উহার বিনিময়ে আমরা কি পাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত রোগব্যাধি গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। ইহা শুনিয়া হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি সেই রোগ অতি সামান্য হয়? তিনি বলিলেন, হাঁ। যদিও উহা কাঁটা (ফুটা) হউক, বা উহা অপেক্ষাও কম কষ্টদায়ক হউক না কেন। হযরত উবাই (রাঃ) নিজের জন্য এই দোয়া করিলেন, তাহার শরীরে যেম এমন জ্বর আসে যাহা মৃত্যু পর্যন্ত না ছাড়ে। কিন্তু এই জ্বর যেন তাহাকে হজ্জ, ওমর, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও জামাতের সহিত নামায আদায় করিতে বাধা সৃষ্টি না করে। (তাহার

এই দোয়া কবুল হইল এবং) মৃত্যু পর্যন্ত তাহার এই অবস্থা রহিল যে, যে কোন মানুষ তাহার শরীরে হাত লাগাইত সে জ্বরের তাপ অনুভব করিত। (কান্‌য)

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বর্শা বা কোন কিছু দ্বারা আহত হওয়া

হযরত জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একটি পাথরের সহিত হোঁচট খাইলেন এবং তাঁহার পায়ের আঙ্গুল রক্তাক্ত হইয়া গেল। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ - وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

অর্থ ঃ তুমি তো একটি আঙ্গুলই, রক্তাক্ত হইয়াছ, আর তোমার যে কষ্ট হইয়াছে তাহা আল্লাহর রাস্তায়ই হইয়াছে।

পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে 'আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করার' বর্ণনায় ৪৬৩ নং পৃষ্ঠাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখনই ওহুদের দিনের কথা আলোচনা করিতেন, বলিতেন, ওহুদের দিন তো সম্পূর্ণই তালহার অংশে। তারপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেন এবং বলিতেন, ...। এইভাবে সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার সামনের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহার চেহারা মোবারক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং চেহারার উপর শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া (আংটা) ঢুকিয়া গিয়াছে। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সঙ্গী তালহার খবর লও। কারণ তিনি অধিক রক্তক্ষরণের দরুন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত হইতে অবসর

হইয়া হযরত তালহা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি একটি গর্তের ভিতর পড়িয়াছিলেন। তাহার শরীরে সত্তরেরও বেশী তীর, তলোয়ার ও বল্লমের আঘাত লাগিয়াছিল, একটি আঙ্গুলও কাটিয়া গিয়াছিল। আমরা তাহার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করিলাম।

ইবরাহীম ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর একুশটি আঘাত লাগিয়াছিল। তাহার একটি পা–ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যে কারণে তিনি খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন। (মুন্তাখাব)

হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমার চাচা হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে পারিয়াছিলেন না। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ করিয়াছেন উহাতে আমি শরীক হইতে পারি নাই। আগামীতে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেন তবে আল্লাহ তায়ালা দেখিবেন আমি কি করি। অতএব ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ! ইহারা অর্থাৎ সাহাবারা যাহা করিয়াছেন আমি উহার ব্যাপারে আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আর ইহারা অর্থাৎ মুশরিকরা যাহা করিয়াছে আমি সেই ব্যাপারে আমার নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। সম্মুখ হইতে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে সা'দ ইবনে মুআয! (আমার পিতা) নযরের রবের কসম, ওহুদ পাহাড়ের পিছন হইতে আমি জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। হযরত সা'দ (রাঃ) (পরবর্তীতে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি যেরূপ (বীরত্ব প্রদর্শন) করিয়াছেন, আমি সেরূপ

করিতে পারি নাই।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা তাহার শরীরে আশিরও অধিক তলোয়ার, বল্লম ও তীরের আঘাত দেখিয়াছি। আমরা দেখিলাম তিনি শহীদ হইয়া পড়িয়া আছেন এবং মুশরিকরা তাহার নাক–কান ইত্যাদি কাটিয়া ফেলিয়াছে, যদ্দরুন তাহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। শুধু তাহার বোন তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমাদের ধারণা এই যে, নিম্নোক্ত আয়াত হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)ও তাহার ন্যায় অন্যান্যদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছে।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

অর্থ ঃ 'ঈমানদারগণের মধ্যে বহু লোক এমন আছেন যাহারা আল্লাহর সহিত তাহাদের কৃত ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমার চাচা (হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ))—যাহার নামে আমার নাম রাখা হইয়াছে,—তিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শরীক হইয়াছিলেন না। আর এই শরীক হইতে না পারা তাহার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। অতএব তিনি মনে মনে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রথম যুদ্ধ হইল, আর আমি উহাতে শরীক হইতে পারিলাম না। আগামীতে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দান করেন তবে আল্লাহ তায়ালা দেখিবেন, আমি কি করি। এই কথা ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছু বলার তাহার সাহস হইল না। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহুদের যুদ্ধে শরীক হইলেন। (যুদ্ধ চলাকালীন) হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)কে সম্মুখ হইতে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু আমর, তুমি কোথায়

যাইতেছ? বাহ্ বাহ্ জান্নাতের খুশবুদার বাতাস কতই না মধুর! যাহা আমি ওহুদের দিক হইতে পাইতেছি। এই বলিয়া তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। তাহার শরীরে আশিরও অধিক তলোয়ার, বল্লম ও তীরের আঘাত পাওয়া গিয়াছে। তাহার বোন আমার ফুফু রুবাইয়্যা বিনতে নযর (রাঃ) বলেন, আমি আমার ভাইকে শুধু তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছি। তাহার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

অর্থ ঃ 'মুমিনদের মধ্যে বহুলোক এমন আছেন, তাহারা আল্লাহর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন, অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের (শাহাদতের) মান্নত পূর্ণ করিয়াছেন, আর তাহাদের কতক লোক আগ্রহান্বিত রহিয়াছেন এবং তাহারা নিজেদের সংকল্পকে একটুও পরিবর্তন করেন নাই।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবা (রাঃ)দের ধারণা এই যে, এই আয়াত হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হইয়া যায় তবে জা'ফর আমীর হইবে। আর যদি জা'ফর শহীদ হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হইবে। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর (রাঃ)) বলেন, আমি এই যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে ছিলাম। (যুদ্ধের পর)

আমরা হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে তালাশ করিতে লাগিলাম। আমরা তাহাকে শহীদদের মধ্যে পাইলাম এবং তাহার শরীরে নব্বইটিরও অধিক তলোয়ার ও তীরের আঘাত দেখিতে পাইলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এই সকল আঘাতের একটিও তাহার পিঠে ছিল না। (বরং সব কয়টি আঘাতই তাহার সম্মুখভাগে ছিল।) (বোখারী)

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর আহত হওয়া

আমর ইবনে শুরাহবীল (রহঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) তীরবিদ্ধ হওয়ার পর তাহার রক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, কোমর ভাঙ্গিয়া গেল! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর! চুপ থাক। হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ)এর অবস্থা দেখিয়া) বলিলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত সাঈদ ইবনে ওবায়েদ ছাকাফী (রাঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন আমি হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাঃ)কে দেখিলাম, তিনি আবু ইয়ালার বাগানে বসিয়া কিছু খাইতেছেন। আমি তাহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিলাম, যাহা তাহার চোখে লাগিল। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই চোখ আল্লাহর রাস্তায় আহত হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি চাও তবে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিব এবং তোমার চোখ তুমি ফিরিয়া পাইবে। আর যদি চাও (সবর করিবে এবং) তুমি জান্নাত পাইবে। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি জান্নাত চাই।(কান্‌য)

হযরত কাতাদাহ ও হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে' (রাঃ)এর চোখে আঘাত লাগা

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন তাহার চোখে আঘাত লাগিল এবং চোখের মণি গালের উপর ঝুলিয়া পড়িল। লোকেরা উহা কাটিয়া ফেলিতে চাহিল। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা সাহাবাদের গায়েবী সাহায্য লাভের অধ্যায়ে আসিতেছে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত রিফাআহ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন লোকজন উমাইয়া ইবনে খালাফের নিকট ভীড় করিল। আমরাও তাহার নিকট গেলাম। আমি দেখিলাম, তাহার বগলের নিচে বর্মের একটি টুকরা ভাঙ্গা রহিয়াছে। আমি সেখানে খুব জোরে তলোয়ার চালাইলাম। বদরের যুদ্ধের দিন আমি তীর বিদ্ধ হইলাম, যাহাতে আমার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে নিজের পবিত্র লালা লাগাইয়া দিলেন এবং চোখ ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করিলেন। উহার পর আমার কোন কষ্ট রহিল না। (বায্যার, তাবারানী)

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) ও অপর দুই ব্যক্তির ঘটনা

পূর্বে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হামীদ (রহঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার দাদী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর স্তনের উপর তীর বিদ্ধ হইয়াছে। এমনিভাবে পূর্বে আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে যখম ও রোগ–ব্যাধি সহ্য করার বর্ণনায় হযরত আবু সায়েব (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, বনু আবদুল আশহাল গোত্রের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমি ও আমার ভাই ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে যুদ্ধ হইতে আহত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছি। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'অথচ আল্লাহর কসম, আমাদের নিকট কোন সওয়ারী ছিল

না, উপরন্তু আমরা উভয়ে ছিলাম গুরুতর আহত। এতদসত্ত্বেও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রওয়ানা হইলাম। উভয়ের মধ্যে আমি একটু কম আহত ছিলাম। আমার ভাই যখন চলিতে চলিতে অক্ষম হইয়া যাইত, আমি তাহাকে বহন করিয়া লইতাম। এইভাবে কিছুদূর তাহাকে বহন করিয়া আবার কিছুদূর পায়ে হাঁটাইয়া আমরা সেইস্থান পর্যন্ত পৌঁছলাম যেখানে মুসলিম বাহিনী পৌঁছিয়াছিল।

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর আহত হওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত বারা (রাঃ) মুসাইলামা (কাযযাব)এর সহিত যুদ্ধের দিন নিজেকে বাগানে অবস্থানকারীদের ভিতর নিক্ষেপ করিলেন। (মুসাইলামা কাযযাবের সঙ্গীরা একটি বাগানের ভিতর ঢুকিয়া উহার দরজা বন্ধ করিয়া লইয়াছিল। হযরত বারা (রাঃ) সেই বাগানের দেয়াল টপকাইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন।) ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি একাই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং (যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি বাগানের দরজার নিকট পৌঁছিয়া গেলেন এবং) দরজা খুলিয়া দিলেন। তাহার শরীরে আশিরও অধিক তীর ও তলোয়ারের আঘাত লাগিয়াছিল। অতঃপর চিকিৎসার জন্য তাহাকে ছাউনীতে উঠাইয়া আনা হইল। হযরত খালেদ (রাঃ) (তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য) একমাস যাবৎ তাহার নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন।

হযরত ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবি তালহা (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও তাহার ভাই ইরাকে হারীক নামক স্থানে দুশমনের এক কিল্লার নিকট ছিলেন। দুশমনরা গরম শিকলের সহিত আংটা বাঁধিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল। কোন মুসলমান উহাতে আটকাইয়া গেলে তাহাকে টানিয়া কিল্লার উপর উঠাইয়া লইত। তাহারা হযরত আনাস (রাঃ)এর সহিত এরূপ করিল (এবং তাহাকে আংটাতে আটকাইয়া ফেলিল।) ইহা দেখিয়া হযরত বারা (রাঃ) অগ্রসর হইলেন

এবং দেয়ালের দিকে দেখিতে লাগিলেন। (সুযোগ বুঝিয়া) তিনি সেই শিকল হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং আংটার রশি না কাটা পর্যন্ত গরম শিকল হাতে ধরিয়া রাখিলেন। শিকল ছাড়ার পর যখন তিনি নিজের হাতের দিকে দেখিলেন, তখন হাতের হাড়গুলি দেখা যাইতেছিল। গোশত পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)কে বাঁচাইয়া লইলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একটি আংটা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)এর উপর আসিয়া পড়িল এবং তিনি উহাতে জড়াইয়া গেলেন। দুশমনরা হযরত আনাস (রাঃ)কে উপরের দিকে টানিয়া জমিন হইতে কিছুটা উপরে উঠাইয়া ফেলিল। তাহার ভাই হযরত বারা (রাঃ) দুশমনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। লোকেরা তাহাকে বলিল, তোমার ভাইকে বাঁচাও। তিনি দৌড়াইয়া আসিলেন এবং লাফাইয়া দেয়ালের উপর উঠিয়া সেই গরম শিকলকে ধরিয়া ফেলিলেন। শিকল ঘুরিতেছিল। তিনি শিকল ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং (শিকল গরম হওয়ার দরুন) তাহার হাত হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি (শিকলের) রশি কাটিয়া দিলেন। তারপর হাতের দিকে লক্ষ্য করিলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। (মাজমা')

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ও উহার জন্য দোয়া করা

নবী করীম (সাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি মুমিনদের মধ্য হইতে কিছু লোক এমন না হইত যাহারা আমার পিছনে থাকা

কোনক্রমেই পছন্দ করে না, অথচ আমার নিকট এই পরিমাণ সওয়ারীও থাকে না যে, তাহাদিগকে উহাতে আরোহণ করাইয়া প্রত্যেক সফরে সঙ্গে লইয়া যাই, তবে আমি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে গমনকারী কোন জামাত হইতে পিছনে থাকিতাম না। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় এবং আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয় এবং আবার জীবিত করা হয়। আবার আমাকে শহীদ করা হয়। (বোখারী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতএব, তিনি বলেন, তাহার এই বাহির হওয়া যদি একমাত্র আমার রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার উপর ঈমান রাখার ও আমার রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করার কারণে হয় তবে সে আমার দায়িত্বে থাকিবে। হয়ত তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিব, নতুবা আজর ও সওয়াব ও গনীমতের মালসহ তাহাকে তাহার সেই ঘরে ফিরাইয়া দিব যেখান হইতে সে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় যে কোন যখমপ্রাপ্ত হয় কেয়ামতের দিন উক্ত যখম তেমনি থাকিবে যেমন যখম হওয়ার সময় ছিল। উহার রং তো রক্তবর্ণ হইবে, কিন্তু উহার খুশবু মেশকের ন্যায় হইবে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, (সওয়ারী না পাওয়ার দরুন মদীনায় অবস্থানকারী) মুসলমানদের জন্য আমার জেহাদে যাওয়া যদি কষ্টকর না হইত তবে আমি আল্লাহর রাস্তায় গমনকারী কোন জামাত হইতে পিছনে থাকিতাম না। কিন্তু (কি করিব) আমার এমন সামর্থ্য নাই যে, তাহাদিগকে সওয়ারী দিব, আর না তাহাদের ইহার সামর্থ্য আছে, অথচ আমার (সঙ্গে না যাইয়া) পিছনে থাকিয়া যাওয়া

তাহাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় যাই, আর আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর আল্লাহর রাস্তায় যাই, আর আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর আবার আল্লাহর রাস্তায় যাই, আর আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

হযরত ওমর (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) লোকদেরকে বয়ান করিলেন এবং বয়ানের মধ্যে বলিলেন, জান্নাতে আদনের মধ্যে একটি মহল আছে যাহার পাঁচশত দরজা রহিয়াছে। উহার প্রত্যেক দরজায় পাঁচ হাজার করিয়া ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর রহিয়াছে। উহাতে একমাত্র নবী প্রবেশ করিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে কবরবাসী, আপনার জন্য মোবারক হউক। তারপর বলিলেন, অথবা উহাতে সিদ্দীক প্রবেশ করিবেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কবরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, আপনার জন্য মোবারক হউক। তারপর বলিলেন, অথবা উহাতে শহীদ প্রবেশ করিবে। অতঃপর নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ওমর, তোমার জন্য শাহাদাত কোথা হইতে আসিবে? তারপর বলিলেন, যে আল্লাহ আমাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া মদীনায় হিজরতের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন তিনি এই কুদরত রাখেন যে, শাহাদাতকে টানিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সুতরাং তাহাই হইল, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নিকৃষ্ট মাখলুক অর্থাৎ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর গোলামের হাতে তাঁহাকে শাহাদাত নসীব করিলেন। (তাবারানী)

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এই দোয়া করিতেন,

আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তার শাহাদাত ও আপনার রাসূলের শহরে মৃত্যু নসীব করুন।

হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি, আয় আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তার শাহাদাত ও আপনার নবীর শহরে মৃত্যু নসীব করুন। হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, এই উভয় জিনিসের সমন্বয় কিভাবে হইবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা চাহিলে এরূপ করিতে পারেন। (ফাতহুল বারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন তাহাকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিবে না? অতঃপর তাহারা উভয়ে এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ) প্রথমে এই দোয়া করিলেন, হে আমার রব! আমি যখন শত্রুর মোকাবেলায় যাইব তখন আমার মোকাবেলায় শত্রুর এমন এক বাহাদুর ব্যক্তিকে আনিয়া দিবেন, যে প্রচণ্ডবেগে হামলাকারী ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। আমি তাহার উপর হামলা করি, আর সেও আমার উপর হামলা করে। তারপর আমাকে তাহার উপর বিজয়ী করিয়া দিবেন, যেন আমি তাহাকে কতল করিয়া তাহার সমস্ত সামান লইতে পারি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) (এই দোয়ার উপর) আমীন বলিলেন। অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আগামীকাল যুদ্ধের ময়দানে আমার সহিত শত্রুপক্ষের এমন এক ব্যক্তির মোকাবেলা করাইয়া দিবেন, যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড হামলাকারী হয়। আমি আপনার কারণে তাহার উপর হামলা করি এবং সেও আমার উপর প্রচণ্ড বেগে হামলা করে। অতঃপর সে আমাকে ধরিয়া আমার নাক, কান কাটিয়া ফেলে। তারপর আগামীকাল যখন আপনার সম্মুখে আমি উপস্থিত হইব তখন আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কি কারণে

তোমার নাক, কান কাটা হইয়াছিল? তখন আমি বলিব, আপনার ও আপনার রাসূলের কারণে। আপনি বলিবেন, হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ।' হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, হে আমার বেটা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর দোয়া আমার দোয়া অপেক্ষা উত্তম ছিল। সুতরাং আমি দিনের শেষে অর্থাৎ সন্ধ্যায় দেখিলাম, তাহার নাক কান একটি সুতায় গাঁথা রহিয়াছে। (তাবারানী)

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আপনাকে কসম দিতেছি যে, আগামীকাল যখন আমার দুশমনের সহিত মোকাবেলা হইবে তখন যেন সে আমাকে কতল করিয়া আমার পেট চিরিয়া ফেলে এবং আমার নাক কান কাটিয়া ফেলে। তারপর যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার এই অবস্থা কেন হইয়াছে? তখন আমি বলিব (এই সমস্ত কিছু) আপনার জন্য হইয়াছে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাহার কসমের প্রথমাংশকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন তেমনি উহার শেষাংশকেও অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। (হাকেম)

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, 'দুইখানি পুরাতন চাদর পরিধানকারী এমন বহু লোক আছে লোকেরা তাহাদের কোন দাম দেয় না। অথচ তাহারা যদি (কোন ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালাকে কসম দিয়া দেয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কসমকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়া দেন। বারা ইবনে মালেক সেই সকল লোকদের মধ্যে একজন।' সুতরাং তুসতারের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের পরাজয় হইতে লাগিলে লোকেরা বলিল, হে বারা! আল্লাহ তায়ালাকে কসম দিয়া (বিজয়ের) দোয়া করুন। অতএব হযরত

বারা (রাঃ) বলিলেন, হে আমার রব, আমি আপনাকে কসম দিয়া বলিতেছি যে, দুশমনদের কাঁধগুলি আমাদের হাতে দিয়া দিন এবং আমাকে আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিলাইয়া দিন। (অর্থাৎ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিন ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করুন।) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত বারা (রাঃ) সেইদিনই শাহাদাত বরণ করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বহু লোক এমন আছে যাহারা প্রকৃতই দুর্বল, আবার মানুষও তাহাদেরকে দুর্বল মনে করে। দুইখানি পুরাতন চাদরই তাহাদের একমাত্র বস্ত্র হয়। কিন্তু যদি তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে কসম দেয় তবে তিনি তাহাদের কসমকে পূরণ করিয়া দেন। বারা ইবনে মালেক (রাঃ) তাহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং একবার মুশরিকদের সহিত হযরত বারা (রাঃ)এর যুদ্ধ হইল। সেদিন মুশরিকরা মুসলমানদের অনেক ক্ষতি সাধন করিল। মুসলমানগণ হযরত বারা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বারা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আপনি যদি আল্লাহ তায়ালাকে কসম দেন তবে তিনি অবশ্যই তাহা পূরণ করিয়া দিবেন। অতএব আপনি (মুসলমানদেরকে বিজয়দানের জন্য আজ) আপনার রবকে কসম দিন।

হযরত বারা (রাঃ) বলিলেন, হে আমার রব, আমি আপনাকে কসম দিতেছি যে, দুশমনদের কাঁধগুলি আমাদের হাতে দিয়া দিন। (সুতরাং সেদিনই মুসলমানগণ জয়লাভ করিলেন।) তারপর সূস শহরের পুলের উপর মুশরিকদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হইল। সেদিনও মুশরিকরা মুসলমানদের অনেক ক্ষতিসাধন করিল। মুসলমানগণ হযরত বারা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বারা! আপনি আপনার রবকে কসম দিন। তিনি বলিলেন, হে আমার রব, আমি আপনাকে কসম দিতেছি যে, দুশমনদের কাঁধগুলি আপনি আমাদের হাতে দিয়া দিন এবং আমাকে আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিলাইয়া দিন। সুতরাং

মুসলমানগণ মুশরিকদেরকে কতল করিলেন এবং হযরত বারা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করিলেন। (হাকেম)

হযরত হুমামা (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান হিমইয়ারী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে একজন সাহাবীর নাম হুমামা (রাঃ) ছিল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ইস্পাহানের জেহাদে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! হুমামা এই দাবী করে যে, সে আপনার সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যু)কে অত্যন্ত পছন্দ করে। আয় আল্লাহ! যদি সে (এই দাবীতে) সত্যবাদী হয় তবে তাহার এই সত্যবাদিতার কারণে তাহাকে ইহার হিম্মত ও শক্তি দান করুন (যেন আপনার রাস্তায় শাহাদাত বরণ করিতে পারে)। আর যদি সে (এই দাবীতে) মিথ্যাবাদী হয় তবে যদিও সে উহা অপছন্দ করে তবুও তাহাকে আপনার রাস্তার মৃত্যুদান করুন। অতঃপর বিস্তারিত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে ইহাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, তিনি সেদিন শাহাদাত বরণ করিয়াছেন এবং হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে তিনি শহীদ হইয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এই একই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হুমামা (রাঃ)এর দোয়াতে এই কথাও ছিল যে, যদি হুমামা আপনার সাক্ষাৎ (অর্থাৎ আপনার রাস্তার মৃত্যু)কে অপছন্দ করে তবে তাহার অপছন্দ সত্ত্বেও তাহাকে আপনার রাস্তার মৃত্যু দান করুন। আয় আল্লাহ! হুমামা যেন তাহার এই সফর হইতে ঘরে ফিরিয়া যাইতে না পারে। সুতরাং এই সফরেই আল্লাহর রাস্তায় তাহার মৃত্যু হইল।

বর্ণনাকারী আফফান কখনও বলিতেন, পেটের পীড়ায় ইস্পাহানে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। (তাহার ইন্তেকালের পর) হযরত আবূ মূসা (রাঃ)

দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে যাহাকিছু শুনিয়াছি এবং আমরা যতখানি জানি, সেই হিসাবে হযরত হুমামা (রাঃ) শহীদ হইয়াছেন।

হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ)এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা

মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হুরমুযানের সহিত পরামর্শ করিলেন। (হুরমুযান ইরানের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি রায়, আমি কোথা হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিব? পারস্য হইতে, না আযারবাইজান হইতে, না ইস্পাহান হইতে? হুরমুযান বলিলেন, পারস্য ও আযারবাইজান হইল দুই বাহু, আর ইস্পাহান হইল মাথা। আপনি যদি একটি বাহু কাটিয়া ফেলেন তবে অপরটি কাজ করিতে থাকিবে। আর যদি মাথা কাটিয়া ফেলেন তবে উভয় বাহু অকেজো হইয়া পড়িবে। অতএব মাথা হইতে আরম্ভ করুন।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) নামায পড়িতেছিলেন। তিনি তাহার পার্শ্বে বসিলেন। হযরত নো'মান (রাঃ) নামায শেষ করিলে বলিলেন, আমি তোমাকে একটি কাজের দায়িত্ব দিতে চাই। হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, (খাজনার) মাল জমা করার দায়িত্ব আমি লইতে চাই না। অবশ্য জেহাদের দায়িত্ব লইতে রাজী আছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে জেহাদের দায়িত্বই দিতে চাই। সুতরাং তিনি তাহাকে ইস্পাহানের উদ্দেশ্যে (মুজাহিদদের আমীর বানাইয়া) পাঠাইলেন।

অতঃপর উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুগীরা (রাঃ) হযরত নো'মান (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন। (শত্রুর তীর) লোকদের প্রতি দ্রুত আসিতেছে, অতএব (পাল্টা) হামলা

করুন। হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনি অনেক সম্মানিত ব্যক্তি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। তিনি যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেন তবে সূর্য ঢলা পর্যন্ত দেরী করিতেন। তখন বাতাস চলাচল আরম্ভ হয় এবং সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

তারপর হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, আমি তিনবার আমার পতাকা আন্দোলিত করিব। যখন প্রথমবার আন্দোলিত করিব তখন প্রত্যেকেই প্রয়োজন সারিয়া অযূ করিয়া লইবে। দ্বিতীয়বারে প্রত্যেকে নিজের অস্ত্র ও জুতার ফিতার দিকে লক্ষ্য করিবে এবং তাহা ঠিক করিয়া লইবে। তারপর তৃতীয়বারে সকলে একযোগে হামলা করিয়া দিবে এবং কেহ অন্য কাহারো দিকে ফিরিয়া তাকাইবে না। যদি নো'মানও কতল হইয়া যায় তবে তাহার দিকেও কেহ তাকাইবে না। এখন আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিব। তোমাদের প্রত্যেককে আমি উহার উপর আমীন বলার তাকীদ করিতেছি।

(অতঃপর তিনি এই দোয়া করিলেন,) আয় আল্লাহ, আজ মুসলমানদের সাহায্যার্থে নো'মানকে শাহাদাত দান করুন এবং মুসলমানদেরকে বিজয় দান করুন। অতঃপর তিনি প্রথমবার তাহার পতাকা আন্দোলিত করিলেন। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় বার করিলেন। আবার কিছুক্ষণ পর তৃতীয়বার আন্দোলিত করিলেন। তারপর নিজের বর্ম পরিধানকরতঃ আক্রমণ করিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

মা'কেল (রহঃ) বলেন, আমি তাহার নিকট আসিলাম, কিন্তু তাহার তাকীদের কথা স্মরণ হওয়াতে আমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিলাম না। তাহার নিকট একটি চিহ্ন রাখিয়া চলিয়া গেলাম। আর আমরা যখন কোন দুশমনকে কতল করিতাম তখন তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে উঠাইয়া নেওয়ার কাজে মশগুল হইয়া যাইত। দুশমনদের সর্দার যুলহাজেবাইন আপন খচ্চরের উপর হইতে পড়িয়া গেল এবং তাহার পেট ফাটিয়া গেল।

আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। তারপর আমি হযরত নো'মান (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি তখনও জীবিত ছিলেন। আমার নিকট একটি পাত্রে কিছু পানি ছিল। আমি উহা দ্বারা তাহার চেহারার মাটি ধৌত করিয়া দিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, মা'কেল ইবনে ইয়াসার। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মুসলমানদের কি অবস্থা? আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বিজয় দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, এই সংবাদ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট লিখিয়া পাঠাও। তারপর তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

হযরত জুবাইর (রাঃ) নেহাওয়ান্দের যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, হযরত নো'মান (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেহাদের সফরে যাইতেন এবং দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেন তখন তাড়াহুড়া করিতেন না, (বরং অপেক্ষা করিতেন এবং) যখন নামাযের সময় হইত এবং বাতাস চলাচল আরম্ভ হইত ও যুদ্ধের জন্য উপযোগী সময় হইত (তখন তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিতেন)। আমি সেই জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিতেছি না।

তারপর তিনি এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই দরখাস্ত করিতেছি যে, আজ আপনি আমার চক্ষুকে এমন বিজয় দ্বারা শীতল করিয়া দিন যাহাতে ইসলামের ইজ্জত হয় এবং কাফেরদের বেইজ্জতি হয়। তারপর আমাকে শাহাদাত দান করিয়া আপনার নিকট উঠাইয়া লউন। লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি রহম করুন। সকলেই আমীন বলিল এবং আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। (তাবারানী)

সাহাবা (রাঃ)দের আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ ও কতল হওয়ার আগ্রহ

বদরের যুদ্ধ

সুলাইমান ইবনে বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইলেন তখন হযরত সা'দ ইবনে খাইসামা (রাঃ) ও তাহার পিতা হযরত খাইসামা (রাঃ) উভয়ে তাঁহার সহিত যাওয়ার এরাদা করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহার আলোচনা হইলে তিনি বলিলেন, দুইজনের একজন যাইবে, আর (যেহেতু উভয়ের কেহই বিরত হইতে রাজী নয় সেহেতু) উভয়ে লটারী করিয়া লও। হযরত খাইসামা ইবনে হারেস (রাঃ) নিজের ছেলে হযরত সা'দ (রাঃ)কে বলিলেন, এখন তো আমাদের দুইজনের একজনকে থাকিতেই হইবে। অতএব তুমিই তোমার মহিলাদের নিকট থাকিয়া যাও। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু হইলে আমি আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম। আমি তো আমার এই সফরে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাখি। সুতরাং উভয়ে লটারী করিলেন এবং উহাতে হযরত সা'দ (রাঃ)এর নাম আসিল। হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদরে গেলেন এবং আমর ইবনে আব্দে উদ্দ তাহাকে শহীদ করিল। (হাকেম)

হযরত ওবায়দাহ ইবনে হারেস (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা

মুহাম্মাদ ইবনে আলী হুসাইন (রহঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন যখন ওতবা মোকাবিলার জন্য (মুসলমানদিগকে) আহবান জানাইল তখন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ওলীদ ইবনে ওতবার মোকাবিলার জন্য উঠিলেন। তাহারা উভয়ে সমকক্ষ যুবক ছিল। বর্ণনাকারী হাতের তালু মাটির দিকে উল্টাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, এইভাবে

হযরত আলী (রাঃ) ওলীদকে কতল করিয়া জমিনে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর (কাফেরদের মধ্য হইতে) শাইবা ইবনে রাবীআহ বাহির হইয়া আসিল। তাহার মোকাবেলার জন্য হযরত হামযা (রাঃ) উঠিলেন। ইহারা দুইজনও সমকক্ষ ছিল। বর্ণনাকারী এইবারও পূর্বাপেক্ষা অধিক উঁচা করিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, হযরত হামযা (রাঃ) শাইবাকে এইভাবে কতল করিয়া জমিনে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর (কাফেরদের মধ্য হইতে) ওতবা ইবনে রাবীআহ উঠিল। তাহার মোকাবেলার জন্য হযরত ওবায়দাহ ইবনে হারেস (রাঃ) উঠিলেন। তাহারা উভয়ে এই দুই স্তম্ভের ন্যায় ছিল। উভয়ে একে অপরের উপর তলোয়ারের আঘাত করিল। হযরত ওবায়দা (রাঃ) ওতবাকে তলোয়ার দ্বারা এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, তাহার বাম কাঁধ কাটিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

অতঃপর ওতবা নিকটে আসিয়া হযরত ওবায়দা (রাঃ)এর পায়ের উপর তলোয়ারের আঘাত করিল। ইহাতে হযরত ওবায়দা (রাঃ)এর পায়ের গোছা কাটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত হামযা ও হযরত আলী (রাঃ) উভয়ে ওতবার উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে দ্রুত শেষ করিয়া দিলেন। উভয়ে হযরত ওবায়দা (রাঃ)কে উঠাইয়া ছাপড়ার ভিতর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন এবং তাহার মাথা নিজের পায়ের উপর রাখিলেন এবং তাহার মুখমণ্ডল হইতে ধুলাবালি পরিস্কার করিতে লাগিলেন। হযরত ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, যদি আবু তালেব আমাকে এই অবস্থায় দেখিতেন তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাহার অপেক্ষা আমিই তাহার সেই কবিতার অধিক যোগ্য যাহা তিনি (আপনার শানে) বলিয়াছিলেন,—

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ - وَنَذْهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

অর্থ ঃ 'আমরা ততক্ষণ তাঁহাকে দুশমনের হাতে সোপর্দ করিব না

যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্ত্রীপুত্রদের ভুলিয়া তাঁহার চারিপার্শ্বে আহত অবস্থায় ধরাশায়ী হই!'

(অতঃপর বলিলেন,) আমি কি শহীদ নই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তুমি শহীদ এবং আমি তোমার (শাহাদাতের) সাক্ষী। তারপর তিনি ইন্তেকাল করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে 'সাফরা প্রান্তরে দাফন করিলেন এবং তিনি তাহার কবরে নামিলেন। ইতিপূর্বে আর কাহারো কবরে তিনি নামেন নাই। (কানযুল উম্মাল)

যুহরী (রহঃ) বলেন, ওতবা ও ওবায়দা (রাঃ) উভয়ে একে অপরের উপর তলোয়ারের আঘাত করিল এবং প্রত্যেকেই আপন প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুরুতরভাবে আহত করিল। ইহা দেখিয়া হযরত হামযা ও হযরত আলী (রাঃ) উভয়ে ওতবার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা আপন সঙ্গী হযরত ওবায়দা (রাঃ)কে উঠাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলেন। তাহার পা কাটিয়া গিয়াছিল এবং উহা হইতে মজ্জা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহাকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইল তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি শহীদ নই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই তুমি শহীদ। হযরত ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, আবু তালেব যদি জীবিত থাকিতেন তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাহার অপেক্ষা আমিই সেই কবিতার অধিক যোগ্য যাহা তিনি (আপনার শানে) বলিয়াছিলেন—

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ - وَنَذْهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

অর্থ ঃ 'আমরা ততক্ষণ তাঁহাকে দুশমনের হাতে সোপর্দ করিব না যতক্ষণ না আমরা আমাদের স্ত্রীপুত্রদের ভুলিয়া তাঁহার চারিপার্শ্বে আহত হইয়া ধরাশায়ী হই।'

ওহুদের যুদ্ধ

হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার ভাই যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন তাহার ভাইকে বলিলেন, হে আমার ভাই! তুমি আমার বর্ম লইয়া লও। ভাই উত্তরে বলিলেন, আপনি যেমন শহীদ হইতে চান আমিও শহীদ হইতে চাই। সুতরাং তাহারা উভয়েই বর্ম পরিত্যাগ করিলেন।

(তাবারানী)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরিয়া গেল (এবং পরাজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হইল) তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদদের মধ্যে তালাশ করিলাম, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পাইলাম না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, আল্লাহর কসম, তিনি পলায়ন তো করিতে পারেন না, আর আমি তাঁহাকে শহীদগণের মধ্যেও দেখিতেছি না। অতএব আমার মনে হয় আল্লাহ তায়ালা আমাদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া আপন নবীকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কাজেই আমার জন্য উত্তম পন্থা এই যে, আমি শত্রুর মোকাবেলা করিতে করিতে শহীদ হইয়া যাই। আমি তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং কাফেরদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ইহাতে কাফেররা আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের ঘেরাওয়ের ভিতর দেখিতে পাইলাম।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর ঘটনা

বনু আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রের হযরত কাসেম ইবনে আবদুর

রহমান ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)এর চাচা হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলেন। তাহারা উভয়ে আরো কয়েকজন মুহাজির ও আনসার সহ যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) বলিলেন, আপনারা কেন বসিয়া আছেন? তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার পর আপনারা জীবিত থাকিয়া কি করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিনিসের উপর প্রাণ দিয়াছেন আপনারাও উহার উপর প্রাণ উৎসর্গ করুন। অতঃপর তিনি কাফেরদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত সাবেত (রাঃ)এর ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার খাতমী (রহঃ) বলেন, হযরত সাবেত ইবনে দাহদাহা (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন সামনের দিক হইতে আসিলেন। মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিন্তিত হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে আনসারদের জামাত, আমার নিকট আস, আমার নিকট আস। আমি সাবেত ইবনে দাহদাহা। যদি (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়া থাকেন (তাহাতে কি হইয়াছে) আল্লাহ তায়ালা তো জীবিত আছেন। তাঁহার মৃত্যু নাই। অতএব তোমরা নিজেদের দ্বীন বাঁচাইবার জন্য লড়াই কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে বিজয় দিবেন এবং সাহায্য করিবেন। কয়েকজন আনসারী সাহাবী উঠিয়া তাহার নিকট আসিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে সঙ্গে লইয়া কাফেরদের উপর হামলা করিলেন। কাফেরদের অস্ত্রধারী এক মজবুত দল তাহার মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া গেল। এই দলে কাফেরদের সর্দার খালেদ ইবনে ওলীদ, আমর ইবনে আস, ইকরামা ইবনে আবি জাহল ও যেরার ইবনে খাত্তাব ছিল। পরস্পর প্রচণ্ড যুদ্ধ

হইল। খালেদ ইবনে ওলীদ বর্শা লইয়া হযরত সাবেত ইবনে দাহদাহা (রাঃ)এর উপর আক্রমণ করিল এবং তাহাকে এমনভাবে বর্শা মারিল যে, বর্শা এফোঁড় ওফোঁড় হইয়া গেল। তিনি শহীদ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাহার সহিত যে কয়জন আনসার ছিলেন তাহারা সকলেই শহীদ হইয়া গেলেন। বলা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে ইহারাই সেদিন সর্বশেষ শহীদ হইয়াছেন। (ইস্তিআব)

একজন আনসারীর ঘটনা

হযরত আবু নাজীহ (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন মুহাজির সাহাবী একজন আনসারী সাহাবীর নিকট দিয়া গেলেন। আনসারী সাহাবী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। মুহাজির বলিলেন, হে অমুক! তুমি জান কি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়াছেন? আনসারী বলিলেন, যদি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হইয়া গিয়া থাকেন তবে তিনি তো আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহা তিনি সমাপণ করিয়াছেন।) অতএব তোমরা আপন দ্বীনের হেফাজতের জন্য কাফেরদের সহিত লড়াই করিয়া যাও। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল—

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ

অর্থ ঃ 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নহেন।'

হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)কে তালাশ করার জন্য পাঠাইলেন এবং আমাকে বলিলেন,

যদি তুমি তাহাকে দেখ তবে তাহাকে আমার সালাম বলিও এবং তাহাকে বলিও যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি নিজেকে কেমন পাইতেছ? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি (তাহাকে তালাশ করার উদ্দেশ্যে) শহীদদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং যখন তাহাকে পাইলাম তখন তাহার সামান্য নিঃশ্বাস বাকি ছিল। তাহার শরীরে বর্শা তলোয়ার ও তীরের সত্তরটি আঘাত ছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, হে সা'দ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম বলিতেছেন এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি নিজেকে কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন, আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম এবং তোমার প্রতি সালাম। তুমি তাঁহাকে বলিও যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অবস্থা এই যে, আমি জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। আর আমার কাওম আনসারদেরকে বলিয়া দিও, তোমাদের মধ্যে একজনেরও চোখের পাতা নড়াচড়া করা পর্যন্ত অর্থাৎ জীবিত থাকা পর্যন্ত যদি কোন কাফের আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া যায় তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমাদের কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। এই পর্যন্ত বলার পর তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রহম করুন।

আবদুর রহমান ইবনে সা'সাআহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছে, দেখিয়া আসিয়া আমাকে জানাইবে যে, সা'দ ইবনে রাবীর কি হইয়াছে? রাযিয়াল্লাহু আনহু—বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিও যে, আমি মৃতদের মধ্যে পড়িয়া আছি এবং তাঁহাকে আমার সালাম বলিও এবং তাঁহার নিকট আরজ করিও যে, সা'দ বলিতেছে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের ও সমস্ত উম্মতের পক্ষ হইতে অতি উত্তম বিনিময় দান করুন। (হাকেম)

সাতজন আনসারীর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল তখন তাঁহার সহিত সাতজন আনসারী ও একজন কুরাইশী সাহাবী ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে পিছনে হটাইয়া দিবে সে জান্নাতে আমার সাথী হইবে। একজন আনসারী সাহাবী আসিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। তারপর মুশরিকরা যখন আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল তখন তিনি আবার বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে পিছনে হটাইয়া দিবে সে জান্নাতে আমার সাথী হইবে। (এইভাবে এক এক করিয়া) সাতজন আনসারী শহীদ হইয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমরা আমাদের (আনসারী) সাথীদের সহিত ইনসাফ করি নাই। (অর্থাৎ আনসারগণ সাতজন প্রাণ দিলেন, তাহাদের মধ্যে একজনও কুরাইশী হইলেন না। অথবা ইহার অর্থ এই যে, আমাদের সাথীরা আমাদের সহিত ইনসাফ করিল না—অর্থাৎ আমাকে ফেলিয়া তাহারা যুদ্ধের ময়দান হইতে চলিয়া গেল।) (মুসলিম)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে শুধুমাত্র এগারজন আনসারী ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) রহিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। এমন সময় পিছন দিক হইতে মুশরিকরা পৌঁছিয়া গেলে তিনি বলিলেন, ইহাদেরকে বাধা দেওয়ার মত কেহ নাই কি? হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যেভাবে আছে সেভাবেই থাক। একজন আনসারী বলিলেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুতরাং তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবাদেরকে লইয়া পাহাড়ের আরো উপরে উঠিয়া গেলেন। অতঃপর সেই আনসারী শহীদ হইয়া গেলে কাফেররা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেল। তিনি বলিলেন, ইহাদেরকে বাধা দেওয়ার মত কোন ব্যক্তি নাই কি? হযরত তালহা (রাঃ) পূর্বের ন্যায় বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন।

একজন আনসারী বলিলেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। সুতরাং তিনি সেই কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি সাহাবাদেরকে লইয়া পাহাড়ের আরো উপরে উঠিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সেই আনসারী সাহাবী শহীদ হইয়া গেলে কাফেররা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবার পূর্বের ন্যায় এরশাদ করিতেন আর হযরত তালহা (রাঃ) বলিতেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে থামাইয়া দিতেন, আর একজন আনসারী কাফেরদের সহিত যুদ্ধের অনুমতি চাহিতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দান করিতেন। অতঃপর আনসারী তাহার পূর্বের সঙ্গীদের ন্যায় কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া যাইতেন।

এইভাবে অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শুধু হযরত তালহা (রাঃ) অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। মুশরিকরা তাহাদের উভয়কে ঘিরিয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাদের সহিত মুকাবেলার জন্য কে আছে? হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আছি। সুতরাং তিনি একা তাহার পূর্বে সকলের সমপরিমাণ যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে তাহার হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হাছ। (যেমন বাংলা ভাষায় ইস্

বলা হইয়া থাকে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি বিসমিল্লাহ্ বলিতে তবে ফেরেশতাগণ তোমাকে উপরে উঠাইয়া লইত এবং তোমাকে লইয়া আসমানে ঢুকিয়া পড়িত, আর লোকজন তোমার প্রতি তাকাইয়া থাকিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের উপর উঠিয়া সেখানে সমবেত সাহাবাদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ইয়ামান ও হযরত সাবেত ইবনে ওয়াকশ (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদে গেলেন তখন হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর পিতা হযরত ইয়ামান (রাঃ) ও হযরত সাবেত ইবনে ওয়াকশ ইবনে যাউরা (রাঃ) মহিলা ও শিশুদের সহিত দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইলেন। ইহারা উভয়ে বৃদ্ধ ছিলেন। ইহাদের একজন অপরজনকে বলিলেন, তোমার পিতা হারাক, আমরা কিসের অপেক্ষা করিতেছি? আল্লাহর কসম, আমাদের উভয়ের আয়ুষ্কাল তো গাধার পিপাসা পরিমাণই বাকি রহিয়াছে। (পশুদের মধ্যে গাধা অতি অল্প সময়ে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে। অর্থাৎ জীবনের অতি অল্প সময় অবশিষ্ট রহিয়াছে।) আমরা আজ অথবা কাল মরিব। চল আমরা তলোয়ার লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (যুদ্ধে) শরীক হইয়া যাই।

অতএব উভয়ে মুসলমানদের অগোচরে তাহাদের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। হযরত সাবেত ইবনে ওয়াকশ (রাঃ)কে তো মুশরিকরা কতল করিয়া দিল। কিন্তু হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর পিতার উপর মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাত পড়িল এবং তাহাকে চিনিতে না পারিয়া কতল করিয়া দিলেন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতা, আমার পিতা (তাহাকে কতল করিও না)। কিন্তু (কতলকারী) মুসলমানগণ বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা তাহাকে চিনিতে পারি নাই, আর

তাহারা সত্য বলিয়াছেন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাদিগকে মাফ করুন, তিনি সর্বাপেক্ষা দয়ালু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে তাহার পিতার রক্তপণ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদেরকে উহা মাফ করিয়া দিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মর্যাদা আরো বাড়িয়া গেল।

আবু নুআঈম (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা উভয়ে (অর্থাৎ হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর পিতা ও হযরত সাবেত (রাঃ)) ইহাও বলিলেন যে, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যাইয়া মিলিত হই। হয়ত বা আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শাহাদাত দান করিবেন। সুতরাং উভয়ে তলোয়ার লইয়া মুসলমানদের সহিত শামিল হইয়া গেলেন এবং তাহাদের ব্যাপারে কেহই জানিতে পারিল না। রেওয়ায়াতের শেষে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, (হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মাফ করিয়া দেওয়াতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার মর্যাদা অনেক বাড়িয়া গেল।

রাজী' এর যুদ্ধ

হযরত আসেম ও হযরত খুবাইব (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের শাহাদাতের ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাতকে (শত্রুর) অবস্থা জানার জন্য পাঠাইলেন এবং হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ)কে এই জামাতের আমীর নিযুক্ত করিলেন। আর (আসেম ইবনে সাবেত) ইনি হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নানা ছিলেন। তাহারা রওয়ানা হইয়া যখন উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি (হাদআত নামক) স্থানে পৌছিলেন তখন

লোকেরা হোযাইল গোত্রের বনু লেহইয়ানের নিকট তাহাদের কথা আলোচনা করিল। সুতরাং বনু লেহইয়ানের লোকেরা প্রায় একশত তীরন্দাজ লইয়া এই জামাতের পিছনে রওয়ানা হইল এবং তাহাদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া সেই স্থানে পৌঁছিয়া গেল যেখানে তাহারা অবস্থান করিয়াছিলেন। এই জামাতের লোকেরা মদীনা হইতে যে খেজুর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন উহার দানা বনু লেহইয়ানের লোকেরা সেখানে দেখিতে পাইয়া বলিল, ইহা তো ইয়াসরাবের (অর্থাৎ মদীনার) খেজুর। সুতরাং তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে তাহারা জামাতের নিকট পৌঁছিয়া গেল।

হযরত আসেম (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ পরিস্থিতি আঁচ করিতে পারিয়া ফাদফাদ নামক পাহাড়ে উঠিয়া আশ্রয় লইলেন। বনু লেহইয়ানের লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল এবং বলিল, আমরা তোমাদের সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি তোমরা নিচে নামিয়া আস তবে তোমাদের একজনকেও কতল করিব না। হযরত আসেম (রাঃ) বলিলেন, আমি তো কোন কাফেরের অঙ্গীকারে নিচে নামিব না। আয় আল্লাহ! আপনার নবীকে আমাদের পক্ষ হইতে সংবাদ জানাইয়া দিন। ইহার পর বনু লেহইয়ান উক্ত জামাতের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল এবং হযরত আসেম (রাঃ)কে তাহার সাতজন সঙ্গীসহ তীর দ্বারা শহীদ করিয়া দিল।

হযরত খুবাইব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ (রাঃ) ও অপর একজন সাহাবী জীবিত রহিলেন। বনু লেহইয়ান পুনরায় তাহাদের সহিত নিজেদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করিল। তাহাদের ওয়াদা অঙ্গীকারে বিশ্বাস করিয়া তিনজন নিচে নামিয়া আসিলেন। বনু লেহইয়ান যখন তাহাদিগকে নিজেদের আয়ত্তে পাইল তখন তাহারা ধনুকের তার খুলিয়া উহা দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া সাহাবীদের মধ্যে তৃতীয়জন বলিলেন, ইহা তো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা এবং তিনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিলেন। কাফেররা তাহাকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য

অনেক টানাটানি ও চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। অবশেষে তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। হযরত খুবাইব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ (রাঃ)কে মক্কা লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিয়া দিল। হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফলের সন্তানরা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে খরিদ করিয়া লইল। হযরত খুবাইব (রাঃ)ই বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে আমেরকে কতল করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন তাহাদের নিকট বন্দী অবস্থায় রহিলেন। তারপর যখন তাহারা তাহাকে কতল করিবার সিদ্ধান্ত করিল তখন হযরত খুবাইব (রাঃ) হারেসের এক কন্যার নিকট ক্ষৌরকর্মের জন্য ক্ষুর চাহিলে সে তাহাকে ক্ষুর দিল।

হারেসের কন্যা বর্ণনা করিয়াছে যে, আমি বেখেয়াল ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার একটি ছোট ছেলে হাঁটিয়া তাহার নিকট চলিয়া গেল। তিনি তাহাকে নিজের উরুর উপর বসাইয়া লইলেন। আমি তাহার হাতে ক্ষুর ও শিশুটিকে তাহার উরুর উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি কি ভয় করিতেছ যে, আমি এই শিশুটি কতল করিয়া দিব? ইনশাআল্লাহ তায়ালা আমি কখনও এই কাজ করিব না। সেই মেয়েটি বলিত যে, আমি হযরত খুবাইব (রাঃ) হইতে উত্তম বন্দী দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিয়াছি যে, তিনি আঙ্গুরের গুচ্ছ হইতে আঙ্গুর খাইতেছেন, অথচ তখন মক্কাতে কোন ফল ছিল না, এবং তিনি শিকলে বাঁধা ছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই তাহাকে (গায়েব হইতে) রিযিক দান করিয়াছিলেন।

অতঃপর কাফেররা তাহাকে কতল করার জন্য যখন হারামের বাহিরে লইয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি দুই রাকাত নামায পড়িয়া লই। নামায শেষ করিয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমার যদি এই ধারণা না হইত যে, তোমরা মনে করিবে, আমি মৃত্যুকে ভয় করিতেছি, তবে আমি আরো নামায পড়িতাম। কতলের সময় দুই রাকাত নামায আদায়ের সুন্নত সর্বপ্রথম

হযরত খুবাইব (রাঃ)এর দ্বারাই চালু হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই বদদোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইহাদের একজনকেও অবশিষ্ট ছাড়িবেন না। তারপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَ مَا اِنْ اُبَالِیْ حِیْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا – عَلٰی اَیِّ شِقٍّ کَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِیْ

অর্থ ঃ যখন আমি মুসলমান অবস্থায় কতল হইতেছি তখন আমি ইহার কোন পরওয়া করি না যে, আল্লাহর জন্য কতল হইয়া আমি কোন পার্শ্বে ধরাশায়ী হইব।

وَذٰلِكَ فِیْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ یَّشَاْ – یُبَارِكْ عَلٰی اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

অর্থ ঃ আমার এই কতল হওয়া আল্লাহর জন্য হইতেছে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন তবে তিনি আমার শরীরের কর্তিত অংশগুলিতে বরকত দান করিতে পারেন।

অতঃপর ওকবা ইবনে হারেস দাঁড়াইয়া তাহাকে কতল করিয়া দিল।

হযরত আসেম (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিন কোরাইশের একজন বড় সর্দারকে কতল করিয়াছিলেন। কাজেই কোরাইশরা তাহার দেহের কোন অংশ কাটিয়া আনার জন্য কতিপয় লোক পাঠাইল, যাহাতে তাহারা চিনিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তাহার দেহের উপর একদল মৌমাছি পাঠাইয়া দিলেন। উহারা তাহাদিগকে তাহার কাছেই আসিতে দিল না। সুতরাং তাহার দেহ হইতে কিছুই তাহারা কাটিয়া নিতে পারিল না।
(বোখারী)

হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের পর আদাল ও কারাহ গোত্রের এক দল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব আপনার সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে কয়েকজনকে আমাদের সঙ্গে দিন যাহারা তাহাদিগকে দ্বীনের কথা বুঝাইবে, কোরআন শিক্ষা দিবে এবং শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাহাদের সহিত আপন সাহাবাদের মধ্য হইতে ছয়জনকে পাঠাইয়া দিলেন। বর্ণনাকারী উক্ত ছয়জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই ছয়জন উক্ত দলের সহিত রওয়ানা হইলেন।

যখন তাহারা হেজাজের এক প্রান্তে হাদা' এলাকার মুখে হুযাইল গোত্রের একটি ঝর্ণার নিকট রাজী' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন উক্ত দলের লোকেরা সাহাবাদের এই জামাতের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং তাহারা হুযাইল গোত্রকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া আনিল। সাহাবা (রাঃ) নিজেদের অবস্থান স্থলে (নিশ্চিন্ত মনে) ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তলোয়ার হাতে বহু লোক তাহাদেরকে ঘিরিয়া ফেলিলে তাহারা ঘাবড়াইয়া গেলেন। সাহাবা (রাঃ)ও মুকাবিলার জন্য নিজেদের তলোয়ার হাতে লইলেন। কাফেররা বলিল, খোদার কসম, তোমাদেরকে কতল করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই, বরং আমরা তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীর নিকট হইতে কিছু মালদৌলত হাসিল করিতে চাই। আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমরা তোমাদেরকে কতল করিব না। হযরত মারছাদ, হযরত খালেদ ইবনে বুকাইর ও হযরত আসেম (রাঃ) বলিলেন, আমরা কখনও কোন মুশরিকের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিব না।

হযরত আসেম (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

مَا عِلَّتِىْ وَاَنَا جَلْدٌ نَابِلٌ - وَالْقَوْسُ فِيْهَا وَتَرٌ عُنَابِلُ

অর্থ ঃ আমি অসুস্থ নই, বরং আমি তো শক্তিশালী তীরন্দাজ এবং আমার ধনুকে মজবুত তার লাগানো রহিয়াছে।

تَـزِلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمُعَابِلُ - اَلْمَوْتُ حَقٌّ وَالْحَيَاةُ بَاطِلُ

অর্থ ঃ দীর্ঘ ও চওড়া ফলক বিশিষ্ট তীর সেই ধনুক হইতে পিছলাইয়া যায় (অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত হয়), মৃত্যু সত্য আর জীবন বাতিল (অর্থাৎ অস্থায়ী)।

وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلٰهُ نَازِلٌ - بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ إِلَيْهِ آئِلٌ
إِنْ لَمْ أُقَاتِلْكُمْ فَأُمِّيْ هَابِلٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা যাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা মানুষের জীবনে ঘটিবেই এবং মানুষ তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে। আমি যদি তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করি তবে আমার মাতা যেন আমাকে হারায় (অর্থাৎ আমি মরিয়া যাই)।

হযরত আসেম (রাঃ) এই কবিতাও আবৃত্তি করিলেন—

أَبُوْ سُلَيْمَانَ وَرِيشُ الْمُقْعَدِ - وَ ضَالَّةٌ مِثْلُ الْجَحِيْمِ الْمُوْقَدِ

অর্থ ঃ আমি আবু সুলাইমান এবং আমার নিকট তীর প্রস্তুতকারক—মুকআদের তীর রহিয়াছে এবং আমার নিকট প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায় ধনুক রহিয়াছে।

إِذَا النَّوَاجِيْ افْتَرِشَتْ لَمْ أُرْعَدِ - وَمُجْنَأٌ مِنْ جِلْدِ ثَوْرٍ أَجْرَدِ
وَ مُؤْمِنٌ بِمَا عَلٰى مُحَمَّدِ

অর্থ ঃ বাহাদুর ব্যক্তি যখন দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে আরোহণ করিয়া আসে তখন আমি (ভয়ে) কম্পিত হই না, আর আমার নিকট কম পশমযুক্ত ষাঁড়ের চামড়ার ঢাল রহিয়াছে। আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর (আসমান হইতে) যাহা নাযিল হইয়াছে আমি উহার উপর ঈমান রাখি।

তিনি এই কবিতাও আবৃত্তি করিলেন—

أَبُوْ سُلَيْمَانَ وَ مِثْلِيْ رَامَى - وَكَانَ قَوْمِيْ مَعْشَرًا كِرَامًا

অর্থ ঃ আমি আবু সালাইমান, আমার ন্যায় বাহাদুরই তীর চালনা করিয়া থাকে, এবং আমার কাওম অত্যন্ত সম্মানিত কাওম।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত আসেম (রাঃ) সেই কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন এবং তাহার

সঙ্গীদ্বয়ও শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত আসেম (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাহার মাথা কাটিয়া নিয়া সুলাফা বিনতে সা'দ ইবনে শুহাইদের নিকট বিক্রয় করিতে চাহিল। কারণ হযরত আসেম (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে সুলাফার ছেলেকে কতল করিয়াছিলেন। সুলাফা মান্নত করিয়াছিল যে, যদি সে হযরত আসেম (রাঃ)এর মাথা হস্তগত করিতে পারে তবে তাহার মাথার খুলিতে মদপান করিবে। সুতরাং (হুযাইল গোত্রের লোকেরা যখন হযরত আসেম (রাঃ)এর মাথা কাটিয়া নিতে চাহিল তখন আল্লাহ তায়ালা এক ঝাঁক মৌমাছি তাহার উপর প্রেরণ করিলেন)। মৌমাছির ঝাঁক (তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইল এবং) হুযাইলের লোকদেরকে তাহার নিকট আসিতে দিল না। যখন এই মৌমাছির ঝাঁক তাহাদের ও হযরত আসেম (রাঃ)এর মাঝে বাধা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহারা বলিল, থাক, সন্ধ্যায় যখন মৌমাছি চলিয়া যাইবে তখন কাটিয়া লইব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সন্ধ্যার সময় বৃষ্টির পানির এমন ঢল পাঠাইলেন যে, তাহার লাশকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

হযরত আসেম (রাঃ) পূর্বে আল্লাহ তায়ালার সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মুশরিক যেহেতু নাপাক সেহেতু কোন মুশরিক যেন তাহাকে কখনও স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোন মুশরিককে কখনও স্পর্শ করিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনা জানিতে পারার পর যে, মৌমাছি কাফেরদেরকে তাহার নিকট আসিতে দেয় নাই, প্রায় বলিতেন। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে হেফাজত করিয়া থাকেন। হযরত আসেম (রাঃ) তো এই মান্নত করিয়াছিলেন যে, জীবন থাকিতে কোন মুশরিক তাহাকে স্পষ্ট করিবে না এবং তিনিও কোন মুশরিককে স্পর্শ করিবেন না, সুতরাং তিনি যেমন নিজের জীবনে মুশরিক হইতে বাঁচিয়া রহিয়াছেন তেমনি আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পর উহা হইতে তাহাকে হেফাজত করিয়াছেন।

বাকি রহিলেন হযরত খুবাইব, হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ)। ইহারা নরম হইয়া গেলেন এবং

জীবিত থাকাকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং নিজেদেরকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করিলেন। কাফেররা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মক্কায় বিক্রয়ের জন্য লইয়া চলিল। তাহারা যখন যাহরান নামক স্থানে পৌছিল তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক (রাঃ) কোন প্রকারে নিজের হাতের বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজের তলোয়ার ধারণ করিলেন। কাফেররা তাহার নিকট হইতে পিছনে সরিয়া গেল এবং তাহাকে পাথর মারিতে লাগিল। অবশেষে পাথর মারিয়া মারিয়া তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। যাহরানে তাহার কবর রহিয়াছে। কাফেররা হযরত খুবাইব ও হযরত যায়েদ (রাঃ)কে লইয়া মক্কায় আসিল।

হুযাইলের দুই ব্যক্তি মক্কায় বন্দী ছিল। এই দুই বন্দীর বিনিময়ে তাহারা দুইজনকে কোরাইশের নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। হযরত খুবাইব (রাঃ)কে হুজাইর ইবনে আবি ইহাব তামীমী খরিদ করিল এবং হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)কে যাকওয়ান ইবনে উমাইয়া তাহার পিতার প্রতিশোধ হিসাবে কতল করার জন্য খরিদ করিল। সফওয়ান তাহার নাসতাস নামী গোলামের সহিত তাহাকে তানঈমে পাঠাইয়া দিল এবং তাহাকে কতল করার জন্য মক্কার হারামের বাহিরে লইয়া আসিল। কোরাইশের বহুলোক সেখানে সমবেত হইল। তাহাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও ছিল। যখন কতল করার জন্য তাহাকে সামনে আনা হইল তখন আবু সুফিয়ান বলিল, হে যায়েদ, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখন আমাদের নিকট হন, আমরা তোমার পরিবর্তে তাঁহার গর্দান উড়াইয়া দেই, আর তুমি নিজের পরিবার পরিজনের নিকট থাক?

হযরত যায়েদ (রাঃ) জবাবে বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইহা ও পছন্দ করি না যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানেই কোন কাঁটা বিধার কারণে তাঁহার কষ্ট হয় আর আমি আপন পরিবারের নিকট বসিয়া থাকি। আবু সুফিয়ান

বলিল, কেহ কাহাকেও এরূপ মহব্বত করিতে দেখি নাই যেরূপ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করে। অতঃপর নাসতাস তাহাকে কতল করিয়া দিল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবি নাজীহ বলিয়াছেন, তাহার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হুজাইর ইবনে আবি ইহাবের দাসী মারিয়া—যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হযরত খুবাইব (রাঃ)কে আমার নিকট আমার ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। একদিন আমি উঁকি দিয়া দেখিলাম, তাহার হাতে মানুষের মাথার ন্যায় বড় একটি আঙ্গুরের ছড়া। তিনি উহা হইতে খাইতেছিলেন। অথচ আমার জানামতে সেই সময় আল্লাহর জমিনে কোথাও খাওয়ার উপযুক্ত আঙ্গুর ছিল না। (বোখারী)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আসেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদাহ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি নাজীহ বলেন, মারিয়া বলিয়াছেন যে, কতলের সময় নিকটবর্তী হইলে হযরত খুবাইব (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আমাকে একটি ক্ষুর দাও যাহাতে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া কতল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। আমি গোত্রের একটি ছেলেকে ক্ষুর দিয়া বলিলাম, এই ঘরে যাইয়া লোকটিকে ক্ষুর দিয়া আস। মারিয়া বলেন, আল্লাহর কসম, যেই ছেলেটি ক্ষুর লইয়া তাহার নিকট গেলে আমি মনে মনে বলিলাম, হায় আমি একি করিলাম! আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি তো নিজের খুনের বদলা পাইয়া গেল। সে এই ছেলেকে কতল করিয়া নিজের খুনের প্রতিশোধ লইয়া লইবে। এইভাবে একজনের বদলা একজন কতল হইয়া যাইবে। যখন ছেলেটি তাহাকে ক্ষুর দিল তিনি তাহার হাত হইতে ক্ষুর লইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, তোমার জীবনের কসম, যখন তোমার মা এই ক্ষুর দিয়া তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছে তখন কি তাহার একটুও ভয় হয় নাই যে, আমি তোমাকে ধোকা দিয়া কতল করিয়া দিব? অতঃপর ছেলেকে ছাড়িয়া

দিলেন। ইবনে হিশাম বলেন, বলা হয় যে, এই ছেলে মারিয়ার আপন ছেলে ছিল।

আসেম বলেন, অতঃপর কাফেররা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে বাহির করিয়া আনিল এবং যখন তাহাকে শূলে চড়াইবার জন্য তানঈমে লইয়া আসিল তখন তিনি কাফেরদেরকে বলিলেন, তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দিতে পার। তাহারা বলিল, ঠিক আছে, নামায পড়িয়া লও। তিনি অতি উত্তমরূপে পরিপূর্ণভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। তারপর কাফেরদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুনিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, যদি আমার মনে এই কথা না আসিত যে, তোমরা মনে করিবে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করিতেছি, তবে আমি আরো নামায পড়িতাম। মুসলমানদের জন্য কতলের সময় দুই রাকাত নামায আদায়ের সুন্নত সর্বপ্রথম হযরত খুবাইব (রাঃ)ই চালু করিলেন।

তারপর কাফেররা তাহাকে শূলের কাঠের উপর চড়াইল। যখন তাহাকে কাঠের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল তখন তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছি। আমাদের সহিত যাহা কিছু করা হইতেছে তাহা কাল আপনি আপনার রাসূলকে জানাইয়া দিবেন। অতঃপর তিনি এই বদদোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইহাদের কাহাকেও রেহাই দিবেন না, ইহাদেরকে এক একজন করিয়া কতল করিয়া দিবেন এবং ইহাদের একজনকেও অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতঃপর কাফেররা তাহাকে কতল করিয়া দিল। হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিতেন, আমিও সেদিন অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে আমার পিতা আবু সুফিয়ানের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার পিতাকে দেখিয়াছি, তিনি হযরত খুবাইব (রাঃ)এর বদদোয়ার ভয়ে আমাকে মাটির উপর শোয়াইয়া দিতেছিলেন। কারণ তখনকার দিনে লোকেরা বলিত, যাহার বিরুদ্ধে বদদোয়া করা হয় সে যদি তৎক্ষণাৎ মাটির উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়ে তবে তাহার উপর হইতে বদদোয়ার

প্রভাব পিছলাইয়া সরিয়া যায়।

মূসা ইবনে ওকবার মাগাযী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত খুবাইব ও হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)কে একই দিনে শহীদ করা হইয়াছে এবং সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনা গিয়াছে, 'ওয়া আলাইকুমা অথবা ওয়া আলাইকাস সালাম! খুবাইবকে কোরাইশগণ কতল করিয়া দিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, কাফেররা যখন হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)কে শূলে চড়াইল তখন তাহাকে দ্বীন হইতে সরাইবার জন্য তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহাতে তাহার ঈমান ও তাসলীম আরো বৃদ্ধি পাইয়া গেল।

ওরওয়া ও মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, কাফেররা যখন হযরত খুবাইব (রাঃ)কে শূলে চড়াইল তখন তাহারা উচ্চস্বরে হযরত খুবাইব (রাঃ)কে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, (হযরত) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার স্থলে হন (আর তাঁহাকে তোমার পরিবর্তে শূলে দেওয়া হয়)? হযরত খুবাইব (রাঃ) বলিলেন, না, আজমত ওয়ালা আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করি না যে, আমার পরিবর্তে তাঁহার পায়ে একটি কাঁটাও বিধুঁক। ইহা শুনিয়া কাফেররা হাসিতে লাগিল।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) এই কথাগুলি হযরত যায়েদ ইবনে দাছেনা (রাঃ)এর ঘটনায় উল্লেখ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

শাহাদাতের সময় হযরত খুবাইব (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি

তাবারানী হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হইতে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আছে যে, বদর যুদ্ধে যে সমস্ত মুশরিক কতল হইয়াছিল তাহাদের সন্তানরা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে কতল করিয়াছে। মুশরিকরা যখন কতল করার জন্য তাহার প্রতি অস্ত্র তাক

করিল তখন উচ্চস্বরে তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার স্থলে (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হন? তিনি বলিলেন, না, আজমত ওয়ালা আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করি না যে, আমার পরিবর্তে তাঁহার পায়ে একটি কাঁটাও বিধুক। ইহা শুনিয়া কাফেররা হাসিতে লাগিল। যখন মুশরিকরা হযরত খুবাইব (রাঃ)কে শূলে চড়াইতে লাগিল তখন তিনি এই কবিতাগুলি আবৃত্তি করিলেন—

لَقَدْ جَمَعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِیْ وَاَلَبُّوا - قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعٍ

আমার চারিপার্শ্বে কাফেরদের দল সমবেত হইয়াছে এবং তাহারা নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকেও সমবেত করিয়াছে এবং এদিক সেদিকের সমস্ত লোক পরিপূর্ণভাবে একত্রিত হইয়াছে।

وَقَدْ جَمَعُوا اَبْنَاءَ هُمْ وَنِسَاءَ هُمْ - وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيْلٍ مُّمَنَّعٍ

তাহারা নিজেদের স্ত্রীপুত্রদেরকেও একত্রিত করিয়াছে, আর আমাকে (শূলে চড়াইবার জন্য) একটি লম্বা ও মজবুত খেজুর বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হইয়াছে।

اِلَى اللّٰهِ اَشْكُوْ غُرْبَتِیْ ثُمَّ كُرْبَتِیْ- وَمَاأَرْصَدَ الْاَحْزَابُ لِیْ عِنْدَمَصْرَعِیْ

আমার স্বদেশ হইতে দূরে অবস্থান ও দুঃখ-দুর্দশা, আর এই শত্রুদল বধ্যভূমিতে আমার জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, উহার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই নিকট করিতেছি।

فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِیْ عَلٰی مَا يُرَادُبِیْ-فَقَدْ بَضَّعُوا لَحْمِیْ وَقَدْيَاسَ مَطْمَعِیْ

হে আরশের মালিক! আমাকে যে কতল করিতে চাহিতেছে উহার উপর আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করুন, ইহারা আমার গোশত কাটিয়া ফেলিয়াছে, আর আমার সমস্ত আশা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

وَذٰلِكَ فِیْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَاْ - يُبَارِكْ عَلٰی اَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّعٍ

আর এই সবকিছু আল্লাহ তায়ালার সত্তার জন্য (আমার সহিত করা) হইতেছে, আর যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন তবে তিনি আমার দেহের কর্তিত অংশগুলিতে বরকত দান করিতে পারেন।

لَعَمْرِىْ مَا اَحْفِلُ اِذَا مِتُّ مُسْلِمًا - عَلٰى اَىِّ حَالٍ كَانَ لِلّٰهِ مَضْجَعِىْ

আমার জীবনের কসম, আমি যখন মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতেছি তখন আমি ইহার কোন পরওয়া করি না যে, কি অবস্থায় আমি আল্লাহর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেছি।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) এই সমস্ত কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম কবিতার পর এই কবিতা অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন—

وَكُلُّهُمْ مُبْدِى الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ - عَلَىَّ لِاَنِّىْ فِىْ وَثَاقٍ بِمَضْيَعٍ

আর ইহারা সকলে শত্রুতা প্রকাশ করিতেছে এবং আমার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছে, কারণ আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছি।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) পঞ্চম কবিতার পর এই কবিতাগুলিও উল্লেখ করিয়াছেন—

وَقَدْ خَيَّرُوْنِى الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ - وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَاىَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعٍ

তাহারা আমাকে কুফর ও মৃত্যুর মধ্যে এখতিয়ার দিয়াছে অথচ মৃত্যু কুফর হইতে উত্তম। আমার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, তবে ইহা কোন ভয়–ভীতির কারণে নয়।

وَمَا بِىْ حِذَارُ الْمَوْتِ اِنِّىْ لَمَيِّتٌ - وَلٰكِنْ حِذَارِىْ جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعٍ

মৃত্যুর ভয় আমার নাই, কারণ আমাকে মরিতেই হইবে, কিন্তু আমি লেপটাইয়া ধরে যে এমন অগ্নিশিখার লেপটাইয়া ধরাকে ভয় করিতেছি।

فَوَاللّٰهِ مَا اَرْجُوْ اِذَا مِتُّ مُسْلِمًا - عَلٰى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَضْجَعِىْ

আল্লাহর কসম, যখন আমি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতেছি,

তখন আমি এই ভয় করি না যে, আমাকে আল্লাহর জন্য কোন পার্শ্বে ধরাশায়ী হইতে হইবে।

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِّلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا - وَلَا جَزَعًا إِنِّيْ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعِيْ

আমি শত্রুর সম্মুখে বিনয় ও অস্থিরতা প্রকাশ করিব না, কারণ আমাকে তো আল্লাহর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। (বিদায়াহ)

বীরে মাউনার যুদ্ধ

হযরত মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, বর্শা খেলায় দক্ষ আবু বারা আমের ইবনে মালেক ইবনে জা'ফর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনায় আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট ইসলাম পেশ করিলেন এবং তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করিল না এবং ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছাও প্রকাশ করিল না। সে বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি আপনার কয়েকজন সাহাবাকে নাজদবাসীদের নিকট পাঠাইয়া দেন, আর তাহারা আপনার দ্বীনের দিকে তাহাদিগকে দাওয়াত দেয় তবে আমি আশা করি তাহারা আপনার কথা মানিয়া লইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নাজদবাসীদের পক্ষ হইতে আমি আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করি। আবু বারা বলিল, আমি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দিলাম। অতএব আপনি তাহাদিগকে প্রেরণ করুন যাহাতে তাহারা লোকদেরকে আপনার দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সায়েদাহ গোত্রের মুনযির ইবনে আমর সহ যাহার উপাধি 'আলমু'নিকু লিয়ামূত' (অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতি দ্রুত অগ্রগামী) ছিল, আপন সাহাবাদের মধ্য হইতে সত্তরজন বিশিষ্ট মুসলমানকে প্রেরণ করিলেন।

যাহাদের মধ্যে হযরত হারেস ইবনে সিম্মাহ, বনু আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের হযরত হারাম ইবনে মিলহান, হযরত ওরওয়া ইবনে আসমা ইবনে সাল্ত সুলামী, হযরত নাফে' ইবনে বুদাইল ইবনে ওয়ারকা খুযাঈ, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আমের ইবনে ফুহাইরাহ (রাঃ) ও আরো অন্যান্য বিশিষ্ট মুসলমানগণও ছিলেন। তাহারা মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌছিলেন। ইহা বনূ আমেরের এলাকা ও বনূ সুলাইমের প্রস্তরময় ময়দানের মধ্যবর্তী একটি কুয়ার নাম। সেখানে পৌছার পর তাহারা হযরত হারাম ইবনে মিলহান (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি দিয়া আমের ইবনে তোফায়েলের নিকট পাঠাইলেন। হযরত হারাম (রাঃ) আমেরের নিকট পৌছিলে সে চিঠির প্রতি ভ্রূক্ষেপই করিল না, বরং হযরত হারাম (রাঃ)এর উপর আক্রমণ করিল এবং তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। তারপর সে সাহাবা (রাঃ)দের বিরুদ্ধে (আপন গোত্র) বনূ আমেরের নিকট সাহায্য চাহিল। কিন্তু বনূ আমের তাহার ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করিল এবং তাহারা বলিল, আবু বারা যেহেতু এই মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দিয়াছে এবং তাহাদের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে সেহেতু আমরা তাহার অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করিতে পারি না।

অতঃপর আমের সাহাবাদের বিরুদ্ধে বনূ সুলাইম, উসাইয়াহ, রে'ল্ ও যাকওয়ান গোত্রসমূহের নিকট সাহায্য চাহিল। তাহারা এই কাজে সাড়া দিল। সুতরাং এই সমস্ত গোত্রসমূহ এক জোট হইয়া আসিল এবং মুসলমানদের অবস্থানস্থলকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। মুসলমানগণ গোত্রসমূহকে দেখিয়া নিজেদের তলোয়ার ধারণ করিলেন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সকলেই শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর রহমত নাযিল করুন। একমাত্র বনূ দীনার ইবনে নাজ্জারের হযরত কা'ব ইবনে যায়েদ (রাঃ) জীবিত রহিলেন। কাফেররা তাহার দেহে সামান্য প্রাণ বাকী থাকা অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরে তাহাকে শহীদদের মধ্য হইতে উঠাইয়া

আনা হয় এবং তিনি বাঁচিয়া যান। পরবর্তীতে খন্দকের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ) ও বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ)—এই দুইজন মুসলমানদের পশু চরাইবার জন্য গিয়াছিলেন। তাহারা মুসলমানদের অবস্থানস্থলে (মৃতভোজী) পাখী উড়িতে দেখিয়া মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার কথা বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তাহারা উভয়ে বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই পাখীদের আকাশে উড়ার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ রহিয়াছে। উভয়ে দেখার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত মুসলমান রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছেন এবং যে সমস্ত ঘোড়সওয়াররা তাহাদিগকে কতল করিয়াছে তাহারা সেখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া আনসারী সাহাবী হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কি রায়? হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আমরা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনার সংবাদ দেই। আনসারী বলিলেন, আমি তো নিজের জান বাঁচাইবার জন্য এমন জায়গা ছাড়িতে পারি না যেখানে হযরত মুনযির ইবনে আমর (রাঃ) (এর মত মানুষ)কে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আমি জীবিত থাকিয়া লোকদের নিকট হইতে তাহার শাহাদাতের সংবাদ শুনিতে চাই না। এই বলিয়া তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। কাফেররা হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে বন্দী করিল। তিনি যখন তাহাদের নিকট নিজেকে মুদার গোত্রীয় বলিয়া প্রকাশ করিলেন তখন আমের ইবনে তোফায়েল তাহাকে মুক্ত করিয়া দিল। আমেরের মা একটি গোলাম আযাদ করার মান্নত করিয়াছিল। তাহার মায়ের পক্ষ হইতে সেই মান্নত পূরণ করার উদ্দেশ্যে হযরত আমের (রাঃ)এর কপালের চুল কাটিয়া মুক্ত করিয়া দিল। (বিদায়াহ)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর ভাই হযরত হারাম (রাঃ)কে সত্তরজন আরোহীর এক জামাতের সহিত প্রেরণ করিলেন। (উক্ত এলাকার) মুশরিকদের সর্দার আমের ইবনে তোফায়েল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, গ্রামের অধিবাসীগণ আপনার অধীন থাকিবে আর শহরের অধিবাসীগণ আমার অধীন থাকিবে, আর না হয় আপনার পর আমাকে আপনার খলীফা নিযুক্ত করিবেন। নতুবা আমি গাতফান গোত্রের হাজার হাজার সৈন্য লইয়া আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। আমের উম্মে ফুলান নামক এক মহিলার ঘরে অবস্থান করিতেছিল, এমতাবস্থায় সে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইল এবং বলিল, অমুক খান্দানের এক মহিলার ঘরে উটের ফোঁড়ার ন্যায় আমার প্লেগ রোগের ফোঁড়া হইয়াছে। (সফর অবস্থায় সাধারণ এক মহিলার ঘরে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণকে নিজের জন্য অপমানকর মনে করিয়া বলিল,) আমার ঘোড়া আন। অতঃপর (ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইল এবং) ঘোড়ার পিঠেই তাহার মৃত্যু হইল।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর ভাই হযরত হারাম (রাঃ) ও একজন খোঁড়া সাহাবী ও অমুক গোত্রের এক ব্যক্তি—ইহারা তিনজন চলিলেন। হযরত হারাম (রাঃ) তাহার উভয় সঙ্গীকে বলিলেন, আমি তাহাদের নিকট যাইতেছি, আর তোমরা দুইজন নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান কর। যদি তাহারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় তবে তোমরা তো নিকটেই আছ, আর যদি তাহারা আমাকে কতল করিয়া দেয় তবে তোমরা আপন সঙ্গীদের নিকট চলিয়া যাইবে। অতঃপর হযরত হারাম (রাঃ) সেখানে যাইয়া লোকদেরকে বলিলেন, তোমরা কি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য নিরাপত্তা দিবে? তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তাহারা এক ব্যক্তিকে ইশারা করিল, আর সে পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে বর্শা মারিল। বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমার ধারণা হয় যে, রেওয়ায়াতের পরবর্তী

কথাগুলি এরূপ ছিল যে, উক্ত ব্যক্তি এমনভাবে বর্শা মারিল যাহা এপার ওপার হইয়া গেল। এমতাবস্থায় হযরত হারাম (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, 'আল্লাহু আকবার, কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়াছি।' ইহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী মুসলমানদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। অতঃপর খোঁড়া সাহাবী ব্যতীত বাকি সমস্ত মুসলমানকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইল। এই খোঁড়া সাহাবী একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই সকল শহীদদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তীতে মানসুখ বা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

إِنَّا لَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রবের সহিত মিলিত হইয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশদিন পর্যন্ত রে'ল, যাকওয়া, বনু লেহইয়ান ও উসাইয়াহ গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে।

বোখারীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তাহার মামা হযরত হারাম ইবনে মিলহান (রাঃ)কে যখন বীরে মাউনার ঘটনার দিন বর্শা মারা হইল তখন তিনি নিজের রক্ত লইয়া আপন মুখমণ্ডল ও মাথার উপর ছিটাইতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়া গিয়াছি।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হযরত হারাম (রাঃ)কে বর্শা মারিয়াছিল তাহার নাম হইল জাব্বার ইবনে সুলমা কিলাবী। জাব্বার (হযরত হারাম (রাঃ)এর কথা শুনিয়া) জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি সফলকাম হইয়া গিয়াছি' এই কথার কি অর্থ? লোকেরা তাহাকে বলিল, ইহা

বেহেশত পাওয়ার সফলতা। অতঃপর জাব্বার বলিল, আল্লাহর কসম, সে সত্য বলিয়াছে। পরবর্তীতে জাব্বার এই কারণেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (বিদায়াহ)

মূতার যুদ্ধ

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের অষ্টম বৎসর জুমাদিউল উলা মাসে মূতার দিকে একটি লশকর প্রেরণ করিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) যদি শহীদ হইয়া যান তবে হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আমীর হইবেন। যদি যদি তিনিও শহীদ হইয়া যান তবে লোকদের আমীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) হইবেন। লোকজন সফরের জন্য প্রস্তুতি শেষ করিয়া রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। এই লশকরের সংখ্যা তিন হাজার ছিল। যখন তাহারা মদীনা হইতে রওয়ানা হইতে লাগিলেন তখন মদীনার লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত আমীরদেরকে বিদায় জানাইল এবং সালাম করিল। বিদায়ের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে ইবনে রাওয়াহা! আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শোন, আল্লাহর কসম, আমার অন্তরে না দুনিয়ার প্রতি মহব্বত রহিয়াছে, আর না তোমাদের সহিত কোন গভীর সম্পর্ক। বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি যাহাতে দোযখের আগুনের উল্লেখ রহিয়াছে—

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থ ঃ 'তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে সেখানে পৌঁছিবে না, ইহা আপনার পরওয়ার দিগারের অনিবার্য ফয়সালা।'

এখন আমার জানা নাই সেই আগুনের ভিতর পৌঁছিবার পর কিভাবে বাহির হইব। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সঙ্গী হউন এবং কষ্ট পেরেশানীকে আপনাদের নিকট হইতে দূর করেন আর আপনাদেরকে আমাদের নিকট সহী সালামত ফিরাইয়া আনেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

لٰكِنَّنِىْ اَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً - وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

কিন্তু আমি তো রহমান (আল্লাহ তায়ালা)এর নিকট গুনাহের মাগফেরাত কামনা করি এবং তলোয়ারের এমন প্রশস্ত আঘাত কামনা করি যাহাতে খুব ফেনাযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়।

اَوْ طَعْنَةً بِيَدَىْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً - بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْاَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

অথবা কোন তৃষ্ণার্ত দুশমনের হাতে বর্শার এমন আঘাত যাহা আমার জীবনলীলা খতম করিয়া দেয় এবং এমন আঘাত যাহা আমার নাড়ীভুঁড়ি ও কলিজা ছিদ্র করিয়া পার হইয়া যায়।

حَتّٰى يُقَالَ اِذَا مَرُّوا عَلٰى جَدَثِىْ - اَرْشَدَهُ اللّٰهُ مَنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

যেন লোকজন আমার কবরের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলে যে, আল্লাহ তায়ালা এই গাজীকে হেদায়াত দান করুন, আর সে তো হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল।

অতঃপর যখন লোকজন রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে বিদায় জানাইলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

فَثَبَّتَ اللّٰهُ مَا اٰتَاكَ مِنْ حَسَنٍ - تَثْبِيْتَ مُوْسٰى وَنَصْرًا كَالَّذِىْ نُصِرُوْا

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যত কল্যাণ দান করিয়াছেন উহাকে এমনভাবে বাকি রাখেন যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দৃঢ়পদ

রাখিয়াছিলেন এবং আপনাকে এমন সাহায্য করেন যেমন তাহাদিগকে করিয়াছিলেন।

اِنِّىْ تَفَرَّسْتُ فِيْكَ الْخَيْرَ نَافِلَةً - اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ ثَابِتُ الْبَصَرِ

আমি আপনার মধ্যে কল্যাণের ক্রমবর্ধন দেখিতেছি, আর আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি সঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি।

اَنْتَ الرَّسُوْلُ فَمَنْ يُّحْرَمْ نَوَافِلَهُ-وَالْوَجْهَ مِنْهُ فَقَدْ اَزْرٰى بِهِ الْقَدَرُ

আপনি রাসূল, যে ব্যক্তি আপনার দান ও বিশেষ মনোযোগ হইতে বঞ্চিত হইল প্রকৃতই তাহার ভাগ্য খারাপ।

তারপর লশকর রওয়ানা হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বিদায় জানাইবার উদ্দেশ্যে (মদীনার) বাহিরে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

خَلَفَ السَّلَامُ عَلٰى امْرِئٍ وَدَّعْتُهُ-فِىْ النَّخْلِ خَيْرَ مُشَيِّعٍ وَخَلِيْلِ

সালাম হউক সেই মহান ব্যক্তির উপর যাহাকে আমি খেজুর বাগানের ভিতর বিদায় জানাইয়াছি। তিনি অতি উত্তম বিদায়দানকারী ও অতি উত্তম বন্ধু।

অতঃপর এই বাহিনী রওয়ানা হইল এবং সিরিয়ার মাআন নামক শহরে পৌঁছিয়া ছাউনী স্থাপন করিল। মুসলমানগণ জানিতে পারিলেন যে, হেরাকল এক লক্ষ সৈন্য লইয়া সিরিয়ার বালকা এলাকায় মাআব শহরে অবস্থান করিতেছে এবং লাখ্ম, জুযাম, কাইন, বাহযা ও বালি গোত্রসমূহের এক লক্ষ সৈন্য হেরাকলের নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহাদের সর্দার বালি গোত্রীয় এরাশা বংশের এক ব্যক্তি, যাহার নাম মালেক ইবনে যাফেলা। মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া মাআন শহরে দুই রাত্র অবস্থান করতঃ এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তাহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শত্রুসংখ্যা জানাইয়া চিঠি লিখি। তারপর তিনি হয় আমাদিগকে আরো লোকজন দিয়া সাহায্য করিবেন, অথবা তিনি যাহা হুকুম করিবেন আমরা তাহা পালন করিব।

এই কথার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) লোকদেরকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, হে আমার কাওম, যে শাহাদাৎকে তোমরা অপছন্দ করিতেছ প্রকৃতপক্ষে তোমরা সেই শাহাদাতের তালাশেই বাহির হইয়াছ। আমরা তো সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের উপর ভিত্তি করিয়া লোকদের সহিত যুদ্ধ করি না, বরং আমরা তো সেই দ্বীনের উপর ভিত্তি করিয়া যুদ্ধ করি যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে সম্মান দান করিয়াছেন। সুতরাং চল, দুই কল্যাণের একটি অবশ্যই মিলিবে,—হয় দুশমনের উপর বিজয়, আর না হয় শাহাদাত। ইহা শুনিয়া লোকেরা বলিল, আল্লাহর কসম, ইবনে রাওয়াহা সত্য বলিয়াছেন। অতএব লোকজন সেখান হইতে সামনে অগ্রসর হইল। যখন তাহারা বালকা' এলাকার সীমান্তে পৌঁছিলেন তখন তাহারা হেরাকলের রুমী ও আরব বাহিনীকে বালকা' মাশারিফ নামক স্থানে পাইলেন।

তারপর শত্রুবাহিনী আরো নিকটবর্তী হইলে মুসলমানগণ মূতা নামক গ্রামে সমবেত হইলেন এবং সেখানেই যুদ্ধ সংঘটিত হইল। মুসলমানগণ নিজেদের বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন এবং বাহিনীর ডান বাহুতে বনু আযরা গোত্রের হযরত কুতবাহ ইবনে কাতাদাহ (রাঃ)কে ও বাম বাহুতে একজন আনসারী সাহাবী—হযরত আবায়াহ ইবনে মালেক (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া ঝাণ্ডা লইয়া বীরত্বের সহিত লড়াই করিলেন। অবশেষে তিনি শত্রুর বর্শার আঘাতে আহত হইয়া শাহাদাত বরণ করিলেন। অতঃপর হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) সেই ঝাণ্ডা হাতে লইলেন এবং দুশমনের সহিত

লড়াই করিতে করিতে তিনিও শাহাদাত বরণ করিলেন। মুসলমানদের মধ্যে হযরত জা'ফর (রাঃ)ই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি (যুদ্ধের ময়দানে) নিজের ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন।

তাবারানী গ্রন্থে অনুরূপ হাদীস হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, হযরত জা'ফর (রাঃ) ঝাণ্ডা হাতে লইলেন এবং যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল তখন তিনি নিজের লালবর্ণের ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন। তারপর শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। আর হযরত জা'ফর (রাঃ)ই প্রথম ব্যক্তি যিনি যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পা কাটিয়া দিয়াছেন।

হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহে কবিতা আবৃত্তি

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি এতীম ছিলাম এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর নিকট প্রতিপালিত হইতেছিলাম। তিনি সেই (মূতার যুদ্ধের) সফরে আমাকেও তাহার সঙ্গে উটের পিছনে বসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আল্লাহর কসম, এক রাত্রে তিনি সফর করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তাহাকে এই কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিলাম—

إِذَا أَدْنَيْتِنِيْ وَحَمَلْتِ رَحْلِيْ - مَسِيْرَةَ أَرْبَعٍ بَعْدَ الْحِسَاءِ

(হে আমার উটনী,) যখন তুমি আমাকে নিকটবর্তী করিয়া দিবে এবং হাছা নামক স্থানের পর চার দিনের পথ আমার হাওদা বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

فَشَأْنُكِ أَنْعُمٌ وَخَلَاكِ ذَمٌّ - وَلَا أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِيْ وَرَائِيْ

তখন তুমি নেয়ামতের মধ্যে সুখে থাকিও, তোমাকে আর কেহ মন্দ বলিবে না, (কেননা আমি তো সেখানে যাইয়া শহীদ হইয়া যাইব তোমার

পিঠে সফর করিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না।) আর আল্লাহ্ করেন, আমি যেন পিছনে নিজের পরিবারের নিকট ফিরিয়া না যাই।

وَجَاءَ الْمُسْلِمُوْنَ وَغَادَرُوْنِىْ - بِاَرْضِ الشَّامِ مُسْتَنْهَى الثَّوَاءِ

এবং সেখান হইতে মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিবে আর আমাকে সিরিয়ার জমিনে সেইখানে রাখিয়া আসিবে যেখানে আমার শেষ অবস্থান হইবে।

وَرَدَّكَ كُلُّ ذِىْ نَسَبٍ قَرِيْبٍ - اِلَى الرَّحْمٰنِ مُنْقَطِعَ الْاِخَاءِ

আর (আমার শহীদ হওয়ার পর) তোমাকে আমার ঐ সকল আত্মীয় স্বজন লইয়া যাইবে যাহারা রহমান এর তো নিকটবর্তী হইবে কিন্তু আমার সহিত তাহাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে।

هُنَالِكَ لَا اُبَالِىْ طَلْعَ بَعْلٍ - وَلَا نَخْلٍ اُسَافِلُهَا رُوَاءِ

আর তখন না আমি আপনি জন্মায় এমন বৃক্ষের ফলের পরওয়া করিব আর না খেজুর ফলের পরওয়া করিবে যাহার মূলে পানি সেঁচা হইয়াছে।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি তাহার মুখে (শাহাদাতের আগ্রহপূর্ণ) এই কবিতা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি আমাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, ওরে দুষ্ট, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে শাহাদাত নসীব করেন তবে তোর কি ক্ষতি? আমি শহীদ হইয়া গেলে তুই আমার হাওদায় বসিয়া মদীনায় ফিরিয়া যাইবি।

(বিদায়াহ)

হযরত আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রীয় আমার দুধ পিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন হযরত জা'ফর (রাঃ) শহীদ হইয়া গেলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ঝাণ্ডা ধারণ করিলেন এবং আপন ঘোড়ার পিঠে ঝাণ্ডা লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি (লড়াইয়ের

জন্য) ঘোড়া হইতে নামিতে চাহিতেছিলেন কিন্তু মনের ভিতর এই ব্যাপারে কিছুটা সংশয় অনুভব করিতেছিলেন। অতএব এই কবিতা পড়িয়া নিজের মনকে এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিলেন—

اَقْسَمْتُ يَا نَفْسِ لَتَنْزِلَنَّهْ - لَتَنْزِلَنَّ اَوْ لَتُكْرَهَنَّهْ

হে আমার মন, তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তোমাকে অবশ্যই নিচে নামিতে হইবে। অবশ্যই তুমি হয় স্বেচ্ছায় নামিবে, নতুবা তোমাকে জবরদস্তি নামানো হইবে।

اِنْ اَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّةْ - مَالِيْ اَرَاكِ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةْ

যদি কাফেররা সমবেত হইয়া থাকে এবং যুদ্ধের শক্তি প্রদর্শনে তাহারা উচ্চস্বরে আওয়াজ করিয়া থাকে (তবে তুমি কেন কাপুরুষতা দেখাইতেছ?) কি ব্যাপার, তুমি দেখি জান্নাতে যাইতে অপছন্দ করিতেছ!

قَدْ طَالَ مَاقَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّةْ - هَلْ اَنْتِ اِلاَّ نُطْفَةٌ فِيْ شَنَّةْ

তুমি দীর্ঘ সময় নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিয়াছ, তুমি তো মশকের তলায় এক কাৎরা পানির ন্যায় (যে কোন সময় শেষ হইয়া যাইবে)।

তিনি এই কবিতাও পড়িলেন—

يَا نَفْسُ اَنْ لاَّ تُقْتَلِيْ تَمُوْتِيْ - هٰذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صُلِيْتِ

হে আমার মন, যদি তুমি কতল না হও তবে একদিন না একদিন তোমাকে মৃত্যু তো বরণ করিতে হইবে। এই মৃত্যু তকদীরের লিখিত ফয়সালা, যাহাতে তোমাকে প্রবেশ করানো হইয়াছে।

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ اُعْطِيْتِ - اِنْ تَفْعَلِيْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

তুমি যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। যদি তুমি তাহাদের দুইজন (অর্থাৎ হযরত যায়েদ ও হযরত জা'ফর (রাঃ))এর ন্যায় কাজ কর তবে তুমি হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ঘোড়া হইতে অবতরণ করিলেন। এমন সময় তাহার চাচাতো ভাই তাহাকে হাড়যুক্ত একটি গোশতের টুকরা আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইহা দ্বারা আপনার কোমর শক্ত করিয়া লউন কেননা এই কয়েকদিন আপনি অনেক ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তিনি তাহার হাত হইতে গোশতের টুকরা লইয়া এক কামড় খাইলেন। ইতিমধ্যে তিনি ময়দানের এক দিকে লোকদের হামলার শোরগোল শুনিতে পাইলেন। তখন (নিজেকে তিরস্কার করিয়া) বলিলেন, (ইহারা তো প্রাণের বাজি ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছে) আর তুমি দুনিয়া লইয়া মশগুল রহিয়াছ? তারপর হাতের গোশতের টুকরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তলোয়ার লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং কাফেরদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। অবশেষে শাহাদাত বরণ করিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত জা'ফর (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি

হযরত আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, বনু মুররাহ ইবনে আওফ গোত্রীয় আমার দুধ পিতা, যিনি মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর কসম, সেই দৃশ্য যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে যখন হযরত জা'ফর (রাঃ) নিজের লালবর্ণ ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং উহার পা কাটিয়া দিলেন। অতঃপর কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। তিনি তখন এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا - طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا

হে লোকসকল, জান্নাত কতই না সুন্দর, আর কতই না সুন্দর উহার নিকটবর্তী হওয়া! জান্নাত বড়ই উত্তম জিনিস, আর অত্যন্ত শীতল উহার পানি!

وَالرُّومِ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا - كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا

রুমীদের আযাবের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তাহারা কাফের, তাহাদের পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই। যুদ্ধের ময়দানে যখন তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছি তখন তাহাদেরকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা আমার উপর জরুরী হইয়া গিয়াছে। (বিদায়াহ)

ইয়ামামার যুদ্ধ

হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর ছেলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানদের ঝাণ্ডা হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। (প্রথম দিকে) মুসলমানদের পরাজয় হইল এবং (মুসাইলামা কাযযাবের গোত্র) হানিফিয়া মুসলমানদের পদাতিক বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করিল। হযরত ইবনে খাত্তাব (রাঃ) (মুসলমানদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, তোমরা নিজেদের অবস্থানস্থলে ফিরিয়া যাইও না, পদাতিক বাহিনীর পরাজয় হইয়াছে। অতঃপর উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, আয় আল্লাহ, আমার সঙ্গীগণ যাহা করিয়াছে আমি আপনার নিকট উহা হইতে ক্ষমা চাহিতেছি, আর মুসাইলামা ও মুহাক্কাম ইবনে তোফায়েল যে ফেৎনা সৃষ্টি করিয়াছে উহা হইতে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। তারপর মজবুতভাবে ঝাণ্ডা ধারণ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তলোয়ার চালনা করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হউক। ঝাণ্ডা পড়িয়া গেল।

হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর গোলাম হযরত সালেম (রাঃ) আসিয়া ঝাণ্ডা উঠাইয়া লইলেন। মুসলমানগণ বলিলেন, হে সালেম, আমরা তোমার দিক হইতে কাফেরদের আক্রমণের আশংকা করিতেছি। হযরত সালেম (রাঃ) বলিলেন, যদি আমার দিক হইতে কাফেররা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে সফল হয় তবে আমি কোরআনের

অত্যন্ত খারাপ বাহক। (অর্থাৎ আমার দিক হইতে কাফেরদের সমস্ত আক্রমণকে আমি প্রতিহত করিব।) হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হিজরী বার সনে (এই যুদ্ধে) শাহাদাত বরণ করিলেন।

হযরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছ (রাঃ)এর কন্যা একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ইয়ামামা ও মুসাইলামা কাযযাব সহ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে আহবান জানাইলেন তখন এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত মুসলমান প্রস্তুত হইলেন তাহাদের সহিত হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)ও রওয়ানা হইলেন। যখন মুসলমানদের সহিত মুসাইলামা কাযযাব ও বনু হানীফার যুদ্ধ হইল তখন মুসলমানদের তিনবার পরাজয় হইল। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত সাবেত ও হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর গোলাম হযরত সালেম (রাঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া এভাবে যুদ্ধ করি নাই। সুতরাং তাহারা উভয়ে গর্ত খনন করিলেন এবং উভয়ে সেই গর্তের ভিতর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। (গর্তের ভিতর এইজন্য দাঁড়াইলেন যাহাতে যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিতে না পারেন।) (তাবারানী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাছ (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় হইল তখন হযরত আবু হোযাইফা (রাঃ)এর গোলাম হযরত সালেম (রাঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া তো এইভাবে যুদ্ধ করি নাই। সুতরাং তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খনন করিয়া উহার ভিতর দাঁড়াইয়া গেলেন। সেদিন মুহাজিরদের ঝাণ্ডা তাহার হাতে ছিল। অতঃপর তিনি লড়াই করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাহার শাহাদাত হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে হিজরী বার সনে ইয়ামামার যুদ্ধে হইয়াছে।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত আব্বাদ (রাঃ)এর আহবান

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ)কে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আবু সাঈদ! আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার জন্য আসমান খোলা হইয়াছে। আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি। তারপর আসমান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, ইনশাআল্লাহ আমার শাহাদাত নসীব হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি খুবই ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছ। সুতরাং আমি হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি উচ্চস্বরে আনসারদের বলিতেছিলেন, নিজেদের তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেল (অর্থাৎ এখন এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে যে, তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যাইবে, উহার জন্য আর খাপের প্রয়োজন হইবে না।) আর তোমরা অন্যান্য লোকদের হইতে আলাদা হইয়া যাও। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমাদেরকে আলাদা করিয়া দাও, তোমরা আমাদেরকে আলাদা করিয়া দাও। অতএব চারশত জন আনসারী সাহাবা পৃথকভাবে সমবেত হইলেন। তাহাদের সহিত আনসার ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রাঃ) হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ও হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ) এই চারশ'জনের অগ্রভাগে ছিলেন। তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে সেই বাগানের দ্বারে পৌঁছিলেন (যাহার ভিতর মুসাইলামা কাযযাব আপন সৈন্যদের সহিত অবস্থান করিতেছিল।) সেখানে পৌঁছিয়া আনসারী সাহাবীগণ প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিলেন। হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর (রাঃ) শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তাহার চেহারায় এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, আমি তাহার চেহারা দেখিয়া চিনিতে পারি নাই। বরং তাহার শরীরের অপর এক আলামত দ্বারা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত আবু আকীল (রাঃ)এর আহবান

হযরত জা'ফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসলাম হামদানী (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু আকীল উনাইফী (রাঃ) আহত হইলেন। তাহার কাঁধ ও দিলের মাঝখানে তীর লাগিয়া উহা বাঁকা হইয়া গিয়াছিল। যে কারণে তিনি শহীদ হন নাই। অতঃপর তাহার সেই তীর বাহির করা হইল। এই তীর লাগার দরুন তাহার বামদিক দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা দিনের প্রথম অংশে ঘটিয়াছিল। তাহাকে উঠাইয়া তাঁবুতে আনা হইল। তারপর যখন যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল এবং মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পিছু হটিতে হটিতে নিজেদের ছাউনী হইতেও পিছনে সরিয়া গেল তখন হযরত আবু আকীল (রাঃ) আহত ও দুর্বল অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, হযরত মাআন ইবনে আদী (রাঃ) আনসারদেরকে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়া যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতেছেন এবং বলিতেছেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর। আল্লাহর উপর ভরসা কর, আপন শত্রুদের উপর আবার আক্রমণ কর। হযরত মাআন (রাঃ) লোকদের আগে আগে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন।

এই সমস্ত তখন হইতেছিল যখন আনসারগণ বলিতেছিলেন যে, আমাদের আনসারদেরকে অন্যদের হইতে আলাদা করিয়া দাও, আমাদের—আনসারদেরকে অন্যদের হইতে আলাদা করিয়া দাও। অতএব এক এক করিয়া আনসারগণ পৃথকভাবে একদিকে সমবেত হইলেন। (উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে আনসারগণ যখন পৃথকভাবে বীরবিক্রমে শত্রুর উপর আক্রমণ করিবেন এবং সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইবেন তখন তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য মুসলমানরাও দৃঢ়পদ হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইবে এবং সাহসিকতার পরিচয় দিবে।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আকীল আনসারী (রাঃ)ও আনসারদের নিকট যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বলিলাম, হে আবু আকীল, আপনি কি চাহিতেছেন? আপনার মধ্যে তো যুদ্ধ করার শক্তি নাই। তিনি বলিলেন, ঘোষণাকারী আমার নাম লইয়া ঘোষণা দিয়াছে। আমি বলিলাম, সে তো বলিতেছে, হে আনসারগণ যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আস। আহতদেরকে ডাকিতেছে না। (বরং যাহারা যুদ্ধ করার শক্তি রাখে তাহাদেরকে ডাকিতেছে।) হযরত আবু আকীল (রাঃ) বলিলেন, (আহত হইলেও) আমি তো আনসারদের মধ্য হইতে একজন। অতএব আমি এই ডাকে সাড়া দিব যদিও আমাকে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আকীল (রাঃ) কোমর বাঁধিলেন এবং ডান হাতে খোলা তলোয়ার লইয়া আওয়াজ দিতে লাগিলেন, হে আনসারগণ, হুনাইনের যুদ্ধের ন্যায় শত্রুর উপর পুনর্বার আক্রমণ কর। আনসারগণ সকলে সমবেত হইলেন—আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন—এবং অত্যন্ত বীরত্বের সহিত মুসলমানদের অগ্রভাগে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুদিগকে যুদ্ধের ময়দান ছাড়িয়া বাগানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িতে বাধ্য করিলেন। শত্রু ও মুসলমানগণ পরস্পর একে অপরের ভিতর ঢুকিয়া মিশ্রিত হইয়া গেল এবং আমাদের ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর তলোয়ার চলিতে লাগিল।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু আকীল (রাঃ)কে দেখিলাম, তাহার আহত হাত কাঁধ হইতে কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে, তাহার শরীরে চৌদ্দটি আঘাত ছিল যাহার প্রত্যেকটি আঘাত প্রাণনাশকারী ছিল। আল্লাহর দুশমন মুসাইলামা মারা পড়িল। হযরত আবু আকীল (রাঃ) আহতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়াছিলেন এবং তাহার শেষ নিঃশ্বাসের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। আমি ঝুকিয়া তাহাকে ডাকিলাম, হে আবু আকীল! তিনি বলিলেন, লাব্বায়েক, হাজির আছি। তারপর অস্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জয় কাহাদের হইয়াছে? আমি বলিলাম, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন (মুসলমানদের জয় হইয়াছে)। তারপর উচ্চ আওয়াজে বলিলাম, আল্লাহর দুশমন কতল

হইয়াছে। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ করার উদ্দেশ্যে আসমানের দিকে অঙ্গুলী উঠাইলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মদীনায় ফিরিয়া আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহার অবস্থা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন, তিনি সর্বদা শাহাদাত চাহিতেন, আর আমার জানা মতে তিনি আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম সাহাবাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (তাবারানী)

হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের (প্রথম দিকে) পরাজয় হইল তখন আমি দেখিলাম হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) খুশবু লাগাইয়া যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি তাহাকে বলিলাম, চাচাজান, আপনি কি দেখিতেছেন না (যে, মুসলমানরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে?) তিনি বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকা অবস্থায় এরূপে যুদ্ধ করি নাই। তোমরা বারবার পরাজয় বরণ করিয়া দুশমনদেরকে খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত করিয়া দিয়াছ। আয় আল্লাহ! এই সকল মোরতাদরা যে ফেৎনা সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই সমস্ত মুসলমানগণ (পরাজয়বরণ করিয়া পলায়ন করতঃ) যাহা করিয়াছে উহা হইতে আমি পবিত্র। তারপর তিনি কাফেরদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং শাহাদাত বরণ করিলেন। অতঃপর হাদীসের আরো অংশ বর্ণিত হইয়াছে। ফাতহুল বারী গ্রন্থে আছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের পরাজয় হইল তখন হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) বলিলেন, আমি এই সকল মোরতাদদের প্রতি ও তাহারা যে

জিনিসের এবাদত করে উহার প্রতি অসন্তুষ্ট। আর মুসলমানগণ (পরাজিত হইয়া পলায়ন করতঃ) যাহা করিতেছে আমি উহার প্রতিও অসন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি বাগানের দেয়ালের ফাঁকে দাঁড়াইয়াছিল তিনি তাহাকে কতল করিলেন তারপর নিজেও শহীদ হইয়া গেলেন। (তাবারানী)

ইয়ারমূকের যুদ্ধ

হযরত ইকরামা (রাঃ)এর শাহাদাত

হযরত সাবেত বানানী (রাঃ) বলেন, হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ) (ইয়ারমূকের) যুদ্ধের দিন শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় সওয়ারী হইতে নামিয়া পায়দল চলিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে ইকরামা, এমন করিও না, কারণ তোমার শহীদ হইয়া যাওয়া মুসলমানদের জন্য অনেক কঠিন জিনিস হইবে। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, হে খালেদ, আমাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা তুমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিয়া ইসলাম প্রচারের অনেক সুযোগ পাইয়াছ। আমি ও আমার পিতা আমরা উভয়ে লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা বিরোধী ছিলাম এবং তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট দিতাম। এই বলিয়া ইকরামা (রাঃ) পায়দল অগ্রসর হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। (কান্‌য)

হযরত আবু ওসমান গাসসানী (রহঃ)এর পিতা বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ) বলিলেন, আমি বহু ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি, তবে কি আজ আমি তোমাদের নিকট হইতে (পরাজিত হইয়া) পলায়ন করিব? অতঃপর তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, কে আছে মৃত্যুর উপর বাইআত গ্রহণ করিবে? সুতরাং তাহার চাচা হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ) ও হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার (রাঃ) চারশত মুসলমান

সর্দার ও অশ্বারোহী সহ বাইআত হইলেন। তাহারা হযরত খালেদ (রাঃ)এর তাঁবুর সম্মুখে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করিলেন এবং সকলেই অত্যাধিক পরিমাণে আহত হইলেন কিন্তু তাহাদের কেহই নিজ স্থান হইতে সরিলেন না, বরং দৃঢ়পদ থাকিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে বিরাট অংশ শাহাদাত বরণ করিলেন। হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার (রাঃ)ও শহীদ হইলেন। (বিদায়াহ)

হযরত সাইফ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই চারশত জন মুসলমানের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই শহীদ হইয়াছেন। তন্মধ্যে হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার (রাঃ)ও ছিলেন। সকালবেলা হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ) ও তাহার ছেলে হযরত আমর (রাঃ)কে হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট আনা হইল। তাহারা উভয়ে অত্যাধিক আহত ছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) হযরত ইকরামা (রাঃ)এর মাথা আপন উরুর উপর ও হযরত আমর (রাঃ)এর মাথা আপন পায়ের গোছার উপর রাখিলেন। তিনি তাহাদের উভয়ের চেহারা পরিষ্কার করিয়া দিতেছিলেন এবং হলকের মধ্যে অল্প অল্প করিয়া পানি দিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, ইবনে হানযালা (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) বলিয়াছিলেন, আমরা শহীদ হইব না, তাহা সঠিক নহে। (আমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা শাহাদাত দান করিয়াছেন।) (তাবারী)

আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের আগ্রহ সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের বাকি ঘটনাবলী

হযরত আম্মার (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ

হযরত আবুল বাখতারী ও হযরত মাইসারা (রাঃ) বলেন, সিফফীনের যুদ্ধের দিন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) যুদ্ধ করিতেছিলেন,

কিন্তু শহীদ হইতেছিলেন না। তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিতেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আজ অমুক দিন। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে যেদিন শহীদ হইবেন বলিয়া সুসংবাদ দিয়াছিলেন আজ সেই দিন।) হযরত আলী (রাঃ) বলিতেন, আরে সেই কথা তোমার মন হইতে দূর করিয়া দাও। এইভাবে তিনবার হইল। অতঃপর তাহার নিকট দুধ আনা হইলে তিনি উহা পান করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, আমি দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় সর্বশেষ যাহা পান করিব তাহা দুধ হইবে। তারপর উঠিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং অবশেষে শাহাদাত বরণ করিলেন। (তাবারানী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু সিনান দুআলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে দেখিলাম তিনি নিজের গোলামের নিকট হইতে পান করার কোন জিনিস চাহিলেন। সে তাহার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনিল। তিনি সেই দুধ পান করিলেন এবং তারপর বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন, আজ আমি (শহীদ হইয়া) আমার প্রিয় দোস্তদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার জামাতের সহিত মিলিত হইব। অতঃপর হাদীসের আরো অংশ বর্ণিত হইয়াছে। (তাবারানী)

হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে যেদিন তিনি শহীদ হইয়াছেন—অর্থাৎ সিফফীনের যুদ্ধের দিন উচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি জাব্বার অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হইব, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদেরকে বিবাহ করিব, আজ আমাদের দোস্তদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ খোরাক দুধের শরবত হইবে।

(আমি উহা পান করিয়াছি, অতএব আমার বিদায়ের সময় আসিয়া গিয়াছে।) (তাবারানী)

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর শাহাদাতের আগ্রহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি গুন গুন (করিয়া কিছু কবিতা আবৃত্তি) করিতেছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই সমস্ত কবিতা হইতে উত্তম জিনিস অর্থাৎ কোরআন দান করিয়াছেন। (কাজেই আপনি কোরআন পড়ুন) তিনি বলিলেন, তুমি এই আশংকা কর যে, আমি বিছানায় মৃত্যুবরণ করিব? না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই (শাহাদাতের) নেয়ামত হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমি তো একাই একশত কাফেরকে কতল করিয়াছি। অন্যান্যদের সহিত মিলিয়া যাহাদিগকে কতল করিয়াছি তাহারা এই একশত হইতে আলাদা। (এসাবাহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পারস্যদেশে আকাবার যুদ্ধে যখন মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া একদিকে সরিয়া আসিল তখন হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ) উঠিয়া নিজের ঘোড়ায় চড়িলেন যাহাকে একজন লোক পিছন হইতে হাঁকাইতেছিল। তিনি নিজের সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমরা (বারবার পরাজয় বরণ করিয়া) নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী (দুশমন)দেরকে খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত করিয়া দিয়াছ। এই বলিয়া তিনি দুশমনের উপর এমন আক্রমণ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা উহাতে মুসলমানদিগকে বিজয় দান করিলেন এবং তিনি নিজে সেদিন শহীদ হইয়া গেলেন। (হাকেম)

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর ভুল ধারণা

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা (রহঃ) বর্ণনা করেন, তাহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) শহীদ না হইয়া স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিলেন তখন আমার দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদা অনেক কমিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিলাম, এই ব্যক্তিকে দেখ, সে দুনিয়া হইতে অনেক দূরে সরিয়া থাকিত তদুপরি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিল, শাহাদাত নসীব হইল না। এইভাবে আমার দৃষ্টিতে তাহার মর্যাদা কমিয়াই রহিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও (শাহাদাত ছাড়া) স্বাভাবিক ইন্তেকাল হইল। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, তোর নাশ হউক, আমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গরা (শাহাদাত ছাড়াই) ইন্তেকাল করিতেছেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)ও স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিলেন। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, তোর নাশ হউক, আমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গরা (শাহাদাত ছাড়া) স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিতেছেন। অতএব হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)এর মর্যাদা আমার দৃষ্টিতে পূর্বের ন্যায় হইয়া গেল। (মুন্তাখাবুল কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের বীরত্ব

হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে লোকেরা! আমাকে বল, লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বীর কে? লোকেরা বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তো যে কোন দুশমনের সহিত মুকাবিলা করিয়াছি আমার হক আমি উসুল করিয়া লইয়াছি। (অর্থাৎ সর্বদাই আপন দুশমনকে পরাজিত করিয়াছি।) তথাপি তোমরা আমাকে বল, সর্বাপেক্ষা বড় বীর কে? লোকেরা বলিল, আমরা জানি না,

আপনিই বলিয়া দিন, কে বড় বীর? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)। বদর যুদ্ধের দিন যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছাপড়া তৈয়ার করিলাম তখন আমরা বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কে থাকিবে? যাহাতে কোন মুশরিক তাহার দিকে আসিতে না পারে? আল্লাহর কসম, কেহই তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকিতে সাহস করে নাই, একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ)ই ছিলেন, যিনি খোলা তলোয়ার হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন। যখন কোন দুশমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হইবার এরাদা করিত তিনি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইনিই হইলেন লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বীর ও বাহাদুর ব্যক্তি। (মাজমা)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, আমার জানা মতে প্রত্যেকেই গোপনে হিজরত করিয়াছেন। একমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)ই এমন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করিয়াছেন। তিনি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করিলেন তখন নিজের তলোয়ার গলায় বাঁধিলেন এবং ধনুক কাঁধে ঝুলাইয়া লইলেন এবং (তীরদান হইতে) কয়েকটি তীর হাতে লইয়া বাইতুল্লাহর নিকট আসিলেন। কুরাইশের কতিপয় সর্দার সেখানে বসিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বাইতুল্লাহর সাত চক্কর তওয়াফ করিয়া মকামে ইবরাহীমের নিকট আসিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর মুশরিকদের এক একটি মজলিসের নিকট যাইয়া বলিলেন, এই সমস্ত চেহারা অপদস্থ হউক! যে ব্যক্তি চায় যে, তাহার মা পুত্রহারা হউক, তাহার সন্তানগণ এতীম হউক আর তাহার স্ত্রী বিধবা হউক সে যেন এই ময়দানের অপর পার্শ্বে আসিয়া আমার

সহিত সাক্ষাৎ করে। (অতঃপর তিনি সেখান হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন) তাহাদের একজনও তাহার পিছু লইতে সাহস পায় নাই। (মুন্তাখাবুল কান্‌য)

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

أَفَاطِمُ هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيْمٍ - فَلَسْتُ بِرِعْدِيْدٍ وَلَا بِلَئِيْمٍ

হে ফাতেমা! এই দোষক্রটি মুক্ত তলোয়ার লও (অর্থাৎ শত্রুনিধনে এই তলোয়ার কোনরূপ ক্রটি করে নাই) আর না আমি ভয়ে প্রকম্পিত হইয়াছি আর না আমি হীন কমীনা।

لَعَمْرِىْ لَقَدْ اَبْلَيْتُ فِىْ نَصْرِ اَحْمَدٍ - وَمَرْضَاةِ رَبٍّ بِالْعِبَادِ عَلِيْمٍ

আমার জীবনের কসম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যে এবং সেই রব্বুল ইজ্জতের সন্তুষ্টি অর্জনে আমি পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছি যিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানেন।

(ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়া থাক তবে সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ ও ইবনে সিম্মাহও অতি উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক সাহাবীর নামও উল্লেখ করিয়াছেন যাহার নাম বর্ণনাকারী মুআল্লা (রহঃ) ভুলিয়া গিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া আরজ করিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার পিতার কসম, সমবেদনা প্রকাশের ইহাই উপযুক্ত সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে

জিবরাঈল, আলী আমা হইতে। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, আর আমি আপনাদের উভয় হইতে। (বাযযার)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলেন, দোষত্রুটি মুক্ত এই তলোয়ার লও। (অর্থাৎ শত্রুনিধনে এই তলোয়ার কোনরূপ ত্রুটি করে নাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি যদি উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়া থাক তবে সাহল ইবনে হুনাইফ ও আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহও উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়াছে। (তাবারানী)

আমর ইবনে আব্দে উদ্দ এর কতলের ঘটনা

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমর ইবনে আব্দে উদ্দ যুদ্ধে নিজের উপস্থিতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাহাদুরদের নিশান লাগাইয়া বাহির হইয়া আসিল। যখন সে তাহার ঘোড়াসহ দাঁড়াইয়া গেল তখন হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আমর, তুমি কোরাইশের জন্য আল্লাহ তায়ালার সহিত অঙ্গীকার ব্যক্ত করিতে যে, যে কেহ তোমাকে দুইটি বিষয়ের দিকে আহবান করিবে তুমি তন্মধ্যে একটি অবশ্যই গ্রহণ করিবে। সে বলিল, হাঁ। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ও ইসলামের প্রতি আহবান করিতেছি। সে বলিল, ইহার আমার প্রয়োজন নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আমি তোমাকে আমার সহিত মোকাবেলার আহবান জানাইতেছি। সে বলিল, হে আমার ভাতিজা, আমাকে কেন মোকাবেলার আহবান জানাইতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে কতল করিতে পছন্দ করি না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কতল করিতে ভালবাসি। ইহা শুনিয়া আমর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং হযরত আলী (রাঃ)এর দিকে অগ্রসর হইল। উভয়ে আপন আপন

সওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িল এবং একে অপরের উপর আক্রমণের জন্য যুদ্ধের ময়দানে চক্কর দিতে লাগিল। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) আমরকে কতল করিয়া দিলেন। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমর ইবনে আব্দে উদ্দ পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত হইয়া (ময়দানে) বাহির হইয়া আসিল এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ লাগাইল, মোকাবেলার জন্য কে প্রস্তুত আছে? হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! আমি তাহার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি আমর, বসিয়া যাও। আমর পুনরায় আওয়াজ দিল, আছে কোন বীরপুরুষ, আমার সহিত মোকাবেলার জন্য ময়দানে আসিবে? অতঃপর সে মুসলমানদেরকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, কোথায় তোমাদের সেই জান্নাত যাহার ব্যাপারে তোমাদের এই ধারণা যে, তোমাদের যে কেহ কতল হয় সে উহাতে প্রবেশ করে? তোমরা আমার মোকাবেলার জন্য কাহাকেও কি পাঠাইতে পার না?

হযরত আলী (রাঃ) আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসিয়া যাও। অতঃপর আমর তৃতীয়বার আহবান জানাইল। বর্ণনাকারী তাহার কবিতা আবৃত্তি উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি আমর। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হউক না সে আমর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিলেন।

لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ اَتَاكَ - مُجِيْبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِزْ

তাড়াহুড়া করিও না, তোমার ডাকের সাড়া দেওয়ার লোক আসিয়া গিয়াছে, যে অক্ষম নহে।

فِى نِيَّةٍ وَ بَصِيْرَةٍ - وَالصِّدْقُ مَنْجِى كُلِّ فَائِـزْ

সাড়া দেওয়ার জন্য আগত ব্যক্তি বুঝিয়া শুনিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া আসিয়াছে। (আমি সত্য বলিতেছি, কারণ) সত্যই প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তির জন্য নাজাতের উপায়।

اِنِّىْ لَاَرْجُو اَنْ اُقِيْمَ - عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْـجَنَائِزْ

আমি পরিপূর্ণ আশা রাখি যে, মৃতদের জন্য বিলাপকারিণী মহিলাদেরকে তোমার উপর খাড়া করিয়া দিব।

مِنْ ضَرْبَةٍ نَـجْلَاءَ - يَـبْـقٰى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِـزْ

আমি তোমার উপর (তলোয়ারের) এমন লম্বা চওড়া আঘাত হানিব যাহার আলোচনা বড় বড় যুদ্ধের সময় হইতে থাকিবে।

আমর হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি আলী। আমর বলিল, তুমি কি আব্দে মানাফ (অর্থাৎ আবু তালেব)এর বেটা? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি আলী ইবনে আবি তালেব। আমর বলিল, ভাতিজা, (আমি তো চাই যে,) তোমার চেয়ে বয়স্ক তোমার চাচাদের মধ্য হইতে কেহ আসে। কেননা আমি তোমার রক্ত বহাইতে পছন্দ করি না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি তোমার রক্ত বহানোকে অপছন্দ করি না। (এই কথা শুনিয়া) সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপন ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল এবং খাপ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় অত্যন্ত চমকদার তলোয়ার বাহির করিল।

অতঃপর সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধাবস্থায় হযরত আলী (রাঃ)এর দিকে অগ্রসর হইল। হযরত আলী (রাঃ) চামড়ার ঢাল লইয়া তাহার সম্মুখে আসিলেন। আমর হযরত আলী (রাঃ)এর ঢালের উপর তলোয়ারের

এমন আঘাত হানিল যে, ঢাল কাটিয়া তলোয়ার তাহার মাথা পর্যন্ত পৌঁছিল এবং মাথায় আঘাত লাগিল। হযরত আলী (রাঃ) তাহার কাঁধের উপর এমন জোরে তলোয়ার মারিলেন যে, সে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল এবং (তাহার মাটিতে পড়ার কারণে) ধুলা উড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে আল্লাহু আকবার—তাকবীরের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, হযরত আলী (রাঃ) আমরকে কতল করিয়াছেন। সে সময় হযরত আলী (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

أَعَلَيَّ تَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هٰكَذَا عَنِّي - وَعَنْهُمْ أَخِّرُوا أَصْحَابِيْ

এইভাবে কি ঘোড়সওয়ারগণ আমার উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিবে? হে আমার সঙ্গীগণ, তোমরা আমার ও আমার উপর অতর্কিতে হামলাকারীদের মাঝখান হইতে সকলকে পিছনে সরাইয়া দাও (আমি একাই সেই হামলাকারীদেরকে বুঝিয়া লইব।)

اَلْيَوْمُ يَمْنَعُنِيْ الْفِرَارَ حَفِيْظَتِيْ - وَمُصَمِّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِيْ

যুদ্ধের ময়দানে আমার যে ক্রোধের উদ্রেক হয় উহা আজ আমাকে পলায়ন হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে, আর সেই তলোয়ার আমাকে বাধা দিয়া রাখিয়াছে যাহার আঘাত মস্তক কাটিয়া আনে এবং যাহা কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয় না।

তারপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ - وَعَبَدْتُّ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابِيْ

সে তাহার আহমকের মত রায়ের উপর ভিত্তি করিয়া পাথরের পূঁজা করিয়াছে আর আমি আমার সঠিক রায়ের উপর ভিত্তি করিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রবের এবাদত করিয়াছি।

فَصَدَرْتُ حِيْنَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا - كَالْجِذْعِ بَيْنَ دَكَادِكٍ وَرَوَابِيْ

আমি যখন তাহার লাশ জমিনের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ফিরিয়া

আসিয়াছি তখন তাহার লাশ এমনভাবে পড়িয়াছিল যেমন টিলা ও শক্ত জমিনের মাঝে খেজুর গাছ পড়িয়া থাকে।

وَعَفَفْتُ عَنْ اَثْوَابِهٖ وَلَوْ اَنَّنِىْ-كُنْتُ الْمُقَطَّرَ بَزَّنِىْ اَثْوَابِىْ

তাহার কাপড় খুলিয়া আনার মত হীন কর্ম হইতে আমি বিরত রহিয়াছি, কিন্তু যদি আমি ধরাশায়ী হইতাম তবে সে আমার কাপড় খুলিয়া লইয়া যাইত।

لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ خَاذِلَ دِيْنِهٖ - وَنَبِيِّهٖ يَا مَعْشَرَ الْاَحْزَابِ

হে কাফেরের দলেরা, এই ধারণা কখনও করিও না যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বীন ও তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য পরিত্যাগ করিবেন।

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তাহার চেহারা খুশীতে ঝলমল করিতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমর ইবনে আব্দে উদ্দের লৌহবর্ম কেন খুলিয়া আনিলে না? কারণ তাহার লৌহবর্ম হইতে উত্তম লৌহবর্ম আরবদের আর কাহারো নিকট নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন তাহার উপর তলোয়ারের আঘাত হানিলাম তখন সে তাহার লজ্জাস্থান দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিল। (অর্থাৎ তাহার লজ্জাস্থান খুলিয়া গেল।) অতএব আমার লজ্জা লাগিল যে, এমতাবস্থায় আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের লৌহবর্ম খুলিয়া লই। (বিদায়াহ)

ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাবকে কতলের ঘটনা

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিতে যাইয়া বনু ফাযারার যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমরা এই যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার মাত্র তিনদিন পর পুনরায় খাইবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। হযরত আমের (রাঃ)ও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি এই কবিতা পড়িতে পড়িতে চলিতেছিলেন—

وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا - وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

আল্লাহর কসম, তুমি না হইলে (অর্থাৎ তোমার মেহেরবানী না হইলে) আমরা হেদায়াত পাইতাম না, আর না সদকা করিতাম, না নামায পড়িতাম।

وَنَحْنُ مِنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا - فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا
وَ ثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَا قَيْنَا

আমরা তোমার মেহেরবানী হইতে অমুখাপেক্ষী নহি, তুমি আমাদের উপর সকীনা ও শান্তি নাযিল কর, আর যখন আমরা দুশমনের মোকাবেলায় অবতরণ করি তখন আমাদের কদমগুলিকে দৃঢ় রাখ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবিতা কে পড়িতেছে? লোকেরা বলিল, হযরত আমের (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (হে আমের,) তোমার রব তোমাকে মাফ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কাহাকেও এই দোয়া দিয়াছেন তিনি শহীদ হইয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) উটের উপর বসিয়াছিলেন, তিনি (এই দোয়া শুনিয়া) বলিলেন, আপনি যদি আমাদিগকে হযরত আমেরের দ্বারা আরো (কিছু দিন) উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিতেন। (অর্থাৎ আপনি হযরত আমের (রাঃ)কে এই দোয়া না দিলে তিনি জীবিত থাকিতেন, এখন তো তিনি শহীদ হইয়া যাইবেন।) অতঃপর আমরা খাইবারে পৌঁছিলাম। ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাব স্বগর্বে আপন তলোয়ার নাড়িতে নাড়িতে বাহির হইয়া আসিল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّىْ مَرْحَبُ - شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُّجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

সমস্ত খাইবারবাসী ভাল করিয়া জানে যে, আমি মুরাহহাব, অস্ত্রসজ্জিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাহাদুর। (আমার বাহাদুরী তখন দেখা যায়) যখন যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়।

হযরত আমের (রাঃ) মুরাহহাবের মুকাবেলার জন্য এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন—

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى عَامِرٌ - شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

সমস্ত খাইবারবাসী ভাল করিয়া জানে, আমি আমের অস্ত্রসজ্জিত ধ্বংসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহে প্রবেশকারী বাহাদুর।

উভয়ের মধ্যে তলোয়ারের ঘাত–প্রতিঘাত হইল। মুরাহহাবের তলোয়ার হযরত আমের (রাঃ)এর ঢালের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। হযরত আমের (রাঃ) মুরাহহাবের নিচের অংশে আঘাত করিতে চাহিলেন কিন্তু হযরত আমের (রাঃ)এর তলোয়ার তাহার নিজের শরীরেই লাগিল। যদ্দরুন তাহার শিরা কাটিয়া গেল এবং তিনি শহীদ হইয়া গেলেন।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলাবলি করিতে শুনিলাম যে, হযরত আমের (রাঃ)এর সমস্ত আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। কারণ তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, লোকেরা বলাবলি করিতেছে যে, হযরত আমের (রাঃ)এর সমস্ত আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বলিয়াছে? আমি বলিলাম, আপনার কতিপয় সাহাবা (রাঃ)। তিনি বলিলেন, তাহারা ভুল বলিয়াছে, আমের তো দ্বিগুণ আজর ও সওয়াব লাভ করিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে

ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহার চোখে অসুখ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আজ আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দান করিব যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মহব্বত করে। আমি হযরত আলী (রাঃ)কে হাত ধরিয়া লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চোখে মুখের লালা মুবারক লাগাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুস্থ হইয়া গেলেন। তিনি তাহাকে ঝাণ্ডা দিলেন। মুরাহহাব পূর্বের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ময়দানে বাহির হইয়া আসিল।

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ اَنِّى مَرْحَبُ - شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
اِذَا الْحُرُوْبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

তাহার মুকাবেলার জন্য হযরত আলী (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন—

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ اُمِّىْ حَيْدَرَهْ - كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهْ
اُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةْ

আমি সেই ব্যক্তি যাহার মা তাহার নাম হায়দার অর্থাৎ সিংহ রাখিয়াছে। আমি জঙ্গলের বীভৎসদর্শন সিংহের ন্যায়। আমি দুশমনকে পরিপূর্ণ মাপ দিব যেমন প্রশস্ত দাড়িপাল্লায় পূর্ণরূপে মাপিয়া দেওয়া হয়। (অর্থাৎ অতিমাত্রায় শত্রুনিধন করিব।)

অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) তলোয়ারের এমন আঘাত হানিলেন যে, মুরাহহাবের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। আর এইভাবে খাইবার বিজয় হইল।

উক্ত রেওয়ায়াত অনুসারে মালাউন মুরাহহাব ইহুদীকে হযরত আলী (রাঃ)ই কতল করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মুরাহহাবকে কতল করার পর তাহার মস্তক কাটিয়া

লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। কিন্তু মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুরাহহাবকে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কতল করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) এবং ওয়াকেদী (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) ও অন্যান্যদের নিকট হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত খাইবারের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঝাণ্ডা হযরত আলী (রাঃ)কে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যখন দূর্গের নিকটবর্তী হইলেন তখন দূর্গের লোকেরা যুদ্ধের জন্য দূর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ইহুদীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর উপর তলোয়ার দ্বারা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিল। যদ্দরুন তাহার ঢাল হাত হইতে ছুটিয়া পড়িয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দূর্গের দরজা উপড়াইয়া উহাকে ঢাল বানাইয়া লইলেন। দরজা হাতে ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বিজয় দান করিলেন। যুদ্ধশেষে তিনি সেই দরজা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। তারপর আমি আরো সাতজনকে লইয়া সেই দরজাকে উল্টাইতে চাহিলাম, কিন্তু আমরা আটজনে মিলিয়াও উহাকে উল্টাইতে পারিলাম না।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) (দূর্গের) দরজা উঠাইয়া ধরিলেন। মুসলমানরা সেই দরজার উপর আরোহণ করিয়া দূর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং দূর্গ জয় করিয়া লইলেন। পরবর্তীতে চল্লিশজন লোক সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়াও সেই দরজা উঠাইতে পারে নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

সত্তর জন লোক পূর্ণশক্তি ব্যয় করিয়া সেই দরজাকে নিজের জায়গায় স্থাপন করিতে পারিয়াছে।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) (দূর্গের) দরজা উঠাইয়া ধরিয়াছিলেন। উহার উপর চড়িয়া মুসলমানরা খাইবারের দূর্গ জয় করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে চল্লিশজনে মিলিয়া উহাকে উত্তোলন করিতে সক্ষম হইলেন। (মুন্তাখাব)

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম—

نَحْنُ حُمَاةُ غَالِبٍ وَمَالِكِ - نَذُبُّ عَنْ رَسُوْلِنَا الْمُبَارَكِ

আমরা গালিব ও মালেক গোত্রদ্বয়ের হেফাজতকারী এবং আমরা আমাদের মোবারক রাসূলের পক্ষ হইতে প্রতিরক্ষাকারী।

نَضْرِبُ عَنْهُ الْقَوْمَ فِي الْمَعَارِكِ - ضَرْبَ صِفَاحِ الْكُوْمِ فِي الْمَبَارِكِ

যুদ্ধের ময়দানে আমরা শত্রুদেরকে তলোয়ার মারিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পিছনে হটাইয়া দেই এবং আমরা শত্রুকে এমনভাবে আঘাত করি যেমন (জবাইয়ের পর গোশত কাটার জন্য) উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট উটগুলিকে উহাদের বসার স্থানে পার্শ্বদেশে আঘাত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত হাসসান (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি তালহা সম্পর্কে প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি কর। সুতরাং হযরত হাসসান (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَطَلْحَةُ يَوْمَ الشِّعْبِ اٰسٰى مُحَمَّدًا - عَلٰى سَاعَةٍ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وَشَقَّتِ

ঘাঁটির (যুদ্ধের) দিন হযরত তালহা (রাঃ) অত্যন্ত সংকটময় কঠিন সময়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমবেদনা জানাইয়াছেন এবং তাহার উপর জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

يَقِيْهِ بِكَفَّيْهِ الرِّمَاحَ وَاَسْلَمَتْ—اَشَاجِعُهٗ تَحْتَ السُّيُوْفِ فَشَلَّتِ

আপন উভয় হাত দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্শার আঘাত হইতে রক্ষা করিতে থাকিলেন এবং (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাঁচাইবার জন্য) তিনি আপন হাতদ্বয়কে তলোয়ারের নিচে দিয়া দিলেন, যাহাতে উহা সম্পূর্ণ অবশ হইয়া গেল।

وَكَانَ اِمَامَ النَّاسِ اِلَّا مُحَمَّدًا—اَقَامَ رَحَى الْاِسْلَامِ حَتَّى اسْتَقَلَّتِ

তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সকল মানুষের অগ্রে ছিলেন, তিনি ইসলামের যাঁতাকলকে এমনভাবে চালাইলেন যে, উহা আপনা আপনি চলিতে আরম্ভ করিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (হযরত তালহা (রাঃ)এর প্রশংসায়) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

حَمٰى نَبِىَّ الْهُدٰى وَالْخَيْلُ تَتْبَعُهٗ—حَتّٰى اِذَا مَالَقُوا حَامٰى عَنِ الدِّيْنِ

তালহা (রাঃ) হেদায়াতওয়ালা নবীর হেফাজত করিয়াছেন অথচ অশ্বারোহী দল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, অতঃপর যখন অশ্বারোহী দল তাহার নিকটবর্তী হইল তখন তিনি দ্বীনের পক্ষে প্রতিরক্ষা করিলেন।

صَبْرًا عَلَى الطَّعْنِ اِذْ وَلَّتْ حُمَاتُهُمْ—وَالنَّاسُ مِنْ بَيْنِ مَهْدِيٍّ وَمَفْتُوْنِ

যখন লোকদের সাহায্যকারীরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইতেছিল তখন তিনি বর্শার আঘাতের উপর ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন, আর সেদিন লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—একদল হেদায়াতপ্রাপ্ত মুসলমান

ও অপরদল ফেৎনায় নিপতিত কাফের।

يَا طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَدْ وَجَبَتْ-لَكَ الْجِنَانُ وَزُوِّجْتَ الْمَهَا الْعِيْنِ

হে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হরিণনয়না হুরদের সহিত তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) (হযরত তালহা (রাঃ)এর প্রশংসায়) এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

حَمٰى نَبِىَّ الْهُدٰى بِالسَّيْفِ مُنْصَلِتًا-لَمَّا تَوَلّٰى جَمِيْعُ النَّاسِ وَانْكَشَفُوا

যখন সমস্ত লোক পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল তখন হযরত তালহা (রাঃ) খোলা তরবারী হাতে হেদায়াতওয়ালা নবীর হেফাজত করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। ওহুদের যুদ্ধে হযরত তালহা (রাঃ)এর যুদ্ধের ঘটনা পূর্বে ১ম খণ্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, আল্লাহর খাতিরে সর্বপ্রথম তরবারী উত্তোলনকারী হইলেন হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)। একদিন তিনি দুপুরবেলা কাইলুলাহ অর্থাৎ আরাম করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি এই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ শহীদ করিয়া দিয়াছে। (এই আওয়াজ শুনামাত্রই) তিনি খোলা তরবারী হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সামনা সামনি দেখা হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যুবাইর! তোমার কি হইয়াছে? তিনি

আরজ করিলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা এই ছিল যে, সমস্ত মক্কাবাসীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন। তাহার সম্পর্কেই কবি আসাদী এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে—

هٰذَاكَ اَوَّلُ سَيْفٍ سُلَّ فِى غَضَبٍ - لِلّٰهِ سَيْفُ الزُّبَيْرِ الْمُرْتَضٰى اَنْفَا

হযরত যুবাইর মুরতাজা সর্দারের তরবারীই প্রথম তরবারী যাহা আল্লাহর খাতিরে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তোলিত হইয়াছে।

حَمِيَّةٌ سَبَقَتْ مِنْ فَضْلِ نَجْدَتِهٖ - قَدْ يَحْبِسُ النَّجْدَاتِ الْمُحْبِسُ الْاَرْفَا

ইহা একপ্রকার দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ যাহা তাহার অত্যাধিক বীরত্বের কারণে প্রকাশ পাইয়াছে। আর অনেক সময় ঝুলন্ত দীর্ঘ কানধারী ঘোড়া নিজের ভিতরে বহুধরনের বীরত্ব ধারণ করিয়া রাখে। (হযরত যুবাইর (রাঃ)কে উক্ত ঘোড়ার সহিত গুণগত দিক দিয়া তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহার ভিতরেও বহু ধরনের বীরত্ব রহিয়াছে যাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ লাভ করিবে।)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর শয়তানের পক্ষ হইতে এক আওয়াজ শুনিলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। সে সময় হযরত যুবাইর (রাঃ)এর বয়স বার বৎসর ছিল। তিনি এই আওয়াজ শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের তরবারী উত্তোলন করিয়া (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালাশে) অলিগলিতে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মক্কার উঁচু প্রান্তে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)

দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাঁহার নিকট পৌঁছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি শুনিতে পাইলাম যে, আপনাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, যে আপনাকে গ্রেফতার করিয়াছে আমি তাহাকে আমার এই তরবারী দ্বারা মারিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ও তাহার তরবারীর জন্য দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া যাও। ইহাই সর্বপ্রথম তরবারী যাহা আল্লাহর রাস্তায় উত্তোলিত হইয়াছে। (মুন্তাখাবে কান্‌য)

ওহুদের যুদ্ধে তালহা আবদারীর কতল

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের ঝাণ্ডা বহনকারী তালহা ইবনে আবি তালহা আবদারী মুসলমানদিগকে তাহার মোকাবিলার আহবান জানাইল। প্রথমতঃ মুসলমানগণ তাহার সহিত মোকাবিলা করিতে ঘাবড়াইলেন। অতঃপর হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) তাহার মোকাবিলার জন্য বাহির হইলেন এবং এক লাফে তাহার উটের উপর উঠিয়া তাহার সহিত যাইয়া বসিলেন। (উটের উপরেই লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল) হযরত যুবাইর (রাঃ) তালহাকে উটের উপর হইতে নিচে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আপন তরবারী দ্বারা জবাই করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যুবাইর (রাঃ)এর প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য (জীবন উৎসর্গকারী) হাওয়ারী (সাহায্যকারী) হইয়া থাকে। আর আমার হাওয়ারী হইল যুবাইর। তিনি আরো বলিলেন, যেহেতু আমি দেখিয়াছি, লোকেরা তালহা আবদারীর মোকাবিলায় পিছু হটিতেছে সেহেতু যদি যুবাইর তাহার মোকাবিলার জন্য না যাইত তবে আমি স্বয়ং যাইতাম। (বিদায়াহ)

নওফল মাখযূমীর কতলের ঘটনা

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নওফল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগীরাহ মাখযূমী খন্দকের যুদ্ধের দিন শত্রুদের কাতার হইতে বাহির হইয়া মুসলমানদিগকে তাহার মোকাবিলার জন্য আহবান জানাইল। তাহার মোকাবিলার জন্য হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং তিনি তরবারী দ্বারা এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাকে দুই টুকরা করিয়া দিলেন। এই আঘাতের দরুন তাহার তরবারীর ধার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন—

إِنِّى امْـرُؤٌ أَحْمِىْ وَأَحْتَمِى - عَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى الْأُمِّى

আমি সেই ব্যক্তি, যে দুশমন হইতে নিজেকে রক্ষা করি এবং নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও রক্ষা করি। (বিদায়াহ)

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) বলেন, মুশরিকদের মধ্য হইতে একব্যক্তি অস্ত্রসজ্জিত হইয়া একটি উঁচু স্থানে উঠিল এবং বলিতে লাগিল, কে আমার মোকাবিলা করিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি তাহার মোকাবিলার জন্য যাইবে? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার যদি ইচ্ছা হয় (তবে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।) হযরত যুবাইর (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে) উঁকি দিয়া দেখিতেছিলেন। তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, হে (আমার ফুফু) সফিয়্যার ছেলে, তুমি (মোকাবিলার জন্য) উঠিয়া দাঁড়াও। অতএব হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহার দিকে চলিলেন, এবং তাহার বরাবরে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

অতঃপর উভয়ে একে অপরের উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ আরম্ভ করিল। আবার উভয়ে একে অপরের সহিত ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিল। তারপর তাহারা নিচের দিকে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, উভয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম যে নিচে সমতল ভূমিতে পড়িবে সে মারা পড়িবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ (হযরত যুবাইর (রাঃ)এর জন্য) দোয়া করিলেন। আর কাফের সর্বপ্রথম নিচে পড়িল। হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহার বুকের উপর পড়িলেন এবং তাহাকে কতল করিয়া দিলেন।

খন্দক ও ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রাঃ)এর আক্রমণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে মহিলা ও শিশুদের সহিত দূর্গের ভিতর রাখা হইয়াছিল। আমার সঙ্গে ওমর ইবনে আবি সালামা (রাঃ)ও ছিলেন। (তাহারা উভয়ে অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন।) ওমর ইবনে আবি সালামা (রাঃ) আমার সামনে কুঁজ হইয়া দাঁড়াইতেন, আর তাহার কোমরের উপর চড়িয়া আমি (দূর্গের বাহিরে যুদ্ধের ময়দান) দেখিতাম। আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি কখনও এইদিকে হামলা করেন, কখনও ঐদিকে হামলা করেন। তাহার সম্মুখে যাহাই ঘটিত তিনি উহার প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় যখন তিনি আমাদের নিকট দূর্গের ভিতরে আসিলেন তখন আমি বলিলাম, আব্বাজান, আজ আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা আমি সবই দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমার বেটা, তুমি আমাকে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমার পিতামাতা তোমার উপর কোরবান হউক!

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি যদি (কাফেরদের উপর) হামলা করিতেন তবে আমরাও আপনার সঙ্গে সঙ্গে হামলা করিতাম। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি হামলা করি তবে তোমরা তোমাদের কথা রক্ষা

করিতে পারিবে না। তাহারা বলিলেন, আমরা এরূপ করিব না। (বরং আপনার সঙ্গে আমরাও থাকিব।) অতএব হযরত যুবাইর (রাঃ) কাফেরদের উপর এমন জোরদার হামলা করিলেন যে, তাহাদের কাতার ভেদ করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়া গেলেন অথচ সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে কেহই তাহার সঙ্গে ছিলেন না। তিনি পুনরায় শত্রুর কাতার ভেদ করিয়া ফিরিয়া আসার সময় কাফেররা তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তাহার কাঁধের উপর তরবারীর দুইটি আঘাত করিল, যাহা বদরযুদ্ধে লাগা আঘাতের ডানে বামে দুইদিকে লাগিল।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আমি ছোটসময়ে সেই সমস্ত জখমের গর্তগুলিতে আঙ্গুল ঢুকাইয়া খেলা করিতাম।

এই ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)ও তাহার সহিত ছিলেন। তাহার বয়স তখন দশ বৎসর ছিল। হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহাকে একটি ঘোড়ার উপর বসাইয়া একজন লোকের সোপর্দ করিয়া দিয়াছিলেন।

আলবিদায়ার রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবা (রাঃ) দ্বিতীয়বার হযরত যুবাইর (রাঃ)কে পূর্বের ন্যায় অনুরোধ জানাইলে তিনি প্রথমবারের ন্যায় আবার একইভাবে আক্রমণ করিয়া দেখাইলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর বীরত্ব

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেজাযের রাবেগ এলাকার দিকে এক জামাত প্রেরণ করিলেন। উক্ত জামাতে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)ও ছিলেন। মুশরিকরা মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেদিন হযরত সা'দ (রাঃ) আপন তীর দ্বারা মুসলমানদের হেফাজত করিলেন। আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তিনিই তীর নিক্ষেপ করিয়াছেন। আর এই যুদ্ধই ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) আপন তীর নিক্ষেপ

সম্পর্কে এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন—

أَلَا هَلْ أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنِّي - حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُدُوْرِ نَبْلِي

মনোযোগ দিয়া শোন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কি এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আমি আমার তীরের অগ্রভাগ দ্বারা আপন সঙ্গীদের হেফাজত করিয়াছি?

أَذُوْدُ بِهَا عَدُوَّهُمْ ذِيَادًا - بِكُلِّ حُزُوْنَةٍ وَبِكُلِّ سَهْلِ

প্রত্যেক শক্ত ও নরম জমিনে আপন তীর দ্বারা আমি মুসলমানদের দুশমনদিগকে প্রতিহত করিয়াছি।

فَمَا يُعْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُوٍّ - بِسَهْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَبْلِي

ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপকারী হিসাবে মুসলমানদের মধ্য হইতে আমার পূর্বে আর কাহাকেও গণ্য করা হইবে না। (কেননা আমিই সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করিয়াছি।) (মুন্তাখাবে কান্য)

একই তীরে তিনজনকে হত্যা করা

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) এক তীর দ্বারা তিনজন কাফেরকে কতল করিয়াছেন। আর তাহা এইভাবে হইয়াছে যে, দুশমনরা তাহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিলে তিনি সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং একজনকে কতল করিলেন। কাফেররা সেই তীর পুনরায় তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে তিনি আবার উহা তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় আর একজনকে কতল করিলেন। কাফেররা সেই তীর তৃতীয়বার তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে তিনি পুনরায় সেই তীর কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া তৃতীয় আরেক কাফেরকে কতল করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কৃতিত্বে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই তীর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাকে উঠাইয়া দিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, (সেইদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছেন যে, 'আমার পিতামাতা তোমার উপর কোরবান হউক।'

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কখনও সওয়ার হইয়া আবার কখনও পদাতিকভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন। অথবা অর্থ এই যে, তিনি ছিলেন তো পদাতিকই, কিন্তু আরোহী যোদ্ধার ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ করিয়াছেন।

হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত হারেস তাইমী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত হামযা (রাঃ) উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগাইয়া লইয়াছিলেন। এক মুশরিক জিজ্ঞাসা করিল, উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগানো এই ব্যক্তি কে? বলা হইল, ইনি হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)। মুশরিক লোকটি বলিল, এই তো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের বিরুদ্ধে বহু কর্মকাণ্ড করিয়াছে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, উমাইয়া ইবনে খালাফ আমাকে বলিল, হে আবদুল ইলাহ, বদরের দিন বুকের উপর উটপাখির পালক দ্বারা নিশান লাগানো ব্যক্তিটি কে ছিল? আমি বলিলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) ছিলেন। উমাইয়া বলিল, তিনিই তো আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করিয়াছেন। (বায্যার)

হযরত হামযা (রাঃ)এর বিকৃত লাশ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন

যখন লোকজন যুদ্ধের ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)কে লোকদের মধ্যে দেখিতে পাইলেন না। এক ব্যক্তি বলিল, আমি তাহাকে ঐ গাছের নিকট দেখিয়াছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, আমি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের সিংহ, আয় আল্লাহ, এই আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীগণ যে ফেৎনা ফাসাদ লইয়া আসিয়াছে আমি আপনার নিকট উহা হইতে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি, এবং মুসলমানগণ যে রণে ভঙ্গ দিয়াছে আমি উহা হইতেও আপনার নিকট নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে গেলেন এবং যখন (শহীদ হইয়া পড়িয়া থাকা অবস্থায়) তাহার কপাল দেখিলেন তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। অতঃপর যখন তাহার কান নাক ইত্যাদি কর্তন করা হইয়াছে দেখিলেন তখন ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, কোন কাফনের কাপড় আছে কি? একজন আনসারী সাহাবী (রাঃ) উঠিয়া একটি কাপড় তাহার উপর ফেলিয়া দিলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত হামযা (রাঃ) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট সকল শহীদানদের সর্দার হইবেন। (হাকেম)

হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা

হযরত জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়াহ যামরী (রহঃ) বলেন, আমি এবং হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (রহঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর খেলাফত আমলে বাহির হইলাম। অতঃপর হাদীস উল্লেখ করিয়া বলেন, অবশেষে আমরা হযরত ওয়াহশী (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বসিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, আমরা আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যে, হযরত হামযা (রাঃ)কে আপনি কিভাবে শহীদ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। হযরত ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে এই

ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে যেমনভাবে শুনাইয়াছি তোমাদিগকেও সেই ঘটনা তেমনভাবে শুনাইব। আমি জুবাইর ইবনে মুতইমের গোলাম ছিলাম। তাহার চাচা তুআইমা ইবনে আদী বদর যুদ্ধে মারা গিয়াছিল।

তারপর যখন কোরাইশগণ ওহুদ যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইল, তখন জুবাইর ইবনে মুতইম আমাকে বলিল, যদি তুমি আমার চাচার বদলাস্বরূপ (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর চাচা (হযরত) হামযা (রাঃ)কে কতল করিতে পার তবে তুমি (গোলামী হইতে) মুক্ত। আমি একজন হাবশী ছিলাম। আর হাবশার লোকদের ন্যায় বর্শা নিক্ষেপ করিতাম। আমার বর্শা খুবই কম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত। সুতরাং আমিও কাফেরদের সহিত রওয়ানা হইলাম। যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হইল তখন আমি হযরত হামযা (রাঃ)কে দেখার জন্য বাহির হইলাম। আমি গভীরভাবে দেখিতেছিলাম, অবশেষে বাহিনীর এক কিনারায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম। (ধুলাবালির দরুন) তাহাকে ছাই রংয়ের উটের মত দেখাইতেছিল। তিনি তরবারী দ্বারা এমন প্রচণ্ডভাবে লোকদেরকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছেন যে, তাহার সম্মুখে কোন জিনিসই টিকিতে পারিতেছিল না। আল্লাহর কসম, আমি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম এবং গাছ বা বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতে ছিলাম যাহাতে তিনি আমার নিকটবর্তী হইয়া যান।

ইতিমধ্যে সেবা' ইবনে আব্দিল উয্যা আমার সম্মুখ দিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। হযরত হামযা (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে মেয়েলোকদের খৎনাকারিণীর বেটা! আমার কাছে আয়। অতঃপর তিনি তাহার উপর এমন জোরে তরবারীর আঘাত হানিলেন যে, চোখের পলকে তাহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক করিয়া দিলেন। মনে হইল যেন, তিনি কিছুই করেন নাই আপনা আপনি মস্তক কাটিয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর আমি আমার বর্শা নাড়া দিলাম এবং যখন নিশ্চিত হইলাম (যে, লক্ষ্যচ্যুত হইবে না) তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলাম।

বর্শা তাহার তলপেটে যাইয়া এমন জোরে বিদ্ধ হইল যে, তলপেট ছিদ্র করিয়া উভয় পায়ের মাঝখান দিয়া পিছনের দিকে বাহির হইয়া গেল। তিনি আমার দিকে উঠিয়া আসিতে চাহিলেন, কিন্তু বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর আমি আমার বর্শা সহ তাহাকে এইভাবে রাখিয়া কিছু সময় অপেক্ষা করিলাম।

অবশেষে যখন তাহার মৃত্যু হইয়া গেল তখন আমি তাহার নিকট গেলাম এবং আমার বর্শা উঠাইয়া লইলাম। তারপর ফিরিয়া আসিয়া আপন বাহিনীর মধ্যে বসিয়া রহিলাম। তাহাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন কাজ ছিল না। আমি তো তাহাকে এইজন্য কতল করিয়াছিলাম যাহাতে আমি গোলামী হইতে মুক্তি লাভ করি। সুতরাং যখন মক্কায় ফিরিয়া আসিলাম তখন আমি মুক্ত হইয়া গেলাম। অতঃপর আমি মক্কায় অবস্থান করিতে থাকিলাম। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করিলেন তখন আমি পালাইয়া তায়েফ চলিয়া গেলাম এবং সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তারপর যখন তায়েফের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইল তখন আমার জন্য সমস্ত রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল।

আমি মনে মনে বলিলাম, সিরিয়ায় চলিয়া যাই অথবা ইয়ামানে অথবা অন্য কোন স্থানে চলিয়া যাই। আমি এই চিন্তায়ই ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, তোমার ভাল হউক, আল্লাহর কসম, যে কেহ কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনে দাখেল হইয়া যায় তিনি আর তাহাকে কতল করেন না। উক্ত ব্যক্তি যখন আমাকে এই কথা বলিল তখন আমি (তায়েফ হইতে) রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনায় পৌঁছিয়া গেলাম। (তিনি আমার আগমন সম্পর্কে কিছু বুঝিয়া উঠার পূর্বেই) আমাকে তাহার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

অতঃপর আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি ওহশী? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, বস এবং হযরত হামযা (রাঃ)কে কিভাবে শহীদ করিয়াছ তাহা আমাকে শুনাও।

হযরত ওহশী (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে ঠিক এইভাবে সেই ঘটনা শুনাইয়াছিলাম যেমন আজ তোমাদের উভয়কে শুনাইলাম। যখন আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া শেষ করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার ভাল হউক, তুমি আমার নিকট হইতে তোমার চেহারা লুকাইয়া রাখ, আমি যেন আগামীতে কখনও তোমাকে না দেখি। (অর্থাৎ তোমাকে দেখিলে আমার চাচার দুঃখ তাজা হইয়া যাইবে। অতএব তুমি কখনও আমার সম্মুখে আসিও না।) সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন আমি সেখান হইতে সরিয়া যাইতাম যাহাতে আমাকে না দেখেন। অতঃপর যখন মুসলমানগণ ইয়ামামার মুসাইলামা কায্যাবের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বাহির হইলেন তখন আমিও তাহাদের সহিত রওয়ানা হইলাম। আমি যেই বর্শা দ্বারা হযরত হামযা (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিলাম উহাও সঙ্গে লইলাম। যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন আমি মুসাইলামাকে তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। আমি ইতিপূর্বে তাহাকে চিনিতাম না। আমি তাহাকে মারার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম অপরদিকে একজন আনসারীও তাহাকে মারার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আমরা উভয়েই তাহাকে কতল করিতে চাহিতেছিলাম। আমি আমার বর্শা নাড়া দিলাম এবং যখন নিশ্চিত হইলাম যে, আমার বর্শা লক্ষ্যে আঘাত করিবে তখন আমি তাহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিলাম যাহা তাহার শরীরে বিদ্ধ হইল। অপরদিকে আনসারীও তলোয়ার দ্বারা তাহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং পূর্ণ আঘাত হানিলেন। (এখন) তোমার রবই ভাল জানেন, আমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাহাকে কতল করিয়াছে। যদি আমি কতল করিয়া থাকি তবে তো আমি একদিকে এমন

ব্যক্তিকে কতল করিয়াছি যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি, আবার আমি এমন ব্যক্তিকেও কতল করিয়াছি যে মানবকুলে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত জাফর ইবনে আমর হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এই উল্লেখ রহিয়াছে যে, যখন উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া গেল তখন শত্রুবাহিনী হইতে সিবা' বাহির হইয়া আসিল এবং উচ্চস্বরে বলিল, কে আছে আমার সহিত মুকাবিলা করিবে? তাহার মুকাবিলার জন্য হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বাহির হইলেন এবং বলিলেন, হে সিবা', হে মহিলাদের খৎনাকারিণী উম্মে আনসারের বেটা! তুই আল্লাহ ও তাহার রাসূলের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস? অতঃপর হযরত হামযা (রাঃ) সিবা'র উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, সে অতীত দিনের ন্যায় চিরতরে শেষ হইয়া গেল।

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হানযালা ইবনে রাবী' (রাঃ)কে তায়েফবাসীদের নিকট পাঠাইলেন। তিনি তায়েফবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিলেন। তাহারা হযরত হানযালা (রাঃ)কে ধরিয়া দূর্গের ভিতর লইয়া যাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছে হানযালাকে ইহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে? যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবে সে আমাদের এই যুদ্ধের সওয়াবের ন্যায় পূর্ণ সওয়াব লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়া একমাত্র হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) উঠিলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত হানযালাকে লইয়া দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করার উপক্রম হইয়াছিল।

হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তিনি হযরত হানযালা (রাঃ)কে তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিজের কোলে উঠাইয়া লইলেন। তায়েফের লোকেরা হযরত আব্বাস (রাঃ)এর উপর দূর্গের উপর হইতে পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)এর জন্য দোয়া করিতে লাগিলেন। অবশেষে হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত হানযালা (রাঃ)কে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। (কান্‌য)

হযরত মুআয ইবনে আমর (রাঃ) ও হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি যুদ্ধের কাতারে দাঁড়াইয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমি দেখিলাম, আমার ডানে ও বামে দুইজন আনসারী কমবয়স্ক বালক দাঁড়াইয়া আছে। আমার মনে খেয়াল আসিল, যদি আমি ইহাদের অপেক্ষা দুইজন শক্তিশালী পুরুষের মাঝে হইতাম (তবে কতই না ভাল হইত)। এমন সময় তাহাদের উভয়ের একজন আমার হাত ধরিয়া বলিল, চাচাজান, আপনি কি আবু জাহেলকে চেনেন? আমি বলিলাম, হাঁ, চিনি। তাহার সহিত তোমার কি প্রয়োজন? সে বলিল, আমি শুনিয়াছি, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করে। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি তাহাকে দেখিতে পাই তবে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে পৃথক হইব না যতক্ষণ না আমাদের উভয়ের একজনের মৃত্যু হয়।

আমি তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। এমন সময় দ্বিতীয়জনও আমার হাত ধরিয়া একই প্রশ্ন করিল এবং প্রথমজন যাহা বলিয়াছিল দ্বিতীয়জনও তাহাই বলিল। ইতিমধ্যে আবু জাহলকে দেখিলাম ময়দানে লোকদের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদের

উভয়কে বলিলাম, তোমরা যাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ঐ যে সে যাইতেছে। ইহা শুনিয়া উভয়ে তলোয়ার হাতে লইয়া তাহার প্রতি ছুটিয়া গেল এবং তাহার উপর তলোয়ার চালাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহাকে কতল করিয়া ফেলিল। অতঃপর তাহারা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহাকে সংবাদ দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাহাকে কতল করিয়াছে? উভয়ের প্রত্যেকেই বলিল, আমি তাহাকে কতল করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি তোমাদের নিজ নিজ তলোয়ার মুছিয়া ফেলিয়াছ? তাহারা বলিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের তলোয়ার দেখিলেন এবং বলিলেন, তোমরা উভয়েই তাহাকে কতল করিয়াছ। অতঃপর তিনি আবু জাহলের সামানপত্র হযরত মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ (রাঃ)কে প্রদানের ফয়সালা করিলেন। অপরজন হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাঃ) ছিলেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি বদর যুদ্ধের কাতারে দাঁড়াইয়াছিলাম। যখন ডানে বামে তাকাইয়া দেখিলাম যে, আমার দুই পার্শ্বে দুইজন অল্পবয়স্ক বালক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তখন মনে ভরসা পাইলাম না। এমন সময় তাহাদের উভয়ের একজন তাহার অপর সঙ্গী হইতে গোপনে আমাকে বলিল, চাচাজান, আবু জাহলকে একটু দেখাইয়া দেন। আমি বলিলাম, ভাতিজা, তুমি তাহাকে দিয়া কি করিবে? সে বলিল, আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছি যে, যদি আমি তাহাকে দেখিতে পাই তবে আমি তাহাকে কতল করিয়া দিব অথবা নিজে কতল হইয়া যাইব। দ্বিতীয় জনও আপন সঙ্গী হইতে গোপনে আমাকে একই কথা বলিল।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, (আমি তাহাদের উভয়ের

বীরত্বপূর্ণ কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং) আমার মনে আর এই আক্ষেপ রহিল না যে, আমি তাহাদের পরিবর্তে অন্য কোন শক্তিশালী লোকের মাঝে হই। অতঃপর আমি তাহাদেরকে আবু জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলাম। তাহারা দেখামাত্র বাজপাখীর মত আবু জাহলের উপর আক্রমণ করিল এবং তলোয়ারের আঘাত করিল। তাহারা উভয়ে আফরার দুই পুত্র ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, বনু সালামা গোত্রের হযরত মুআয ইবনে জামূহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, (বদর যুদ্ধের দিন) আবু জাহল ঘন গাছপালার ঝাড়ের ন্যায় সৈন্যদলের বেষ্টনীর ভিতর ছিল। (চতুর্দিক হইতে সে কাফেরদের ঘেরাও এর ভিতর নিরাপদ অবস্থানে ছিল।) আমি কাফেরদেরকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আবুল হাকাম (অর্থাৎ আবু জাহল) পর্যন্ত কেহ পৌঁছিতে পারিবে না। আমি যখন এই কথা শুনিলাম তখন তাহার নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে কতল করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া লইলাম এবং আবু জাহলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম।

যখন সে আমার আয়ত্তের ভিতর আসিল তখন তাহার উপর আক্রমণ করিলাম এবং এমনভাবে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিলাম যে, তাহার পায়ের অর্ধেক গোছা উড়িয়া গেল। আল্লাহর কসম, সেই পা এমনভাবে ছিটকাইয়া পড়িল যেমন খেজুর দানা ভাঙ্গার সময় পাথরের নিচ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা আমার কাঁধের উপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিল এবং আমার হাত কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু সেই কাটা হাত চামড়ার সহিত ঝুলিয়া রহিল। যুদ্ধের ব্যস্ততা আমার হাতের কষ্ট ভুলাইয়া দিল এবং প্রায় সারাদিন ঝুলন্ত হাত লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত রহিলাম। পরবর্তীতে যখন ঝুলন্ত হাতের দরুন কষ্ট অনুভব হইতে লাগিল তখন হাতকে পায়ের নিচে চাপিয়া ধরিয়া জোরে টান মারিলাম ইহাতে সেই চামড়া ছিঁড়িয়া গেল যাহার সহিত হাত ঝুলিতেছিল। অতঃপর আমি হাতকে ফেলিয়া দিলাম। (বিদায়াহ)

হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ্ আনসারী (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন একটি তলোয়ার লইয়া বলিলেন, এই তলোয়ার কে লইবে? কয়েকজন সেই তলোয়ার লইয়া উহা দেখিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (তলোয়ার দেখার জন্য নয় বরং) কে ইহার হক আদায় করিবে? ইহা শুনিয়া লোকজন পিছনে সরিয়া গেল। হযরত আবু দুজানা সিমাক (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার হক আদায় করিব। (সুতরাং তিনি উহা লইলেন এবং) উহা দ্বারা মুশরিকদের শিরচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তলোয়ার লোকদের সামনে পেশ করিয়া বলিলেন, এই তলোয়ার লইয়া কে ইহার হক আদায় করিবে? হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহা লইয়া ইহার হক আদায় করিব। ইহার হক কি? হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত তলোয়ার তাহাকে দিলেন। তিনি তলোয়ার লইয়া বাহির হইলে আমিও তাহার পিছনে চলিলাম। তিনি যেখান দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন সম্মুখে যাহাকেই পাইতেছিলেন তাহাকেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিতেছিলেন এবং ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। অবশেষে তিনি পাহাড়ের পাদদেশে কতিপয় (কাফের) মহিলাদের নিকট পৌঁছিলেন। তাহাদের মধ্যে হিন্দও ছিল। সে (কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ - نَمْشِىْ عَلَى النَّمَارِقْ

অর্থ ঃ আমরা তারেকের কন্যা, (অথবা আমরা নক্ষত্ররাজির ন্যায় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পিতার কন্যা) আমরা গালিচার উপর চলাফেরা করি।

وَالْمِسْكُ فِى الْمَفَارِقْ - اِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ

অর্থ ঃ আমাদের (মাথার) সিঁথিতে মেশকের খুশবু লাগানো রহিয়াছে, যদি তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) অগ্রসর হও তবে আমরা তোমাদেরকে আলিঙ্গন করিব।

اَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ - فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা (যুদ্ধের ময়দান হইতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে আমরা তোমাদিগকে এমনভাবে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব যেমন ঐ ব্যক্তি ছাড়িয়া চলিয়া যায় যাহার অন্তরে ভালবাসা নাই। (সে আর কখনও ফিরিয়া আসে না।)

হযরত আবু দুজানা (রাঃ) বলেন, আমি হিন্দার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলাম, এমন সময় সে (সাহায্যের জন্য) ময়দানের দিকে ফিরিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ দিল কিন্তু কেহই তাহার সাহায্যের জন্য আসিল না। তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া পিছনে সরিয়া আসিলাম।

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু দুজানা (রাঃ)কে বলিলাম, আমি আপনার সমস্ত কাজ দেখিয়াছি এবং আপনার সমস্ত কাজই পছন্দ হইয়াছে শুধু একটি কাজ ব্যতীত, আর তাহা এই যে, আপনি মহিলাটিকে (ছাড়িয়া দিলেন,) কতল করিলেন না। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) বলিলেন, মহিলাটি (সাহায্যের জন্য) আওয়াজ দিল, কিন্তু কেহ তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসিল না। আমার নিকট ভাল মনে হইল না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ার দ্বারা এমন মহিলাকে কতল করি যাহার কোন সাহায্যকারী নাই।(বায্যার)

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের যুদ্ধের দিন একটি তলোয়ার পেশ করিয়া বলিলেন, এই তলোয়ার ধারণ করিয়া কে ইহার হক আদায় করিবে? আমি দাঁড়াইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (ইহার হক আদায় করিব)। তিনি আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং পুনরায় বলিলেন,

এই তলোয়ার ধারণ করিয়া কে ইহার হক আদায় করিবে? আমি আবার আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (ইহার হক আদায় করিব)। তিনি আবারো আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং পুনরায় বলিলেন, এই তলোয়ার লইয়া কে ইহার হক আদায় করিবে। হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহার হক আদায় করিব। কিন্তু ইহার হক কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ইহার হক এই যে, তুমি ইহা দ্বারা কোন মুসলমানকে কতল করিবে না এবং তুমি ইহা লইয়া কোন কাফের হইতে পলায়ন করিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তলোয়ার তাহাকে প্রদান করিলেন। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) যখন লড়াইয়ের এরাদা করিতেন তখন চিহ্ন হিসাবে লাল কাপড়ের পট্টি বাঁধিয়া লইতেন।

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, আমি আজ আবু দুজানাকে দেখিব, তিনি কি করেন। সুতরাং দেখিলাম, যে কেহই তাহার সম্মুখে পড়িত তিনি তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দিতেন এবং দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিতেন। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। (হাকেম)

হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তলোয়ার চাহিলাম, আর তিনি আমাকে না দিয়া হযরত আবু দুজানা (রাঃ)কে দিয়া দিলেন তখন আমার মনে কষ্ট হইল। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সফিয়্যা (রাঃ)এর ছেলে এবং কুরাইশ বংশের, আর আবু দুজানা (রাঃ)এর পূর্বে দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তলোয়ার চাহিয়াছি এতদসত্ত্বেও তিনি আবু দুজানা (রাঃ)কে তলোয়ার প্রদান করিলেন আর আমাকে দিলেন না। আল্লাহর কসম, আমিও দেখিব, আবু দুজানা তলোয়ার লইয়া কি করেন। অতএব আমি তাহার পিছনে চলিলাম। তিনি নিজের

লাল কাপড়ের টুকরা বাহির করিয়া মাথায় বাঁধিয়া লইলেন। আনসারগণ বলিতে লাগিল, আবু দুজানা মৃত্যুর পট্টি বাহির করিয়া লইয়াছে। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) যখনই লাল পট্টি বাঁধিয়া লইতেন তখন আনসারগণ এরূপ বলিত।

হযরত আবু দুজানা (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ময়দানে বাহির হইয়া আসিলেন—

أَنَا الَّذِيْ عَاهَدَنِيْ خَلِيْلِيْ - وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيْلِ

আমরা যখন পাহাড়ের পাদদেশে খেজুর গাছের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমার খলীল অর্থাৎ বন্ধু আমার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে,

أَنْ لَّا أَقُوْمَ الدَّهْرَ فِى الْكَيُّوْلِ - أَضْرِبْ بِسَيْفِ اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

আমি জীবনে কখনও যুদ্ধের ময়দানে শেষ কাতারে দাঁড়াইব না। এখন আমি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের তলোয়ার দ্বারা (কাফেরদেরকে) মারিব।

তিনি যে কোন কাফেরকে পাইতেন উক্ত তলোয়ার দ্বারা তাহাকে কতল করিয়া দিতেন। মুশরিকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে আমাদের আহতদের তালাশ করিয়া করিয়া শেষ করিয়া দিতেছিল। হযরত আবু দুজানা (রাঃ) ও এই মুশরিক উভয়ে একে অপরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলাম যেন উভয়ের মধ্যে মুকাবিলা হয়। তাহারা উভয়ে মুখামুখী হইল এবং উভয়ে একে অপরের উপর তলোয়ার চালাইল। মুশরিক হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর উপর তলোয়ারের আঘাত করিলে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) উহা ঢাল দ্বারা প্রতিহত করিলেন এবং নিজেকে বাঁচাইলেন। আর মুশরিকের তলোয়ার হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর ঢালে আটকাইয়া গেল। অতঃপর হযরত আবু দুজানা (রাঃ) তলোয়ারের আগাতে তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। তারপর আমি হযরত আবু দুজানা (রাঃ)কে দেখিলাম, হিন্দ

বিনতে ওতবার মাথার উপর তলোয়ার উত্তোলন করিলেন, কিন্তু আবার তলোয়ার সরাইয়া লইলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, (হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর এইরূপ বীরত্ব দেখিয়া) আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাহার রাসূলই বেশী জানেন (যে, কে এই তলোয়ার গ্রহণ করার বেশী উপযুক্ত)।

মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ার পেশ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তারপর হযরত যুবাইর (রাঃ) চাহিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতেও মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাহারা উভয়ে মনে কষ্ট পাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় বার তলোয়ার পেশ করিলে হযরত আবু দুজানা (রাঃ) তলোয়ার চাহিলেন। তিনি তাহাকে তলোয়ার প্রদান করিলেন। তিনি তলোয়ার লইয়া উহার প্রকৃত হক আদায় করিলেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমিও মুসলমানদের সহিত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন মুশরিকদেরকে দেখিলাম যে, তাহারা মুসলমানদেরকে কতল করিয়া তাহাদের নাক কান কাটিয়া দিয়াছে তখন দাঁড়াইয়া গেলাম এবং তারপর মুসলমানদের এই সমস্ত লাশ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, অস্ত্রধারী এক মুশরিক মুসলমানদের লাশের পাশ দিয়া যাইতেছে আর এইরূপ বলিতেছে যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা (কতল হওয়ার জন্য) একত্রিত হও যেমন বকরীর দল (জবাই হওয়ার জন্য) একত্রিত হয়। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, অপরদিকে একজন অস্ত্রধারী মুসলমান সেই মুশরিকের অপেক্ষা করিতেছিল। আমি অগ্রসর হইয়া সেই মুসলমানের পিছনে পৌঁছিয়া গেলাম এবং দাঁড়াইয়া মুসলমান ও কাফের উভয়ের ব্যাপারে অনুমান করিতে লাগিলাম। সুতরাং আমার মনে হইল, কাফেরের নিকট অস্ত্র ও

যুদ্ধের প্রস্তুতি বেশী। আমি উভয়ের মুকাবিলার অপেক্ষায় রহিলাম। অবশেষে তাহারা উভয়ে মুখামুখী হইল এবং মুসলমান ব্যক্তিকে দেখিলাম, এমন জোরে কাফেরের কাঁধের উপর তলোয়ার মারিল যে, কাফের কোমরের নিচ পর্যন্ত চিরিয়া দুই টুকরা হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর সেই মুসলমান ব্যক্তি নিজ চেহারা হইতে নেকাব সরাইয়া বলিল, হে কা'ব, কেমন দেখিলে! আমি আবু দুজানা।

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ধনুক হাদিয়াস্বরূপ পাইলেন। ওহুদের দিন তিনি সেই ধনুক আমাকে প্রদান করিলেন। আমি সেই ধনুক দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এত পরিমাণ তীর নিক্ষেপ করিলাম যে, উহার মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি অনড়ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং নিজ চেহারার উপর তীরের আঘাত লইতে লাগিলাম। যখনই কোন তীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের দিকে আসিত তখনই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্ষা করার জন্য নিজের মাথা ঘুরাইয়া তীরের সামনে লইয়া আসিতাম। (আর আমার ধনুক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুন) আমি নিজে কোন তীর নিক্ষেপ করিতে পারিতেছিলাম না। শেষ একটি তীর আসিয়া এমনভাবে লাগিল যে, আমার চোখের পুতলি খুলিয়া হাতের উপর আসিয়া পড়িল। আমি উহাকে হাতের তালুতে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমার হাতে চোখের পুতলি দেখিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল এবং তিনি আমার জন্য এই দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! কাতাদাহ আপন চেহারা দ্বারা আপনার

নবীর চেহারাকে রক্ষা করিয়াছে, অতএব তাহার চক্ষুকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্বাধিক তীক্ষ্ণ করিয়া দিন। সুতরাং তাহার সেই চক্ষু অপর চক্ষু অপেক্ষা বেশী সুন্দর ও অধিক তীক্ষ্ণ হইয়া গেল। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের চেহারা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের হেফাজত করিতেছিলাম। আর হযরত আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাহ (রাঃ) নিজ পিঠ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠ মুবারকের হেফাজত করিতেছিলেন। হযরত আবু দুজানা (রাঃ)এর পিঠ সেদিন তীর দ্বারা ভরিয়া গিয়াছিল। আর এই ঘটনা ওহুদের যুদ্ধের দিন ঘটিয়াছিল।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রাঃ) বলেন, আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চলাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মদীনায় আসিলাম। তারপর (একবার) আমি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত রাবাহ (রাঃ) উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলি লইয়া (চরাইবার উদ্দেশ্যে) বাহির হইলাম। আমি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর ঘোড়াটিও সঙ্গে লইলাম। উদ্দেশ্য ছিল উটগুলির সহিত ঘোড়াটিকে চরাইয়া আনিব এবং পানি পান করাইয়া আনিব। সকাল হইয়া গেলেও কিছুটা অন্ধকার তখনও বাকী ছিল।

এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনাহ (একদল কাফের লইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটগুলি লুট করিল এবং রাখালকেও হত্যা করিল। অতঃপর সে তাহার ঘোড়সওয়ার সঙ্গীদের সহ উটগুলি হাঁকাইয়া লইয়া চলিল। আমি বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি এই

ঘোড়ায় চড়িয়া যাও এবং হযরত তালহা (রাঃ)কে তাহার ঘোড়া পৌঁছাইয়া দিও, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দিও যে, তাঁহার উটগুলি লুট হইয়া গিয়াছে। আর আমি একটি টিলার উপর উঠিয়া মদীনার দিকে মুখ করিয়া তিনবার এই বলিয়া আওয়াজ লাগাইলাম, ইয়া সাবাহাহ্! (অর্থাৎ—হে লোকসকল, শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, সাহায্যের জন্য আগাইয়া আস) তারপর আমি আমার তলোয়ার ও তীর লইয়া এই সমস্ত কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করিলাম। তীর দ্বারা তাহাদের আরোহীদের ঘোড়াগুলিকে আহত করিতে লাগিলাম। যেখানে ঘন গাছপালা পাইতাম সেখান হইতে আমি তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতাম। তাহাদের কোন আরোহী যদি আমার দিকে ফিরিয়া আসিত আমি কোন গাছের আড়ালে বসিয়া পড়িতাম এবং তীর নিক্ষেপ করিতাম। এইভাবে যে কোন আরোহী আমার দিকে রুখিয়া আসিত আমি তাহার সওয়ারী জানোয়ারকে অবশ্যই আহত করিতাম। আমি তাহাদের প্রতি অনবরত তীর নিক্ষেপ করিতেছিলাম আর এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম—

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ - وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

আমি আকওয়ার বেটা, আর আজকের এই দিন কমজাত কৃপণ লোকদের ধ্বংসের দিন।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি আবার কোন ঘোড়সওয়ারের নিকটবর্তী হইয়া তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতাম এবং তাহার কাঁধের উপর তীর বিদ্ধ করিতাম আর বলিতাম—

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ - وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

এই তীর লও, আমি আকওয়ার পুত্র, আর আজকের দিন কমজাত কৃপণ লোকদের ধ্বংসের দিন।

আমি যখন গাছপালার আড়ালে থাকিতাম তখন তীর দ্বারা তাহাদেরকে ভুনিয়া ফেলিতাম। যখন কোন সংকীর্ণ পাহাড়ী রাস্তা আসিত

তখন পাহাড়ে উঠিয়া তাহাদের উপর পাথর বর্ষণ করিতাম। এইভাবে আমি তীর বিদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিতেছিলাম এবং কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত উট আমি তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া আমার পিছনে ছাড়িয়া আসিলাম। তারপরও আমি অনবরত তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলাম। ফলে তাহারা নিজেদের বোঝা হালকা করার জন্য অতিরিক্ত ত্রিশটি বর্শা এবং ত্রিশটিরও অধিক চাদর ফেলিয়া দিল। তাহারা যে কোন জিনিস পিছনে ফেলিয়া দিত আমি চিহ্নস্বরূপ উহার উপর একটি পাথর রাখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তার উপর সেইগুলিকে জমা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। যখন চাশতের সময় রৌদ্র প্রখর হইয়া গেল তখন উয়াইনা ইবনে বদর ফাযারী কিছু লোক লইয়া তাহাদের সাহায্যের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কাফেররা তখন একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী ঘাটিতে অবস্থান করিতেছিল। আমি একটি পাহাড়ে উঠিয়া তাহাদের অপেক্ষা উঁচু স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম। উয়াইনা ইবনে বদর জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে, যাহাকে দেখিতেছি? তাহারা বলিল, এই লোকটির কারণেই আমরা যত কষ্ট উঠাইয়াছি, এই ব্যক্তি সকাল হইতে এই পর্যন্ত আমাদেরকে ধাওয়া করিয়াই চলিয়াছে। আমাদের সমস্ত জিনিস কাড়িয়া লইয়াছে এবং সমস্ত কিছু নিজের পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে। উয়াইনা বলিল, যদি সে তাহার পিছনে সাহায্য আসিতেছে বলিয়া বিশ্বাস না করিত, তবে কখনও ধাওয়া করিত না। তোমাদের মধ্য হইতে কয়েকজন উঠিয়া তাহার নিকট যাও।

সুতরাং চারজন দাঁড়াইয়া গেল এবং পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। তাহারা যখন এতখানি নিকটবর্তী হইল যে, আমার আওয়াজ তাহাদের কান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে তখন আমি বলিলাম, তোমরা কি আমাকে চিন? তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি আকওয়ার ছেলে, আর সেই পাক যাতের কসম, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দান করিয়াছেন, যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আমাকে ধরিতে চায় তবে কখনও আমাকে ধরিতে পারিবে না, আর যদি আমি ধরিতে চাই তবে তোমাদের একজনও বাঁচিতে পারিবে না। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, আমারও এই ধারণা হয়। হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি নিজের জায়গায় অনড় হইয়া বসিয়া রহিলাম। এমন সময় গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ারগণকে আসিতে দেখিলাম। তাহাদের সর্বাগ্রে হযরত আখরাম আসাদী (রাঃ) রহিয়াছেন। তাহার পিছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) এবং তাহার পিছনে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী (রাঃ) রহিয়াছেন। (ইহাদের দেখিয়া) মুশরিকগুলি ভাগিয়া গেল। আমি পাহাড় হইতে নিচে নামিয়া হযরত আখরাম (রাঃ)এর ঘোড়ার লাগাম ধরিলাম এবং বলিলাম, হে আখরাম, এই সমস্ত কাফেরদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাক, আমার আশংকা হয় তাহারা তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা (রাঃ)দের আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা কর। হযরত আখরাম (রাঃ) বলিলেন, হে সালামা! যদি তুমি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখিয়া থাক এবং তোমার বিশ্বাস হয় যে, জান্নাত হক, দোযখের আগুন হক তবে আমার ও শাহাদাতের (মৃত্যুর) মধ্যে তুমি বাধা হইও না।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি তাহার ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া দিলাম এবং তিনি আবদুর রহমান ইবনে উয়াইনার উপর আক্রমণ করিলেন। আবদুর রহমানও ঘুরিয়া পাল্টা আক্রমণ করিল। উভয়ের মধ্যে বর্শা দ্বারা আক্রমণ চলিল। হযরত আখরাম (রাঃ) আবদুর রহমানের ঘোড়ার পা কাটিয়া দিলেন। আবদুর রহমান ঘোড়া হইতে পড়িতে পড়িতে হযরত আখরাম (রাঃ)কে বর্শার আঘাতে শহীদ করিয়া দিল এবং হযরত আখরাম (রাঃ)এর ঘোড়ায় চাপিয়া বসিল। ইতিমধ্যে হযরত আবু

কাতাদাহ (রাঃ) আবদুর রহমানের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। উভয়ের মধ্যে বর্শার আক্রমণ চলিল। আবদুর রহমান হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর ঘোড়ার পা কাটিয়া দিল। হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) আবদুর রহমানকে কতল করিয়া দিলেন এবং হযরত আখরাম (রাঃ)এর ঘোড়া ছিনাইয়া লইয়া উহাতে বসিয়া গেলেন।

অতঃপর আমি সেই মুশরিকদের পিছনে দৌড়াইতে লাগিলাম এবং (দৌড়াইতে দৌড়াইতে) এতদূর অগ্রসর হইয়া গেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের চলার কারণে যে ধুলাবালি উড়িতেছিল তাহা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। মুশরিকরা সূর্যাস্তের পূর্বে একটি পাহাড়ী ঘাঁটিতে প্রবেশ করিল যেখানে পানি ছিল। এবং উক্ত স্থানের নাম 'যু–কারাদ' ছিল। তাহারা সেখান হইতে পানি পান করার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা আমাকে পিছনে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিল তখন তাহারা সেই পানি ছাড়িয়া যি বীর নামক ঘাঁটির উপর চড়িয়া গেল এবং ততক্ষণে সূর্যাস্তও হইয়া গেল। আমি তাহাদের একজনের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলাম—

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ - وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

এই তীর লও, আমি আকওয়ার পুত্র, আর আজকের দিন কমজাত কৃপণ লোকদের ধ্বংসের দিন।

লোকটি বলিল, 'হায়! আকওয়ার মা ভোরসকালে আপন পুত্রহারা হউক! আমি বলিলাম, হাঁ, হে আপন জানের দুশমন।' এই ব্যক্তিই যাহাকে আমি সকালে তীর মারিয়াছিলাম, আর এখন পুনরায় তাহাকে দ্বিতীয় তীর মারিলাম। উভয় তীর তাহার শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মুশরিকরা আরো দুইটি ঘোড়া পিছনে ফেলিয়া গেল। আমি সেই দুইটি ঘোড়া হাঁকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তখন সেই 'যি-কারাদ' প্যানির নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, যেখান হইতে আমি মুশরিকদেরকে ভাগাইয়া দিয়াছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পাঁচশত সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। আমি যে সমস্ত উট পিছনে রাখিয়া গিয়াছিলাম তন্মধ্য হইতে একটিকে হযরত বেলাল (রাঃ) জবাই করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উহার কলিজা ও কুঁজের গোশত ভুনা করিতেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যদি অনুমতি দান করেন তবে আপনার সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে একশতজনকে বাছাই করিয়া লইয়া আমি রাতের অন্ধকারে ঐ সমস্ত কাফেরদের উপর আক্রমণ করিতে পারি। যাহাতে (তাহারা সমূলে শেষ হইয়া যায় এবং) তাহাদের খবর দেওয়ার মতও কেহ অবশিষ্ট না থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সালামা! সত্যই কি তুমি এরূপ করিবে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে সম্মান দান করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া তিনি এত জোরে হাসিলেন যে, আগুনের আলোতে আমি তাঁহার দাঁত মুবারক দেখিতে পাইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, এতক্ষণে তো বনু গাতফানের এলাকায় তাহাদের (অর্থাৎ সেই কাফেরদের) জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক এই সংবাদই আসিল। বনু গাতফানের এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, অমুক গাতফানীর নিকট দিয়া তাহারা যাইতেছিল। সে তাহাদের জন্য উট জবাই করিয়াছে। কিন্তু তাহারা যখন উহার চামড়া ছিলিতেছিল এমন সময় দূরে ধূলাবালি উড়িতে দেখিয়া উটকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া সেখান হইতে পালাইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমাদের ঘোড় সওয়ারদের মধ্যে সর্বোত্তম হইল আবু কাতাদাহ (রাঃ)। আর আমাদের পদাতিকদের মধ্যে সর্বোত্তম হইল

সালামা (রাঃ)। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (গনীমতের মাল হইতে) একজন সওয়ারের অংশও দিলেন এবং একজন পদাতিকের অংশও দিলেন। আর মদীনায় ফিরিবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (তাঁহার) আদবা উটনীর উপর নিজের পিছনে বসাইলেন। যখন আমাদের ও মদীনার মধ্যে এতখানি দূরত্ব বাকি রহিল যতখানি সূর্যোদয় হইতে চাশতের সময় পর্যন্ত অতিক্রম করা যায় তখন একজন আনসারী সাহাবী যাহাকে কেহ দৌড় প্রতিযোগিতায় হারাইতে পারিত না, জোর গলায় আহবান জানাইল যে, আছে কেহ দৌড় প্রতিযোগিতা করিবে? আছে কেহ, যে আমার সহিত মদীনা পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিবে? সে কয়েকবার এই ঘোষণা দিল।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসিয়াছিলাম। আমি সেই ব্যক্তিকে বলিলাম, তুমি কি কোন সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান কর না? তুমি কি কোন শরীফ ব্যক্তিকে ভয় কর না? সে বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত না কাহারো সম্মান করি, আর না কাহাকেও ভয় করি। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক! আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি এই ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিব। তিনি বলিলেন, তোমার ইচ্ছা হইলে কর। সুতরাং উক্ত ব্যক্তিকে বলিলাম, আমি তোমার সহিত প্রতিযোগিতার জন্য আসিতেছি। সে লাফাইয়া নিজ সওয়ারী হইতে নিচে নামিল। আমিও পা ঘুরাইয়া উটনী হইতে নিচে ঝাঁপ দিলাম। (অতঃপর আমরা উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম।) প্রথম তো এক দুইবার আমি নিজেকে রুখিয়া রাখিলাম। অর্থাৎ বেশী জোরে দৌড়াইলাম না। তারপর আমি অত্যন্ত জোরে দৌড়াইলাম এবং তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার উভয় কাঁধের মাঝে দুই হাত মারিয়া বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি অগ্রগামী হইয়াছি। বর্ণনাকারী সন্দেহ করিতেছেন যে, এই শব্দই বলিয়াছেন অথবা

এই ধরনের কোন শব্দ বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি হাসিয়া দিল এবং বলিতে লাগিল যে, হাঁ, আমারও ইহাই বিশ্বাস। তারপর আমরা উভয়ে মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত দৌড়াইতে থাকিলাম। ইমাম মুসলিম (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তাহার পূর্বে মদীনায় পৌঁছিয়াছি। এই ঘটনার পর আমরা মদীনায় তিনদিন অবস্থান করিয়াছি। অতঃপর খাইবারের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইয়াছি। (বিদায়াহ)

হযরত আবু হাদরাদ অথবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার কাওমের এক মেয়েকে বিবাহ করিলাম এবং তাহার মোহরানা দুইশত দেরহাম নির্ধারিত করিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মোহরানার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য হাজির হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কত মোহরানা নির্ধারণ করিয়াছ? আমি বলিলাম, দুইশত দেরহাম। তিনি (এই পরিমাণকে আমার জন্য বেশী মনে করিয়া) বলিলেন, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম, যদি তুমি গ্রাম এলাকা হইতে কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে তবে তোমাকে এত বেশী মোহরানা দিতে হইত না। আল্লাহর কসম, তোমাকে সাহায্য করার মত এখন আমার কাছে কিছু নাই।'

আমি কিছুদিন অপেক্ষায় রহিলাম। অতঃপর জুশুম ইবনে মুআবিয়া গোত্রের রিফাআ ইবনে কায়েস অথবা কায়েস ইবনে রিফাআ নামক একব্যক্তি জুশুম ইবনে মুআবিয়া গোত্রের বিরাট এক অংশকে সঙ্গে লইয়া (মদীনার নিকটবর্তী) গাবা নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল। সে কায়েস গোত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত করিতে চাহিতেছিল। সে জুশুম গোত্রের বেশ নামী দামী লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও

আরো দুইজন মুসলমানকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা যাইয়া এই ব্যক্তি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া আন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে একটি অত্যন্ত দুর্বল উটনী দিলেন যাহার উপর আমাদের একজন আরোহণ করিল। আল্লাহর কসম, সেই উটনী একজনকে লইয়াও দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না। কয়েকজন মিলিয়া উহাকে পিছন হইতে সাহায্য করার পর দাঁড়াইতে সক্ষম হইল। নতুবা নিজে একা দাঁড়াইবার শক্তিই ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার উপর আরোহণ করিয়া তোমরা সেখানে পৌঁছিয়া যাও। আমরা রওয়ানা হইলাম এবং নিজেদের হাতিয়ার—তীর, তলোয়ার ইত্যাদি সঙ্গে লইলাম।

সূর্যাস্তের সময় আমরা তাহাদের অবস্থানের নিকট পৌঁছিলাম এবং আমি এক কোণে আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। আমার অপর দুই সঙ্গীকেও অন্য এক কোণে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বলিলাম। আমি সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, তোমরা যখন আমাকে উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া বাহিনীর উপর আক্রমণ করিতে শুনিবে তখন তোমরাও জোরে আল্লাহু আকবার বলিয়া আক্রমণ করিবে। আল্লাহর কসম, আমরা এই অপেক্ষায় ছিলাম যে, কখন তাহাদিগকে বেখেয়াল পাইয়া আক্রমণ করিব বা অন্য কোন সুযোগ হাসিল হইবে। রাত্র হইয়া গিয়াছিল এবং অন্ধকারও বাড়িয়া গিয়াছিল। গোত্রের এক রাখাল সকালবেলা জানোয়ার চরাইবার জন্য গিয়াছিল, সে তখনও ফিরিয়া আসিয়াছিল না।

রাখালের ব্যাপারে তাহাদের মনে আশংকা হইল। তাহাদের সর্দার রিফাআহ ইবনে কায়েস উঠিয়া গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া লইল এবং বলিল, আল্লাহর কসম, আমি রাখালের ব্যাপারে প্রকৃত খবর জানিয়া আসিব। নিশ্চয় তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। তাহার কয়েকজন সঙ্গী বলিল, আপনি যাইবেন না। আল্লাহর কসম, আপনার পরিবর্তে আমরা যাইব। সে বলিল, না, আমি ব্যতীত আর কেহ যাইবে না। সঙ্গীরা বলিল, আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। সে বলিল, আল্লাহর কসম, তোমাদের কেহ

আমার সঙ্গে যাইবে না। অতঃপর সে রওয়ানা হইয়া গেল এবং আমার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। আমি যখন দেখিলাম যে, সে আমার নিশানার আওতার ভিতর আসিয়া গিয়াছে তখন আমি তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলাম যাহা তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর যাইয়া বিদ্ধ হইল। আল্লাহর কসম, সে টু শব্দও করিল না। আমি লাফাইয়া যাইয়া তাহার মাথা কাটিয়া লইলাম এবং জোর আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলিয়া বাহিনীর এই কোণে আক্রমণ করিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গীদ্বয়ও জোর আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলিয়া শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ করিল। আকস্মিক এই আক্রমণে তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল এবং সকলেই বলিতে লাগিল, 'নিজ নিজ বাঁচাও এর চিন্তা কর, নিজ নিজ বাঁচাও এর চিন্তা কর।' তাহারা মহিলা, শিশু এবং হালকা সামানপত্র যাহা সঙ্গে লইতে পারিল তাহা লইয়া পালাইয়া গেল। আর আমরা বহু উট বকরী হাঁকাইয়া লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া হাজির হইলাম এবং আমি সর্দারের কাটিয়া লওয়া মাথাও আনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করিয়া দিলাম। তিনি আমাকে সেই গনীমতের মাল হইতে মোহরানা আদায়ের জন্য তেরটি উট দান করিলেন। এইভাবে আমি মোহরানা আদায় করিয়া স্ত্রীকে নিজ ঘরে আনিয়া উঠাইলাম। (বিদায়াহ)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন, মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভাঙ্গিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত একটি তলোয়ার আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল, যাহা ইয়ামানের তৈরী অত্যন্ত চওড়া ছিল। (ইস্তিআব)

হযরত আওস ইবনে হারেসা ইবনে লাআম (রাঃ) বলেন, আরব (মুসলমান)দের জন্য হুরমুযের ন্যায় বড় দুশমন আর কেহ ছিল না।

আমরা যখন (মিথ্যা নবুওতের দাবীদার) মুসাইলামা ও তাহার সাঙ্গ–পাঙ্গদের শেষ করিয়া অবসর হইলাম তখন বসরার দিকে রওয়ানা হইলাম। কাযেমা নামক স্থানে আমরা হুরমুযের সম্মুখীন হইলাম। তাহার সহিত বিরাট বাহিনী ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) ময়দানে বাহির হইয়া হুরমুযকে তাহার সহিত মুকাবিলার আহবান জানাইলেন। হুরমুয মুকাবিলার জন্য বাহির হইয়া আসিল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাকে কতল করিয়া দিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই সুসংবাদ জানাইয়া চিঠি লিখিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উহার জবাবে লিখিলেন, হুরমুযের হাতিয়ার, কাপড় চোপড়, ঘোড়া ইত্যাদি সমস্ত সামানপত্র হযরত খালেদ (রাঃ)কে দিয়া দেওয়া হউক। হুরমুযের সামানপত্রের মধ্যে তাহার একটি মুকুট ছিল যাহার মূল্য এক লক্ষ দেরহাম ছিল। কারণ পারস্যরা যাহাকে নিজেদের সর্দার নিযুক্ত করিত তাহাকে এক লক্ষ দেরহাম মূল্যের মুকুট পরাইত।

হযরত আবুয যিনাদ (রহঃ) বলেন, যখন হযরত খালেদ (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় হইল তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি এত এত অর্থাৎ বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি এবং আমার শরীরে এক বিঘত পরিমাণ জায়গা নাই যেখানে কোন তলোয়ার, তীর বা বর্শার আঘাত না লাগিয়াছে, কিন্তু দেখ, আমি এখন বিছানার উপর এমনভাবে মারা যাইতেছি যেমন উট মারা যায়। অর্থাৎ শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হইল না। আল্লাহ তায়ালা কাপুরুষদের চোখে ঘুম না দেন। (বিদায়াহ)

হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) হযরত বারা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বারা! দাঁড়াইয়া যাও। তিনি নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে মদীনাবাসী! আজ মদীনার সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। (অর্থাৎ মদীনায় ফিরিয়া

যাওয়ার চিন্তা অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিয়া মরণপণ যুদ্ধ কর।) আজ তো এক আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং জান্নাতে প্রবেশ করিব। এই বলিয়া তিনি শত্রুর উপর প্রচণ্ডবেগে হামলা করিলেন এবং তাহার সহিত মুসলিম বাহিনীও একযোগে হামলা করিল। এই হামলায় ইয়ামামাবাসীদের পরাজয় হইল। হযরত বারা (রাঃ)এর সহিত (মুসাইলামার সেনাপতি) মুহাক্কামুল ইয়ামামার মোকাবিলা হইল। হযরত বারা (রাঃ) তাহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে কতল করিয়া তাহার তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার সেই তলোয়ারও শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। (এসাবাহ)

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, যেদিন মুসাইলামার সহিত যুদ্ধ হইল সেদিন (যুদ্ধের ময়দানে) এক ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইল যাহাকে ইয়ামামার গাধা বলা হইত। লোকটা অত্যন্ত মোটা ছিল এবং তাহার হাতে একটি সাদাবর্ণের তলোয়ার ছিল। আমি তাহার পায়ের উপর আঘাত করিলাম। আমার আঘাত একটুও লক্ষ্যচ্যুত হয় নাই। তাহার পা কাটিয়া গেল এবং সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। আমি তাহার তলোয়ার লইয়া লইলাম এবং নিজের তলোয়ার খাপে ঢুকাইয়া রাখিলাম। আমি তাহার সেই তলোয়ার দ্বারা একবার আঘাত করিতেই উহা ভাঙ্গিয়া গেল।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানগণ ধীরে ধীরে মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে মুশরিকদিগকে একটি বাগানের ভিতর আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। উক্ত বাগানের ভিতর আল্লাহর দুশমন মুসাইলামাও অবস্থান করিতেছিল। এমতাবস্থায় হযরত বারা (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ! আমাকে উঠাইয়া দুশমনদের মধ্যে ফেলিয়া দাও। অতঃপর তাহাকে ধরিয়া উঠানো হইল। যখন তিনি বাগানের দেয়ালের উপর উঠিলেন তখন তিনি নিজেকে বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিলেন এবং বাগানের ভিতর দুশমনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মুসলমানদের জন্য বাগানের দরজা খুলিয়া দিলেন। মুসলমানগণ বাগানের ভিতর ঢুকিয়া

পড়িলেন, আর আল্লাহ তায়ালা মুসাইলামাকে কতল করাইয়া দিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুসলমানগণ বাগান পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেখিলেন উহার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মুশরিক বাহিনী ভিতরে রহিয়াছে। হযরত বারা (রাঃ) একটি ঢালের উপর বসিয়া বলিলেন, তোমরা বর্শা দ্বারা আমাকে উপরে উঠাইয়া মুশরিকদের ভিতর ফেলিয়া দাও। মুসলমানগণ হযরত বারা (রাঃ)কে তাহাদের বর্শা দ্বারা উঠাইয়া বাগানের পিছন দিক হইতে ভিতরে ফেলিয়া দিলেন। (তিনি ভিতর হইতে বাগানের দরজা খুলিয়া দিলে) মুসলমানগণ ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন, তিনি ইতিমধ্যে দশজন মুশরিককে কতল করিয়াছেন। (বাইহাকী)

ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ)কে যেন মুসলমানদের কোন জামাতের আমীর বানানো না হয়। কেননা তিনি স্বয়ং এক ধ্বংস, (নিজের জানের পরওয়া করেন না। মুসলমানদের আমীর হইয়া তাহাদিগকেও এমন স্থানে লইয়া যাইবেন যেখানে বিপদের আশংকা বেশী হইবে।) (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হযরত আবু মেহজান সাকাফী (রাঃ)এর বীরত্ব

ইবনে সীরীন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু মেহজান (রাঃ)কে প্রায়ই শরাব পান করার দরুন চাবুক লাগানো হইত। যখন অত্যাধিক পরিমাণে শরাব পান করিতে লাগিলেন তখন মুসলমানরা তাহাকে বাঁধিয়া বন্দী করিয়া রাখিল। কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন তিনি (বন্দী অবস্থায়) কাফেরদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাহার মনে হইল মুশরিকরা মুসলমানদের বিরাট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। তিনি (মুসলমানদের আমীর) হযরত সা'দ (রাঃ)এর বাঁদী অথবা স্ত্রীর নিকট এই মর্মে খবর পাঠাইলেন যে, আবু মেহজান বলিতেছে যে, তাহাকে

বন্দীখানা হইতে মুক্ত করিয়া এই ঘোড়া ও হাতিয়ার দিয়া দাও। সে দুশমনদের সহিত যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধশেষে সে সমস্ত মুসলমানদের পূর্বে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাকে পুনরায় বন্দীখানায় বাঁধিয়া রাখিও। অবশ্য যদি আবু মেহজান সেখানে শহীদ হইয়া যায় তবে ভিন্ন কথা। অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

كَفٰى حُزْنًا اَنْ تَلْتَقِىَ الْخَيْلُ بِالْقَنَا - وَاُتْرَكَ مَشْدُوْدًا عَلَىَّ وَثَاقِيَا

দুঃখ ও বেদনার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ঘোড় সওয়ার তো বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করিতেছে আর আমাকে বেড়ী পরাইয়া বন্দীখানায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

اِذَا قُمْتُ عَنَّانِى الْحَدِيْدُ وَغُلِّقَتْ - مَصَارِعُ دُوْنِىْ قَدْ تُصِمُّ الْمُنَادِيَا

যখন আমি দাঁড়াই তখন লোহার শিকল আমার পা আটকাইয়া রাখে, আর আমার শহীদ হওয়ার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমার পক্ষ হইতে আহবানকারীকে বধির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঁদি যাইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর স্ত্রীকে বিষয়টি জানাইল। হযরত সা'দ (রাঃ)এর স্ত্রী তাহার শিকল খুলিয়া দিলেন এবং ঘরে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল উহা তাহাকে দিয়া দিলেন এবং তাহাকে হাতিয়ারও দেওয়া হইল। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইলেন এবং মুসলমানদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন। তিনি যে কোন দুশমনের উপর আক্রমণ করিতেন তাহাকে কতল করিয়া দিতেন এবং তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া দিতেন। হযরত সা'দ (রাঃ) যখন তাহাকে দেখিলেন তখন খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, এই আরোহী কে? অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদিগকে পরাজিত করিলেন। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) যুদ্ধশেষে ফিরিয়া আসিয়া হাতিয়ার ফেরৎ দিয়া দিলেন এবং নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরিয়া লইলেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) যখন যুদ্ধশেষে নিজের অবস্থানের জায়গায়

ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার স্ত্রী অথবা তাহার বাঁদী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের যুদ্ধ কেমন হইল? হযরত সা'দ (রাঃ) বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন, আমরা পরাজিত হইতেছিলাম এমন সময় আল্লাহ তায়ালা সাদাকালো বর্ণের ঘোড়ার পিঠে একজন ঘোড়সওয়ার পাঠাইলেন। যদি আমি আবু মেহজানকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় না রাখিয়া যাইতাম তবে আমি নিশ্চিত বলিতাম যে, ইহা আবু মেহজানেরই কৃতিত্ব। তাহার স্ত্রী বলিলেন, তিনি আবু মেহজানই ছিলেন। অতঃপর তাহার ঘটনা বিস্তারিত শুনাইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আবু মেহজান (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহার সমস্ত শিকল খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (আজ যেহেতু তোমার কারণে মুসলমানদের পরাজয় পরিবর্তন হইয়াছে সেহেতু) আগামীতে তোমাকে শরাব পান করার উপর আর কখনও চাবুক মারিব না। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমিও আগামীতে আর কখনও শরাব পান করিব না। এতদিন আপনার চাবুক মারার কারণেই আমি শরাব পরিত্যাগ করা পছন্দ করিতাম না। ইহার পর হযরত আবু মেহজান (রাঃ) আর কখনও শরাব পান করেন নাই।

(ইস্তিআব)

মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রহঃ) হইতে দীর্ঘ রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু মেহজান (রাঃ) কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া মুসলমানদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। তিনি যেদিকেই হামলা করিতেন আল্লাহ তায়ালা সেদিকের মুশরিকদিগকে পরাজিত করিয়া দিতেন। লোকেরা তাহার প্রচণ্ড হামলা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি তো কোন ফেরেশতা মনে হইতেছে। আর হযরত সা'দ (রাঃ)ও এই দৃশ্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এই ঘোড়ার লাফ তো (আমার ঘোড়া) বালকা এর লাফের মত, আর এই ব্যক্তির আক্রমণের ধরন তো আবু মেহজানের মত। কিন্তু আবু মেহজান তো কয়েদখানায় শিকলে বাঁধা রহিয়াছে।

অতঃপর যখন দুশমন পরাজিত হইল হযরত আবু মেহজান (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরিয়া লইলেন। তারপর বিনতে খাসাফা হযরত সা'দ (রাঃ)কে আবু মেহজান (রাঃ)এর সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) শুনিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তির কারণে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সম্মানিত করিলেন, আমি আগামীতে আর কখনও তাহাকে শাস্তি দিব না। এই বলিয়া তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। হযরত আবু মেহজান (রাঃ) বলিলেন, আমাকে যেহেতু শাস্তি দেওয়া হইত এবং গুনাহ হইতে পবিত্র করিয়া দেওয়া হইত, আমি সেইজন্য শরাব পান করিতাম। এখন যখন আমাকে শাস্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তখন আল্লাহর কসম, আমি আর কখনও শরাব পান করিব না।

এই ঘটনাকেই হযরত সাইফ (রহঃ) ফুতুহু নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং অনেক দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আরো অনেকগুলি কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু মেহজান (রাঃ) অত্যন্ত জোরদার যুদ্ধ করিলেন। তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া হামলা করিতেন। তাহার সামনে কেহই টিকিতে পারিত না এবং প্রচণ্ড হামলার দ্বারা দুশমনদেরকে কতল করিয়া যাইতেছিলেন। মুসলমানগণ তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না। (এসাবাহ)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে একটি পাথরের উপর দাঁড়াইয়া অত্যন্ত জোরে মুসলমানদিগকে এই বলিয়া আওয়াজ দিতে দেখিয়াছি যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা জান্নাত হইতে পলায়ন করিতেছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির, আমার দিকে আস। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)

বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি যে, তাহার কান কাটিয়া গিয়াছিল এবং উহা নড়িতেছিল। এমতাবস্থায় তিনি পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। (কান কাটার কোন অনুভূতিই ছিল না।)

হযরত আবু আব্দির রহমান সুলামী (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমরা তাঁহার হেফাজতের জন্য দুই ব্যক্তিকে নির্ধারণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি সঙ্গীদেরকে যুদ্ধে অমনোযোগী ও অলস দেখিতেন তখন নিজেই বিপক্ষদের উপর আক্রমণ করিতেন এবং তলোয়ারকে খুব খুনে রাঙ্গা করিয়া ফিরিতেন, আর বলিতেন, হে মুসলমানগণ, আমাকে মাফ করিয়া দিও, কেননা আমি তখনই ফিরিয়া আসি যখন আমার তলোয়ার ধার নষ্ট হওয়ার কারণে কাটিতে অক্ষম হইয়া যায়।

হযরত আবু আব্দির রহমান (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখন যুদ্ধের কাতারের মাঝখানে দৌড়াইতেছিলেন তখন আমি দেখিয়াছি, হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত হাশেম ইবনে ওতবা (রাঃ)কে বলিতেছেন, হে হাশেম, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তির হুকুম অমান্য করা হইবে এবং তাহার সৈন্যদের সাহায্য বর্জন করা হইবে। তারপর বলিলেন, হে হাশেম, জান্নাত এই সমস্ত চমকদার তলোয়ারের নীচে রহিয়াছে। আজ আমি (শহীদ হইয়া) আমার প্রিয় বন্ধুদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। হে হাশেম, তুই কানা, আর কানা ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে না, সে যুদ্ধের ময়দানে ত্রাস সৃষ্টি করিতে পারে না। (হযরত আম্মার (রাঃ)এর এই তিরস্কারে হযরত হাশেম (রাঃ) উত্তেজিত হইলেন) আর ঝাণ্ডা দোলাইয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

أَعْوَرُ يَبْغِى أَهْلَهُ مَحَلًّا – قَدْ عَالَجَ الْحَيَاةَ حَتّٰى مَلَّا
لَابُدَّ أَنْ يَّفُلَّ أَوْ يُفَلَّا

‘এই কানা আপন পরিবারের জন্য বাসস্থান তালাশ করিতে করিতে

জীবন শেষ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে সে এই ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন এই কানা হয় দুশমনকে পরাজিত করিবে, না হয় নিজে পরাজিত হইবে। (অর্থাৎ মরণপণ যুদ্ধ করিবে।)' অতঃপর হযরত আম্মার (রাঃ) এক ময়দানের দিকে ছুটিলেন। বর্ণনাকারী হযরত আবু আব্দির রহমান (রাঃ) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দেরকে দেখিয়াছি যে, তাহারা সকলে হযরত আম্মার (রাঃ)কে অনুসরণ করিতেছেন, যেন তিনি তাহাদের জন্য একটি ঝাণ্ডা।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু আব্দির রহমান (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত আম্মার (রাঃ) সিফফীনে যে কোন ময়দানের দিকে ছুটিতেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)রা তাহার পিছন পিছন ছুটিতেন। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, তিনি হযরত হাশেম ইবনে ওতবা (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত হাশেম (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর ঝাণ্ডাধারী ছিলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে হাশেম, অগ্রসর হও, জান্নাত তলোয়ারের ছায়ার নীচে, আর মৃত্যু বর্শার মাথায়। জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ সাজসজ্জা গ্রহণ করিয়াছে। আজ আমি আমার বন্ধুদের অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার জামাতের সহিত সাক্ষাত করিব। অতঃপর হযরত আম্মার (রাঃ) ও হযরত হাশেম (রাঃ) উভয়ে অত্যন্ত জোরদার হামলা করিলেন এবং উভয়ে শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা উভয়ের উপর রহমত নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ একযোগে হামলা করিয়াছিলেন এবং হযরত আম্মার (রাঃ) ও হযরত হাশেম (রাঃ) সম্পূর্ণ বাহিনীর জন্য ঝাণ্ডাস্বরূপ ছিলেন।

হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব যুবাইদী (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত মালেক ইবনে আবদুল্লাহ খাছআমী (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ব্যক্তি হইতে সম্মানী ব্যক্তি আর দেখি নাই, যিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন (মুসলমানদের পক্ষ হইতে) ময়দানে বাহির হইয়া আসিলে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অনারব কাফের তাহার মুকাবিলার জন্য আসিল। তিনি তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। তারপর কাফেররা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তিনি কাফেরদেরকে পিছন হইতে ধাওয়া করিলেন। অতঃপর তিনি পশমের তৈরী একটি বিরাট তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া বড় বড় (খাবারের) পেয়ালা আনাইলেন এবং আশেপাশের সমস্ত লোকদেরকে খাওয়ার জন্য ডাকিলেন। (অর্থাৎ যেমন বীর তেমন দানশীলও ছিলেন।) বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কে ছিলেন? হযরত মালেক (রাঃ) বলিলেন, তিনি হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) ছিলেন।

হযরত কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রাঃ) বলেন, আমি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। হযরত সা'দ (রাঃ) মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) মুসলমানদের কাতারের মাঝখান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন আর বলিতেন, হে মুহাজিরদের জামাত, শক্তিধর সিংহের ন্যায় হইয়া যাও। (এমন প্রচণ্ড হামলা কর যেন বিপক্ষের আরোহী সৈন্য তাহার বর্শা ফেলিয়া দিতে বাধ্য হয়) কারণ আরোহী সৈন্য যখন তাহার বর্শা ফেলিয়া দেয় তখন সে নিরাশ হইয়া যায়। এমন সময় একজন পারস্য সর্দার তাহার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিল যাহা হযরত আমর (রাঃ)এর ধনুকের মাথায় লাগিল। তিনি পাল্টা তাহার উপর বর্শা দ্বারা এমন আঘাত করিলেন যে, তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া গেল। হযরত আমর (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিয়া সেই সর্দারের সামানপত্র লইয়া লইলেন।

ইবনে আসাকির (রহঃ) এই ঘটনাকে আরো দীর্ঘাকারে বর্ণনা

করিয়াছেন। উহার শেষাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হঠাৎ একটি তীর হযরত আমর (রাঃ)এর জিনের অগ্রভাগে আসিয়া লাগিল। তিনি তীর নিক্ষেপকারীর উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে এমনভাবে ধরিলেন যেমন মানুষ ছোট মেয়েকে ধরিয়া থাকে। অতঃপর (মুসলমান ও কাফের) উভয় (পক্ষের) কাতারের মাঝখানে শোয়াইয়া তাহার মাথা কাটিয়া লইলেন এবং আপন সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, এইভাবে কর। (অর্থাৎ দুশমনকে এইভাবে ধরিয়া জবাই কর)

ওয়াকেদী (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা খাইয়াত (রহঃ) বলেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত আমর ইবনে মাদী কারাব (রাঃ) একাই দুশমনের উপর আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তাহাদের উপর খুব তলোয়ার চালাইলেন। তারপর মুসলমানরাও তাহার কাছে পৌঁছিয়া গেলেন এবং দেখিলেন যে, দুশমনরা হযরত আমর (রাঃ)কে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, আর তিনি একাই কাফেরদের উপর তলোয়ার চালাইতেছেন। মুসলমানরা সেই কাফেরদেরকে হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট হইতে সরাইয়া দিলেন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সালাম জুমাহী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমি তোমার সাহায্যের জন্য দুই হাজার লোক পাঠাইতেছি। একজন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) ও অপরজন হযরত তালহা ইবনে খুওয়াইলিদ (রাঃ)। (অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে এক এক হাজারের সমান।)

হযরত আবু সালেহ ইবনে ওজীহ (রাঃ) বলেন, হিজরী একুশ সনে নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর প্রথমতঃ মুসলমানদের পরাজয় হইল। পরে হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ) এমন জোরদার লড়াই করিলেন যে, পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তন হইয়া গেল। আর তিনি মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। অবশেষে রুযা নামক গ্রামে তাহার ইন্তেকাল হইল। (এসাবাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিলেন না এবং ইয়াযীদকে প্রকাশ্যে মন্দ বলিতে লাগিলেন। ইয়াযীদ এই সংবাদ পাওয়ার পর কসম করিল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে গলায় বেড়ী পরাইয়া তাহার সম্মুখে হাজির করা হইবে, নতুবা আমি তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিব। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করা হইল যে, (আপনি ইয়াযীদের কসমকে পূরণ করুন এবং আপনার মর্যাদা রক্ষার্থে) আমরা আপনার জন্য রূপার বেড়ী প্রস্তুত করিয়া দেই। আপনি উহা গলায় পরিয়া উহার উপর কাপড় পরিধান করিয়া লউন। এইভাবে আপনি তাহার কসমকে পূরণ করিয়া দিন (আর আপনার সহিত তাহার সন্ধি হইয়া যাক)। কারণ আপনার মর্যাদা হিসাবে সন্ধি করিয়া লওয়াই বেশী উত্তম। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহার উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার কসম কোনদিন পূরণ না করুন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَلَا اَلِيْنُ لِغَيْرِ الْحَقِّ اَسْأَلُهُ - حَتّٰى يَلِيْنَ لِضِرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ

যে অন্যায় বিষয় আমার নিকট চাওয়া হইতেছে আমি উহার জন্য ততক্ষণ নরম হইব না যতক্ষণ না মাড়ি দাঁতের নীচে পাথর নরম হইয়া যায়। (অর্থাৎ আমার নরম হওয়া অসম্ভব।) অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম, সম্মানের সহিত তলোয়ারের আঘাত আমার নিকট অপমানের সহিত চাবুকের আঘাত হইতে অধিক প্রিয়। ইহার পর তিনি মুসলমানদেরকে নিজের খেলাফতের উপর বাইআত গ্রহণের আহবান জানাইলেন এবং ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার বিরোধিতার কথা প্রকাশ করিলেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া মুসলিম

ইবনে ওকবা মুররীর নেতৃত্বে একটি সিরিয় সৈন্যদল পাঠাইল এবং তাহাদিগকে মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দিল। আর ইহাও বলিয়া দিল যে, মদীনাবাসীর সহিত যুদ্ধ শেষ করিয়া মুসলিম যেন মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়া যায়।

মুসলিম ইবনে ওকবা সৈন্য লইয়া মদীনায় প্রবেশ করিল। সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবশিষ্ট সাহাবা (রাঃ) যাহারা সেখানে ছিলেন তাহারা সকলেই মদীনা হইতে সরিয়া গেলেন। মুসলিম মদীনাবাসীদেরকে অপমান করিল এবং তাহাদিগকে কতল করিল। অতঃপর সেখান হইতে মক্কার দিকে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে মুসলিম মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম হুসাইন ইবনে নুমাইর কিন্দিকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করিল এবং বলিল, হে গাধার পিঠে গদিওয়ালা! কুরাইশদের ছলচাতুরী হইতে হুঁশিয়ার থাকিও। প্রথমে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, তারপর তাহাদের শিরচ্ছেদ করিবে। সুতরাং হুসাইন সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা পৌঁছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত মক্কায় হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রহিল।

হাদীসের পরবর্তী অংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হুসাইন ইবনে নুমাইর ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পালাইয়া গেল। ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর মারওয়ান ইবনে হাকাম খলীফা হইল এবং লোকদেরকে নিজের খেলাফত ও তাহার হাতে বাইআত গ্রহণের আহবান জানাইল। সিরিয়াবাসী তাহার এই আহবানকে গ্রহণ করিল। সুতরাং সে মিম্বারে উঠিয়া খোতবা দিল এবং বলিল, তোমাদের মধ্যে কে ইবনে যুবাইরকে খতম করিতে প্রস্তুত আছে? হাজ্জাজ বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি প্রস্তুত আছি। আবদুল মালিক তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। সে পুনরায় দাঁড়াইলে আবদুল মালিক আবার তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। হাজ্জাজ তৃতীয়বার পুনরায় দাঁড়াইয়া বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি প্রস্তুত আছি। কেননা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জুব্বা কাড়িয়া লইয়া পরিধান করিয়াছি। ইহা

শুনার পর আবদুল মালিক হাজ্জাজকে সেনাপতি নিযুক্ত করিল এবং সৈন্য দিয়া মক্কার দিকে প্রেরণ করিল।

হাজ্জাজ মক্কায় পৌঁছিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) মক্কাবাসীদেরকে বলিলেন, তোমরা এই পাহাড়কে নিজেদের হেফাজতে রাখিও, কারণ যতক্ষণ তাহারা এই দুই পাহাড়ে উঠিতে না পারিবে ততক্ষণ তোমরা কল্যাণের সহিত বিজয়ী থাকিবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাজ্জাজ ও তাহার সঙ্গীরা আবু কুবাইস পাহাড় দখল করিয়া লইল এবং উহার উপর আরোহণ করিয়া ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করিল এবং হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর পাথর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যেদিন হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) শহীদ হইলেন সেদিন সকালে তিনি তাঁহার মাতা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত আসমা (রাঃ)এর বয়স তখন একশত বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু না তাহার কোন দাঁত পড়িয়াছিল আর না তাহার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হইয়াছিল। তিনি আপন ছেলে হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার যুদ্ধের কি অবস্থা? হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, শত্রুরা অমুক অমুক স্থান দখল করিয়া লইয়াছে এবং হাসিয়া বলিলেন, মৃত্যুতে এক প্রশান্তি রহিয়াছে। হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, বেটা! তুমি মনে হয় আমার মৃত্যু কামনা করিতেছ। কিন্তু আমি চাই মৃত্যুর পূর্বে তোমার মেহনতের ফলাফল দেখিয়া লই। হয় তুমি বাদশা হইয়া যাও, যদ্দ্বারা আমার চক্ষু শীতল হইবে, নতুবা তুমি কতল হইয়া যাও, আর আমি সবর করিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার উপর সওয়াবের আশা করিব। অতঃপর যখন হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিলেন তখন হযরত আসমা (রাঃ) তাহাকে এই উপদেশ দিলেন, বেটা, কতলের ভয়ে তোমার কোন দ্বীনী বিষয়ে ছাড় দিও না।

অতঃপর হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) মায়ের নিকট হইতে বাহির

হইয়া মসজিদে হারামে প্রবেশ করিলেন এবং ক্ষেপনাস্ত্রের গোলা হইতে হেফাজতের জন্য হাজরে আসওয়াদের উপর দুইটি চৌকাঠ স্থাপন করিলেন। তিনি হজরে আসওয়াদের নিকট বসিয়াছিলেন এমন সময় কেহ আসিয়া আরজ করিল, আমরা আপনার জন্য কা'বা শরীফের দরজা খুলিয়া দেই, আপনি (সিঁড়ি দ্বারা) উপরে উঠিয়া উহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ুন। (ইহাতে ক্ষেপণাস্ত্রের গোলা হইতে আপনার হেফাজত হইবে।) হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুমি তোমার ভাইকে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত জিনিস হইতে রক্ষা করিতে পার। (কিন্তু যদি তাহার মৃত্যুর সময় আসিয়া পড়ে তবে কা'বা শরীফের ভিতরেও মৃত্যু হইতে রক্ষা হইবে না।) কা'বা শরীফের সম্মান আমার এই স্থান হইতে কি বেশী? (অর্থাৎ যখন তাহারা এই স্থানের সম্মান রক্ষা করিতেছে না তখন কা'বা শরীফের ভিতরেরও সম্মান রক্ষা করিবে না।) আল্লাহর কসম, যদি তাহারা তোমাদিগকে কা'বা শরীফের পর্দা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা অবস্থায়ও পায় তবুও তোমাদিগকে কতল করিয়া দিবে। কেহ আরজ করিল, আপনি যদি তাহাদের সহিত সন্ধির আলোচনা করিতেন। তিনি বলিলেন, এখন কি সন্ধির আলোচনা করার সময়? যদি তাহারা তোমাদিগকে কা'বা শরীফের ভিতরেও পায় তবুও তোমাদের সকলকে জবাই করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَلَسْتُ بِمُبْتَاعِ الْحَيَاةِ بِسُبَّةٍ - وَلَا مُرْتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا

আমি না কোন লজ্জাকর বিষয়ের বিনিময়ে জীবন খরিদ করিব, আর না মৃত্যুর ভয়ে কোন সিঁড়িতে আরোহণ করিব।

أُنَافِسُ سَهْمًا اِنَّهُ غَيْرُ بَارِحٍ - مُلَاقِى الْمَنَايَا اَىَّ حَرْفٍ تَيَمَّمَا

আমি এমন একটি তীরের চরম আগ্রহ রাখি যাহা নিজ স্থান হইতে বাহির হইতে না পারে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সাক্ষাৎ চায় সে কি অন্যকিছুর ইচ্ছা করিতে পারে?

অতঃপর তিনি যুবাইরের পরিবারের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ তলোয়ার এমনভাবে হেফাজত করিবে যেমন আপন চেহারার হেফাজত করিয়া থাক—যেন উহা ভাঙ্গিয়া না যায়, অন্যথায় মহিলাদের ন্যায় আপন হাত দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আমি সর্বদা আপন বাহিনীর অগ্রভাগে থাকিয়া দুশমনের মুকাবিলা করিয়াছি, আমি কখনও আহত হইয়া জখমের ব্যথা অনুভব করি নাই। বরং ঔষধ লাগানোর দরুন ব্যথা অনুভব করিয়াছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাহার পরিবারস্থ লোকদেরকে নসীহত করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বনি জুমাহের দিক হইতে কতিপয় লোক ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের মধ্যে কালো বর্ণের এক ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সমস্ত লোক কাহারা? কেহ বলিল, ইহারা হেমসের অধিবাসী। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) দুইটি তলোয়ার লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। মুকাবিলার জন্য সর্বপ্রথম সেই কালো লোকটিই আসিল। তিনি তলোয়ারের আঘাতে তাহার পা উড়াইয়া দিলেন। কালো লোকটি বলিয়া উঠিল, উফ, হে বদকার মেয়েলোকের বেটা। (নাউযুবিল্লাহ) হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, দূর হ, হে হামের বেটা। (কালো হাবশী লোকেরা নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে হামের বংশধর বলিয়া তিনি তাহাকে হামের বেটা বলিয়াছেন।) হযরত আসমা (রাঃ) কি বদকার মহিলা? অতঃপর তিনি ঐ সমস্ত লোকদেরকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে বাবে বনি সাহমের দিক হইতে একদল লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সমস্ত লোক কাহারা? কেহ বলিল, ইহারা জর্দানের অধিবাসী। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন—

لَا عَهْدَ لِيْ بِغَارَةٍ مِثْلَ السَّيْلْ - لَا يَنْجَلِيْ غُبَارُهَا حَتَّى اللَّيْلْ

আমি ঢলের ন্যায় এমন আক্রমণ আর দেখি নাই, যাহার ধূলাবালি রাত পর্যন্তও পরিষ্কার হয় না।

এই দলকেও তিনি মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে বাবে বনি মাখযুমের দিক হইতে একদল লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন—

لَوْ كَانَ قَرْنِيْ وَاحِدًا كَفَيْتُهٗ

যদি আমার প্রতিপক্ষ একজন হইত তবে আমিই তাহাকে শেষ করার জন্য যথেষ্ট ছিলাম।

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর সাহায্যকারীগণ মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা উপর হইতে দুশমনের উপর ইট পাথর নিক্ষেপ করিতেছিল। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) অনুপ্রবেশকারী শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন। এমন সময় একটি ইট আসিয়া তাহার মাথার মাঝখানে লাগিল যাহাতে তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। তিনি দাঁড়াইয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

وَلَسْنَا عَلَى الْاَعْقَابِ تُدْمٰى كُلُوْمُنَا - وَلٰكِنْ عَلٰى اَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدِّمَا

আমাদের জখমের রক্ত আমাদের পায়ের পিছনে গোড়ালীর উপর পতিত হয় না, বরং জখমের রক্ত আমাদের পায়ের সামনে কদমের উপর পতিত হয়। (অর্থাৎ আমরা বীর বাহাদুর, অতএব আমাদের শরীরের সম্মুখভাগে আঘাত লাগে পিছনের দিকে নয়।)

অতঃপর তিনি পড়িয়া গেলেন। তাহার দুইজন গোলাম তাহার উপর এই বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল যে, গোলাম আপন মনিবেরও হেফাজত করিয়া থাকে এবং নিজেরও হেফাজত করিয়া থাকে। অপরদিকে শত্রুরা অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেল এবং তাহার মাথা কাটিয়া লইল।

ইসহাক ইবনে আবি ইসহাক (রহঃ) বলেন, যেদিন হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে মসজিদে হারামের ভিতর শহীদ করা হইল সেদিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখিয়াছি, শত্রুসৈন্য মসজিদে হারামের বিভিন্ন দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে ছিল। যখন কোন দরজা দিয়া কোন সৈন্যদল প্রবেশ করিত হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) একাই তাহাদের উপর আক্রমণ করিতেন এবং তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন। তিনি এইভাবে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় মসজিদের ছাদের কিছু অংশ আসিয়া তাহার মাথায় লাগিল আর তিনি লুটাইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

أَسْمَاءُ إِنْ قُتِلْتُ لَا تَبْكِيْنِيْ - لَمْ يَبْقَ إِلَّا حَسَبِيْ وَدِيْنِيْ

وَصَارِمٌ لَانَتْ بِهٖ يَمِيْنِيْ

হে (আমার আম্মাজান—হযরত) আসমা, যদি আমি কতল হইয়া যাই তবে আপনি কাঁদিবেন না, কেননা আমার বংশীয় মানমর্যাদা ও আমার দ্বীন বাকী রহিয়াছে আর সেই তলোয়ার বাকি রহিয়াছে যাহা ধারণ করিতে আমার ডান হাত দুর্বল ও অবশ হইয়া গিয়াছে।

(আবু নাআঈম)

আল্লাহর রাস্তা হইতে পলায়নকারীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হযরত সালামা ইবনে হেশাম ইবনে মুগীরা (রাঃ)এর স্ত্রীকে বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি হযরত সালামা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাধারণ মুসলমানদের সহিত (জামাতের) নামাযে শরীক হইতে দেখি না? হযরত সালামা (রাঃ)এর স্ত্রী বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি তো ঘর হইতে বাহিরই হইতে পারেন না। যখনই তিনি ঘর হইতে বাহির হন তখনই

লোকজন বলিতে থাকে, ওহে পলায়নকারী! তোমরা আল্লাহর রাস্তা হইতে পালাইয়া আসিয়াছ? এই কারণে তিনি ঘরে বসিয়া আছেন, ঘর হইতে বাহির হন না। তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর সহিত মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার আমার সহিত আমার চাচাতো ভাইয়ের ঝগড়া হইল। সে বলিল, তুমি কি মূতার যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছিলে না? ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে কি উত্তর দিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আল্লাহর রাস্তা হইতে পলায়নের পর লজ্জিত ও ভীত হওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য এক জামাত প্রেরণ করিলেন। আমি সেই জামাতে ছিলাম। কিছু লোক যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিল। আমিও তাহাদের সহিত পলায়ন করিলাম। (ফিরিবার সময়) আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিলাম, আমরা তো দুশমনের মুকাবিলা হইতে পলায়ন করিয়াছি, আল্লাহকে নারাজ করিয়া ফিরিতেছি, আমাদের কি করা উচিত? আমরা পরস্পর বলিলাম, আমরা মদীনায় প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করিব। (তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিব) তারপর আবার চিন্তা করিলাম, না, আমরা নিজেদেরকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিব। যদি আমাদের তওবা কবুল হয় তবে ঠিক আছে নতুবা আমরা (মদীনা ছাড়িয়া) অন্যত্র চলিয়া যাইব। সুতরাং আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। (আমাদের সংবাদ পাইয়া) তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ইহারা কাহারা? আমরা বলিলাম, আমরা যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নকারী। তিনি বলিলেন, না, বরং

তোমরা (যুদ্ধের ময়দান হইতে) পিছপা হইয়া পুনরায় আক্রমণকারী। আমি তোমাদের ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। (অতএব তোমরা আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছ, পলায়নকারী নও। এই সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারক চুম্বন করিলাম।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এক জামাতে পাঠাইলেন। যখন আমরা দুশমনের মুখামুখী হইলাম তখন প্রথম আক্রমণেই আমরা পরাজিত হইলাম। অতঃপর আমরা কয়েকজন রাতের অন্ধকারে মদীনায় আসিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। পরে আমরা চিন্তা করিলাম যে, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের অন্যায় স্বীকার করিয়া লওয়া উত্তম হইবে। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিয়াছি। তিনি বলিলেন, না, বরং তোমরা পিছপা হইয়া পুনরায় আক্রমণকারী, আর আমি তোমাদের আশ্রয়কেন্দ্র। বর্ণনাকারী আসওয়াদ (রহঃ) এই শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। (বাইহাকী)

আবি ওবায়েদের যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারদের পলায়নপর ভীত হওয়া ও হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সান্ত্বনাবাণী

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) যখন (যুদ্ধের ময়দান হইতে) ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে উচ্চস্বরে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, কি খবর? হযরত ওমর (রাঃ) এই সময় মসজিদের ভিতরে ছিলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) আমার ঘরের

দরজার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ, তোমার নিকট (যুদ্ধের) কি খবর আছে? তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি খবর লইয়া আপনার নিকট হাজির হইতেছি। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া মুসলমানদের (যুদ্ধের) বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আর কাহাকেও তাহার ন্যায় এরূপ সুন্দরভাবে ঘটনার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিতে শুনি নাই। তারপর যখন পরাজিত মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিয়া আসার কারণে মুহাজির ও আনসারদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন, হে মুসলমানদের জামাত! তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদের আশ্রয়কেন্দ্র, তোমরা আমার নিকট সমবেত হইয়াছ। (অর্থাৎ ইহাকে যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন বলা হয় না, বরং ইহা তো পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হুসাইন ও অন্যান্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বনু নাজ্জার গোত্রের হযরত মুআয বসরী (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলেন যাহারা জাসরে আবি ওবায়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখনই এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন তখনই কাঁদিতেন—

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ ঃ 'আর যে ব্যক্তি সেইদিন তাহাদের হইতে পশ্চাদপদসরণ করিবে, অবশ্য যে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন কল্পে অথবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় লইতে আসিবে সে ব্যতীত—অন্যরা আল্লাহর গযব সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। আর তাহার ঠিকানা হইল জাহান্নাম। আর তাহা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান!'

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিতেন, হে মুআয, কাঁদিও না, আমি তোমাদের আশ্রয়স্থল। তোমরা পশ্চাদপদ হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ। (ইবনে জারীর)

হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। যেদিন হযরত আবু ওবায়েদ (রাঃ) শহীদ হইলেন সেদিন তিনি যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে তাহাকেই একমাত্র কারী বলা হইত, আর কাহাকেও কারী বলা হইত না। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি সিরিয়ায় যাইবে? সেখানে মুসলমানগণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং শত্রুরা সাহসী হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত তুমি সিরিয়ায় যাইয়া তোমার যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নের গুনাহকে ধৌত করিয়া লইবে। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, না, আমি সেই এলাকায় যাইব যেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি এবং সেই সমস্ত শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিব যাহারা আমার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছে (যে, আমি পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছি)। অতএব তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন এবং সেখানে শহীদ হইলেন। (ইবনে সা'দ)

আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীকে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া এবং সাহায্য করা

হযরত জাবালা ইবনে হারেসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতেন না তখন নিজের অস্ত্র হযরত আলী (রাঃ) অথবা হযরত উসামা (রাঃ)কে দিয়া দিতেন। (তাবারানী)

একজন আনসারীর অপর একজনকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আসলাম গোত্রের এক যুবক আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যুদ্ধে যাইতে চাই, কিন্তু প্রস্তুতির জন্য আমার নিকট কোন টাকা পয়সা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি অমুক আনসারীর নিকট যাও। সে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে যাইয়া বলিও যে, আল্লাহর রাসূল তোমাকে সালাম বলিতেছেন এবং তাহাকে ইহাও বলিও যে, তুমি জেহাদের জন্য যে সামানপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা আমাকে দিয়া দাও। যুবক সেই আনসারীর নিকট গেল এবং সমস্ত কথা বলিল। আনসারী নিজ স্ত্রীকে বলিল, হে অমুক, তুমি আমার জন্য যে সামানপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা এই ব্যক্তিকে দিয়া দাও। আর উহা হইতে কোন জিনিস রাখিয়া দিও না। কারণ আল্লাহর কসম, তুমি সেই সামানপত্র হইতে যেকোন জিনিস রাখিয়া দিবে উহাতে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করিবেন না।

অপর একটি ঘটনা

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার সওয়ারী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আপনি আমাকে সওয়ারী দান করুন। তিনি বলিলেন, এখন আমার নিকট কোন সওয়ারী নাই। এক ব্যক্তি শুনিয়া বলিল, আমি তাহাকে এমন লোকের কথা বলিয়া দিতে পারি যে তাহাকে সওয়ারী দিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন কল্যাণের পথ বলিয়া দিবে সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করিবে যে উক্ত কল্যাণ কাজ করিবে।

আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীর সাহায্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিলে (মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, হে মুহাজির ও আনসারদের জামাত! তোমাদের কিছু ভাই এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট না টাকা পয়সা আছে, না তাহাদের খান্দান আছে (যাহারা তাহাকে টাকা পয়সা দ্বারা সাহায্য করিবে)। অতএব তোমরা প্রত্যেকে এরূপ দুইতিনজনকে নিজের সহিত মিলাইয়া লও। (সুতরাং আমাদের যাহাদের সওয়ারী রহিয়াছে প্রত্যেকেই এরূপ দুই তিনজন গরীবকে নিজের সহিত মিলাইয়া লইলাম। এবং তাহাদের সহিত পালাক্রমে সওয়ারীতে আরোহণ করিলাম) সওয়ারীর মালিক শুধু নিজের পালাতেই আরোহণ করিত। অর্থাৎ সওয়ারীর মালিক ও অন্যান্যাদের মধ্যে সমানভাবে পালা নির্ধারিত হইত। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমিও নিজের সহিত এরূপ দুই তিনজন গরীবকে মিলাইয়া লইলাম। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য যতবার আরোহণের পালা হইত আমার জন্যও ততবার হইত। (বাইহাকী)

একজন আনসারীর ঘটনা

হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ঘোষণা দিলে আমি আমার পরিবারের নিকট গেলাম এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রথম জামাত রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। আমি মদীনায় এই ঘোষণা দিতে লাগিলাম যে, কেহ আছে কি, যে একজনকে সওয়ারী দান করিবে আর ইহার বিনিময়ে সওয়ারীর মালিক উক্ত ব্যক্তির গনীমতের মালের সমুদয় অংশ পাইয়া যাইবে? এক আনসারী বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল, আমরা তাহার গনীমতের মালের সমুদয় অংশ এই শর্তে লইতে রাজী

আছি যে, সে আমাদের সহিত সওয়ারীতে পালাক্রমে আরোহণ করিবে (আমরা তাহাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কোন সওয়ারী দিতে পারিব না) এবং আমাদের সহিত খাওয়া দাওয়াও করিবে। আমি বলিলাম, ঠিক আছে। বৃদ্ধ বলিল, তবে আল্লাহর নাম লইয়া চল। আমি সেই নেক লোকের সহিত চলিলাম।

আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদিগকে গনীমতের মাল দান করিলেন তখন আমার অংশে কিছু জোয়ান উট আসিল। আমি সেইগুলিকে হাঁকাইয়া আমার সঙ্গীর নিকট লইয়া গেলাম। সে বাহির হইয়া আসিল এবং একটি উটের পিছনের থলিতে বসিয়া বলিল, এই উটগুলি পিছনের দিকে লইয়া যাও (আমি পিছনের দিকে লইয়া গেলাম।) সে আবার বলিল, সামনের দিকে লইয়া যাও। (আমি সামনের দিকে লইয়া গেলাম।) অতঃপর সে বলিল, তোমার জোয়ান উটগুলি তো অতি উত্তম মনে হইতেছে। আমি বলিলাম, এইগুলিই তো সেই গনীমতের মাল, যাহা দেওয়ার ঘোষণা করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ আনসারী বলিল, হে আমার ভাতিজা, জোয়ান উটগুলি তুমি লইয়া যাও। আমাদের উদ্দেশ্য তো তোমার গনীমতের অংশ ছাড়া অন্য কিছু ছিল। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন, আনসারীর কথার অর্থ হইল, আমরা তোমার সহিত যাহা করিয়াছি উহার বিনিময়ে দুনিয়াতে কোন মজুরী লওয়ার উদ্দেশ্যে করি নাই, বরং আমরা তো আজর ও সওয়াবে শরীক হওয়া উদ্দেশ্যে করিয়াছি।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি কাহাকেও আল্লাহর রাস্তায় একটি চাবুক দান করি ইহা আমার নিকট হজ্জের পর হজ্জ করা হইতে অধিক প্রিয়। (তাবারানী)

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জেহাদে যাওয়া

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক জেহাদে পাঠাইলেন। এক ব্যক্তি

আমাকে বলিল, আমি আপনার সহিত এই শর্তে জেহাদে যাইব যে, আপনি গনীমতের মাল হইতে আমার জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তারপর সে আবার বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, আমি জানি না আপনারা গনীমতের মাল লাভ করিবেন কি করিবেন না। অতএব আমার জন্য একটি নির্ধারিত পরিমাণ ঠিক করিয়া দিন। আমি তাহার জন্য তিন দীনার নির্ধারণ করিলাম। আমরা যুদ্ধে গেলাম এবং বহু গনীমতের মাল লাভ করিলাম। আমি উক্ত ব্যক্তিকে দেওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, আমি তো তাহার জন্য দুনিয়া আখেরাতে শুধু সেই তিন দীনারই দেখিতেছি যাহা সে গ্রহণ করিয়াছে। (না সে গনীমতের মাল হইতে কোন অংশ পাইবে, আর না সে কোন সওয়াব পাইবে।)

(তাবারানী)

অপর এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দাইলামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়ালা ইবনে মুনইয়াহ (রাঃ) বলিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন। আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলাম, আমার কোন খাদেমও ছিল না। আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য একজন লোক তালাশ করিতে লাগিলাম এই শর্তে যে, আমি তাহাকে গনীমতের মাল হইতে তাহার পূর্ণ অংশ দিব। সুতরাং এক ব্যক্তিকে পাইয়া গেলাম। যখন যুদ্ধে যাওয়ার দিন ঘনাইয়া আসিল তখন উক্ত ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল। জানিনা গনীমতের মালের কত অংশ হইবে এবং আমার অংশ কি পরিমাণ হইবে। কাজেই একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিন। জানা নাই গনীমতের মাল আদৌ মিলিবে কি মিলিবে না? আমি তাহার জন্য তিন দীনার নির্ধারণ করিয়া দিলাম। তারপর যখন গনীমতের মাল হাসিল হইল তখন আমি তাহাকে গনীমতের পূর্ণ অংশ দিতে ইচ্ছা করিলাম,

কিন্তু আমার সেই তিন দীনারের কথা স্মরণ হইয়া গেল। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যক্তির ঘটনা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার ধারণা মতে তো এই যুদ্ধের বিনিময়ে সে দুনিয়া আখেরাতে শুধু সেই তিন দীনারই পাইবে যাহা সে নির্ধারণ করিয়াছিল। (সে না সওয়াব পাইবে, না গনীমতের অংশ পাইবে।)

অন্যের মাল দ্বারা জেহাদে গমনকারী

হযরত মাইমূনা বিনতে সা'দ (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে নিজে জেহাদে যায় নাই কিন্তু নিজের মাল অন্য একজনকে দিয়াছে যাহাতে সে তাহার মাল লইয়া জেহাদে যায়। এমতাবস্থায় সওয়াব কি দাতা ব্যক্তি পাইবে, না যে জেহাদে গেল সে পাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দাতা ব্যক্তি তাহার মালের সওয়াব পাইবে আর জেহাদে গমনকারী ব্যক্তি যাহা নিয়ত করিবে তাহা পাইবে। (অর্থাৎ যদি সওয়াবের নিয়ত করে তবে সওয়াব পাইবে, অন্যথায় শুধু মাল পাইবে, সওয়াব পাইবে না।) (তাবারানী)

জেহাদে নিজের পরিবর্তে অন্যকে প্রেরণ করা

হযরত আলী ইবনে রাবীআহ আসাদী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নিজের পরিবর্তে আপন ছেলেকে জেহাদে পাঠাইবার জন্য হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট লইয়া আসিল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট বৃদ্ধ ব্যক্তির রায় যুবকের জেহাদে যাওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য সওয়াল করাকে অপছন্দ করা

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, শক্ত–সামর্থ্যবান এক যুবক মসজিদে আসিল। তাহার হাতে লম্বা লম্বা তীর ছিল। সে বলিতেছিল, কে আছে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিবে? হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ডাকিলেন এবং লোকেরা তাহাকে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট লইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, মজুরির বিনিময়ে ক্ষেতে কাজ করার জন্য কে আমার নিকট হইতে এই ব্যক্তিকে লইবে? একজন আনসারী বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আমি লইব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে মাসিক কত বেতন দিবে? আনসারী বলিল, এই পরিমাণ দিব। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে লইয়া যাও। সেই যুবক আনসারীর ক্ষেতে কয়েক মাস কাজ করিল। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সেই কাজের লোকটির কি হইল? আনসারী বলিল, আমীরুল মুমিনীন, লোকটি অত্যন্ত নেক। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, লোকটিকে আমার নিকট লইয়া আস এবং তাহার যে পরিমাণ বেতন জমা হইয়াছে তাহাও লইয়া আস। আনসারী সেই যুবককেও লইয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে দেরহামের একটি থলিও আনিল। হযরত ওমর (রাঃ) যুবককে বলিলেন, এই থলি লও। এইবার তোমার ইচ্ছা হয় (এইগুলি লইয়া) জেহাদে যাও অথবা (ঘরে) বসিয়া থাক। (কান্য)

আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য ঋণ করা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘোড়া সম্পর্কে কিছু বলিতে শুনিয়াছেন? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য কল্যাণ বাঁধিয়া দেওয়া

হইয়াছে। আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া খরিদ কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া ধার লও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া কিভাবে খরিদ করিব এবং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া কিভাবে ধার লইব?

তিনি বলিলেন, তুমি ধারদাতাকে এরূপ বল যে, এখন আমাকে ধার দাও, যখন গনীমতের মাল হইতে আমার অংশ পাইব তখন ধার শোধ করিয়া দিব। আর বিক্রেতাকে এরূপ বল যে, এখন আমার নিকট জিনিস বিক্রয় করিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদিগকে বিজয় ও গনীমতের মাল দান করিবেন তখন উহার দাম পরিশোধ করিয়া দিব। যতদিন তোমাদের জেহাদ তরতাজা থাকিবে তোমরা কল্যাণের উপর থাকিবে। শেষ যামানায় লোকেরা জেহাদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিতে আরম্ভ করিবে, তোমরা সেই যামানায় জেহাদও করিও এবং জেহাদে আপন জানমাল খরচ করিও। কেননা সেদিন জেহাদ তরতাজা থাকিবে। (অর্থাৎ আজ যেমন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও গনীমতের মাল লাভ করিতেছ সেদিনও তেমনি লাভ করিবে)

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদকে বিদায় জানানো ও তাহার সঙ্গে কিছুদূর হাঁটা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফকে কতল করার জন্য) সাহাবা (রাঃ)দেরকে রওয়ানা করিলেন তখন তিনি (বিদায় জানাইবার জন্য) বাকী'য়ে গারকাদ পর্যন্ত তাহাদের সহিত হাঁটিয়া গেলেন। তারপর তিনি বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া যাও (এবং এই দোয়া দিলেন) আয় আল্লাহ ইহাদিগকে সাহায্য করুন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ)কে খাওয়ার দাওয়াত করা হইল। তিনি আসার পর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন

কোন বাহিনী রওয়ানা করিতেন তখন এইভাবে দোয়া করিতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ

অর্থাৎ আমি তোমাদের দ্বীন তোমাদের আমানতসমূহ ও তোমাদের আমলসমূহের পরিশেষকে আল্লাহর সোপর্দ করিতেছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত উসামা (রাঃ)এর জামাতকে বিদায় জানানো

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযরত উসামা (রাঃ)এর বাহিনীকে রওয়ানা করানোর হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বাহিনীর নিকট গেলেন। তারপর তাহাদিগকে রওয়ানা করাইলেন এবং তাহাদিগকে বিদায় জানাইবার সময় স্বয়ং পায়দল হাঁটিতেছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) সওয়ারীর উপর বসিয়াছিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করুন নতুবা আমি সওয়ারী হইতে নীচে নামিতেছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, না তুমি নীচে নামিবে আর না আল্লাহর কসম, আমি সওয়ার হইব। আমার ইহাতে কি ক্ষতি হইবে যদি কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার পা–কে আল্লাহর রাস্তায় ধুলাযুক্ত করি? কেননা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের জন্য প্রত্যেক কদমে সাতশত নেকী লেখা হয়, সাতশত মর্তবা উন্নত করা হয় এবং তাহার সাতশত গুনাহ মুছিয়া দেওয়া হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদিগকে বিদায় জানাইয়া ফিরিবার সময় হযরত উসামা (রাঃ)কে বলিলেন, যদি ভাল মনে কর তবে হযরত ওমর (রাঃ)কে আমার সাহায্যের জন্য মদীনায় রাখিয়া যাও। তিনি হযরত

ওমর (রাঃ)কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট থাকিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) সিরিয়ায় (চারটি) সেনাদল পাঠাইলেন। তন্মধ্যে একদলের আমীর হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে বিদায় জানাইবার উদ্দেশ্যে তাহার সহিত পায়দল হাঁটিতে লাগিলেন। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করুন, নতুবা আমি সওয়ারী হইতে নামিয়া যাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমার জন্য নীচে নামার অনুমতি নাই এবং আমি নিজেও সওয়ারীতে আরোহণ করিব না। কেননা আল্লাহর রাস্তায় আমার যে কদম পড়িতেছে আমি উহার কারণে আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের আশা করিতেছি। বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একটি সৈন্যদলকে বিদায় জানাইবার জন্য তাহাদের সহিত পায়ে হাঁটিয়া গেলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যাহার রাস্তায় আমাদের পা ধুলাযুক্ত হইয়াছে। কেহ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের পা আল্লাহর রাস্তায় কিভাবে ধুলাযুক্ত হইল? আমরা তো তাহাদেরকে বিদায় জানাইবার জন্য আসিয়াছি, (আল্লাহর রাস্তায় তো বাহির হই নাই)। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা তাহাদেরকে প্রস্তুত করিয়াছি এবং (এখান পর্যন্ত) বিদায় জানাইতে আসিয়াছি এবং তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছি। (এই হিসাবে আমাদের এই কদমও আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হইয়াছে।) (কান্‌য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর জামাত বিদায় করা

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি এক জেহাদে গেলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদিগকে বিদায় জানাইবার জন্য

আমাদের সহিত গেলেন। যখন আমাদের বিদায় করিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন তখন বলিলেন, তোমাদের দুইজনকে দেওয়ার মত এখন আমার নিকট কিছু নাই, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন কোন জিনিসকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা উহার হেফাজত করেন। অতএব আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতসমূহ ও তোমাদের আমলসমূহের পরিশেষকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। (বাইহাকী)

জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসা গাজীদেরকে আগাইয়া আনা

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন লোকেরা তাঁহাকে আগাইয়া আনিতে গেল এবং আমিও ছোট ছোট ছেলেদের সহিত সানিয়্যাতুল ওদা' পর্যন্ত আগাইয়া যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছি। (আবু দাউদ)

বাইহাকীর অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন লোকেরা তাহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য সানিয়্যাতুল ওদা' পর্যন্ত আগাইয়া গেল। আমি বালক বয়সী ছিলাম। আমিও লোকদের সঙ্গে গিয়াছি এবং তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়াছি।

রমযান শরীফে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রমযান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বদরের যুদ্ধে ও মক্কা বিজয়ের সফরে গিয়াছি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুই যুদ্ধে রমযান মাসে সফর করিয়াছি, এক যুদ্ধ বদরের, দ্বিতীয় মক্কা বিজয়ের এবং উভয় সফরে আমরা রোযা রাখি নাই। (কান্‌য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা তিনশত তেরজন ছিলেন। তন্মধ্যে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিয়াত্তর ছিল। সতেরই রমযান শুক্রবার বদরে কাফেরদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। (বিদায়াহ)

ইমাম বাযযার (রহঃ)ও একই রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন, তবে উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদরে সাহাবাদের সংখ্যা তিনশত দশের কিছু বেশী ছিল। তন্মধ্যে আনসারদের সংখ্যা দুইশত ছত্রিশ ছিল এবং সেদিন মুহাজিরদের ঝাণ্ডা হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে ছিল।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সফরে রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং হযরত আবু রুহুম কুলসুম ইবনে হুসাইন ইবনে ওতবা ইবনে খালাফ গিফারী (রাঃ)কে মদীনায় নিজের খলীফা বা নায়েব নিযুক্ত করিয়া গেলেন। রমযানের দশ তারিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফর আরম্ভ করিলেন। তিনি নিজেও রোযা রাখিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত সকলেই রোযা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর উসফান ও উমাজ নামক স্থানের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক ঝর্ণার নিকট পৌছিয়া তিনি রোযা ভঙ্গ করিলেন। সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া মাররায যাহরান নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিলেন। তাঁহার সহিত দশ হাজার সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বৎসর (মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে) রমযান মাসে বাহির হইলেন এবং কাদীদ নামক স্থানে পৌছা পর্যন্ত রোযা রাখিলেন। (সেখানে পৌছিয়া রোযা ভঙ্গ করিলেন।)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বৎসর রমযান মাসে বাহির হইলেন। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। পথে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কুদাইদ নামক স্থানের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। লোকদের পিপাসা লাগিল। তাহারা (পানির তালাশে) ঘাড় উঁচা করিতে লাগিল এবং পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের এই অবস্থা দেখিয়া এক পেয়ালা পানি আনাইলেন এবং আপন হাতে উহা এমনভাবে ধারণ করিলেন যে, লোকেরা সকলেই সেই পেয়ালা দেখিতে পাইল। অতঃপর তিনি পানি পান করিলেন। (ইহা দেখিয়া) লোকেরাও পানি পান করিল। (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর রাস্তায় গমনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন পুরুষ যেন কোন নামাহরাম মহিলার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ না করে, আর না কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক জেহাদে যাওয়ার জন্য আমার নাম লেখা হইয়াছে। এদিকে আমার স্ত্রী হজ্জ করিতে যাইতেছে। (অর্থাৎ এখন আমি কি করিব? জেহাদে যাইব, না স্ত্রীর সহিত হজ্জে যাইব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিজ স্ত্রীর সহিত হজ্জ করিতে যাও।

জেহাদ হইতে ফিরিয়া নামায পড়া ও খানা খাওয়ানো

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর হইতে চাশতের সময় ফিরিয়া আসিতেন তখন মসজিদে যাইতেন এবং বসার পূর্বে দুই

রাকাত নামায পড়িতেন। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বোখারীর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, মসজিদে যাইয়া দুইরাকাত নামায পড়িয়া আস।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বোখারী শরীফের অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন তখন একটি উট অথবা একটি গাভী জবাই করিলেন।

হযরত মুআয (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মুহারিব (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে একটি উট এক উকিয়া ও এক অথবা দুই দেরহামের বিনিময়ে খরিদ করিলেন। যখন তিনি সেরার কুয়ার নিকট পৌঁছিলেন তখন তাঁহার আদেশে একটি গাভী জবাই করা হইল এবং লোকেরা উহার গোশত খাইল। যখন তিনি মদীনায় পৌঁছিলেন তখন আমাকে মসজিদে যাইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতে আদেশ করিলেন এবং আমাকে উটের দাম ওজন করিয়া দিলেন।

মহিলাদের আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফরে যাওয়ার এরাদা করিতেন তখন আপন স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিতেন। লটারীতে যাহার নাম আসিত তাহাকে সফরে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সফরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন অভ্যাস মোতাবেক স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করিলেন। লটারীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে আমার নাম আসিল। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফরে আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তখনকার যুগে মেয়েরা জীবন চলে মত খুব সামান্য আহার করিত, যে কারণে শরীরে গোশত কম হইত এবং শরীর হালকা হইত। সফরে যখন লোকেরা আমার উটের পিঠে হাওদা বাঁধার জন্য আসিত তখন আমি হাওদায় উঠিয়া বসিয়া যাইতাম। তারপর যাহারা হাওদা বাঁধিবে তাহারা আসিয়া হাওদার নিচে ধরিয়া আমাকে সহ উটের পিঠে উঠাইয়া রাখিত এবং রশি দ্বারা হাওদা বাঁধিয়া দিত। হাওদা বাঁধার পর উটের লাগাম ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিত।

এই সফর শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিবার পথে মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানে অবতরণ করিলেন। রাত্রের কিছু অংশ সেখানে কাটাইয়া লোকদের মধ্যে রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। লোকজন রওয়ানা হইয়া গেল। আমি তখন প্রয়োজন সারিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম। আমার গলায় ইয়ামানের যাফার (শহর)এর তৈরী একটি পুঁতির মালা ছিল। প্রয়োজন সারিয়া উঠার সময় সেই মালা আমার অজান্তে গলা হইতে খুলিয়া পড়িয়া গেল। হাওদার নিকট পৌঁছিয়া গলায় মালা তালাশ করিয়া দেখিলাম তাহা নাই। ইতিমধ্যে লোকজন রওয়ানা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি যেখানে গিয়াছিলাম সেখানে যাইয়া উহা তালাশ করিলাম এবং পাইয়া গেলাম। এইদিকে যাহারা আমার হাওদা বাঁধিত তাহারা নিজেদের হাওদা বাঁধিয়া (আমার হাওদা বাঁধিতে আসিল এবং) আমার মালা তালাশ করিতে যাওয়ার পর আসিল। নিয়মানুসারে তাহারা মনে করিল, আমি হাওদার ভিতর রহিয়াছি। অতএব তাহারা হাওদা উঠাইয়া উটের উপর বাঁধিয়া দিল। (আমার শরীর হালকা হওয়ার কারণে) হাওদার ভিতরে আমার না থাকার ব্যাপারে তাহারা মোটেও সন্দেহ করিল না। তারপর তাহারা উটের লাগাম টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। আমি যখন অবস্থানস্থলে ফিরিয়া আসিলাম তখন সেখানে কেহই ছিল না। সমস্ত লোকজন চলিয়া

গিয়াছিল। আমি শরীরে চাদর জড়াইয়া সেখানেই শুইয়া পড়িলাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, যখন আমাকে পাওয়া যাইবে না তখন আমাকে তালাশ করার জন্য লোকজন এখানে ফিরিয়া আসিবে।

আল্লাহর কসম, আমি শুইয়া ছিলাম এমতাবস্থায় হযরত সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রাঃ) আমার পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি নিজের কোন প্রয়োজনে বাহিনী হইতে পিছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সেই রাত্রি বাহিনীর সহিত যাপন করেন নাই। তিনি যখন আমাকে দেখিলেন তখন আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া গেলেন। আর যেহেতু পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখিয়াছিলেন সেহেতু আমাকে দেখিয়া (চিনিতে পারিলেন এবং) বলিলেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।' এ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী। অথচ আমি কাপড় আবৃত ছিলাম। হযরত সফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, আপনি কিভাবে পিছনে রহিয়া গেলেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাহার কথার কোন উত্তর দেই নাই। তারপর তিনি উট আমার নিকটে আনিয়া বলিলেন, ইহার উপর উঠিয়া বসুন এবং নিজে আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। আমি উহাতে আরোহণ করিয়া বসিলে তিনি উটের লাগাম ধরিয়া লোকদের তালাশে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলেন। সকাল পর্যন্ত আমরা লোকদের নিকট পৌঁছিতে পারি নাই। লোকেরাও আমার অনুপস্থিতি জানিতে পারে নাই। তাহারা এক জায়গায় থামিলেন। তাহাদের সেখানে অবস্থান করার পর হযরত সফওয়ান (রাঃ) আমাকে লইয়া সেখানে পৌঁছিলেন। ইহার পর অপবাদ রটনাকারীরা যাহা রটাইবার তাহা রটাইতে আরম্ভ করিল। সমস্ত বাহিনীর মধ্যে এক অস্থিরতা ছড়াইয়া পড়িল। আল্লাহর কসম, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।

তারপর আমরা মদীনায় আসিলাম। মদীনায় পৌঁছার পরপরই আমি অত্যন্ত কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। লোকদের মধ্যে যে সমস্ত

আলোচনা চলিতেছিল উহার কোন কথাই আমার নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমার পিতামাতার নিকট সমস্ত কথাই পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহ কোন কথাই আমাকে বলেন নাই। তবে আমি এতটুকু লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, আমার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেকার সেই স্নেহভরা আচরণ নাই। আমি যখন অসুস্থ হইতাম তখন তিনি আমার সহিত অত্যন্ত দয়ামায়া ও স্নেহভরা আচরণ করিতেন। আমার এই অসুস্থতায় তিনি এই ধরনের কোন আচরণ করেন নাই। তাঁহার এইরূপ আচরণে আমার মনে খটকা লাগিয়াছিল। তিনি যখন ঘরে আসিতেন এবং আমার নিকট আসিয়া আমার মাকে আমার সেবা–শুশ্রূষায় মশগুল দেখিতেন তখন শুধু এইটুকু বলিতেন, সে কেমন আছে? ইহার বেশী কিছুই বলিতেন না। তাঁহার এইরূপ বিমুখতায় আমার মনে দুঃখ হইল এবং আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার মায়ের ঘরে যাইয়া থাকিতে পারি, তিনি আমার শুশ্রূষাও করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন, কোন অসুবিধা নাই, যাইতে পার।

আমি আমার মায়ের নিকট চলিয়া গেলাম এবং মদীনায় যাহা চলিতেছিল তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। বিশদিনেরও বেশী অতিবাহিত হওয়ার পর আমি সুস্থ হইলাম। কিন্তু তখনও অনেক দুর্বল ছিলাম। আমরা আরবরা অনারবদের মত ঘরের ভিতর পায়খানা বানাইতাম না বরং ঘরে পায়খানা বানানোকে খারাপ জানিতাম ও অপছন্দ করিতাম। প্রয়োজন সারিবার জন্য আমরা মদীনার বাহিরে ময়দানে যাইতাম। মহিলারা রাত্রিবেলায় তাহাদের প্রয়োজন সারিত। একরাত্রে আমি প্রয়োজন সারিবার জন্য বাহির হইলাম, আমার সঙ্গে উম্মে মেসতাহ বিনতে আবু রুহ্‌ম ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)ও ছিলেন। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সহিত চলিতেছিলেন হঠাৎ চাদরে পা জড়াইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া যাইয়া তিনি বলিলেন, মেসতাহ ধ্বংস হউক। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আপনি বদর

যুদ্ধে শরীক এরূপ একজন মুহাজির সম্পর্কে খুবই খারাপ কথা বলিয়াছেন।

হযরত উম্মে মেসতাহ (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকরের মেয়ে, তোমার নিকট কি এখনো কোন খবর পৌঁছে নাই? আমি বলিলাম, কি ধরনের খবর? উত্তরে তিনি অপবাদ রটনাকারীদের সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাইলেন। আমি বলিলাম, এমন কথা কি তাহারা প্রচার করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, তাহারা এই কথা প্রচার করিয়াছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, এই কথা শুনার পর আমার এমন অবস্থা হইল যে, আমি আর প্রয়োজন সারিতে পারিলাম না এবং ফিরিয়া আসিলাম। আল্লাহর কসম, তারপর হইতে আমি কাঁদিতে থাকিলাম এবং আমার মনে হইল অধিক কান্নাকাটির কারণে আমার কলিজা ফাটিয়া যাইবে। আমি আমার মাকে বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাফ করুন, লোকেরা এত কথা রটাইল আর আপনি আমাকে কিছুই বলিলেন না। তিনি বলিলেন, হে আমার বেটি, তুমি এত অস্থির হইও না, আল্লাহর কসম, যখন কাহারো কোন সুন্দরী স্ত্রী থাকে আর সে ব্যক্তি তাহাকে মহব্বতও করে এবং সেই স্ত্রীর অপরাপর সতীনও থাকে এমতাবস্থায় সতীনগণ এবং অন্যান্য লোকেরা তাহার দোষত্রুটি বেশী করিয়া বলিয়া থাকে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া খোতবা দিলেন অথচ আমি এই ব্যাপারে কিছুই জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, ইহাদের কি হইল যে, তাহারা আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে কষ্ট দিতেছে? এবং তাহাদের উপর অন্যায়ভাবে অপবাদ দিতেছে? আল্লাহর কসম, আমি তো সর্বদা আমার পরিবারকে ভালই দেখিয়া আসিতেছি এবং যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দিতেছে তাহাকেও ভালই দেখিয়া আসিতেছি। যখনই সে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে আমার সঙ্গে প্রবেশ

করিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকই এই অপবাদ দেওয়া ও রটানোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অংশগ্রহণ করিয়াছে। তাহার সহিত খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক, হযরত মেসতাহ (রাঃ) ও হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ)ও এই কাজে সহায়তা করিয়াছেন। হযরত হামনা (রাঃ)এর এই কাজে অংশগ্রহণের কারণ এই ছিল যে, তাহার বোন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত যায়নাব (রাঃ)ই তাঁহার নিকট মর্যাদার দিক দিয়া আমার সমকক্ষতার দাবী রাখিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তো তাহার দ্বীনদারীর কারণে হেফাজত করিয়াছেন। এইজন্য তিনি আমার ব্যাপারে ভাল কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু হযরত হামনা (রাঃ) নিজের বোনের কারণে আমার বিরোধিতা করিতে যাইয়া এই সমস্ত অপবাদের কথা রটাইয়াছেন। আর এই কারণে তিনি গুনাহগার হইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পূর্বোল্লেখিত কথা বলিলেন, তখন হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এই অপবাদ দানকারীগণ আমাদের আওস গোত্রের হইয়া থাকে তবে আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, আমরাই আপনার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে যাহা করিবার করিব। আর যদি তাহারা আমাদের খাযরাজী ভাইদের মধ্য হইতে হইয়া থাকে তবে আপনি তাহাদের ব্যাপারে আমাদিগকে যাহা হুকুম করিবেন আমরা তাহা পালন করিব। আল্লাহর কসম, তাহাদের তো গর্দান উড়াইয়া দেওয়া উচিত।

এই কথার পর হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন। ইতিপূর্বে তাহাকে নেকলোক বলিয়া মনে করা হইত। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি ভুল করিয়াছ। তাহাদের গর্দান উড়ানো যাইবে না। আল্লাহর কসম, তুমি এই কথা শুধু এইজন্য বলিয়াছ যে, তোমার জানা

আছে যে, তাহারা খাযরাজ গোত্রীয়। যদি তাহারা তোমার গোত্রের হইত তবে তুমি এমন কথা কখনও বলিতে না।

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি ভুল বলিতেছ। তুমি নিজে মুনাফিক, মুনাফিকদের পক্ষ হইয়া ঝগড়া করিতেছ। এই কথার উপর লোকেরা পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গেল এবং আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হইল। (কিন্তু লোকেরা আপোষ করাইয়া দিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া আমার নিকট আসিলেন। এই ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হইতেছিল না বিধায় তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উসামা (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহাদের সহিত নিজ পরিবার (অর্থাৎ হযরত আয়েশা)কে ত্যাগ করার ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার সম্পর্কে প্রশংসা ও ভাল কথাই বলিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিজ পরিবারকে রাখুন, কেননা আমরা সর্বদা তাহাদের নিকট হইতে ভাল ও কল্যাণই দেখিয়া আসিতেছি। আর এই সমস্ত অপবাদ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলা অনেক রহিয়াছে। আপনি তাহার স্থলে অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারেন। আর আপনি বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বারীরাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ডাকিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) উঠিয়া হযরত বারীরাহ (রাঃ)কে খুব মারধর করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সত্য কথা বল। হযরত বারীরাহ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তাহার (অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)এর) ব্যাপারে আমার ভাল ছাড়া কিছুই জানা নাই। আমি তাহার মধ্যে একটি বিষয় ব্যতীত আর কোন দোষণীয় জিনিস দেখি না। আর তাহা এই যে, আমি তাহাকে আটা খামীর করিয়া

দিয়া বলিতাম যে, আটাগুলি দেখিবেন, কিন্তু তিনি বে-খেয়ালে ঘুমাইয়া পড়িতেন আর বকরী আসিয়া আটা খাইয়া ফেলিত।

এই ঘটনার পর একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আমার পিতামাতা ও আমার নিকট বসিয়াছিলেন। একজন আনসারী মহিলাও সেখানে ছিলেন। আমিও কাঁদিতেছিলাম, আর সেই মহিলাও কাঁদিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা করার পর বলিলেন, হে আয়েশা, লোকেরা যে সকল কথা আলোচনা করিতেছে তাহা তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে। অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় কর, এবং লোকেরা যাহা বলিতেছে, যদি সত্যই তোমার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হইয়া থাকে তবে তুমি আল্লাহর নিকট তওবা করিয়া লও, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাহার বান্দাদের তওবা কবুল করেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, তাঁহার এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার অশ্রু একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পর এক ফোটাও অশ্রু ঝরিল না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, যাহাতে আমার পিতামাতা আমার পক্ষ হইতে কোন উত্তর দেন। কিন্তু তাহারা উভয়ে কিছু বলিলেন না। আল্লাহর কসম, আমি নিজের ব্যাপারে এত উঁচা ধারণা করি নাই যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ভিন্নভাবে কোন আয়াত নাযিল করিবেন যাহার তেলাওয়াত হইতে থাকিবে এবং নামাযে পড়া হইতে থাকিবে। কিন্তু আমার এতটুকু আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত এমন কোন স্বপ্ন দেখিবেন যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো জানেন, আমি এই অপবাদ হইতে একেবারেই পাকপবিত্র। আমি নিজেকে ইহা হইতে অতি নগণ্য মনে করিতাম যে, আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিল হইবে। আমি যখন দেখিলাম যে, আমার পিতামাতা কোন জবাব দিতেছেন না তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আপনারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উত্তর কেন দিতেছেন না? তাহারা বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি উত্তর দিব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিবারের উপর দিয়া সে দিনগুলিতে যে দুঃখ–দুর্দশা অতিবাহিত হইয়াছিল আর কাহারো উপর দিয়া এরূপ অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমার পিতামাতা যখন আমার ব্যাপারে কোন কথা বলিলেন না তখন আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল এবং আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তারপর আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আপনি যাহা বলিয়াছেন আমি উহা হইতে কখনও তওবা করিব না। (কেননা আমি তো এমন কাজ করিই নাই।) আল্লাহর কসম, আমি জানি লোকেরা যাহা বলিতেছে তাহা যদি আমি স্বীকার করি—আর আল্লাহ্‌ তায়ালাও জানেন আমি উহা হইতে পবিত্র—তবে আমি এমন কথা স্বীকার করিব যাহা বাস্তবে ঘটে নাই। আর লোকেরা যাহা বলিতেছে যদি আমি উহা অস্বীকার করি তবে আপনারা আমাকে সত্যবাদী মনে করিবেন না। অতঃপর আমি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম উচ্চারণ করিতে চাহিলাম কিন্তু তখন তাহার নাম আমার মনে আসিতেছিল না। কাজেই আমি বলিলাম, এখন আমি সেই কথাই বলিব যাহা ইউসুফ (আঃ)এর পিতা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ—

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

অর্থ ঃ এখন সবর করাই আমার পক্ষে উত্তম, তোমরা যাহা বর্ণনা করিতেছ, সে বিষয়ে আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও আপন স্থান হইতে উঠেন নাই এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ওহী নাযিল হইতে শুরু হইল এবং নিয়মানুসারে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কাপড় দ্বারা

ঢাকিয়া দেওয়া হইল এবং মাথার নীচে একটি চামড়ার বালিশ দেওয়া হইল। আমি (ওহী নাযিল হওয়ার) এই দৃশ্য দেখিয়া মোটেও ঘাবড়াই নাই এবং চিন্তিতও হই নাই। কেননা আমার এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ্ তায়ালা আমার উপর জুলুম করিবেন না। আর আমার পিতামাতার অবস্থা? ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আয়েশার প্রাণ রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা এখনও কাটে নাই, কিন্তু আমার মনে হইল যেন এই আশংকায় তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে লোকদের কথার সত্যতা না নাযিল হইয়া যায়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হইতে ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা কাটিয়া গেল এবং তিনি উঠিয়া বসিলেন। শীতের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও তাহার চেহারা মোবারক হইতে মুক্তার ন্যায় ঘামের ফোটা ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি চেহারা মোবারক হইতে ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, হে আয়েশা, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা নাযিল করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম, আলহামদুলিল্লাহ!

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে লোকদের নিকট গেলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন এবং এই ব্যাপারে যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা নাযিল করিয়াছেন তাহা লোকদেরকে তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ইহার পর তিনি হযরত মেসতাহ্ ইবনে আসাসাহ (রাঃ), হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) ও হযরত হামনা বিনতে জাহাস (রাঃ)কে শাস্তি প্রদানের হুকুম দিলেন এবং তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইল। কারণ ইহারা এই অশ্লীল কথা প্রচারে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিদায়াহ)

ইমাম আহমদ (রহঃ) এই হাদীসকে অনেক দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কিত আয়াত পড়িয়া

শুনাইলেন তখন) আমার মা বলিলেন, উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও (এবং তাহার শুকরিয়া আদায় কর)। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইব না, আমি তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিব যিনি আমার পবিত্রতা নাযিল করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা

إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ

'অর্থাৎ যাহারা এই অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে তাহারা তোমাদেরই একদল'—হইতে পরবর্তী দশ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করিয়াছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত মেসতাহ (রাঃ)এর উপর আত্মীয় ও গরীব হওয়ার কারণে (টাকা পয়সা) খরচ করিতেন। আল্লাহ তায়ালা যখন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে এই আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, মেসতাহ যখন আয়েশার ব্যাপারে এত বড় কথা বলিয়াছে তখন আমি আর কখনও তাহার উপর খরচ করিব না। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوا أُولِى الْقُرْبٰى - الى قوله - اَلَاتُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক সচ্ছলতার অধিকারী তাহারা যেন কসম না খায় যে, তাহারা আত্মীয়–স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের কিছুই দিবে না। তাহাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ–ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

এই আয়াত শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর

কসম, আমি চাই যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর হযরত মেসতাহ (রাঃ)কে যে খরচ দিতেন তাহা পুনরায় দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনও তাহার খরচ বন্ধ করিব না।

এক মহিলার আল্লাহর রাস্তায় গমন করা

বনু গিফার গোত্রের একজন মহিলা বলেন, আমি বনু গিফার গোত্রের মহিলাদের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি খাইবারের যুদ্ধে যাইতেছিলেন। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরাও আপনার সহিত এই সফরে যাইতে চাই। আমরা আহতদের সেবা শুশ্রূষা করিব এবং সাধ্যানুসারে মুসলমানদের সাহায্য করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ বরকত দান করুন, চল। অতএব আমরা তাঁহার সহিত গেলাম। মহিলা বলেন, আমি অল্পবয়স্কা কিশোরী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার উটের পিছনে হাওদার থলিতে বসাইয়া লইলেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল হওয়ার সামান্য পূর্বে নীচে নামিলেন এবং উট বসাইবার পর আমিও হাওদার থলি হইতে নামিয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখিলাম থলিতে আমার রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। আর ইহা আমার প্রথম হায়েজ ছিল। আমি লজ্জায় জড়সড় হইয়া উটের নিকট চলিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই অবস্থা ও রক্তের দাগ দেখিয়া বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? তোমার সম্ভবতঃ হায়েজ হইয়াছে। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমার অবস্থা ঠিক করিয়া লও। একটি পাত্রে পানি লইয়া উহাতে কিছু লবণ মিশাইয়া লইও। তারপর হাওদার থলিতে যেখানে রক্ত লাগিয়াছে উহাকে ধুইয়া নিজের জায়গায় বসিয়া যাও।

ইহার পর আল্লাহ তায়ালা খাইবারে বিজয় দান করিলে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকেও গনীমতের মাল হইতে কিছু অংশ দান করিলেন। আর এই হার যাহা তোমরা আমার গলায় দেখিতেছ ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করিয়াছিলেন এবং নিজ হাতে আমার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহর কসম, এই হার কখনও আমার শরীর হইতে পৃথক হইবে না। তাহার মৃত্যু পর্যন্ত সেই হার তাহার গলায় ছিল। তারপর তিনি (মৃত্যুর সময়) অসিয়ত করিলেন, যেন এই হার তাহার সহিত কবরে দাফন করা হয়। তিনি যখনই হায়েজ হইতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করিতেন গোসলের পানিতে অবশ্যই লবণ মিশাইয়া লইতেন এবং মৃত্যুর সময় এই অসিয়ত করিলেন যে, তাহার গোসলের পানিতে যেন অবশ্যই লবণ মিশ্রিত করা হয়। (বিদায়াহ)

অপর এক মহিলার আল্লাহর রাস্তায় গমন করা

হুমাইদ ইবনে হেলাল (রাঃ) বলেন, তুফাওয়া গোত্রের এক ব্যক্তি আমাদের এলাকা দিয়া যাতায়াত করিত। উক্ত ব্যক্তি (যাতায়াতের পথে) আমাদের গোত্রে সাক্ষাৎ করিত এবং গোত্রের লোকদেরকে বিভিন্ন হাদীস শুনাইত। একবার সে বলিল, আমি একবার ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত মদীনায় গিয়াছি। সেখানে আমরা সামানপত্র বিক্রয় করিলাম। তারপর আমার মনে আসিল যে, আমি এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইব এবং তাঁহার অবস্থা জানিয়া আমার পিছনে যাহারা (এলাকায়) রহিয়া গিয়াছে তাহাদেরকে যাইয়া শুনাইব। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, এই ঘরে একজন মহিলা বাস করিত। সে মুসলমানদের সহিত এক জেহাদে গেল এবং ঘরে বারটি বকরী ও কাপড় বুনার একটি শলাকা যাহা দ্বারা সে কাপড় বুনার কাজ করিত, রাখিয়া গেল। তাহার একটি বকরী ও সেই শলাকা হারাইয়া

গেল। উক্ত মহিলা বলিতে লাগিল, হে আমার রব্ব, যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় বাহির হয় তুমি তাহার সর্ববিষয়ে হেফাজতের দায়িত্ব লইয়াছ। (তোমার রাস্তায় যাওয়ার পর) আমার একটি বকরী ও আমার কাপড় বুনার শলাকা হারাইয়া গিয়াছে। আমি আমার বকরী ও শলাকার ব্যাপারে তোমাকে কসম দিতেছি (যে, আমাকে উহা ফিরাইয়া দাও।)

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটির নিকট উক্ত মহিলার আপন রবের নিকট দোয়ার কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, সে কিরূপ জোশ ও আবেগের সহিত আপন রবের নিকট দোয়া করিতেছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই মহিলা তাহার সেই বকরী ও উহার সহিত আরো একটি বকরী এবং তাহার সেই শলাকা ও উহার সহিত আরো একটি শলাকা (আল্লাহ তায়ালার গায়েবী ভাণ্ডার হইতে) পাইয়া গেল। এই সেই মহিলা। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার। তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটি বলিল, না, (জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই) আমি আপনার বর্ণনাকেই সত্য মানিয়া লইতেছি। (আপনার কথার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।)

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ)এর আল্লাহর রাস্তায় গমন করা

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং সেখানে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তারপর মুচকি হাসিয়া জাগ্রত হইলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কেন হাসিতেছেন? তিনি বলিলেন, (আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে,) আমার উম্মতের কতিপয় লোক আল্লাহর রাস্তায় সমুদ্র সফর করিবে, তাহারা এমন হইবে যেমন বাদশাহগণ সিংহাসনের উপর (উপবিষ্ট) থাকে। হযরত

বিনতে মিলহান (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করুন, যেন আমাকেও তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে তাহাদের মধ্যে শামিল করিয়া দিন। তিনি পুনরায় আরাম করিলেন এবং মুচকি হাসিয়া জাগ্রত হইলেন। হযরত বিনতে মিলহান (রাঃ) পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন (যে, এইবার স্বপ্নে পূর্বের ন্যায় আমার উম্মতের অপর এক জামাতের অবস্থা দেখিলাম)। হযরত বিনতে মিলহান (রাঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়া দিন, যেন আমাকে এই জামাতেও শামিল করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, তুমি প্রথম জামাতে শামিল থাকিবে, দ্বিতীয় জামাতে নয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)এর সহিত হযরত বিনতে মিলহান (রাঃ)এর বিবাহ হইল (এবং তাহার সহিত জামাতে গেলেন) এবং (হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর স্ত্রী) হযরত বিনতে কুরাযাহ (রাঃ)এর সঙ্গে সমুদ্র সফর করিলেন। ফিরিবার পথে নিজ সওয়ারী জানোয়ারের উপর আরোহণ করার সময় উহা লাফাইয়া উঠিল আর তিনি নিচে পড়িয়া গেলেন এবং সেখানেই (অর্থাৎ সাইপ্রাস দ্বীপে) তাহার ইন্তেকাল হইল।

আল্লাহর রাস্তায় মহিলাদের খেদমত করা

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, আনসারী মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইতেন, তাহারা অসুস্থদেরকে পানি পান করাইতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করিতেন।

(তাবারানী)

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)সহ কতিপয় আনসারী মহিলাদেরকে যুদ্ধের সফরে সঙ্গে

লইয়া যাইতেন। এই সমস্ত মহিলারা পানি পান করাইতেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করিতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসকে ছহী হাদীস বলিয়াছেন।

বোখারীর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত রুবাঈয়ে' বিনতে মুআব্বিয (রাঃ) বলেন, আমরা মহিলারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইতাম। আমরা পানি পান করাইতাম, আহতদের শুশ্রূষা করিতাম,শহীদগণকে (ময়দান হইতে উঠাইয়া) ফেরৎ আনিতাম। বোখারীর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত রুবাঈয়ে' (রাঃ) বলেন, আমরা মহিলারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইয়া লোকদেরকে পানি পান করাইতাম এবং তাহাদের খেদমত করিতাম, শহীদ ও আহতদেরকে (মদীনার নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ হইলে) মদীনায় ফেরৎ আনিতাম।

মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম শরীফ ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে আতিয়্যাহ আনসারী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। (লোকজন যুদ্ধের ময়দানে চলিয়া যাওয়ার পর) আমি পিছনে তাহাদের অবস্থানস্থলে থাকিয়া তাহাদের জন্য খানা পাকাইতাম, আহতদের ঔষধ লাগাইতাম এবং অসুস্থদের খেদমত করিতাম।

হযরত লায়লা গিফারিয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে যাইয়া আহতদের সেবা–শুশ্রূষা করিতাম।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের পরাজয় হইল এবং তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। আমি হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, উভয়ে এমনভাবে চাদর উপরে উঠাইয়া লইয়াছেন যে, আমি তাহাদের পায়ের অলংকার

দেখিতে পাইয়াছি। তাহারা পানির মশক লইয়া দ্রুত দৌড়াইতেছিলেন।

অপর এক বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, তাহারা উভয়ে কোমরের উপর পানির মশক ভরিয়া আনিতেন, আর আহতদের মুখে পানি ঢালিয়া দিতেন, তারপর আবার (পানি ভরার জন্য) ফিরিয়া যাইতেন এবং মশক ভরিয়া আনিয়া আহতদের মুখে ঢালিতেন।

হযরত সা'লাবা ইবনে আবি মালিক (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার মদীনার মেয়েদের মধ্যে পশমী চাদর বন্টন করিলেন। তন্মধ্যে একটি সুন্দর চাদর অতিরিক্ত রহিয়া গেল। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, এই চাদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতনী যিনি আপনার স্ত্রী, অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে দান করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত উম্মে সুলাইত (রাঃ) এই চাদর পাওয়ার বেশী হক রাখে। হযরত উম্মে সুলাইত (রাঃ) আনসারদের ঐ সমস্ত মহিলাদের একজন, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত উম্মে সুলাইত (রাঃ) আমাদের জন্য মশক বহন করিয়া আনিতেন। (অথবা বর্ণিত শব্দের অর্থ সিলাই করিতেন।)

খেদমতের জন্য মহিলাদের খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

আবু দাউদ শরীফে এই রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হাশরাজ ইবনে যিয়াদের দাদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত খাইবারের যুদ্ধে মহিলারাও গিয়াছিলেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে এই যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহারা কি উদ্দেশ্যে যাইতেছে। মহিলারা বলিলেন, আমরা এই উদ্দেশ্যে যাইতেছি যে, আমরা পশম দ্বারা রশি প্রস্তুত করিয়া

দিব যাহা দ্বারা মুজাহিদদের কাজে সাহায্য হইবে, আহতদের চিকিৎসা করিব, তীর উঠাইয়া দিব এবং ছাতু গুলিয়া পান করাইব।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, মহিলারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেন। যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাইতেন, আহতদের চিকিৎসা করিতেন। (ফাতহুল বারী)

আল্লাহর রাস্তায় মহিলাদের যুদ্ধ করা

হযরত সাঈদ ইবনে আবি যায়েদ আনসারী (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে সা'দ বিনতে সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) বলিতেন, আমি হযরত উম্মে উমারাহ (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, খালাজান, আমাকে আপনার ঘটনা শুনান। তিনি বলিলেন, আমি দিনের শুরুতে সকাল সকাল বাহির হইয়া দেখিতে লাগিলাম মুসলমানরা কি করিতেছেন। আমার সঙ্গে পানির মশক ছিল। আমি চলিতে চলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। তিনি সাহাবাদের মাঝখানে ছিলেন। তখন মুসলমানরা জয়লাভ করিতেছিলেন এবং তাহাদের কদম সুদৃঢ় ছিল। তারপর যখন মুসলমানদের পরাজয় হইতে লাগিল তখন আমি সরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া গেলাম এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। তলোয়ার দ্বারা কাফেরদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিতে লাগিলাম এবং ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপও করিলাম। আমার শরীরেও অনেক আঘাত লাগিল।

হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি তাহার কাঁধের উপর একটি যখমের চিহ্ন দেখিলাম যাহা ভিতর দিকে অনেক গভীর ছিল। আমি হযরত উম্মে উমারাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম এই আঘাত আপনাকে কে করিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইবনে কামিআহ কাফের এই আঘাত করিয়াছে। আল্লাহ তাহাকে অপদস্থ করুন। মুসলমানগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন

তখন ইবনে কামিআহ এই বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল যে, আমাকে বল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায়? যদি সে বাঁচিয়া যায় তবে আমার বাঁচা হইবে না। (অর্থাৎ হয় তিনি মরিবেন, না হয় আমি মরিব।) অতঃপর আমি ও হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং কতিপয় সাহাবা যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (ময়দানে) মজবুত হইয়াছিলেন—আমরা তাহার মুখামুখী হইলাম। তখন সে আমার উপর আঘাত করিয়াছিল যাহাতে আমার এই যখম লাগিয়াছিল। আমিও তখন তাহার উপর কয়েকবার তলোয়ারের আঘাত করিয়াছি, কিন্তু খোদার দুশমন দুইটি বর্ম পরিধান করিয়াছিল।

হযরত উমারাহ বিনতে গাযিয়্যাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহার মা হযরত উম্মে উমারাহ (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন ঘোড়সওয়ার দুশমনকে কতল করিয়াছিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন ডানে বামে আমি যেদিকেই তাকাইয়াছি সেদিকেই উম্মে উমারাহকে আমার হেফাজতের উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত দেখিয়াছি। (এসাবাহ)

হযরত যামরা ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট কয়েকটি পশমী চাদর আসিল। তন্মধ্যে একটি চাদর অতি উত্তম ও বেশ প্রশস্ত ছিল। কেহ বলিল, ইহার মূল্য এত হইবে (অর্থাৎ অনেক মূল্যবান চাদর) আপনি ইহা আপনার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত সফিয়্যাহ বিনতে আবি ওবায়েদ (রাঃ)কে দিয়া দিন। সে সময় হযরত সফিয়্যাহ বিনতে আবি ওবায়েদ (রাঃ) নববধু হিসাবে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘরে আসিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই চাদর এমন মহিলার নিকট পাঠাইব, যে ইবনে ওমরের স্ত্রী অপেক্ষা এই চাদরের অধিক হক রাখে। আর তিনি হইলেন হযরত উম্মে উমারাহ নুসাইবাহ

বিনতে কা'ব (রাঃ)। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, (ওহুদের যুদ্ধের দিন) ডানে বামে আমি যেদিকেই তাকাইয়াছি সেদিকেই উম্মে উমারাহকে আমার হেফাজতের উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত দেখিয়াছি। (কানযুল উম্মাল)

ওহুদের যুদ্ধে হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর যুদ্ধ করা

হেশাম (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের পরাজয় ঘটিল তখন হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) আসিলেন। তাহার হাতে বর্শা ছিল। তিনি মুসলমানদের মুখের উপর সেই বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধের ময়দানের দিকে ফিরাইতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর ছেলে হযরত যুবাইর (রাঃ)কে) বলিলেন, হে যুবাইর! এই মহিলার দিকে লক্ষ্য রাখ, (ইনি তোমার মা)। (এসাবাহ)

আব্বাদ (রহঃ) বলেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ফারে' নামক দূর্গে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসসান (রাঃ)ও সেই দূর্গে মহিলা ও শিশুদের সহিত ছিলেন। এক ইহুদী সেই দূর্গের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় দূর্গের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সে সময় বনু কোরাইযার ইহুদীরাও যুদ্ধ ঘোষণা দিয়াছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। ইহুদীদের প্রতিরোধের জন্য আমাদের ও ইহুদীদের মাঝে কোন মুসলমান পুরুষও ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ দুশমনের মোকাবিলায় ব্যস্ত ছিলেন। দুশমনকে ছাড়িয়া আমাদের সাহায্যের জন্য আসাও সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় এক ইহুদীকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিয়া আমি হযরত হাসসান (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি তো দেখিতে পাইতেছেন যে, এই ইহুদী দূর্গের

চারিদিকে ঘুরিতেছে। আল্লাহর কসম, আমার আশংকা হয় যে, সে আমাদের ভিতরের অবস্থা জানিয়া আমাদের পিছনে অন্যান্য যে সকল ইহুদী রহিয়াছে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবারা (কাফেরদের সহিত যুদ্ধে) লিপ্ত রহিয়াছেন। কাজেই আপনি (দূর্গ হইতে) নীচে নামিয়া যাইয়া তাহাকে কতল করিয়া দিন।

হযরত হাসসান (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বেটি, আল্লাহ আপনার মাগফিরাত করুন, আল্লাহর কসম, আপনি তো জানেন, আমার দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। হযরত হাসসান (রাঃ) যখন এই উত্তর দিলেন এবং আমি তাহার মধ্যে কোন সাহসিকতার কিছু দেখিলাম না তখন আমি নিজেই কোমর বাঁধিয়া একটি বাঁশ লইলাম। তারপর দূর্গ হইতে নামিয়া ইহুদীর দিকে অগ্রসর হইলাম এবং বাঁশ দ্বারা মারিতে মারিতে তাহাকে শেষ করিয়া দিলাম। আমি তাহাকে শেষ করিয়া দূর্গে ফিরিয়া আসিলাম এবং হযরত হাসসান (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি নিচে যাইয়া ইহুদীর সামানপত্র ও কাপড়–চোপড় খুলিয়া লইয়া আসুন। বেগানা পুরুষ হওয়ার কারণে আমি তাহার কাপড় খুলিয়া আনিতে পারি নাই।

হযরত হাসসান (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের বেটি, তাহার কাপড় চোপড় খুলিয়া আনার আমার কোন প্রয়োজন নাই। (বিদায়াহ)

হেশাম ইবনে ওরওয়ার রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ) প্রথম মুসলমান মহিলা, যিনি একজন মুশরিক পুরুষকে কতল করিয়াছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর খঞ্জর লওয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন হযরত আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসাইবার

জন্য আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উম্মে সুলাইমকে দেখিয়াছেন কি? তাহার সহিত একটি খঞ্জর রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)কে বলিলেন, হে উম্মে সুলাইম, তুমি খঞ্জর দ্বারা কি করিতে চাও? উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, কাফেরদের কেহ যদি আমার নিকট আসে তবে আমি তাহাকে খঞ্জর মারিয়া দিব। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) একটি খঞ্জর বানাইলেন। হুনাইনের যুদ্ধের দিন উহা তাহার নিকট ছিল। হযরত আবু তালহা (রাঃ) উহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই উম্মে সুলাইমের নিকট খঞ্জর রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই খঞ্জর কিসের জন্য? তিনি বলিলেন, আমি ইহা এইজন্য লইয়াছি যে, যদি কোন মুশরিক আমার নিকট আসে তবে উহা তাহার পেটের ভিতর ঢুকাইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। (মুসলিম)

ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত আসমা (রাঃ)এর নয়জন মুশরিককে কতল করা

হযরত মুহাজির (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর চাচাতো বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান (রাঃ) ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন তাঁবুর বাঁশ দ্বারা নয়জন রুমী সৈন্যকে কতল করিয়াছিলেন।

মহিলাদের জেহাদে গমন করাকে অপছন্দ করা

বনু কোযাআহ গোত্রীয় উযরাহ খান্দানের হযরত উম্মে কাবশাহ

(রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে অমুক বাহিনীর সহিত যাওয়ার অনুমতি দান করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো যুদ্ধ করার জন্য যাইতে চাহিতেছি না, বরং আমি আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসা করিব অথবা তাহাদেরকে পানি পান করাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি আমার এই আশংকা না হইত যে, মহিলাদের যুদ্ধে যাওয়া একটি ভিন্ন সুন্না বা রীতিতে পরিণত হইবে এবং এরূপ বলা হইবে যে, অমুক মহিলাও তো গিয়াছিল (কাজেই আমরা যুদ্ধে যাইব, অথচ সকল মহিলার জন্য যুদ্ধে যাওয়া মুনাসিব নয়) তবে আমি অবশ্যই অনুমতি দান করিতাম। অতএব তুমি ঘরে বসিয়া থাক। (তাবারানী)

স্বামীর আনুগত্য ও তাহার হক স্বীকার করা জেহাদ সমতুল্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল যে, আমি মহিলাদের পক্ষ হইতে আপনার খেদমতে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছি, এই জেহাদ তো পুরুষদের উপর ফরজ করা হইয়াছে, যদি জেহাদ করিলে তাহারা সওয়াব লাভ আর শহীদ হইলে তাহারা তাহাদের রবের নিকট জীবিত থাকিয়া রিযিক লাভ করে তবে আমরা মহিলারা এই সমস্ত পুরুষদের সর্বপ্রকার খেদমত করিয়া থাকি, এই খেদমতের বিনিময়ে আমরা কি পাইব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যে কোন মহিলার সাক্ষাৎ পাও তাহাকে এই পয়গাম পৌছাইয়া দাও যে, স্বামীর আনুগত্য ও তাহার হক স্বীকার করা জেহাদের সমতুল্য সওয়াব রাখে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেক কম মহিলাই এরূপ করিয়া থাকে।

তাবারানী হইতে একটি হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত আছে যে, একজন

মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি মহিলাদের পক্ষ হইতে আপনার খেদমতে প্রেরিত হইয়াছি, যে কোন মহিলা আমার এখানে আগমনের সংবাদ জানুক চাই না জানুক, প্রত্যেকেই এই আগ্রহ রাখে যে, আমি আপনার খেদমতে হাজির হই। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও মহিলাদের রব, এবং তাহাদের উভয়ের মা'বুদ, আর আপনি পুরুষ মহিলা সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের উপর জেহাদ ফরজ করিয়াছেন। যদি তাহারা জেহাদ করিয়া আসে তবে গনীমতের মাল লইয়া আসে, আর যদি তাহারা শহীদ হইয়া যায় তবে আপন রবের নিকট জীবিত থাকিয়া রিযিক লাভ করে। মহিলাদের কোন আমল পুরুষদের এই আমলের সমতুল্য হইবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, স্বামীর আনুগত্য ও তাহাদের হক স্বীকার করা, কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেক কম মহিলাই এরূপ করিয়া থাকে। (তরগীব)

শিশুদের আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও যুদ্ধ করা

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন মহিলা তাহার ছেলেকে তলোয়ার দিল যাহা সে বহন করিতে পারিতেছিল না। এইজন্য উক্ত মহিলা একটি চামড়ার ফিতা দ্বারা সেই তলোয়ার ছেলের বাহুর সহিত মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দিল এবং তাহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই ছেলে আপনার পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধের ময়দানে) সেই ছেলেকে বলিতেছিলেন, হে আমার বেটা, এইদিকে হামলা কর, হে আমার বেটা এই দিকে হামলা কর। অবশেষে ছেলেটি আহত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে উঠাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইলে তিনি বলিলেন, হে আমার বেটা, তুমি সম্ভবতঃ ঘাবড়াইয়া গিয়াছ। ছেলেটি আরজ করিল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর কান্নাকাটি করা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে ছোট মনে করিয়া বদরের যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে অনুমতি দান করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি তাহার শরীরের সহিত তলোয়ারের ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছি এবং আমি নিজেও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি অথচ সেই সময় আমার চেহারায় শুধু একটি চুল ছিল, যাহা আমি বার বার হাত দ্বারা ধরিতাম। (কান্‌য)

হযরত ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর শাহাদাত

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি আমার ভাই হযরত ওমায়ের ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)কে দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ হওয়ার পূর্বে লুকাইয়া লুকাইয়া চলিতেছিল। আমি বলিলাম, হে আমার ভাই, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিতে লাগিল, আমার ভয় হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিতে পাইলে ছোট মনে করিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন। অথচ আমি আল্লাহর রাস্তায় যাইতে চাই। হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাত নসীব করিবেন। সুতরাং যখন তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করা হইল তখন তিনি তাহাকে ফেরৎ যাইতে বলিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) কাঁদিতে আরম্ভ

করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমায়ের (রাঃ) ছোট ছিলেন বলিয়া আমি তাহার তলোয়ারের ফিতায় গিরা লাগাইয়া দিয়াছিলাম। শাহাদতের সময় তাহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর হইয়াছিল। (এসাবাহ)

সপ্তম অধ্যায়

পরস্পর একতা ও ঐক্যমতের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের গুরুত্ব প্রদান এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর প্রতি দাওয়াতের কাজে ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে পরস্পর মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদ হইতে বাঁচিয়া থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খোতবা

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সকীফায়ে বনু সাএদার দিন খোতবা প্রদানকালে বলিয়াছেন, মুসলমানদের মধ্যে একই সময়ে দুই আমীর হওয়া বৈধ নহে। কেননা এরূপ হইলে মুসলমানদের সমস্ত কাজে ও সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হইবে এবং তাহাদের জামাত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হইবে। এমতাবস্থায় সুন্নাত ছুটিয়া যাইবে, বিদআত প্রবল হইয়া যাইবে এবং এমন বিরাট আকারে ফেৎনা দেখা দিবে যাহা কেহই সমাধা করিতে সক্ষম হইবে না।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

সালেম ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআতের হাদীস বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, তখন আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিলেন, আমাদের (আনসারদের) মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এক খাপে দুই তলোয়ার? তবে তো উভয়ে কখনই একমত হইতে পারিবে না।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সতর্কীকরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) একবার বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা আমীরের কথা মান্য করা ও একতাবদ্ধ হইয়া থাকাকে জরুরী মনে করিও। কারণ ইহাই সেই আল্লাহর রশি যাহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাকার আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়াছেন। পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া চলার মধ্যে তোমরা যে সকল অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হইবে তাহা ঐ সকল পছন্দনীয় বিষয় হইতে উত্তম হইবে, যাহা তোমাদের পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে হাসিল হইবে। আল্লাহ তায়ালা যত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন উহার প্রত্যেকটির

জন্য একটি শেষ সীমাও নির্ধারণ করিয়াছেন যেখান পর্যন্ত উহা পৌঁছিবে। বর্তমানে ইসলামের মজবুতী ও উন্নতির যুগ। অতিসত্বর ইহাও আপন শেষ সীমায় পৌঁছিয়া যাইবে। তারপর কেয়ামত পর্যন্ত উহাতে হ্রাস–বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহার আলামত এই যে, লোকজন অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। এমনকি একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এমন কাহাকেও পাইবে না যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবে। আর একজন ধনী নিজের জন্য তাহা যথেষ্ট মনে করিবে না যাহা তাহার নিকট রহিয়াছে। এমনকি এক ব্যক্তি তাহার আপন ভাই ও চাচাতো ভাইয়ের নিকট নিজের অভাবের কথা বলিবে কিন্তু তাহারাও তাহাকে কিছু দিবে না। এমনকি একজন অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক এক জুমআ হইতে দ্বিতীয় জুমআ পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, কিন্তু কেহই তাহার হাতে কিছুই দিবে না। অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছিবে তখন জমিনের ভিতর হইতে এমন এক বিকট আওয়াজ বাহির হইবে যে, প্রত্যেক এলাকার লোকজন মনে করিবে যে, এই আওয়াজ তাহাদের এলাকা হইতে বাহির হইয়াছে। অতঃপর যতদিন আল্লাহ তায়ালা চাহিবেন জমিন নিস্তব্ধ থাকিবে। তারপর জমিন তাহার কলিজার টুকরাসমূহ বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আবু আবদুর রহমান, জমিনের কলিজার টুকরাগুলি কি জিনিস? তিনি বলিলেন, স্বর্ণ–রূপার স্তম্ভসমূহ। আর সেদিনের পর হইতে কেয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণ–রূপার দ্বারা কোন প্রকার উপকার লাভ করা হইবে না।

মুজালিদ (রহঃ) ব্যতীত অন্যান্যদের রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কসমূহ ছিন্ন করা হইবে। আর অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, ধনীরা শুধু গরীব হইয়া যাওয়ার ভয় করিবে। আর গরীব এমন কাহাকেও পাইবে না, যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবে। এক ব্যক্তি যাহার চাচাতো ভাই ধনী হইবে এবং সে তাহার নিকট নিজের অভাবের কথা বলিবে, কিন্তু সেই চাচাতো ভাই তাহাকে কিছুই দিবে না। এই রেওয়ায়াতে উপরোক্ত হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয় নাই।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত আবু যার (রাঃ)এর উক্তি

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আবু যার (রাঃ)কে একটি জিনিস দেওয়ার জন্য লইয়া চলিলাম। আমরা তাহার আবাসস্থল রাবাযাহতে পৌঁছিয়া তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি সেখানে নাই। আমাদিগকে বলা হইল যে, তিনি (আমীরুল মুমিনীনের নিকট) হজ্জের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। (অতএব তিনি হজ্জে গিয়াছেন।) আমরা সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মীনা শহরে তাহার নিকট গেলাম। আমরা তাহার নিকট বসিয়াছিলাম এমন সময় কেহ তাহাকে বলিল, (আমীরুল মুমিনীন) হযরত ওসমান (রাঃ) (মীনাতে) চার রাকাত নামায পড়াইয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত শক্ত কথা বলিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (এই মীনাতে) নামায পড়িয়াছি। তিনি দুই রাকাত পড়াইয়াছিলেন।

আমি হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত (এখানে) নামায পড়িয়াছি। (তাহারাও দুই রাকাত পড়াইয়াছিলেন।) অতঃপর যখন নামাযের সময় হইল তখন হযরত আবু যার (রাঃ) উঠিয়া চার রাকাত আদায় করিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যেহেতু মক্কায় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের নিয়ত করিয়াছিলেন সেহেতু তিনি মুকীম ছিলেন বিধায় চার রাকাত পড়িয়াছিলেন।) কেহ আরজ করিল, আপনি আমীরুল মুমিনীনের উপর যে বিষয়ে আপত্তি করিলেন, নিজেই তাহা করিলেন? তিনি বলিলেন, আমীরের বিরোধিতা করা ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদিগকে খোতবা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আমার পরে বাদশাহ হইবে, তোমরা তাহাদিগকে অপমান করিও না। কেননা যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অপমান করার ইচ্ছা করিল সে ইসলামের রশিকে নিজের গলা হইতে খুলিয়া ফেলিল। এই

ব্যক্তির তওবা ঐ সময় পর্যন্ত কবুল হইবে না যতক্ষণ না সে ঐ ছিদ্রকে বন্ধ করিবে যাহা সে সৃষ্টি করিয়াছে। (অর্থাৎ বাদশাহকে অপমান করিয়া সে ইসলামের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূরণ না করিবে।) —কিন্তু সে এই কাজ করিতে পারিবে না—এবং যতক্ষণ না সে (তাহার পূর্বের আচরণ হইতে) ফিরিয়া আসিবে এবং বাদশাহর সম্মানকারীদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তিন বিষয়ে যেন বাদশাহগণ আমাদের উপর প্রবল হইতে না পারেন। (অর্থাৎ আমরা তাহাদেরকে সম্মান করিব কিন্তু তিনটি কাজ ছাড়িব না।) এক—আমরা সৎকাজের আদেশ করিতে থাকিব, দুই—অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাকিব, তিন—লোকদেরকে সুন্নাত শিক্ষা দিতে থাকিব।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) মক্কা ও মীনাতে দুই রাকাত কছর নামায পড়িতেন। এমনিভাবে হযরত ওসমান (রাঃ)ও তাহার খেলাফতের প্রথম দিকে দুই রাকাতই পড়িয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি চার রাকাত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) যখন ইহা জানিতে পারিলেন তখন তিনি বলিলেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। (কিন্তু যখন নামাযের সময় হইল তখন) আবার তিনি উঠিয়া চার রাকাত পড়িলেন। কেহ বলিল, চার রাকাতের কথা শুনিয়া আপনি ইন্না লিল্লাহ..... পড়িলেন কিন্তু নিজেই আবার চার রাকাত পড়িলেন? তিনি বলিলেন, আমীরের বিরোধিতা করা ইহা অপেক্ষা খারাপ জিনিস। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) একবার বলিলেন, তোমরা পূর্বে যেইভাবে

ফয়সালা করিতে সেইভাবেই ফয়সালা কর। কেননা আমি বিরোধকে অত্যন্ত খারাপ মনে করি। হয় লোকদের এক জামাত থাকিবে নতুবা আমি মৃত্যুবরণ করিব যেমন আমার সঙ্গীগণ (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) বিরোধহীন ভাবে) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই কারণেই হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ)এর বিশ্বাস এই ছিল যে, লোকেরা হযরত আলী (রাঃ) হইতে যে সকল (বিরোধমূলক) রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়া থাকে তাহা অধিকাংশই মিথ্যা। (মুন্তাখাব)

বিদআত, একতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

ইবনে কাউয়া (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে সুন্নাত ও বিদআত এবং একতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে কাউয়া, তুমি প্রশ্ন স্মরণ রাখিয়াছ এখন উহার উত্তর বুঝিয়া লও। আল্লাহর কসম, সুন্নাত হইল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা, আর বিদআত হইল যাহা সুন্নাত হইতে ভিন্ন, এবং আল্লাহর কসম, একতা হইল আহলে হক (অর্থাৎ হকপন্থীদের) এক হওয়া যদিও তাহারা সংখ্যায় কম হয়, আর বিচ্ছিন্নতা হইল আহলে বাতেল (অর্থাৎ বাতেল পন্থী)দের এক হওয়া যদিও তাহারা সংখ্যায় অধিক হয়। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর খেলাফতের উপর একমত হওয়া

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর পাইয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ) সুন্‌হ মহল্লা হইতে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আসিলেন এবং মসজিদের দরজার সামনে সওয়ারী হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি

অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন। নিজ কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনুমতি দিলে তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিছানায় শায়িত ছিলেন এবং চারিপার্শ্বে তাঁহার পাকবিবিগণ বসিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য বিবিগণ নিজ নিজ চেহারা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে পর্দা করিয়া লইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, (হযরত ওমর) ইবনে খাত্তাব যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক নহে। (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয় নাই, বরং তিনি বেহুঁশ হইয়াছেন অথবা তাহার রূহ মোবারক মেরাজে গিয়াছেন আবার ফিরিয়া আসিবেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় কতই না পবিত্র।

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক ঢাকিয়া দিলেন এবং দ্রুতবেগে মসজিদের দিকে গেলেন এবং লোকদের ঘাড় টপকাইয়া টপকাইয়া মিম্বার পর্যন্ত পৌঁছলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লোকদের ডাকিলেন। ডাক শুনিয়া সকলেই বসিয়া গেলেন এবং নিশ্চুপ হইয়া গেলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) যেমন তিনি জানিতেন তেমনভাবে কলেমায়ে শাহাদাত পড়িলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নবী তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ

তায়ালা তাহাকে মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তোমাদেরকেও তোমাদের মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছেন। এই মৃত্যু একটি নিশ্চিত বিষয়। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত তোমাদের মধ্য হইতে কেহই (এই দুনিয়ায়) বাকী থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালা (কোরআন শরীফে) বলিয়াছেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থ ঃ আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বৈ কিছুই নহেন। তাহার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হইয়াছেন। সুতরাং যদি তাহার ইন্তেকাল হইয়া যায় অথবা তিনি শহীদ হইয়া যান তবে কি তোমরা উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে?

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াত কি কোরআনে আছে? আল্লাহর কসম, আজকের পূর্বে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে বলিয়া আমার মনেই ছিল না। (অর্থাৎ আমি এই আয়াতকে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে উহা পাঠ করিতে শুনিয়া আমার স্মরণ হইয়াছে এবং মনে হইয়াছে যেন আজই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।)

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

অর্থ ঃ আপনাকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালার সত্তা ব্যতীত সকল জিনিস ধ্বংস হইবে। বিধান তাহারই, তোমরা সকলে তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ ঃ ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ব্যতীত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করিতে হইবে মৃত্যু, আর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পরিমাণ বয়স দিয়াছেন ও জীবিত রাখিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর দ্বীন কায়েম করিয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহর হুকুমকে প্রবল করিয়া দিয়াছেন, আল্লাহর পয়গামকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এই অবস্থার উপর ওফাত দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদিগকে একটি (পরিস্কার ও প্রশস্ত) রাস্তার উপর রাখিয়া গিয়াছেন। এখন যে কেহ ধ্বংস হইবে সে ইসলামের পরিস্কার দলীলসমূহ ও (কুফর ও শিরকের রোগ হইতে) শেফাদানকারী কোরআন পাওয়ার পার ধ্বংস হইবে। আল্লাহ তায়ালা যাহার রব, (তাহার রব) আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব, তাঁহার উপর কখনও মৃত্যু আসিবে না। আর যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদত করিত এবং তাঁহাকে মা'বুদের পর্যায়ে মনে করিত, তাহার মা'বুদ মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় কর, আপন দ্বীনকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং আপন রবের উপর ভরসা কর। কেননা আল্লাহ তায়ালার দ্বীন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার কথা পূর্ণ হইয়াছে। যে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিবেন এবং আপন দ্বীনকে ইজ্জত দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালার কিতাব আমাদের নিকট রহিয়াছে যাহা নূর ও শেফা। এই

কিতাব দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং এই কিতাবের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হালাল ও হারামকৃত জিনিসের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহর কসম, আল্লাহর মাখলুকের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া আসিবে আমরা তাহার পরওয়া করিব না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর তলোয়ার উত্তোলিত রহিয়াছে, আমরা এখনো উহা নামাইয়া রাখি নাই। যে কেহ আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমরা তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ করিব, যেমন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছি। এখন যে কেহ অন্যায় আচরণ করিবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সহিত অন্যায় আচরণকারী হইবে।' তারপর তিনি ও তাহার সহিত মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কাফন দাফনের ব্যবস্থার) জন্য গেলেন।

(বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর সেই সর্বশেষ খোতবা শুনিয়াছেন যাহা তিনি মিম্বারে বসিয়া দিয়াছিলেন। আর ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরদিনের ঘটনা। হযরত আবু বকর (রাঃ) চুপচাপ বসিয়াছিলেন, কোন কথা বলিতেছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'আমি আশা করিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততদিন দুনিয়াতে জীবিত থাকিবেন যে, আমরা সকলে তাহার পূর্বে চলিয়া যাইব এবং তিনি আমাদের সকলের পরে যাইবেন। এখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে এক নূর (অর্থাৎ কোরআন) রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা তোমরা হেদায়াত লাভ করিতে পার। আর ইহা দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। আর (দ্বিতীয় কথা হইল) হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী এবং (তিনি হিজরতের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ) দুইজনের দ্বিতীয় জন ছিলেন। আর তিনি তোমাদের কাজের ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। অতএব তোমরা উঠ এবং তাহার হাতে বাইআত হইয়া যাও।' ইতিপূর্বে সাকীফায়ে বনি সায়েদায় (অর্থাৎ বনু সায়েদার বৈঠকখানায়) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে এক জামাত বাইআত হইয়াছিলেন। তারপর (মসজিদের) মিম্বারের উপর সাধারণভাবে মুসলমানদের বাইআত গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি সেদিন হযরত ওমর (রাঃ)কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে বলিতে শুনিয়াছি যে, আপনি মিম্বারে উঠুন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে এই ব্যাপারে বারবার পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং তাহাকে মিম্বারের উপর উঠাইয়া দিলেন এবং সাধারণ মুসলমানগণ তাহার হাতে বাইআত হইলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাকীফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত সংঘটিত হওয়ার পর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের) দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বারে বসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পূর্বে কথা বলিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, গতকল্য আমি তোমাদের সম্মুখে একটি কথা বলিয়াছিলাম যাহা না আল্লাহ তায়ালার কিতাবে রহিয়াছে আর না আমি উহাতে পাইয়াছি আর না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে এই বিষয়ে কোন অঙ্গীকার লইয়াছেন, বরং শুধু আমার ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকলের পরে

দুনিয়া হইতে যাইবেন। (এইজন্য আমি গতকল্য বলিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন নাই, ইহা আমার ভুল ছিল।) আল্লাহ তায়ালা আপন সেই কিতাবকে তোমাদের মাঝে বিদ্যমান রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। যদি তোমরা সেই কিতাবকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে সমস্ত বিষয়ে হেদায়াত দান করিয়াছেন তোমাদিগকেও সেই সমস্ত বিষয়ে হেদায়াত দান করিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (খেলাফতের) বিষয়কে তোমাদের মধ্য হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও সওর গুহার সঙ্গী। অতএব তোমরা সকলে উঠিয়া তাহার নিকট বাইআত হইয়া যাও। সকীফায় বাইআত সংঘটিত হওয়ার পর (আজ পুনরায়) সাধারণভাবে মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইলেন।

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা বলিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত হামদ সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আমাকে তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। (তিনি এই কথা বিনয়ের কারণে বলিয়াছেন, নতুবা উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মতে হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।) যদি আমি সঠিকভাবে কাজ করি তবে তোমরা আমার সাহায্য করিবে, আর যদি আমি ভুল করি তবে তোমরা আমাকে শোধরাইয়া দিবে। সত্য কথা আমানত, আর মিথ্যা খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল। সে যে কোন অসুবিধার কথা আমার নিকট লইয়া আসিবে আমি তাহা দূর করিয়া দিব ইনশাআল্লাহ। আর তোমাদের সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল যতক্ষণ না আমি তাহার নিকট হইতে দুর্বলের হক উসুল করিয়া দিব, ইনশাআল্লাহ। যে কোন জাতি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ছাড়িয়া দিবে আল্লাহ

তায়ালা তাহাদের উপর লাঞ্ছনা আরোপ করিয়া দিবেন। আর যে কোন জাতি অশ্লীল কাজের প্রসার ঘটাইবে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়াতে) তাহাদের (ভাল–মন্দ লোক) সকলকে ব্যাপকভাবে সাজা দিবেন। তোমরা আমাকে মান্য কর যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মান্য করি। যদি আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি তবে তোমাদের উপর আমাকে মান্য করা জরুরী নয়। এখন নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া যাও। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে কোরআন পড়াইতাম। একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) নিজ অবস্থানস্থলে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তাহার অপেক্ষারত পাইলেন। আর ইহা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর শেষ হজ্জে মীনায় অবস্থানকালীন সময়ের ঘটনা। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আমাকে বলিলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, অমুক ব্যক্তি বলিতেছে যে, যদি হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া যায় তবে আমি অমুক (অর্থাৎ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ))এর হাতে খেলাফতের বাইআত হইয়া যাইব। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত এইভাবে আকস্মিকভাবে হইয়াছিল এবং তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। (অতএব আমিও অকস্মাৎ এইভাবে অমুকের হাতে বাইআত হইয়া যাইব তখন তাহার বাইআতও পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সকলে তাহার হাতে বাইআত হইয়া যাইবে।)

এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আমি আজ সন্ধ্যায় লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিব এবং তাহাদেরকে এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে সাবধান করিব যাহারা মুসলমানদের নিকট হইতে খেলাফতের বিষয়কে (এইভাবে অকস্মাৎ) ছিনাইয়া লইতে চাহিতেছে। (অর্থাৎ পরামর্শ ও চিন্তা ফিকির ব্যতীত এবং খেলাফতের কাজের জন্য যোগ্যতার বিচার ছাড়াই নিজের লোককে খলীফা বানাইতে

চাহিতেছে।) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এরূপ করিবেন না, কারণ হজ্জের মৌসুমে সাধারণতঃ আজেবাজে বিবেক বুদ্ধিহীন লোকজন জমা হইয়া থাকে। আপনি যখন বয়ানের জন্য দাঁড়াইবেন তখন মজলিসে এই ধরনের লোকজনই বেশী থাকিবে। (জ্ঞানী গুণী লোক মজলিসে কম স্থান পাইবে।) এমতাবস্থায় আমার আশংকা হয় যে, আপনি কোন কথা বলিবেন আর এই ধরনের লোক তাহা লইয়া ছড়াইয়া পড়িবে, না তাহারা আপনার কথা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, আর না সঠিকভাবে তাহা অন্যদের নিকট পৌঁছাইতে পারিবে। অতএব আপনি মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন। কারণ মদীনা হিজরতের স্থান ও সুন্নাতে নববীর ঘর। সেখানে যাইয়া আপনি লোকদের মধ্য হইতে ওলামা ও সর্দারদেরকে পৃথক করিয়া লইয়া যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন বলিবেন। তাহারা আপনার কথা পরিপূর্ণভাবে বুঝিতেও পারিবে এবং সঠিকভাবে অন্যদের কাছেও পোঁছাইতে পারিবে। হযরত ওমর (রাঃ) (আমার রায় গ্রহণ করিয়া) বলিলেন, আমি যদি সহী সালামতে মদীনায় পৌঁছিয়া যাই তবে (ইনশাআল্লাহ) আমি আমার সর্বপ্রথম বয়ানে লোকদেরকে এই বিষয়ে অবশ্য বলিব।

(হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,) আমরা যখন যিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে জুমুআর দিন মদীনায় পৌঁছিলাম তখন আমি দ্বিপ্রহরের সময় কঠিন গরমের পরওয়া না করিয়া দ্রুত (মসজিদে) গেলাম। আমি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) আমার পূর্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছেন এবং মিম্বারের ডান দিকে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি পাশাপাশি তাহার হাঁটুর সহিত হাঁটু লাগাইয়া বসিয়া গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম, আজ হযরত ওমর (রাঃ) এই মিম্বারের উপর এমন কথা বলিবেন যাহা আজকের পূর্বে এই মিম্বারে আর কেহ বলে নাই। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) আমার এই কথা অস্বীকার করিয়া বলিলেন,

আমার ধারণা হয় না যে, হযরত ওমর (রাঃ) আজ এমন কথা বলিবেন যাহা তাহার পূর্বে আর কেহ বলে নাই। (কেননা দ্বীন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে অতএব নতুন কথা কিভাবে বলিবেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বারে বসিলেন। মুআযযিন আযান শেষ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার যথাযথ হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, হে লোকসকল, আমি একটি কথা বলিব যাহা বলার জন্য পূর্ব হইতেই আমার ভাগ্যে লেখা হইয়াছে। হইতে পারে এই কথা আমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ হইবে। অতএব যে ব্যক্তি আমার কথা স্মরণ রাখিতে পারে এবং ভালভাবে বুঝিতে পারে সে যেন আমার এই কথা দুনিয়ার যেখান পর্যন্ত তাহার বাহন তাহাকে লইয়া যায় সেখানকার লোকদের নিকট বর্ণনা করে। আর যে ব্যক্তি আমার কথা ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম না হয় আমি তাহাকে এই অনুমতি দান করি না যে, সে আমার ব্যাপারে ভুল কথা বলে। (সকলকে ভালভাবে মনোযোগী করার জন্য উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া তিনি বলিলেন,) আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন। তাঁহার উপর যাহা কিছু নাযিল হইয়াছিল উহাতে (ব্যভিচারীকে) রজম (অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা)এর আয়াতও ছিল। (সেই আয়াত এইরূপ ছিল—اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا আয়াতের শব্দ পরবর্তীতে রহিত হইয়া গেলেও উহার হুকুম বহাল রহিয়াছে।)

আমরা সেই আয়াত পড়িয়াছি এবং মুখস্থ করিয়াছি এবং উহাকে ভালোভাবে বুঝিয়াছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রজম করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার পর রজম করিয়াছি। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কেহ এরূপ বলিবে যে, আমরা তো রজমের আয়াত আল্লাহর কিতাবে

পাইতেছি না। এইভাবে আল্লাহ তায়ালার ফরযকৃত হুকুম ছাড়িয়া দিয়া লোকেরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার হুকুম অবশ্যই আল্লাহর কিতাবে ছিল। বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা যদি যেনা করে এবং উহার সাক্ষী পাওয়া যায় অথবা যেনা দ্বারা গর্ভ ধারণ হইয়া থাকে বা উহার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় তবে রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী। শুনিয়া রাখ, আমরা (কোরআনে) এই আয়াতও পাঠ করিতাম—

لَا تَرْغَبُوا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوا عَنْ اٰبَائِكُمْ

অর্থ ঃ নিজের বাপদাদা ব্যতীত অন্য কাহারো সহিত নিজের বংশসূত্র স্থাপন করিবে না। কারণ বাপদাদার বংশ পরিত্যাগ করা কুফুরী (অর্থাৎ নেয়ামতের নাশুকরী)। (এই আয়াতের শব্দ যদিও রহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুকুম বহাল রহিয়াছে।) আর শুনিয়া রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার প্রশংসায় এরূপ বাড়াবাড়ি করিও না যেরূপ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। আমি তো শুধু একজন বান্দা। অতএব তোমরা (এরূপ) বল যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আর আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ এইকথা বলিতেছে যে, ওমর মারা গেলে আমি অমুকের হাতে বাইআত হইয়া যাইব। সে যেন এই ধোকা না খায় যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত আকস্মিকভাবে হইয়াছিল এবং তাহা পূর্ণ হইয়াছিল।

শুনিয়া রাখ, সেই বাইআত প্রকৃতই এইভাবে (অকস্মাৎ) ঘটিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা উহার অকল্যাণ ও খারাবী হইতে (সমগ্র উম্মতকে) বাঁচাইয়া দিয়াছেন। আজ তোমাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় কেহ নাই যাহার সম্মান সকলের নিকট স্বীকৃত এবং দূর ও নিকটের সকলেই তাহাকে মান্য করিবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় আমাদের ঘটনা এই যে,

হযরত আলী, হযরত যুবাইর এবং তাহাদের সহিত আরো কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘরে রহিয়া গিয়াছিলেন। অপরদিকে আনসারগণ সাকীফায়ে বনি সায়েদায় সমবেত হইলেন আর মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট জমায়েত হইলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবু বকর! চলুন আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের নিকট যাই। সুতরাং আমরা আনসারদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথে দুইজন নেক ব্যক্তি (হযরত উয়াইম আনসারী (রাঃ) ও হযরত মা'ন (রাঃ))এর সহিত সাক্ষাত হইল। তাহারা আনসারগণ যাহা করিতেছিলেন সে ব্যাপারে সংবাদ দিলেন এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাজিরীনদের জামাত, আপনারা কোথায় যাইতেছেন? আমি বলিলাম, আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের নিকট যাইতেছি। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আনসারদের নিকট আপনাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই, হে মুহাজিরগণ, আপনারা নিজেরাই নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া লউন। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, না, আমরা তো অবশ্যই তাহাদের নিকট যাইব।

সুতরাং আমরা গেলাম এবং তাহাদের নিকট পৌঁছিলাম। তাহারা সকলে সাকীফায়ে বনি সায়েদায় সমবেত ছিল এবং তাহাদের মাঝে এক ব্যক্তি চাদর জড়াইয়া বসিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিল, ইনি হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, ইনি অসুস্থ। অতঃপর আমরা যখন বসিয়া গেলাম তখন তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কথা বলার জন্য দাঁড়াইল এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিল, আম্মা বাদ, আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী এবং ইসলামের সৈন্যদল, আর হে মুহাজিরগণ, আপনারা আমাদের নবীর জামাত, আপনাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এমন কথা বলিতেছেন যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনারা আমাদিগকে

বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চান এবং খেলাফতের বিষয় হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই ব্যক্তি (কথা শেষ করিয়া) চুপ করিলে আমি কথা বলিতে চাহিলাম। আমি কিছু বক্তব্য সাজাইয়া লইয়াছিলাম যাহা আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপস্থিতিতে আমি তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিলাম। এইজন্য আমি তাহাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম (যাহাতে তাহার রাগারাগির কারণে আমার কথা বলার সুযোগ নষ্ট না হইয়া যায়।) অথচ তিনি আমার অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ও ধীর-গম্ভীর ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর, শান্ত হইয়া বস। আমি তাহাকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিলাম না। (অতএব বসিয়া গেলাম এবং তিনি কথা বলিলেন।) তিনি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও ধীর-গম্ভীর ছিলেন। আল্লাহর কসম, আমি মনে মনে যে সকল পছন্দনীয় কথা বলার জন্য সাজাইয়া লইয়াছিলাম হযরত আবু বকর (রাঃ) সাজানো ছাড়াই উপস্থিত বক্তব্যে সেই সকল কথা হুবহু বলিয়া দিলেন, বরং তাহা অপেক্ষা উত্তম বলিলেন। তারপর ক্ষান্ত হইলেন।

তিনি (তাহার বক্তব্যে) বলিলেন, আম্মাবাদ, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছ, প্রকৃতই তোমরা উহার অধিকারী। কিন্তু সমগ্র আরব এই খেলাফতের বিষয়ে একমাত্র কোরাইশকেই উপযুক্ত মনে করে এবং কোরাইশগণ সমগ্র আরবের মধ্যে বংশ ও শহর হিসাবে সর্বাপেক্ষা উত্তম। আমার নিকট এই দুইজনের যে কোন একজন (তোমাদের খলীফা হওয়ার জন্য) পছন্দ হয়। অতএব তোমরা দুইজনের যে কোন একজনের হাতে বাইআত হইয়া যাও। এই বলিয়া তিনি আমার ও হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর হাত ধরিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই একটি কথা ব্যতীত আর কোন কথা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয় নাই। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপস্থিতিতে আমি লোকদের আমীর হইয়া যাই ইহা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এই যে, আমাকে

সামনে ডাকিয়া বিনা অপরাধে আমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে তো আমার মনের অবস্থা ইহাই তবে যদি মৃত্যুর সময় আমার মনের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া যায় তাহা ভিন্ন কথা।

আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি খুজলিযুক্ত উটের জন্য চুলকাইবার খুঁটি ও ফলযুক্ত গাছের জন্য ভারবাহী খুঁটি হইতে পারি অর্থাৎ আমি এই বিষয়ে উত্তম সমাধান দিতে পারি। আর তাহা এই যে, হে কুরাইশ, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে। এই কথার পর সকলেই কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং শোরগোল হইতে লাগিল। পরস্পর মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিল। তখন আমি বলিলাম, হে আবু বকর, আপনার হাত প্রসারিত করুন। তিনি হাত প্রসারিত করিলে আমি সর্বপ্রথম তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলাম। তারপর মুহাজিরগণ বাইআত হইলেন। অতঃপর আনসারগণ বাইআত হইয়া গেলেন। এইভাবে আমরা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর উপর জয়ী হইলাম। (অর্থাৎ তিনি আর আমীর হইতে পারিলেন না) এমতাবস্থায় তাহাদের একজন বলিল, তোমরা তো সা'দকে মারিয়া ফেলিলে। আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মারিয়া ফেলুক। (অর্থাৎ তিনি যেমন এই পরিস্থিতিতে হকের পক্ষে সাহায্য করিলেন না তেমনি আল্লাহ তায়ালা যেন আমীর হওয়ার ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য না করেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, এই পরিস্থিতিতে আমরা যত বিষয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছি উহাতে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআতের ন্যায় কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা আর কিছু পাই নাই। আর (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে আকস্মিকভাবে আমার বাইআত শুরু করাইয়া দেওয়ার কারণ এই ছিল যে,) আমাদের আশংকা হইতেছিল যে, যদি আমরা বাইআতের কাজ শেষ না করিয়া আনসারদেরকে এইখানে রাখিয়া যাই তবে আমাদের যাওয়ার পর তাহারা অন্য কাহারো হাতে বাইআত হইয়া যাইবে। অতঃপর পছন্দ না

হইলেও (তাহাদের সহিত একতা রক্ষার খাতিরে) আমাদেরকেও বাইআত হইতে হইবে। অথবা আমাদিগকে তাহাদের বিরোধিতা করিতে হইবে। আর তখন ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। অতএব (মূল কথা হইল,) যে ব্যক্তি মুসলমানদের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন আমীরের হাতে বাইআত হইবে তাহার এই বাইআত শরীয়তমতে গ্রহণযোগ্য হইবে না। আর না সেই আমীরের বাইআতের কোন মূল্য হইবে। বরং (হক কথা না মানার কারণে) আশংকা হয় যে, (শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী) তাহাদের উভয়কে কতল করিয়া দেওয়া হইবে।

যুহরী (রহঃ) হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, সেই দুই ব্যক্তি যাহাদের সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা হইলেন হযরত উয়াইম ইবনে সায়েদাহ (রাঃ) ও হযরত মাআন ইবনে আদী (রাঃ)। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে আমার নিকট উত্তম সমাধান রহিয়াছে, তিনি হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) ছিলেন। (বিদায়াহ)

উক্ত বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, (খেলাফতের বিষয়ে) সাহাবা (রাঃ)দের ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাদিগকে বলিল, আনসারগণ হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নিকট বাইআত হওয়ার জন্য সাকীফায়ে বনি সায়েদায় সমবেত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম এবং এই ব্যাপারে ভীত ও শঙ্কিত হইলাম যে, আনসারগণ ইসলামের মধ্যে কোন নতুন বিষয় সৃষ্টি করিয়া না বসে। পথে আমাদের সহিত দুইজন আনসারীর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা অত্যন্ত সত্যবাদী লোক ছিলেন।

একজন হযরত উয়াইম ইবনে সায়েদাহ (রাঃ) ও অপরজন হযরত মাআন ইবনে আদী (রাঃ)। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনারা কোথায় যাইতেছেন? আমরা বলিলাম, তোমাদের (আনসারদের) সম্পর্কে আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে, এইজন্য তাহাদের নিকট যাইতেছি। তাহারা বলিলেন, আপনারা ফিরিয়া যান, কারণ আপনাদের বিরোধিতা কখনই করা হইবে না এবং এমন কোন কাজ করা হইবে না যাহা আপনাদের নিকট অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু আমরা তাহাদের নিকট যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করিলাম। আমি সেখানে যাইয়া বলার জন্য কিছু কথা মনে মনে সাজাইয়া লইলাম। অবশেষে আমরা আনসারদের নিকট পৌঁছিলাম। তাহারা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর চারিপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল এবং হযরত সা'দ (রাঃ) চৌকির উপর অসুস্থ অবস্থায় বসিয়াছিলেন। আমরা তাহাদের সমাবেশে উপস্থিত হইলে তাহারা আমাদিগকে বলিল,হে কুরাইশের জামাত! আমাদের পক্ষ হইতে একজন আমীর হইবেন এবং আপনাদের পক্ষ হইতে একজন আমীর হইবেন।

হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট এই রোগের উত্তম চিকিৎসা রহিয়াছে এবং আমার নিকট এই বিষয়ের উত্তম সমাধান রহিয়াছে। আল্লাহর কসম, যদি তোমরা চাও তবে আমরা এই বিষয়ের ফয়সালাকে জওয়ান উটের ন্যায় পছন্দনীয় করিয়া দিতে পারি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনারা সকলে স্ব স্ব স্থানে শান্ত হইয়া বসুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ইচ্ছা হইল কিছু বলি কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর, তুমি চুপ থাক। অতঃপর তিনি হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আনসারদের জামাত, আল্লাহর কসম, আমরা আপনাদের সম্মান এবং ইসলামে আপনারা যে মর্যাদায় পৌঁছিয়াছেন তাহা এবং আমাদের উপর আপনাদের প্রাপ্য হককে অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনারা জানেন, সমগ্র আরবের মধ্যে কুরাইশদের একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে যাহা তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য নাই। আরবগণ কুরাইশ ব্যতীত অন্য

কাহারো ব্যাপারে একমত হইতে পারিবে না। সুতরাং আমরা আমীর হইব আর আপনারা উজির হইবেন। আল্লাহকে ভয় করুন এবং ইসলামকে বিভক্ত করিবেন না। আর আপনারা ইসলামে নতুন বিষয় সৃষ্টির সূচনাকারী হইবেন না। একটু মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন, আমি আপনাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনকে পছন্দ করিয়াছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) দুই ব্যক্তি দ্বারা আমাকে ও হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)কে বুঝাইয়াছেন। তারপর বলিলেন, আপনারা এই দুইজনের যে কোন একজনের হাতে বাইআত হইবেন, সে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) শেষোক্ত কথা ব্যতীত সকল কথাই আমার পছন্দমত বলিয়াছেন এবং যত কথা আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম তিনি তাহা সবই বলিয়া দিয়াছেন। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) যেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন সেখানে আমি আমীর হই ইহা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এই যে, আমাকে বিনা অপরাধে কতল করিয়া আবার জীবিত করা হয় এবং আবার কতল করিয়া আবার জীবিত করা হয়।

তারপর আমি বলিলাম, হে আনসারদের জামাত, হে মুসলমানদের জামাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁহার খেলাফতের বিষয়ে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হকদার সেই ব্যক্তি যিনি (কোরআনের ভাষায় ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ অর্থাৎ দুইজনের দ্বিতীয়জন যখন তাহারা গুহার ভিতর ছিলেন। আর তিনি হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), যিনি সকল নেককাজে প্রকাশ্যভাবে সবার অপেক্ষা অগ্রগামী। অতঃপর আমি (বাইআত হওয়ার জন্য) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিতে চাহিলাম, কিন্তু আমরা হাত ধরিবার পূর্বেই একজন আনসারী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন (এবং বাইআত হইয়া গেলেন)। ইহার পর লোকেরা একের পর এক বাইআত হইতে আরম্ভ করিল এবং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর দিক হইতে মনোযোগ সরিয়া গেল। (কানযুল উম্মাল)

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইবনে সীরীন (রহঃ)এর হাদীস

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যুরাইক গোত্রীয় এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেদিন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের দিন) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) হুজরা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আনসারদের নিকট পৌঁছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আনসারদের জামাত! আমরা তোমাদের হককে অস্বীকার করি না, আর কোন মুমিন ব্যক্তি তোমাদের হককে অস্বীকার করিতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমরা যত কল্যাণ হাসিল করিয়াছি তোমরাও উহাতে আমাদের সহিত সমভাবে শরীক রহিয়াছ, কিন্তু আরবগণ কুরাইশী কোন ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারো (খলীফা হওয়ার) উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইবে না। কারণ কুরাইশগণ সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাষী এবং তাহাদের চেহারা সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ও তাহাদের শহর (মক্কা শরীফ) সমগ্র আরবের শহর অপেক্ষা উত্তম। আরবের মধ্যে তাহারা সর্বাধিক অতিথিপরায়ণ। অতএব আস, তোমরা ওমরের দিকে অগ্রসর হও এবং তাহার হাতে বাইআত হইয়া যাও। আনসারগণ বলিলেন, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কেন? আনসারগণ বলিলেন, আমাদের আশংকা হয় যে, আমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ তোমাদের উপর অন্য কাহাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে না। তোমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইয়া যাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমার অপেক্ষা উত্তম। একই কথা উভয়ের মধ্যে দুইবার পুনরাবৃত্তি হইল। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন তৃতীয়বার বলিলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার সম্পূর্ণ শক্তি আপনার সঙ্গে থাকিবে, উপরন্তু আপনি আমার অপেক্ষা উত্তমও। সুতরাং লোকজন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে

বাইআত হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআতের সময় কতিপয় লোক হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট (বাইআত হওয়ার জন্য) আসিলে তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট বাইআত হওয়ার জন্য আসিতেছ অথচ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রহিয়াছেন যিনি (কোরআনের ভাষায়) দুইজনের একজন যখন তাঁহারা গুহার ভিতর ছিলেন। (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ)।) (কান্‌য)

খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবা (রাঃ)দের হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রগণ্য মনে করা ও তাহার খেলাফতের উপর সন্তুষ্ট হওয়া এবং যাহারা এই ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত সম্পর্কে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর উক্তি

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আস, আমি তোমাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) খলীফা নিযুক্ত করিয়া দেই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন আমীন (অর্থাৎ আমানতদার) হইয়া থাকে, আর তুমি এই উম্মতের আমীন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকে আমাদের (নামাযে) ইমামতি করার হুকুম করিয়াছেন আমি তাহার অগ্রে যাইতে পারি না।) আর আপনি সেই ব্যক্তি।)

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি নিজের হাত প্রসারিত করুন আমি আপনার হাতে বাইআত হইব। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আপনি এই

উম্মতের আমীন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকে আমাদের (নামাযে) ইমাম হইবার হুকুম করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত আমাদের ইমামতি করিয়াছেন, আমি তাহার অগ্রে যাইতে পারি না। (আর তিনি হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। অতএব আমি খলীফা হইতে পারি না।)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের পর হইতে এ যাবৎ আপনার নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ কথা আর শুনি নাই। আপনি আমার নিকট বাইআত হইতে চাহিতেছেন, অথচ আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন যিনি সিদ্দীক ও (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত গুহায় অবস্থানকালে) দুইজনের দ্বিতীয়জন।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হুমরান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খেলাফতের ব্যাপারে সকল লোকদের অপেক্ষা অধিক হকদার। কারণ, তিনি হইলেন সিদ্দীক এবং (হিজরতের সময় সওর গুহায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ও তাঁহার সাহাবী। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সাঈদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)এর তলোয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে নিজের

অপারগতা প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, কোন দিনে অথবা রাত্রে অর্থাৎ জীবনের কোন সময় আমীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে পয়দা হয় নাই আর না ইহার প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে, আর না আমি কখনও গোপনে বা প্রকাশ্যে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আমীর হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছি। কিন্তু আমি (মুসলমানদের মধ্যে) ফেৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় ইহা কবুল করিয়াছি। (নতুবা) আমীর হওয়ার মধ্যে আমার জন্য কোন আরামের বিষয় নাই। (বরং) এক বিরাট দায়িত্ব আমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার শক্তির ঊর্ধ্বে। অবশ্য যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে শক্তি দান করেন (তবেই ইহা সঠিকভাবে আদায় করিতে পারিব)। আর আমি আন্তরিকভাবে ইহা চাই যে, লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি আজ আমার স্থলে আমীর হইয়া যাক।

মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বক্তব্য ও তাহার এই ওযরকে গ্রহণ করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, আমরা শুধু এইজন্য অসন্তুষ্ট হইয়াছি যে, আমাদিগকে পরামর্শে শরীক করা হয় নাই। নতুবা আমরা ভালভাবেই জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খেলাফতের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হকদার একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ)। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুহার সঙ্গী এবং (কোরআনের ভাষায়) দুইজনের দ্বিতীয়জন। আমরা তাহার শরাফত ও বুযুর্গীকে ভালভাবে জানি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবদ্দশায় তাহাকে লোকদের নামায পড়াইবার হুকুম দিয়াছিলেন। (বাইহাকী)

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া

বলিলেন, হে আলী! আর হে আব্বাস, বল, এই খেলাফতের কাজ কুরাইশের সর্বাপেক্ষা নিচু ও নিম্ন খান্দানে কিভাবে গেল? আল্লাহর কসম, যদি তোমরা চাও তবে আমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, না, আমি ইহা চাই না যে, তুমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দাও। আর হে আবু সুফিয়ান! যদি আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই খেলাফতের যোগ্য মনে না করিতাম তবে কখনও তাহার জন্য খেলাফতের কাজ ছাড়িয়া দিতাম না। নিঃসন্দেহে মুমিনগণ একে অন্যের কল্যাণকামী হন এবং পরস্পর একে অপরকে মহব্বত করেন। যদিও তাহাদের দেশ ও শরীর দূরে দূরে হয়। আর মুনাফিকরা পরস্পর একে অপরকে ধোকা দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, মুনাফিকদের দেশ ও শরীর যদিও নিকটবর্তী হয় কিন্তু তাহারা পরস্পর একে অপরকে ধোকা দেয়। আমরা তো হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইয়া গিয়াছি এবং তিনি ইহার উপযুক্তও বটে। (কানয)

হযরত ইবনে আবজার (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, এই খেলাফতের বিষয়ে কুরাইশের এক নিম্ন ঘরের লোক তোমাদের উপর প্রাধান্যতা লাভ করিল? শোন, আল্লাহর কসম, তোমরা চাহিলে আমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি সারাজীবন ইসলাম ও মুসলমানদের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিতেছ ইহাতে ইসলাম ও মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয় নাই। আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে খেলাফতের যোগ্য মনে করি।

মুররা তাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব

(রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইহা কেমন হইল যে, কুরাইশের সর্ব নিম্ন ও নীচ ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফত পাইয়া গেল? আল্লাহর কসম, তোমরা চাহিলে আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান! তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক শত্রুতা করিয়াছ, কিন্তু তোমার শত্রুতা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই খেলাফতের যোগ্য পাইয়াছি (বলিয়া তাহার হাতে বাইআত হইয়াছি)।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহারাদার হযরত সাখ্র (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) ইয়ামানে ছিলেন এবং তাঁহার ইন্তেকালের সময়ও তিনি সেখানেই ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের এক মাস পর হযরত খালেদ (রাঃ) (মদীনায়) আসিলেন। তিনি রেশমের জুব্বা পরিহিত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। হযরত ওমর (রাঃ) আশেপাশের লোকজনকে উচ্চস্বরে বলিলেন, তাহার জুব্বা ছিঁড়িয়া ফেল, সে রেশমের কাপড় পরিধান করিতেছে? অথচ যুদ্ধহীন শান্তিপূর্ণ সময়ে আমাদের পুরুষদের জন্য ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। সুতরাং লোকেরা তাহার জুব্বা ছিঁড়িয়া ফেলিল। এই ঘটনার পর হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল হাসান! হে বনু আব্দে মানাফ! খেলাফতের বিষয়ে কি তোমরা পরাজিত হইয়া গিয়াছ? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহাকে জয় পরাজয়ের প্রতিযোগিতা মনে করিতেছ, না, ইহা খেলাফত? হযরত

খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হে বনু আব্দে মানাফ! তোমাদের অপেক্ষা অধিক হকদার আর কেহ এই খেলাফতের ব্যাপারে বিজয়ী হইতে পারে না। (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) কিভাবে খলীফা হইয়া গেলেন? তিনি তো বনু আব্দে মানাফের নহেন। হযরত খালেদ (রাঃ)এর এই কথার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া) হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিরোধ করিতে যাইয়া) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহতায়ালা তোমার দাঁতগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেন, আল্লাহর কসম, তুমি যে কথা বলিয়াছ, কোন মিথ্যাবাদী লোকই উহাতে চিন্তা–ভাবনা করিতে থাকিবে, আর সে একমাত্র নিজেরই ক্ষতি করিবে।

হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)এর কন্যা হযরত উম্মে খালেদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর আমার পিতা হযরত খালেদ (রাঃ) ইয়ামান হইতে মদীনা আসিলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে বনু আব্দে মানাফ! তোমরা কি এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছ যে, তোমাদের উপর অন্য লোকেরা এই খেলাফতের পরিচালক হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছাইলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহাতে কিছু মনে নিলেন না। অবশ্য হযরত ওমর (রাঃ) এই কথাকে মনে ধারণ করিয়া রাখিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) তিন মাস পর্যন্ত বাইআত হইলেন না। তারপর একদিন দ্বিপ্রহরের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট দিয়া গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) তখন নিজ ঘরে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে সালাম দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি চান যে, আমি আপনার হাতে বাইআত হইয়া যাই? হযরত আবু বকর (রাঃ) (নিজের পরিবর্তে সমস্ত মুসলমানদের

দিকে ইঙ্গিত করিয়া) বলিলেন, যেই সন্ধিতে সমস্ত মুসলমান শরীক হইয়াছে আমি চাই যে, তুমিও উহাতে শরীক হইয়া যাও। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আজ সন্ধ্যায় আপনার সহিত ওয়াদা রহিল। আমি সন্ধ্যায় আপনার হাতে বাইআত হইয়া যাইব। হযরত খালেদ (রাঃ) সন্ধ্যার সময় আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন মিম্বারের উপর বসিয়াছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখিতেন এবং তাহার সম্মান করিতেন।

অতএব হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করিলেন তখন হযরত খালেদ (রাঃ)কে মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে ঝাণ্ডা তুলিয়া দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেই ঝাণ্ডা লইয়া নিজ ঘরে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (এই সংবাদ জানিতে পারিয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত (এই ব্যাপারে) কথা বলিলেন, আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, আপনি হযরত খালেদকে আমীর নিযুক্ত করিতেছেন অথচ তিনি (আপনার খলীফা হওয়ার বিরুদ্ধে) সেই কথা বলিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ) (তাহার রায় গ্রহণ করিলেন এবং হযরত খালেদ (রাঃ)কে আমীরের পদ হইতে সরাইবার সিদ্ধান্ত লইলেন।) সুতরাং হযরত আবু ওরওয়া দৌসী (রাঃ)কে (হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট এই পয়গাম দিয়া পাঠাইলেন যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা আপনাকে বলিতেছেন যে, আমাদের ঝাণ্ডা আমাদেরকে ফেরৎ দিয়া দিন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেই ঝাণ্ডা বাহির করিয়া হযরত আবু আরওয়া (রাঃ)কে দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের এই আমীর বানানোর দ্বারা না আমার কোন আনন্দ হইয়াছে, আর না এখন তোমাদের এই সরানোর দ্বারা আমার কোন দুঃখ হইয়াছে। আর তিরস্কারের যোগ্য তো তুমি ব্যতীত অন্য কেহ। (এই কথা দ্বারা

তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।)

হযরত উম্মে খালেদ (রাঃ) বলেন, কিছুক্ষণ পরেই হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার পিতার নিকট আসিয়া ওজর পেশ করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে কসম দিয়া বলিতে লাগিলেন, যেন হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে কখনও খারাপ আলোচনা না করেন। অতএব আমার পিতা মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য কল্যাণের দোয়া করিয়াছেন।

(ইবনে সা'দ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একা জেহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া এবং হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার পিতা খোলা তলোয়ার হাতে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া যিলকাসসাহ নামক স্থানের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আসিয়া তাহার সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আজ আমি আপনাকে সেই কথা বলিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ওহুদের যুদ্ধের দিন বলিয়াছিলেন,—'আপনি নিজ তলোয়ার খাপে বন্ধ করিয়া রাখুন, (আপনি আহত বা শহীদ হইয়া) আমাদিগকে আপনার ব্যাপারে পেরেশান করিবেন না।' কেননা আল্লাহর কসম, আমরা যদি আপনাকে হারাই তবে আপনার পরে ইসলামের কোন নিয়ম-নীতি আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এই কথার পর আমার পিতা ফিরিয়া আসিলেন এবং বাহিনী প্রেরণ করিলেন। (কানয)

খেলাফতের দায়িত্ব লোকদেরকে ফেরৎ দেওয়া

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল! তোমাদের যদি এই ধারণা হয় যে, আমি তোমাদের এই খেলাফতের দায়িত্ব নিজ আগ্রহের কারণে অথবা তোমাদের উপর বা মুসলমানদের উপর প্রাধান্যতা

লাভের উদ্দেশ্যে লইয়াছি তবে এই ধারণা ভুল। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি এই খেলাফতের দায়িত্ব না নিজ আগ্রহের কারণে লইয়াছি, আর না তোমাদের উপর বা মুসলমানদের প্রাধান্যতা লাভের উদ্দেশ্যে লইয়াছি। আর না রাত্রে দিনে আর না জীবনের কোন সময়ে আমার অন্তরে ইহার চাহিদা পয়দা হইয়াছে, আর না কখনও গোপনে বা প্রকাশ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা চাহিয়াছি। আমি অত্যন্ত ভারি দায়িত্ব বহন করিয়াছি, যাহা পালন করার শক্তি আমার নাই। তবে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করেন (তাহা ভিন্ন কথা)। আমি তো চাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন সাহাবী এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তবে শর্ত হইল, ইনসাফের সহিত কাজ করিবেন। অতএব এই খেলাফত আমি তোমাদিগকে ফেরৎ দিতেছি। তোমাদের আমার হাতে বাইআত শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমরা যাহাকে ইচ্ছা এই খেলাফত দান কর, আমি তোমাদের মত একজন হইয়া থাকিব। (কান্‌য)

ঈসা ইব্‌নে আতিয়াহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বাইআতের পরের দিন দাঁড়াইয়া লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, (আমাকে খলীফা বানানোর ব্যাপারে) তোমাদের রায়কে আমি ফেরৎ দিলাম। আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নই। তোমরা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির হাতে বাইআত হইয়া যাও। সমস্ত লোকজন দাঁড়াইয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল! লোকেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় (উভয় প্রকারে) ইসলামে দাখেল হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার আশ্রিত ও তাঁহার প্রতিবেশী। অতএব তোমরা যথাসম্ভব এই চেষ্টা কর যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের নিকট কোন কিছু দাবী না করেন। (অর্থাৎ কোন মুসলমানকে কোনরূপ কষ্ট দিও না) আমার সঙ্গেও একজন শয়তান রহিয়াছে। তোমরা যখন

আমাকে রাগান্বিত দেখিবে তখন আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে, যাহাতে আমি তোমাদের চুল ও চামড়ার কোন ক্ষতি করিতে না পারি। হে লোকসকল! আপন গোলামদের উপার্জনকে (হারাম না হালাল) যাচাই করিয়া লইও। কারণ যে গোশত হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হইবে উহা জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হইবে না। মনোযোগ দিয়া শোন, আপন দৃষ্টি দ্বারা আমার দেখাশোনা করিও। যদি আমি সোজা চলি তবে আমার সাহায্য করিও। আর যদি আমি বাঁকা চলি তবে তোমরা আমাকে সোজা করিয়া দিও। যদি আমি আল্লাহ তায়ালাকে মান্য করি তবে তোমরা আমার কথা শুনিও, আর যদি আমি আল্লাহ তায়ালাকে অমান্য করি তবে তোমরাও আমাকে অমান্য করিও। (কান্য)

আবুল হাজ্জাফ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি তিনদিন পর্যন্ত নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রত্যহ বাহিরে আসিয়া লোকদের উদ্দেশ্যে বলিতেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের বাইআত তোমাদিগকে ফেরৎ দিয়াছি, অতএব তোমরা যাহার হাতে ইচ্ছা বাইআত হইয়া যাও। আর প্রত্যেকবার হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিতেন, আমরা না আপনার বাইআত ফেরৎ লইব, আর না আপনার নিকট হইতে ফেরৎ চাহিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপন জীবদ্দশায় মুসলমানদের ইমামতির জন্য) আপনাকে আগে বাড়াইয়াছেন, এখন কে আছে আপনাকে পিছনে ফেলিবে? (কান্য)

হযরত যায়েদ ইবনে আলী (রহঃ) আপন বাপদাদা (বংশীয় মুরুব্বী)দের নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারে দাঁড়াইয়া তিনবার এই কথা বলিলেন, কেহ আছে কি যে আমার বাইআতকে অপছন্দ করে? আমি তাহার বাইআত ফেরৎ দিব। প্রত্যেকবার হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমরা না আপনার বাইআত ফেরৎ লইব, আর না ফেরৎ চাহিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যখন আপনাকে আগে বাড়াইয়াছেন তখন কে আপনাকে পিছনে ফেলিতে পারে? (কান্‌য)

দ্বীনী স্বার্থে খেলাফত কবুল করা

হযরত রাফে' ইবনে আবু রাফে' (রহঃ) বলেন, লোকেরা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)কে খলীফা বানাইল তখন আমি (মনে মনে) বলিলাম, এই ব্যক্তি তো আমার সেই সঙ্গী যিনি আমাকে দুই ব্যক্তির উপরও আমীর না হইতে আদেশ করিয়াছিলেন! (আর এখন নিজেই সমস্ত মুসলমানদের আমীর হইয়া গেলেন।) আমি (আমার বাড়ী হইতে) রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিলাম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সামনে আসিয়া আরজ করিলাম, হে আবুবকর! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, আপনার কি সেই কথা স্মরণ আছে যাহা আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন দুইজনের উপরও আমীর না হই? অথচ আপনি স্বয়ং সমগ্র উম্মতের আমীর হইয়া গেলেন? (অর্থাৎ আপনি আমাকে যে নসীহত করিয়াছিলেন স্বয়ং উহার বিপরীত করিতেছেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়া গিয়াছে আর লোকেরা কুফরী ছাড়িয়াছে বেশী দিন হয় নাই। আমার এই আশংকা হইয়াছে যে, (আমি খলীফা না হইলে) লোকজন মোরতাদ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে। এইজন্য আমি খেলাফত অপছন্দ করা সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার সঙ্গীরাও বারবার আমাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছে।

হযরত রাফে' ইবনে আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) এইভাবে নিজের ওজর বর্ণনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে আমিও (খেলাফত গ্রহণ করার ব্যাপারে) তাহার ওজরকে স্বীকার করিয়া লইলাম। (কান্‌য)

খেলাফত গ্রহণ করার পর চিন্তাযুক্ত হওয়া

রাবীআহ খান্দানের এক ব্যক্তি বলেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর চিন্তাযুক্ত হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার ঘরে গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, তুমি আমাকে খেলাফত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে, এবং অভিযোগ করিলেন যে, লোকদের মধ্যে তিনি কিভাবে ফয়সালা করিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শাসনকর্তা যখন (সঠিক) মেহনত করে এবং হক বা সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হয় তখন সে দুই আজর ও সওয়াব লাভ করে? আর যদি সঠিক মেহনত করে কিন্তু হক বা সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারে তবে সে এক আজর বা সওয়াব লাভ করে? (হযরত ওমর (রাঃ) এই হাদীস শুনাইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিন্তা লাঘব করিতে চাহিয়াছেন।)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাহাকে বলিলেন, আমার শুধু তিনটি কাজের উপর আফসোস হয়, যাহা আমি করিয়াছি। হায় যদি আমি এই তিন কাজ না করিতাম! আর তিনটি কাজ আমি করি নাই, হায় যদি আমি সেই তিনটি কাজ করিতাম! আর হায় যদি আমি তিনটি বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম! এইভাবে হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, (হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন,) আমার মনে চাহিয়াছিল, যদি সকীফায়ে বনি সায়েদার দিন খেলাফতের বোঝা আমি এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনের কাঁধে চাপাইয়া দিতাম—অর্থাৎ হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) অথবা হযরত ওমর (রাঃ)। তাহাদের একজন আমীর হইত, আর আমি উজির ও পরামর্শদাতা হইতাম। আমি চাহিয়াছিলাম, যখন আমি হযরত খালেদ (রাঃ)কে

সিরিয়ায় পাঠাইয়াছিলাম তখন যদি হযরত ওমর (রাঃ)কে ইরাকে পাঠাইয়া দিতাম। তবে এইভাবে আমি ডানে বামে আমার উভয় হাত আল্লাহর রাস্তায় প্রসারিত করিয়া দিতাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়ার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম যে, এই খেলাফতের দায়িত্ব কাহাদের মধ্যে থাকিবে? ইহাতে খেলাফতের যোগ্য লোকদের সহিত কেহ ঝগড়া করিতে পারিত না। আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম যে, খেলাফতের বিষয়ে আনসারদেরও কোন অংশ রহিয়াছে কিনা? আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি আমি ফুফু ও বোনের মেয়ে–ভাগিনীর মিরাস সংক্রান্ত মাসআলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম। কারণ এই দুইজন সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন ছিল। (কান্য)

আমীরের জন্য তাহার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করা

সাহাবাদের সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরামর্শ

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ও অন্যান্য আরো অনেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইল এবং তাহার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইয়া গেল তখন তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে বল, তিনি কেমন? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাকে আমার অপেক্ষা আপনিই অধিক জানেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যদিও আমি বেশী জানি

তবুও তুমি বল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আরজ করিলেন, আপনি যতজনকে খেলাফতের উপযুক্ত মনে করেন তন্মধ্যে তিনি সর্বোত্তম। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি তাহাকে আমাদের অপেক্ষা অধিক জানেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তবুও। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন,আল্লাহর কসম, আমার জানামতে তাহার ভিতর তাহার বাহির অপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের মধ্যে তাহার সমতুল্য কেহ নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। আল্লাহর কসম, যদি আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম (অর্থাৎ খলীফা না বানাইতাম) তবে তোমাকে অতিক্রম করিতাম না। (অর্থাৎ তোমাকে খলীফা বানাইতাম, আর কাহাকেও নয়।)

হযরত আবু বকর (রাঃ) এই দুইজন ছাড়া হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ আবুল আ'ওয়ার (রাঃ), হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) এবং আরো অন্যান্য মুহাজির ও আনসারদের সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আপনার পর তাহাকে সর্বোত্তম মনে করি। যে সমস্ত কাজে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন হযরত ওমর (রাঃ)ও সে সমস্ত কাজে সন্তুষ্ট হন এবং যে সমস্ত কাজে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন হযরত ওমর (রাঃ)ও সে সমস্ত কাজে অসন্তুষ্ট হন। তাহার ভিতর তাহার বাহির অপেক্ষা উত্তম। খেলাফতের জন্য তাহার অপেক্ষা শক্তিশালী শাসনকর্তা আর কেহ হইতে পারে না।

হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করার উপর লোকদের আপত্তি ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উত্তর

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা (রাঃ) জানিতে পারিলেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত

নির্জনে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি হযরত ওমর (রাঃ)এর কঠোরতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বে তাহাকে আমাদের খলীফা নিযুক্ত করিতেছেন! এই ব্যাপারে আপনার রব যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আপনি কি জবাব দিবেন?

এই কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বসাও, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছ? যে ব্যক্তি তোমাদের ব্যাপারে জুলুমের পাথেয় লইয়া (আল্লাহর নিকট) যাইবে সে অকৃতকার্য হউক। আমি আমার পরওয়ারদিগারকে বলিব, আয় আল্লাহ! তোমার মাখলুকের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আমি মুসলমানদের খলীফা বানাইয়াছিলাম। আমি তোমাদেরকে যে কথা বলিলাম আমার পক্ষ হইতে তাহা তোমাদের পিছনে সমস্ত লোকদের জানাইয়া দাও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) শুইয়া পড়িলেন এবং হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, লেখ—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

“ইহা সেই অঙ্গীকার যাহা আবুবকর ইবনে কুহাফা তাহার দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্তে দুনিয়া হইতে বিদায় হইবার সময় এবং আখেরাতের জীবনের প্রথম মুহূর্তে আখেরাতে প্রবেশের সময় করিয়াছে। যেই মুহূর্তে একজন কাফের ঈমান গ্রহণ করে, এবং ফাজের ব্যক্তির বিশ্বাস হইয়া যায় এবং মিথ্যাবাদী সত্য কথা বলিতে আরম্ভ করে। আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমার পরে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করিলাম। তোমরা তাহার কথা শুনিবে এবং মান্য করিবে। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল, তাঁহার দ্বীন, নিজের ও তোমাদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনায় কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই। যদি (খলীফা হওয়ার পর) ওমর ইনসাফ করিয়া থাকে তবে আমি তাহার ব্যাপারে এই ধারণাই রাখি এবং তাহার ব্যাপারে ইহাই

জানি। আর যদি সে পরিবর্তন হইয়া যায় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আপন গুনাহের বদলা পাইবে। আমি কল্যাণই কামনা করিয়াছি, গায়েবের খবর আমার জানা নাই।

فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

অর্থাৎ আর যাহারা (আল্লাহর হক ইত্যাদি নষ্ট করিয়া) জুলুম করিয়াছে, অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।”

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হুকুমে হযরত ওসমান (রাঃ) সেই অঙ্গীকার পত্রের উপর মোহর লাগাইয়া দিলেন।

কোন কোন বর্ণনাকারী ইহাও বলিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এই পত্রের প্রথমাংশ লেখাইবার পর হযরত ওমর (রাঃ)এর নাম লেখা বাকি ছিল। এমতাবস্থায় কাহারও নাম উল্লেখ করার পূর্বেই তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) লিখিয়া লইলেন যে, ‘আমি তোমাদের উপর ওমর ইবনে খাত্তাবকে খলীফা নিযুক্ত করিলাম।’ তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জ্ঞান ফিরিলে তিনি বলিলেন, যাহা লিখিয়াছ আমাকে পড়িয়া শুনাও। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নাম পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকবীর দিলেন এবং বলিলেন, আমার ধারণা হয়, তোমার মনে এই আশংকা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, যদি এই অজ্ঞান অবস্থায় আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায় তবে লোকদের মধ্যে (খেলাফতের বিষয় লইয়া) মতবিরোধ সৃষ্টি হইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে উত্তম বদলা দান করুন, আল্লাহর কসম, তুমিও এই খেলাফতের উপযুক্ত।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আদেশে হযরত ওসমান (রাঃ) সেই অঙ্গীকার পত্রে মোহর লাগাইয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার সহিত

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে সাঈদ কুরামী (রাঃ) ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, এই অঙ্গীকার পত্রে যাহার নাম রহিয়াছে তোমরা কি তাহার হাতে বাইআত হইবে? লোকেরা বলিল, হাঁ। কেহ একজন বলিল, আমরা সেই ব্যক্তির নাম জানি, তিনি ওমর। ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, এই কথা হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছিলেন। সুতরাং সকলেই (হযরত ওমর (রাঃ)এর হাতে) বাইআত হইতে স্বীকার করিল এবং রাজী হইয়া তাহারা বাইআত হইয়া গেল। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে একান্তে ডাকিয়া অনেক কিছু অসিয়ত করিলেন। ইহার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) উভয় হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন—

'হে আল্লাহ, আমি এই কাজের দ্বারা মুসলমানদের উপকার ও কল্যাণেরই ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এই আশংকা ছিল যে, (যদি আমি ওমরকে খলীফা না বানাই তবে) মুসলমানগণ আমার পরে ফেৎনায় লিপ্ত হইয়া যাইবে। এইজন্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা আপনি ভাল করিয়াই জানেন। সঠিক ফয়সালা করার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শক্তিশালী ও মুসলমানদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকামী ছিল আমি তাহাকে তাহাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার জন্য আপনার নির্ধারিত মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। আয় আল্লাহ! আপনি ইহাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যান। ইহারা সকলে আপনার বান্দা। ইহাদের কপালের চুল আপনার হাতে ধরা রহিয়াছে। তাহাদের শাসককে তাহাদের জন্য নেক ও সৎ বানাইয়া দিন এবং তাহাকে আপন খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শামিল করিয়া দিন, যেন সে নবীয়ে রহমতের পথ ও তাঁহার পরবর্তী নেকলোকদের পথের অনুসারী হয় এবং তাহার প্রজাদেরকে তাহার জন্য নেক ও সৎ বানাইয়া দিন। (কান্‌য)

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খুব বেশী

অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া গেলেন তখন লোকদেরকে নিজের নিকট জমা করিয়া বলিলেন, আমার অবস্থা তোমরা দেখিতেছ। আমার ধারণা তো এই যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমার বাইআতের অঙ্গীকার হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং আমার বন্ধনকে তোমাদের হইতে খুলিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের (খেলাফতের) বিষয় তোমাদেরকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের আমীর বানাইয়া লও। যদি আমার জীবদ্দশায় তোমরা নিজেদের আমীর বানাইয়া লও তবে আমার পরে তোমাদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই কথার পর লোকজন এই কাজের উদ্দেশ্যে উঠিয়া গেল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে একাকী ছাড়িয়া গেল। কিন্তু এই ব্যাপারে তাহারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিল না। তাহারা পুনরায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনিই আমাদের জন্য একজন আমীর ঠিক করিয়া দিন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা হয়ত আমার সিদ্ধান্তের উপর একমত হইতে পারিবে না। তাহারা বলিল, না; আমরা মতবিরোধ করিব না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার ফয়সালার উপর তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে এই ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কসম দিতেছি। সমস্ত লোক বলিল, জ্বি হাঁ, আমরা সকলে সন্তুষ্ট আছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু সময় দাও, যাহাতে আমি চিন্তা করিয়া লইতে পারি যে, আল্লাহ ও তাঁহার দ্বীন ও তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে কে বেশী উপকারী হইবে। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। (তিনি আসার পর) তাহাকে বলিলেন, আমাকে এই বিষয়ে পরামর্শ দাও যে, কাহাকে আমীর বানাইব? আল্লাহর কসম, আমার নিকট তো তুমিও আমীর হওয়ার যোগ্য ও হকদার। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে বানাইয়া দিন। হযরত

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা লিখ। হযরত ওসমান (রাঃ) লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নাম পর্যন্ত পৌছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তারপর তাহার জ্ঞান ফিরিলে বলিলেন, লেখ, ওমর।

হযরত ওসমান ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে ডাকাইয়া অসিয়তনামা লেখাইলেন। কিন্তু (আমীর হওয়ার জন্য) কাহারো নাম লেখাইবার পূর্বেই হযরত আবু বকর (রাঃ) অজ্ঞান হইয়া গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নাম লিখিয়া দিলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জ্ঞান ফিরিলে তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কাহারো নাম লিখিয়াছ? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমার আশংকা হইয়াছে যে, এই অজ্ঞান অবস্থায় আপনার ইন্তেকাল না হইয়া যায়, আর পরে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, এইজন্য আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নাম লিখিয়া দিয়াছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন, যদি তুমি তোমার নিজের নামও লিখিয়া দিতে তবে তুমিও আমীর হওয়ার উপযুক্ত ছিলে। অতঃপর হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আমার পিছনে লোকজনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছি। তাহারা বলিতেছে যে, আপনি আপনার জীবদ্দশায় হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছেন যে, তিনি আমাদের সঙ্গে কিরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এখন যখন আপনি আমাদের বিষয়াবলী তাহার হাতে ন্যস্ত করিবেন তখন আপনার পরে তিনি নাজানি আমাদের সহিত কি পরিমাণ কঠোর ব্যবহার করিবেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাহার ব্যাপারে প্রশ্ন করিবেন। অতএব আপনি কি উত্তর দিবেন তাহা

চিন্তা করিয়া লউন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বসাও। তোমরা কি আমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখাইতেছ? যে ব্যক্তি ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া তোমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অকৃতকার্য হউক। (অর্থাৎ তোমাদের কাজের জন্য হযরত ওমর (রাঃ)এর ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, শুধু ধারণার বশবর্তী হইয়া নয়।) আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি বলিয়া দিব যে, আমি আপনার মাখলুকের উপর তাহাদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আমার খলীফা নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। আমার পক্ষ হইতে এই কথা তোমার পিছনে সকলকে পৌঁছাইয়া দিও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে নিজের খলীফা নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত তালহা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি কাহাকে খলীফা বানাইয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনি আপনার রবকে কি জবাব দিবেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা দুইজন কি আমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখাইতেছ? আমি আল্লাহ তায়ালা ও হযরত ওমর (রাঃ)কে তোমাদের উভয়ের অপেক্ষা বেশী জানি। আমি (আমার রবকে) বলিব, আমি আপনার মাখলুকের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তাহাদের খলীফা বানাইয়াছি। (কানয)

হযরত যায়েদ ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি খলীফা বানাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন। ইহাতে লোকজন (হযরত আবু বকর (রাঃ)কে) বলিল, আপনি আমাদের উপর হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা বানাইতেছেন? অথচ তিনি কঠোর স্বভাব ও কঠিন দিল মানুষ। তিনি যদি আমাদের শাসনকর্তা হইয়া যান তবে তো আরো বেশী কঠোর স্বভাব ও কঠিন দিল হইয়া যাইবেন। হযরত

ওমর (রাঃ)কে খলীফা বানাইয়া যখন আপনি আপন রবের সহিত সাক্ষাত করিবেন তখন তাঁহাকে কি জবাব দিবেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমাকে আমার রব সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছ? আমি বলিয়া দিব যে, আয় আল্লাহ! আমি আপনার মাখলুকের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তাহাদের খলীফা বানাইয়াছি। (কান্‌য)

খেলাফতের বিষয়কে খেলাফতের বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শের উপর ন্যস্ত করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যখন আবু লু'লুআহ হযরত ওমর (রাঃ)কে বর্শা দ্বারা দুইটি আঘাত করিল তখন হযরত ওমর (রাঃ)এর ধারণা হইল যে, হয়ত তাহার দ্বারা লোকদের হক আদায়ের ব্যাপারে এমন কোন ত্রুটি হইয়াছে যাহা তিনি জানেন না। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অত্যন্ত মহব্বত করিতেন। তিনি তাহাকে নিজের কাছে বসাইতেন এবং তাহার কথার গুরুত্ব দিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি চাই যে, তুমি এই বিষয়ে খোঁজ লও যে, আমার এই হত্যাকাণ্ড লোকদের পরামর্শে ঘটানো হইয়াছে কিনা? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাহিরে গেলেন। তিনি লোকদের যে কোন মজলিসের নিকট দিয়া গেলেন তাহাদিগকে কান্নারত দেখিতে পাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি লোকদের যে কোন মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি তাহাদিগকে কান্নারত দেখিতে পাইয়াছি। মনে হইতেছিল যেন আজ তাহারা নিজেদের প্রথম সন্তান হারাইয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কে কতল করিয়াছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর অগ্নিউপাসক গোলাম আবু লু'লুআহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (হযরত ওমর (রাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে,

তাহার হত্যাকারী কোন মুসলমান নয় বরং একজন অগ্নিউপাসক তখন) আমি তাহার চেহারায় খুশীর ভাব দেখিতে পাইলাম এবং তিনি বলিতে লাগিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার হত্যাকারী এমন লোককে বানান নাই যে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়া আমার সহিত ঝগড়া করিতে পারে। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি তোমাদিগকে আমাদের এখানে কোন অনারব গোলাম আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথা মান্য কর নাই। তারপর বলিলেন, আমার ভাইদেরকে ডাকিয়া আন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)। ইহাদের নিকট লোক পাঠানো হইল। তিনি আপন মস্তক আমার কোলের উপর রাখিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে আমি বলিলাম, ইহারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন।

তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া আপনাদের ছয়জনকে তাহাদের সর্দার ও নেতৃবর্গ পাইয়াছি। এই খেলাফতের বিষয় শুধু আপনাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। আপনারা যতক্ষণ সোজা থাকিবেন লোকদের বিষয়ও ততক্ষণ পর্যন্ত সোজা ও ঠিক থাকিবে। যদি মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে সর্বপ্রথম তাহা আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হইবে। (হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,) যখন আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে পরস্পর মতানৈক্যের কথা আলোচনা করিতে শুনিলাম তখন আমি চিন্তা করিলাম, যদিও হযরত ওমর (রাঃ) সাধারণভাবে বলিতেছেন যে, যদি মতানৈক্য দেখা দেয়—কিন্তু আমার মনে হইল এই মতানৈক্য অবশ্যই দেখা দিবে। কেননা এরূপ খুব কমই হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) কোন কথা বলিয়াছেন আর আমি তাহা ঘটিতে দেখি নাই। অতঃপর তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনেক রক্ত বাহির হইল যাহাতে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন। উক্ত ছয়জন নীচুস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। আমার আশংকা হইল তাহারা এখনই হয়ত

একজনের হাতে বাইআত হইয়া যাইবেন। সুতরাং আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনী এখনও জীবিত আছেন, অতএব একই সময়ে দুইজন খলীফা হওয়া উচিত নয় যে, একজন অপরজনের প্রতি তাকাইতে থাকেন। (অর্থাৎ এখন কাহাকেও খলীফা বানাইবেন না।) তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে উঠাও। আমরা তাহাকে উঠাইলাম। তিনি বলিলেন, আপনারা তিনদিন পরামর্শ করিবেন এবং পরামর্শ চলাকালীন সময়ে হযরত সুহাইব (রাঃ) লোকদের নামায পড়াইবেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমরা কাহাদের সহিত পরামর্শ করিব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, মুহাজিরীন ও আনসারদের সহিত এবং এখানে যে সকল বাহিনী উপস্থিত আছে তাহাদের নেতৃবর্গের সহিত। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সামান্য দুধ চাহিলেন এবং উহা পান করার পর উভয় ক্ষতস্থান হইতে দুধের সাদা পানি বাহির হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বুঝিয়া গেলেন যে, মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তারপর বলিলেন, এখন যদি আমার নিকট সমগ্র দুনিয়াও থাকে তবে আমি উহাকে মৃত্যুর পর আগত ভয়ানক দৃশ্যের আতঙ্কের বিনিময়ে দিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। তবে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আশা রাখি যে, আমি মঙ্গলই দেখিব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উহার উত্তম বিনিময় দান করুন। এমন নহে কি যে, যখন মুসলমানগণ মক্কায় ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছিলেন যে, আপনাকে হেদায়াত দান করিয়া যেন আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ও মুসলমানদিগকে সম্মানিত করেন? অতঃপর আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন তখন আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্মানের কারণ হইল এবং আপনার ইসলাম গ্রহণের দ্বারা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ) আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেন। আপনি মদীনায় হিজরত করিলেন, আর আপনার এই

হিজরত বিজয়ের কারণ হইল। তারপর যে সমস্ত জেহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মুশরিকদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে আপনি কোন যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেন নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আপনি তাহারই তরীকায় অত্যন্ত জোরদারভাবে খলীফায়ে রাসূলের সাহায্য করিয়াছেন এবং যাহারা আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, তাহাদেরকে লইয়া অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এমন সংগ্রাম করিয়াছেন যে, লোকেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইসলামে দাখেল হইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে আবার অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বে বাধ্য হইয়া ইসলামে প্রবেশ করিয়াছেন।) তারপর সেই খলীফা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পর আপনাকে খলীফা বানানো হইয়াছে আর আপনি এই দায়িত্বকে উত্তমরূপে পালন করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা অনেক নতুন নতুন শহর আবাদ করাইয়াছেন, বহু মালদৌলত জমা করাইয়াছেন এবং শত্রুর মূলোৎপাটন করাইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা প্রত্যেক ঘরে দ্বীনেরও উন্নতি দান করিয়াছেন, রিযিকেরও সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শাহাদাতের মর্তবাও দান করিয়াছেন। শাহাদাতের এই মর্তবা আপনার জন্য মোবারক হউক।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি (এই ধরনের কথা বলিয়া) যাহাকে ধোকা দিতেছ যদি সে নিজের ব্যাপারে এই কথাগুলি স্বীকার করিয়া লয় তবে সে ধোকা খাওয়া লোক হইবে। তারপর বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আমার ব্যাপারে এই সকল কথার সাক্ষ্য দিবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! আমার চেহারা মাটির

উপর রাখিয়া দাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাহার মাথা আমার উরুর উপর হইতে সরাইয়া আমার পায়ের গোছার উপর রাখিলাম। তিনি বলিলেন, না, আমার চেহারাকে মাটির উপর রাখিয়া দাও, এবং নিজেই আপন দাড়ি ও চেহারা হেলাইয়া দিলেন আর চেহারা মাটিতে পড়িয়া গেল। তারপর বলিলেন, হে ওমর, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ না করেন তবে হে ওমর, তোমার জন্যও ধ্বংস তোমার মায়ের জন্যও ধ্বংস। ইহার পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর উল্লেখিত ছয়জন সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আপনাদিগকে মুহাজিরীন ও আনসারদের সহিত এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত বাহিনীর সর্দার ও নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। আপনারা যদি এই কাজ সমাধা না করেন তবে আমি আপনাদের নিকট আসিব না। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)এর নিকট হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময়ের আমল এবং তাহার আপন রবকে ভয় করার বিষয়ের আলোচনা করা হইলে তিনি বলিলেন, মুমিন এইরূপই হইয়া থাকে,—আমলও উত্তমরূপে করে আবার আল্লাহকেও ভয় করে। আর মুনাফিক আমলও খারাপভাবে করে আবার নিজের ব্যাপারে ধোকায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহর কসম, আমি অতীতে ও বর্তমানে এইরূপই পাইয়াছি যে, বান্দা যতই উত্তমরূপে আমল করিতে থাকে ততই তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর অতীতে ও বর্তমানে আমি ইহাই পাইয়াছি যে, বান্দা যতই খারাপ আমলে উন্নতি করিতে থাকে ততই তাহার নিজের ব্যাপারে ধোকা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঋণ ও দাফন ও ছয়জনকে খলীফা নিযুক্তকরণ

হযরত আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, দেখ, আমার ঋণ কত রহিয়াছে তাহা হিসাব কর। তিনি বলিলেন, ছিয়াশি হাজার। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি ওমরের খান্দানের মাল দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ হইয়া যায় তবে তাহাদের নিকট হইতে লইয়া আমার এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। অন্যথায় আমার কাওম বনু আদি ইবনে কা'বের নিকট চাহিবে। যদি তাহাদের মাল দ্বারা আমার ঋণ পরিশোধ হইয়া যায় তবে তো ঠিক আছে। অন্যথায় আমার গোত্র কোরাইশের নিকট চাহিবে। তাহাদের পর আর কাহারো নিকট চাহিবে না। (এইভাবে) আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিও। আর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া সালাম দিয়া বল, ওমর ইবনে খাত্তাব আপন দুই সঙ্গী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত (হুজরা শরীফে) দাফন হওয়ার অনুমতি চাহিতেছে। ওমর ইবনে খাত্তাব বলিবে, আমীরুল মুমিনীন বলিবে না। কেননা আমি আজ আর আমীরুল মুমিনীন নই।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি বসিয়া কাঁদিতেছেন। সালাম দিয়া তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব আপন উভয় সঙ্গীর সহিত দাফন হওয়ার অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি নিজের জন্য সেই স্থানে দাফন হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তবে আজ আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিব। (অর্থাৎ তাহাকে অনুমতি দিলাম) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উত্তর আনিয়াছ? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তিনি

আপনাকে অনুমতি দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, বর্তমানে আমার নিকট ইহা অপেক্ষা জরুরী কাজ আর কিছু ছিল না। তারপর বলিলেন, মৃত্যুর পর আমাকে খাটিয়ায় উঠাইয়া (হযরত আয়েশা (রাঃ)এর দরজার সামনে) লইয়া যাইবে। পুনরায় তাহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবে এবং এরূপ বলিবে যে, ওমর ইবনে খাত্তাব (হুজরা শরীফে দাফন হওয়ার) অনুমতি চাহিতেছে। যদি তিনি অনুমতি দান করেন, তবে আমাকে (হুজরা শরীফের) ভিতরে লইয়া যাইবে। আর যদি অনুমতি না দেন তবে আমাকে ফিরাইয়া আনিয়া মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করিয়া দিবে।

যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর জানাযা উঠানো হইল তখন মনে হইল যেন পূর্বে কখনও মুসলমানদের উপর এমন মুসীবত আসে নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) (অসিয়ত অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রাঃ)কে সালাম দিয়া) আরজ করিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (হুজরা শরীফের ভিতরে দাফন হওয়ার) অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনুমতি দান করিলেন। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান করিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে লোকেরা বলিল, আপনি কাহাকেও নিজের খলীফা নির্ধারণ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমি এই (ছয় ব্যক্তির) জামাত অপেক্ষা আর কাহাকেও খেলাফতের যোগ্য দেখি না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ছয়জনের উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইহারা যাহাকেই খলীফা বানাইবেন সেই আমার পরে খলীফা হইবে। তারপর তিনি ছয়জনের নাম উল্লেখ করিলেন—

হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও হযরত সা'দ (রাঃ)। যদি সা'দ (রাঃ) খেলাফত লাভ করেন তবে তিনি

উহার উপযুক্ত। অন্যথায় যাহাকেই খলীফা বানানো হউক তিনি হযরত সা'দ (রাঃ) হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবেন। কেননা আমি তাহাকে (কুফার শাসনকার্য হইতে) তাহার কোন দুর্বলতা বা খেয়ানতের কারণে অপসারণ করি নাই। আর হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর ব্যাপারে বলিয়াছিলেন যে, এই ছয়জন তাহার নিকট হইতে পরামর্শ করিতে পারে, কিন্তু খেলাফতের বিষয়ে তাহার কোন অংশ থাকিবে না।

যখন এই ছয়জন একত্রিত হইলেন তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের রায়ের অধিকার যে কোন তিন জনের সোপর্দ করিয়া দাও। অতএব হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহার রায় দেওয়ার অধিকার হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে সোপর্দ করিলেন, হযরত তালহা (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে, হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর হাতে আপন রায়ের অধিকার সোপর্দ করিলেন। এই তিনজন অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজেরা পরামর্শ করিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি আমার হাতে ফয়সালার ভার দিতে রাজী আছ? আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, তোমাদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও মুসলমানদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারী ব্যক্তিকে বাছাই করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিব না। তাহারা উভয়ে বলিলেন, হাঁ, আমরা রাজী আছি।

অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে পৃথকভাবে একাকী ডাকিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার আত্মীয়তার সম্পর্কও রহিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতাও রহিয়াছে। আমি আপনাকে আল্লাহ তায়ালার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যদি আপনাকে খলীফা বানানো হয় তবে কি আপনি ইনসাফের সহিত কাজ করিবেন? আর যদি আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে খলীফা বানাইয়া দেই তবে কি আপনি তাহাকে মান্য করিবেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। তারপর

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)কে একাকী ডাকিয়া তাহাকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে ওসমান, আপনি আপনার হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়াইলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) ও বাকী লোকেরা বাইআত হইলেন।

আমর (রাঃ) হইতেও একই রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে আমার নিকট ডাকিয়া আন। (তাহারা আসার পর) তাহাদের মধ্য হইতে শুধু হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত কথা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, হে আলী! এই সমস্ত (উল্লেখিত) ব্যক্তিরা তোমার সম্পর্কে জানেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় ও তাঁহার জামাতা এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে এলম ও ফেকাহ (অর্থাৎ শরীয়তের জ্ঞান বুঝ) দান করিয়াছেন তাহাও জানেন। অতএব যদি তোমাকে খলীফা বানানো হয় তবে আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও এবং অমুক গোত্র (অর্থাৎ বনু হাশেম)কে লোকদের ঘাড়ের উপর চড়াইয়া দিও না।

তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে ওসমান, এই সমস্ত (উল্লেখিত) ব্যক্তিরা জানেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা আর তোমার বয়োজ্যেষ্ঠতা ও শরাফত সম্পর্কেও জানেন। অতএব যদি তোমাকে খলীফা বানানো হয় তবে আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও এবং অমুক গোত্র অর্থাৎ আপন (আত্মীয় স্বজন)কে লোকদের ঘাড়ের উপর চড়াইয়া দিও না। তারপর বলিলেন, হযরত সুহাইব (রাঃ)কে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি আসিলে বলিলেন, তুমি তিনদিন লোকদের নামায পড়াইবে। এই ছয়জন একঘরে সমবেত

হইবে এবং তাহারা খলীফা হিসাবে কোন একজনের উপর একমত হওয়ার পর যে ব্যক্তি তাহাদের বিরোধিতা করিবে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিবে।

আবু জা'ফর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আহলে শুরাকে বলিলেন, তোমরা খেলাফতের বিষয়ে পরামর্শ কর। যদি (মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং ছয়জন) দুইজন দুইজন দুইজন (করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত) হইয়া যায় (অর্থাৎ তিনজনের সম্পর্কে খলীফা হওয়ার মত সৃষ্টি হয়) তবে পুনরায় পরামর্শ করিবে। আর যদি চারজন ও দুইজনের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দেয় তবে অধিক অর্থাৎ চারজনের মতকে অবলম্বন করিবে।

হযরত আসলাম (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি মতপার্থক্যের কারণে তিন তিনজন করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় তবে যে দিকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হইবেন সেদিকের মতকে গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের সিদ্ধান্তকে শুনিবে ও মান্য করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ইন্তেকালের কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে আবু তালহা, তুমি তোমার কাওম আনসারদের পঞ্চাশজন মানুষ লইয়া এই আহলে শূরাদের সঙ্গে থাকিবে। আমার ধারণা হয়, তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে কাহারো ঘরে সমবেত হইবে। তুমি তাহাদের দরজায় আপন সঙ্গীদেরকে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে এবং কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। আর তিনদিনের মধ্যে তাহারা নিজেদের মধ্যে কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করিবে, তাহাদিগকে তৃতীয়দিন অতিক্রম করিতে দিবে না। আয় আল্লাহ, আপনি তাহাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যান। (কান্‌য)

কেমন ব্যক্তি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে?

(অর্থাৎ খলীফার গুণাবলী কি হইবে?)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত আসেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় লোকদেরকে একত্রিত করিলেন এবং তাহাকে মিম্বার পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন। তাহার এই বয়ানই শেষ বয়ান ছিল। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

হে লোকসকল! দুনিয়া হইতে বাঁচিয়া থাক, উহার উপর ভরসা করিও না, দুনিয়া অত্যন্ত ধোকাবাজ। আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দাও, উহাকে মহব্বত কর। কেননা এই দুইয়ের যে কোন একটির সহিত মহব্বতের দ্বারা অপরটির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর আমাদের সমস্ত বিষয় খেলাফতের অধীন। এই খেলাফতের শেষভাগের সংশোধন ঐভাবেই হইবে যেইভাবে ইহার প্রথম ভাগের হইয়াছিল। এই খেলাফতের দায়িত্বভার সেই বহন করিতে পারে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং নিজের নফসের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক আয়ত্ব রাখে, কঠোরতার সময় অত্যন্ত কঠোর হয় এবং নম্রতার সময় অত্যন্ত নরম হয়। রায় দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তির রায়কে সর্বাপেক্ষা বেশী জানে। অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত হয় না, বর্তমানে যাহা ঘটে নাই তাহা লইয়া চিন্তিত অস্থির হয় না, এলেম শিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করে না, আকস্মিক কোন বিষয়ে ঘাবড়াইয়া যায় না, মাল সংরক্ষণে অত্যন্ত মজবুত এবং রাগের বশে কমবেশী করিয়া মালের মধ্যে খেয়ানত করে না, সতর্কতা ও আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। আর এই সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি হইল হযরত ওমর (রাঃ)। এই বলিয়া তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ)এর দৃষ্টিতে খলীফার গুণাবলী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর এমন খেদমত করিয়াছি যাহা তাহার পরিবারের কেহ করিতে পারে নাই এবং আমি তাহার সহিত এমন মায়ামমতার ব্যবহার করিয়াছি যাহা তাহার পরিবারের কেহ করিতে পারে নাই। একদিন আমি তাহার সহিত তাহারই ঘরে একান্তে বসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে নিজের কাছে বসাইতেন এবং আমার অনেক সম্মান করিতেন। এমন সময় তিনি এত জোরে আহ্ করিলেন, মনে হইল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কোন ব্যাপারে ভীত হইয়া এরূপ আহ্ করিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, ভীত হইয়াই এমন করিয়াছি। আমি আরজ করিলাম, কি সেই ভয়ের জিনিস? তিনি বলিলেন, নিকটে আস। আমি তাহার নিকটবর্তী হইলাম। তিনি বলিলেন, এই খেলাফতের উপযুক্ত কোন লোক পাইতেছি না। আমি বলিলাম, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছয়জন আহলে শূরার নাম উল্লেখ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে ছয়জনের প্রত্যেকের ব্যাপারে কিছু না কিছু কথা বলিলেন। তারপর বলিলেন, এই খেলাফতের কাজের উপযুক্ত একমাত্র সেই ব্যক্তি হইতে পারে, যে মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, নরম কিন্তু দুর্বল নয়। দানশীল কিন্তু অপচয়কারী নয়। সতর্কভাবে খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় তিনি এত জোরে এক দীর্ঘশ্বাস নিলেন যে, মনে হইল যেন তাহার পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কোন বড় ধরনের কষ্টের কারণে এই দীর্ঘশ্বাস লইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, বড় এক কষ্টের কারণে লইয়াছি। আর তাহা এই যে, আমার পরে এই

খেলাফতের কাজ কাহার হাতে দিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তারপর আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তুমি হয়ত তোমার সঙ্গী (হযরত আলী (রাঃ))কে এই খেলাফতের কাজের যোগ্য মনে করিতেছ। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। নিঃসন্দেহে তিনি এই কাজের উপযুক্ত। কারণ তিনি প্রথম যুগে মুসলমান হইয়াছেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি এমনই যেমন তুমি বলিতেছ। কিন্তু তিনি এমন এক ব্যক্তি যাহার মধ্যে হাসিঠাট্টার স্বভাব রহিয়াছে। এইভাবে তাহার সম্পর্কে আরো আলোচনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, এই খেলাফতের কাজের যোগ্যতা একমাত্র ঐ ব্যক্তির রহিয়াছে যে মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, নরম কিন্তু দুর্বল নয়, দানশীল কিন্তু অপচয়কারী নয়, সতর্কভাবে খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, এই সমস্ত গুণাবলী একমাত্র হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যেই ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমত করিতাম এবং অত্যন্ত ভয় এবং সম্মানও করিতাম। আমি একদিন তাহার ঘরে গেলাম। তিনি একাকী বসিয়াছিলেন। তিনি এত জোরে শ্বাস লইলেন, আমার মনে হইল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠাইয়া দীর্ঘশ্বাস লইলেন। আমি সাহস সঞ্চয় করিয়া মনে মনে বলিলাম, আমি অবশ্যই তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। সুতরাং আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আপনি নিশ্চয় কোন বড় ধরনের পেরেশানীর কারণে এরূপ দীর্ঘশ্বাস লইয়াছেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, আমি অত্যন্ত পেরেশান আছি। আর তাহা এই যে, আমি এই খেলাফতের উপযুক্ত কাহাকেও পাইতেছি না। তারপর বলিলেন, তুমি হয়ত বলিবে যে, তোমার সঙ্গী অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) তো ইহার উপযুক্ত। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, তিনি হিজরত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং

তাঁহার সহিত আত্মীয়তাও রহিয়াছে এতদসত্ত্বেও কি তিনি এই কাজের উপযুক্ত নহেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যেমন বলিয়াছ তিনি তেমনই বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে হাসিঠাট্টার স্বভাব রহিয়াছে। এইভাবে তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর আরো অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেন। তারপর বলিলেন, খেলাফতের দায়িত্ব একমাত্র সেই ব্যক্তি বহন করিতে পারে, যে নরম কিন্তু দুর্বল নয়, মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, দানশীল কিন্তু অপচয়কারী নয় এবং সতর্কতার সহিত খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়। আরো বলিলেন, এই খেলাফতের কাজ একমাত্র সেই সামলাইতে পারে যে বিনিময়ের আশায় অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করে না, রিয়াকারদের মত কার্যকলাপ করে না, লোভ–লালসার অনুসারী হয় না। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের শক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তি রাখে, যে আপন জবান দ্বারা এমন কথা না বলে যাহাতে তাহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে হয়, আর সে আপন জামাতের বিপক্ষেও হক ফয়সালা করিতে পারে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, এই খেলাফতের দায়িত্ব এমন লোককেই গ্রহণ করা উচিত, যাহার মধ্যে এই চার গুণ পাওয়া যায়—নরম কিন্তু দুর্বল নয়, মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, সতর্কতার সহিত খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়, দানশীলতা আছে কিন্তু অপচয়কারী নয়। যদি এই চারটির একটি না থাকে তবে বাকী তিনটিও নিস্ফল হইয়া যাইবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এই কাজ একমাত্র সেই ব্যক্তিই সঠিকভাবে পূরণ করিতে পারে, যে বিনিময়ের আশায় অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করে না, রিয়াকারদের মত কার্যকলাপ করে না, লোভ–লালসার অনুসারী হয় না, এই কাজ দ্বারা আপন সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না এবং ক্রোধের সময়ও সত্ত্বেও হক কথাকে গোপন করে না। (কানযুল উম্মাল)

সুফিয়ান ইবনে আবিল আওজা (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর

(রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি না, আমি কি খলীফা না বাদশাহ? যদি আমি বাদশাহ হইয়া থাকি তবে ইহা অত্যন্ত বড় (আশংকার) বিষয়। (উপস্থিত লোকজনের মধ্য হইতে) একজন বলিল, খলীফা ও বাদশাহ উভয়ের মধ্যে তো বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। খলীফা তো প্রত্যেক জিনিসকে হক উপায়ে গ্রহণ করে এবং উহাকে হক জায়গায় খরচ করে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আপনি এই ধরনেরই। আর বাদশাহ লোকদের উপর জুলুম করে। একজনের নিকট হইতে জোরপূর্বক লইয়া অন্যকে অন্যায়ভাবে দান করে। শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) চুপ হইয়া গেলেন।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাদশাহ না খলীফা? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, যদি আপনি মুসলমানদের জমিন হইতে এক দেরহাম পরিমাণ অথবা উহা হইতে কমবেশী জুলুম করিয়া লইয়া থাকেন, অতঃপর উহা অন্যায়ভাবে খরচ করিয়া থাকেন তবে তো বাদশাহ, খলীফা নহেন। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন। (মুন্তাখাব)

বনু আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। মজলিসে তাহার সঙ্গীদের মধ্যে হযরত তালহা, হযরত সালমান, হযরত যুবাইর ও হযরত কা'ব (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি আপন সঙ্গীদেরকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব। তোমরা আমাকে ভুল জবাব দিয়া আমাকেও ধ্বংস করিও না এবং নিজেরাও ধ্বংস হইও না। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমি কি খলীফা না বাদশাহ? হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যাহা আমরা জানি না। খলীফা ও বাদশাহের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা আমাদের জানা নাই। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিতেছি যে, আপনি খলীফা, বাদশাহ নহেন। হযরত ওমর (রাঃ)

বলিলেন, এমন কথা এরূপ আত্মবিশ্বাসের সহিত তুমি বলিলে বলিতে পার। কেননা তুমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতে। তারপর হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি এই কথা এইজন্য বলিয়াছি যে, আপনি প্রজাদের মধ্যে ইনসাফ করিয়া থাকেন এবং আপনি (প্রত্যেক জিনিস) তাহাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া থাকেন। আর আপনি তাহাদের সহিত এমন মহবত ও মমতাসুলভ আচরণ করিয়া থাকেন যেমন কেহ নিজ পরিবারের সহিত করিয়া থাকে। আপনি প্রত্যেক ফয়সালা আল্লাহ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমি ব্যতীত আর কেহ এই মজলিসে খলীফা ও বাদশাহের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে জানে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। তবে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত সালমান (রাঃ)কে এলেম ও হেকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি খলীফা, বাদশাহ নহেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে এই সাক্ষ্য দিতেছ? হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার আলোচনা আল্লাহর কিতাবে (অর্থাৎ তাওরাতে) পাইতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে কি আমার নাম উল্লেখ করিয়া আমার আলোচনা করা হইয়াছে? হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, না, বরং আপনার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া আপনার আলোচনা করা হইয়াছে। তাওরাতে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সর্বপ্রথম নবুওয়াত হইবে, অতঃপর নবুওয়াতের তরীকায় খেলাফতও রহমত হইবে। তারপর নবুওয়াতের তরীকায় খেলাফতও রহমত হইবে। ইহার পর বাদশাহী হইবে যাহাতে সামান্য জুলুমেরও সংমিশ্রণ থাকিবে। (অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের পর সামান্য জুলুমের সহিত বাদশাহী হইবে, ইহার পর বাদশাহীতে জুলুমের আধিক্য হইবে।) (মুন্তাখাব)

খলীফার নরম ও শক্ত আচরণ করা

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, আমি জানি যে, তোমরা আমার মধ্যে কঠোরতা ও শক্ত আচরণ দেখিয়া থাক। উহার কারণ এই যে, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তখন তাহার গোলাম ও খাদেম ছিলাম। (তাঁহার সম্পর্কে) আল্লাহ তায়ালা যেমন বলিয়াছেন—

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

(অর্থাৎ তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়াময়) তিনি ঠিক তেমনই (স্নেহশীল ও দয়াময়) ছিলেন। এইজন্য আমি তাহার সঙ্গে উত্তোলিত তলোয়ারের ন্যায় ছিলাম। তিনি আমাকে খাপে ঢুকাইয়া দিতেন অথবা আমাকে কোন কাজ হইতে বিরত হইতে বলিতেন তবে আমি বিরত হইতাম। নতুবা আমি তাহার নম্র স্বভাবের কারণে লোকদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি এই পদ্ধতির উপর অবিচল রহিয়াছি। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নিজের নিকট লইয়া গেলেন। দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, এইজন্য আমি আল্লাহ তায়ালার অনেক অনেক শুকরিয়া আদায় করি এবং নিজের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁহার খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিতও আমার একই আচরণ বহাল রহিয়াছে। তোমরা তাহার দয়া বিনয় ও নম্র স্বভাব সম্পর্কে অবগত আছ। আমি তাহার খাদেম ছিলাম। তাহার সামনে উত্তোলিত তলোয়ারের ন্যায় থাকিতাম। আমি আমার কঠোরতাকে তাহার নম্রতার সহিত মিলাইতাম। যদি কোন বিষয়ে তিনি

স্বয়ং অগ্রসর হইতেন, আমি থামিয়া যাইতাম নতুবা আমি অগ্রসর হইতাম। তাহার জীবদ্দশায় আমার আচরণ এইরূপই রহিয়াছে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইয়াছেন। দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের সময় তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এইজন্য আল্লাহ তায়ালার অনেক শোকর আদায় করি এবং নিজের জন্য ইহাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। আজ তোমাদের বিষয় আমার হাতে আসিয়াছে। (অর্থাৎ আমাকে খলীফা বানানো হইয়াছে।) আমার জানা আছে যে, অনেকে বলিবে, যখন অন্যের হাতে খেলাফত ছিল তখন তিনি আমাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেন, আর আজ যখন স্বয়ং তাহার হাতে খেলাফত আসিয়াছে তখন তো কঠোরতা আরো চরমে পৌঁছিবে। তোমরা জানিয়া রাখ, আমার ব্যাপারে তোমাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই, তোমরা আমার পরিচয়ও জান এবং আমার ব্যাপারে তোমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে। তোমরা আপন নবীর সুন্নাত সম্পর্কে যাহা জান আমিও তাহা জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি এমন প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিয়াছি যাহা জিজ্ঞাসা না করিলে আফসোস করিতে হয়।

তোমরা ভালভাবে বুঝিয়া লও, এখন যখন আমি খলীফা হইয়াছি তখন আমার পূর্বের কঠোরতা যাহা তোমরা দেখিয়াছ তাহা পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে এই কঠোরতা জালেম ও সীমালংঘনকারীর জন্য হইবে এবং এই কঠোরতা শক্তিশালী মুসলমানের নিকট হইতে হক উসুল করিয়া দুর্বল মুসলমানকে দেওয়ার জন্য হইবে। আমি এই কঠোরতা সত্ত্বেও যাহারা চরিত্রবান হইবে এবং অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিবে ও মান্য করিবে তাহাদের জন্য আমার গাল জমিনে বিছাইয়া দিব। আর যদি আমার ও তোমাদের মধ্য হইতে কাহারো মধ্যে কোন বিষয়ে ফয়সালার ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে সে যে কোন (তৃতীয়) ব্যক্তির নিকট হইতে পছন্দ করিবে আমি তাহার সহিত সেই

ব্যক্তির নিকট যাইতে অস্বীকার করিব না। আর সেই (তৃতীয়) ব্যক্তি আমার ও তাহার মধ্যে যে কোন ফায়সালা করিবে আমি তাহা মানিয়া লইব।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের ব্যাপারে আমাকে এইভাবে সাহায্য কর যে, আমার নিকট (এদিক সেদিকের সমস্ত) কথা লইয়া আসিও না। আর আমার নফসের বিরুদ্ধে আমাকে এইভাবে সাহায্য কর যে, আমাকে নেক কাজের হুকুম কর এবং অসৎকাজ হইতে বাধা দাও। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সমস্ত বিষয়ে আমাকে শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন সে সমস্ত বিষয়ে তোমরা আমার কল্যাণ কামনা কর। অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। (কানযুল উম্মাল)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও হযরত সা'দ (রাঃ) (এক জায়গায়) সমবেত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে কথা বলার ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ছিলেন। এইজন্য তাহারা সকলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবদুর রহমান! যদি আপনি লোকদের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের সহিত কথা বলিতেন তবে কতই না ভাল হইত। আপনি তাহাকে বলুন যে, লোকজন তাহাদের প্রয়োজন লইয়া আসে, কিন্তু তাহারা আপনার ভয়ে আপনার সহিত কথা বলিতে সাহস পায় না, ফলে তাহারা প্রয়োজন পুরা না করিয়াই ফিরিয়া যায়।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি লোকদের জন্য নরম হইয়া যান। কারণ অনেক লোক তাহাদের প্রয়োজন লইয়া আপনার নিকট আসে, কিন্তু আপনার ভয়ে তাহারা আপনার

সহিত কথা বলিতে সাহস পায় না, ফলে নিজের প্রয়োজনের কথা আপনাকে না বলিয়াই ফিরিয়া চলিয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কি হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর ও হযরত সা'দ (রাঃ) এই কথা বলার জন্য বলিয়াছেন? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুর রহমান, আল্লাহর কসম, আমি লোকদের সহিত এই পরিমাণ নম্রতা অবলম্বন করিয়াছি যে, উহার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিতেছি। (অর্থাৎ এত নরম কেন হইলাম এই প্রশ্ন না করিয়া বসেন।) আবার আমি লোকদের সহিত এই পরিমাণ কঠোর হইয়াছি যে, এই কঠোরতার উপর আল্লাহকে ভয় করিতেছি। (অর্থাৎ এই কঠোরতার উপর আমাকে ধরিয়া না বসেন।) এখন তুমিই বল, বাঁচার কি উপায় হইতে পারে? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিলেন এবং চাদর হেঁচড়াইয়া ফিরিয়া চলিলেন আর হাত নাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, হায় আফসোস! আপনার পরে তাহাদের কি অবস্থা হইবে? (হায় আফসোস! আপনার পরে তাহাদের কি অবস্থা হইবে?)

আবু নুআঈম (রহঃ) হিলইয়া নামক গ্রন্থে হযরত শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার অন্তর আল্লাহর জন্য এই পরিমাণ নরম হইয়াছে যে, মাখন হইতেও নরম হইয়া গিয়াছে। এমনিভাবে আমার অন্তর আল্লাহর জন্য এই পরিমাণ শক্ত হইয়াছে যে, পাথর হইতেও শক্ত হইয়া গিয়াছে।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, কেহ কেহ এই চেষ্টা করিয়াছে যে, এই খেলাফত যেন আপনি না পান। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে? সে বলিল, তাহাদের ধারণা এই যে, আপনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য

যিনি আমার অন্তরকে লোকদের জন্য মায়ামমতা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন আর লোকদের অন্তরকে আমার ভয় দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। (মুন্তাখাব)

যাহাদের চলাচল দ্বারা উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে পারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের মুহূর্তে কোরাইশ (এর কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি) তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে মদীনায় আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। (তাহাদের বাহিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া রাখিয়াছিলেন) তিনি তাহাদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে খরচও করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়া আমার নিকট এই উম্মতের জন্য সর্বাপেক্ষা বিপদজনক মনে হয়। (হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজিরীনদের বিশেষ বিশেষ কতিপয় ব্যক্তির জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছিলেন।) এই সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য মক্কাবাসীদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অতএব যে সকল মুহাজিরীনদের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায় অবস্থান করা জরুরী করিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিতেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যে সমস্ত জেহাদের সফর করিয়াছ উহা তোমার উদ্দেশ্য অর্থাৎ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যথেষ্ট হইয়াছে। আজ তোমার জন্য জেহাদে যাওয়া অপেক্ষা ইহাই উত্তম যে, তুমি (মদীনায় অবস্থান কর এবং) না দুনিয়াকে দেখ আর না দুনিয়া তোমাকে দেখে।

(হযরত ওমর (রাঃ)এর এরূপ করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কোরাইশের এই সমস্ত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যদি বিভিন্ন এলাকায় বসবাস আরম্ভ করেন তবে সেখানকার মুসলমানগণ তাহাদের সঙ্গলাভে পরিতৃপ্ত

হইয়া মদীনায় আসা বন্ধ করিয়া দিবে। এইভাবে আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রীয় শহর মদীনার সহিত তাহাদের সম্পর্ক দুর্বল হইয়া যাইবে। যদি এই সকল ব্যক্তিবর্গ মদীনায় অবস্থান করেন তবে সমস্ত এলাকার লোক মদীনায় আসিতে থাকিবে এবং আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রীয় শহর মদীনার সহিত তাহাদের সম্পর্ক দৃঢ় হইতে থাকিবে। ফলে তাহাদের মধ্যে সর্ববিষয়ে ইসলামের একই ধারা বজায় থাকিবে।)

অতঃপর যখন হযরত ওসমান (রাঃ) খলীফা হইলেন তখন তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িলেন এবং সেখানকার মুসলমানগণ (আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রস্থল মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া) তাহাদেরকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেল। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত মুহাম্মাদ ও হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, ইহাই সর্বপ্রথম দুর্বলতা ছিল যাহা ইসলামের ভিতর স্থান লাভ করিল। আর ইহাই সর্বপ্রথম ফেতনা ছিল যাহা সর্বসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল। (অর্থাৎ স্থানীয় বুযুর্গদের সহিত সম্পর্ক কায়েম হইয়া আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রস্থল মদীনার সহিত সম্পর্ক দুর্বল হইয়া গেল।)

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি লইতে আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া থাক। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অনেক জেহাদ করিয়াছ। হযরত যুবাইর (রাঃ) বারবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিজের ঘরে বসিয়া থাক। আল্লাহর কসম, আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি ও তোমার সঙ্গীগণ যদি বাহির হইয়া মদীনার আশেপাশে চলিয়া যাও তবে তোমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের বিরুদ্ধে ফেতনা সৃষ্টি করিবে।

আহলে রায় অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা হইতে আবু সুফিয়ানের আগমনের সংবাদ পাইলেন তখন আপন সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছু কথা বলিলেন, কিন্তু তিনি তাহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি তাহার কথাও গ্রাহ্য করিলেন না। এই হাদীসের পরবর্তী অংশ সহ সম্পূর্ণ হাদীস জেহাদের অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বদরের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত পরামর্শ করিলেন (যে, বদরের কয়েদীদের সহিত কি আচরণ করা উচিত?) হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আমাদেরই চাচাত ভাই, বংশের লোকজন, ভাই বেরাদার। আমার রায় হইল, আপনি ইহাদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করুন (এবং ইহাদেরকে মুক্তি দিয়া দিন)। এই ফিদিয়া দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আমরা শক্তি অর্জন করিব। আর হইতে পারে (পরবর্তীতে) আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। তখন তাহারা আমাদেরই বাহুবলে পরিণত হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তোমার কি রায়? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) যে রায় দিয়াছেন আমার সে রায় নয়, বরং আমার রায় হইল আমার আত্মীয় অমুককে

আমার সোপর্দ করুন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেন, আকীলকে হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে দিয়া দিন তিনি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিন, আর হযরত হামযা (রাঃ)এর ভাই, অমুক (অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রাঃ)কে হযরত হামযা (রাঃ)এর সোপর্দ করিয়া দিন, তিনি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেন। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়া লন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য কোন রকম মায়া-মমতা নাই। ইহারা কোরাইশের সর্দার, নেতা ও অগ্রনায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়কে পছন্দ করিলেন এবং আমার রায় তাঁহার পছন্দ হইল না। সুতরাং কয়েদীদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করিলেন।

পরদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহারা উভয়ে কাঁদিতেছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ও আপনার সঙ্গী কেন কাঁদিতেছেন? আমাকে বলুন। যদি (কারণ জানার পর) আমারও কান্না আসে তবে আমিও কাঁদিব। আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান হইলেও করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, কয়েদীদের নিকট হইতে তোমার সঙ্গীদের ফিদিয়া গ্রহণের কারণে আল্লাহর আযাব এই গাছের নিকটে আসিয়া গিয়াছিল। আর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى

অর্থ ঃ 'নবীর পক্ষে শোভনীয় নহে যে, তাহার বন্দী জীবিত থাকে (বরং হত্যা করিয়া ফেলা উচিত) যে পর্যন্ত তিনি ভূ-পৃষ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণে কাফেরদের রক্তপাত না করেন, তোমরা তো দুনিয়ার ধনসম্পদ চাহিতেছ, আর আল্লাহ তায়ালা চাহিতেছেন আখেরাত, আর আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের সময় সাহাবাদের সহিত কয়েদীদের ব্যাপারে পরামর্শ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইহাদিগকে তোমাদের আয়ত্বে করিয়া দিয়াছেন। (অতএব তোমরা ইহাদের ব্যাপারে পরামর্শ দাও।) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাদের গর্দান উড়াইয়া দিন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ইহাদের উপর আয়ত্ব দান করিয়াছেন, গতকাল পর্যন্ত ইহারা তোমাদের ভাই ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় একই রায় ব্যক্ত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং পুনরায় একই কথা এরশাদ করিলেন। এইবার হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রায় এই যে, আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং তাহাদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করিয়া লউন। তাহার এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক হইতে চিন্তা ও পেরেশানীর ভাব দূর হইয়া গেল। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করা সাব্যস্ত করিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ

অর্থ ঃ যদি আল্লাহ্ তায়ালার লিখন নির্ধারিত হইয়া না থাকিত তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে তোমাদের উপর বড় কোন শাস্তি আসিয়া পড়িত।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার ও আপন দয়ালু স্বভাবের কারণেই শুধু ফিদিয়া গ্রহণের রায়কে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য কোন কোন সাহাবী শুধু আর্থিক উপকারকে

সামনে রাখিয়া এই রায় দিয়াছিলেন। আবার অনেকে অন্যান্য দ্বীনী ফায়দার সহিত আর্থিক সুবিধাকেও সামনে রাখিয়া এই রায় দিয়াছিলেন। ফিদিয়া গ্রহণ করিয়া মুক্তি দেওয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট তখনকার অবস্থা হিসাবে ভুল ছিল। যাহারা দুনিয়াবী স্বার্থকে সামনে রাখিয়া রায় দিয়াছিলেন তাহারা যদিও শাস্তির উপযুক্ত ছিলেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পূর্ব নির্ধারিত লিখনীর কারণে এই শাস্তি দেওয়া হয় নাই। আর এই পূর্ব নির্ধারিত লিখনী কয়েকটি বিষয় হইতে পারে, এক—মুজতাহিদ অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধান উদঘাটনের জন্য যথাসাধ্য চিন্তা ফিকির করিবে তাহাকে এই ধরনের ভুলের জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে না। দুই—বদরে অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিন—এই সমস্ত কয়েদীদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ করা লেখা ছিল ইত্যাদি।)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিয়া বলিলেন, তোমরা এই সমস্ত কয়েদীদের সম্পর্কে কি বল? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আপনার কাওম ও খান্দানের লোক, ইহাদিগকে (ক্ষমা করিয়া দিয়া) দুনিয়াতে বাকী রাখুন, ইহাদের সহিত নম্র ব্যবহার করুন। হয়ত আল্লাহ তায়ালা ইহাদিগকে (কুফর ও শিরক হইতে) তওবা করার তৌফিক দিবেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আপনাকে (মক্কা হইতে) বাহির করিয়া দিয়াছে, আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। আপনি ইহাদিগকে সামনে আনিয়া সকলের গর্দান উড়াইয়া দিন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঘন গাছপালাযুক্ত একটি জঙ্গল তালাশ করিয়া লউন এবং ইহাদিগকে সেই জঙ্গলে প্রবেশ করাইয়া আগুন লাগাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সকলের রায় শুনিলেন, কিন্তু) কোন ফয়সালা করিলেন না এবং নিজ তাঁবুর ভিতর চলিয়া গেলেন। (লোকেরা পরস্পর আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল।)

কেহ বলিল, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিবেন। কেহ বলিল, হযরত ওমর (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিবেন। আর কেহ বলিল, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় লোকদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের অন্তরকে আল্লাহর জন্য এত নরম করিয়া দেন যে, উহা দুধ হইতেও নরম হইয়া যায়। আর কোন কোন লোকের অন্তরকে আল্লাহর জন্য এত কঠিন করিয়া দেন যে, উহা পাথর হইতেও কঠিন হইয়া যায়। হে আবু বকর! তোমার উদাহরণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায়। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন—

• فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَإِنَّهٗ مِنِّىْ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ ঃ 'যে আমার অনুসরণ করিবে সে আমার, আর কেহ আমার অবাধ্যতা করিলে নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আর হে আবু বকর! তোমার উদাহরণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ন্যায়। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ ঃ 'যদি আপনি তাহাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তাহারা আপনার বান্দা এবং যদি আপনি তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।'

আর হে ওমর! তোমার উদাহরণ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের

ন্যায়। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

অর্থ ঃ 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি জমিনের উপর কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না।'

আর হে ওমর! তোমার উদাহরণ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ন্যায়। কারণ, তিনি বলিয়াছিলেন—

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ .

অর্থ ঃ 'হে আমার পরওয়ারদিগার, তাহাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করিয়া দিন এবং তাহাদের অন্তরগুলিকে কঠোর করিয়া দিন যাহাতে তাহারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না তাহারা বেদনাদায়ক আযাব দেখিয়া লয়।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যেহেতু অভাবগ্রস্ত সেহেতু এই সমস্ত কয়েদীদের মধ্য হইতে প্রত্যেকেই হয় ফিদিয়া প্রদান করিবে, নতুবা তাহার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহ্ল ইবনে বাইযাকে এই নির্দেশের বহির্ভূত রাখুন। কেননা আমি তাহাকে ইসলাম সম্পর্কে ভাল আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার খেলাপ অনধিকার চর্চার কারণে) সেদিন আসমান হইতে আমার উপর পাথর বর্ষণ হওয়ার যে পরিমাণ আশংকা আমার মনে সৃষ্টি হইয়াছিল আর কখনও এমন হয় নাই। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার কথার

সমর্থনে) বলিলেন, সাহল ইবনে বাইযা এই নির্দেশের বহির্ভূত থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى সহ দুই আয়াত নাযিল করিলেন।

মদীনার ফল ফলাদি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)এর পরামর্শ করা

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) যখন মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাতফান গোত্রের দুই সর্দার উয়াইনা ইবনে হিস্ন ও হারেস ইবনে আওফ মুররীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদেরকে এই শর্তে মদীনার এক তৃতীয়াংশ ফল দেওয়ার এরাদা করিলেন যে, তাহারা আপন সঙ্গীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে ফেরৎ লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের মধ্যে এই ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। এক পর্যায়ে তাহারা চুক্তিপত্রও লিখিয়া ফেলিল। অবশ্য তখনও সাক্ষীদের নাম উল্লেখ বা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইয়াছিল না, শুধু উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ করার কথাবার্তা চলিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এইভাবে সন্ধি করার পাকাপাকি এরাদা করিলেন তখন তিনি হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহাদের সহিত এই ব্যাপারে আলোচনা করিলেন ও পরামর্শ চাহিলেন।

তাহারা উভয়ে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সন্ধি আপনার পছন্দ বলিয়া করিতে চাহিতেছেন, না আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করিয়াছেন বলিয়া করিতে চাহিতেছেন, যাহার উপর আমল করা আমাদের জন্য জরুরী, আর না এই সন্ধি আমাদের উপকারার্থে করিতে চাহিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই সন্ধি তোমাদের উপকারার্থে ও তোমাদের ভালোর জন্য করিতে

চাহিতেছি। আল্লাহর কসম, আমি এই সন্ধি এই জন্য করিতে চাহিতেছি যে, আমি দেখিতেছি সমগ্র আরব মিলিয়া এক ধনুকে তোমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অর্থাৎ সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে এক জোট হইয়া গিয়াছে এবং সর্বদিক হইতে তোমাদের সহিত প্রকাশ্যে শত্রুতা করিতেছে। অতএব আমি চিন্তা করিলাম, (এইভাবে সন্ধি করিয়া) তাহাদের শক্তি কিছুটা নষ্ট করিয়া দেই।

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পূর্বে আমরা ও তাহারা উভয়ে আল্লাহর সহিত শির্ক করিতাম এবং মূর্তিপূজা করিতাম। আমরা আল্লাহর এবাদত করিতাম না বরং আল্লাহকে চিনিতামও না। যখন আমরা উভয়ে একই পথের পথিক ছিলাম তখনও জোরপূর্বক আমাদের একটি খেজুরও খাওয়ার তাহাদের সাহস ছিল না। আমাদের মেহমান হইয়া অথবা আমাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া তবে খাইতে পারিত। এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের সম্মান দান করিয়াছেন, ইসলামের হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং আপনার মাধ্যমে ইসলাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের ফল তাহাদেরকে দিয়া দিব? (এরূপ কখনও হইতে পারে না।) আল্লাহর কসম, আমাদের এরূপ সন্ধির কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর কসম, আমরা তাহাদেরকে তলোয়ার ব্যতীত আর কিছুই দিব না, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন। তাহার এই বক্তব্য শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কাজ তোমরাই ভাল বুঝ। (অর্থাৎ তোমরা সন্ধি করিতে না চাহিলে আমিও করিব না।) অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) সেই সন্ধিপত্র লইয়া উহাতে যাহা লেখা ছিল তাহা মুছিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যত পারে শক্তি ব্যয় করুক।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন) হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া

বলিতে লাগিল, মদীনার অর্ধেক খেজুর দিয়া দিন, নতুবা আপনার বিরুদ্ধে আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি সা'দ ইবনে ওবাদাহ ও সা'দ ইবনে মুআযের সহিত পরামর্শ করিয়া লইতেছি। (তিনি তাহাদের উভয়ের নিকট পরামর্শ চাহিলে) তাহারা বলিলেন, না, ইহা হইতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমরা তো (ইসলামের পূর্বে) জাহিলিয়াতের যুগেও কখনও এরূপ অপমানকর সন্ধিতে রাজী হই নাই। এখন যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলাম দান করিয়াছেন তখন এই অপমানকর সন্ধিতে কিরূপে রাজী হইতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া হারেসকে এই জবাব শুনাইয়া দিলেন। সে বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাউযুবিল্লাহ) আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হারেস গাতফানী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমাদেরকে মদীনার অর্ধেক খেজুর দিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমি সা'দ নামী লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে রবী' (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে খাইসামা (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমি জানি, সমগ্র আরববাসী তোমাদের প্রতি এক ধনুকে তীর নিক্ষেপ করিতেছে। (অর্থাৎ তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে এক জোট হইয়াছে।) আর হারেস তোমাদের নিকট হইতে মদীনার অর্ধেক খেজুর চাহিতেছে। অতএব যদি তোমরা চাও এই বৎসর তাহাকে অর্ধেক খেজুর দিয়া দাও। আগামীতে তোমরা চিন্তা করিয়া লইও। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যাপারে কি আসমান হইতে ওহী আসিয়াছে? যদি তাহাই হয় তবে তো আমরা আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানিতে বাধ্য। না ইহা আপনার রায়? যদি আপনার রায় হয় তবে আমরা আপনার রায়ের উপর আমল

করিব। আর যদি আপনি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিতেছেন, তবে আল্লাহর কসম, আপনি তো দেখিয়াছেন, আমরা ও তাহারা সমপর্যায়ের, আমাদের নিকট হইতে মেহমান হইয়া অথবা ক্রয় করিয়া খাওয়া ব্যতীত তাহারা একটি খেজুরও জোরপূর্বক আমাদের নিকট হইতে লইতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তো তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিতেছিলাম। তারপর হারেসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি কি শুনিতে পাইতেছ ইহারা কি বলিতেছে। হারেস বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নাউযুবিল্লাহ) আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই ধরনের বিষয়ে রাত্রিবেলা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত (পরামর্শের উদ্দেশ্যে) কথাবার্তা বলিতেন। আমিও তাঁহার সহিত থাকিতাম। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আহলে রায় অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা

হযরত কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হইতেন যাহাতে তিনি আহলে রায় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিতে চাহিতেন তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হইতে কিছু লোককে ডাকিয়া লইতেন এবং হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কেও ডাকিতেন। এই সমস্ত বুযুর্গ ব্যক্তিগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ফতোয়া প্রদান করিতেন এবং লোকেরাও তাহাদের নিকট মাসলা মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিত।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পর যখন হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা

হইলেন তখন তিনিও পরামর্শের জন্য এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গদেরকেই ডাকিতেন। তাহার খেলাফত আমলে ফতোয়ার কাজ হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ (রাঃ) করিতেন।

জায়গীর হিসাবে জমিন দেওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওবায়দাহ (রহঃ) বলেন, উয়াইনা ইবনে হিস্ন ও আকরা' ইবনে হাবেস হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমাদের এলাকায় একটি লবণাক্ত জমিন রহিয়াছে, যাহাতে না কোন ঘাস জন্মায়, না উহা কোন কাজে আসে। আপনি যদি ভাল মনে করেন তবে উহা আমাদিগকে জায়গীর হিসাবে দান করুন। আমরা উহাতে চাষাবাদের চেষ্টা করিব। হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত জমিন তাহাদিগকে জায়গীর হিসাবে দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাদের জন্য এই ব্যাপারে লিখিত দলীল প্রস্তুত করিয়া উহাতে হযরত ওমর (রাঃ)কে সাক্ষী বানাইতে চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাহারা উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য উক্ত দলীলপত্র লইয়া তাহার নিকট গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত দলীলের বিষয়বস্তু শুনার পর উহা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং থুথু দ্বারা উহার লেখাগুলি মুছিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা উভয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হইল এবং উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)কে মন্দ কথা বলিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মনোরঞ্জন করিতেন, যেহেতু তখন ইসলাম দুর্বল ও মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। আজ আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করিয়াছেন। (অতএব আজ আর তোমাদের মনোরঞ্জনের প্রয়োজন নাই) তোমরা চলিয়া যাও, আর আমার বিরুদ্ধে যত পার শক্তি খাটাও। তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট হেফাজত চাহিলেও যেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হেফাজত না করেন।

তাহারা উভয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিল এবং বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, খলীফা কি আপনি, না ওমর? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি যদি চাহিতেন খলীফা হইতে পারিতেন। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও রাগান্বিত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে বলুন, আপনি ইহাদিগকে যে জমিন জায়গীর হিসাবে দান করিয়াছেন উহা কি আপনার মালিকানাধীন, না সমস্ত মুসলমানদের? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, না, সমস্ত মুসলমানদের।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে সমস্ত মুসলমানদেরকে বাদ দিয়া শুধু এই দুইজনকে কেন দিয়া দিলেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট উপস্থিত মুসলমানদের সহিত আমি পরামর্শ করিয়াছি। তাহারা সকলে আমাকে এরূপ করার পরামর্শ দিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি উপস্থিত লোকদের সহিত তো পরামর্শ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি সমস্ত মুসলমানদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের সম্মতি লইয়াছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এই খেলাফতের কাজের জন্য তুমিই আমার অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী, কিন্তু তুমি আমার উপর জয়ী হইয়াছ। (আর আমাকে জোরপূর্বক খলীফা বানাইয়া দিয়াছ।) (কান্‌য)

বাহরাইনের কর সম্পর্কিত ঘটনা

হযরত আতিয়া ইবনে বেলাল (রহঃ) ও হযরত সাহ্‌ম ইবনে মিনজাব (রহঃ) বলেন, আকরা' ও যিবরিকান উভয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, বাহরাইনের কর আমাদের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিন, আমরা এই ব্যাপারে আপনাকে কথা দিলাম যে, আমাদের কওমের কেহ (ইসলাম হইতে) ফিরিয়া যাইবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাজী হইয়া গেলেন এবং লিখিত দলীল প্রস্তুত করিলেন। হযরত

আবু বকর (রাঃ) ও তাহাদের মধ্যে হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) মধ্যস্থতা করিতেছিলেন। তাহারা (উক্ত দলীলের উপর) কিছু সাক্ষীও নির্ধারণ করিলেন। তন্মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও ছিলেন।

এই দলীল যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিল তখন তিনি উহা দেখিয়া উহাতে সাক্ষী হইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, না, এখন আর কাহারো খাতির করা ও মনোরঞ্জনের প্রয়োজন নাই। তারপর সেই দলীলের লেখাগুলি মুছিয়া দিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহাতে হযরত তালহা (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমীর কি আপনি, না ওমর? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমীর তো ওমরই তবে মান্য আমাকে করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া হযরত তালহা (রাঃ) নিশ্চুপ হইয়া গেলেন। (হযরত তালহা (রাঃ)এর প্রশ্ন তো এমন ছিল যাহাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) এমনভাবে উত্তর দিলেন যাহাতে কোনরূপ ভাঙ্গন সৃষ্টি হইতে না পারে।) (মুন্তাখাবে কানয)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সাহাবাদেরকে জেহাদে পরামর্শ করার নির্দেশ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ করিতেন, অতএব তুমিও পরামর্শকে নিজের জন্য জরুরী করিয়া লইবে। ইতিপূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ)এর রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) রোমক বাহিনীর সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে আহলে রায় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর আহলে রায় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা

আবু জা'ফর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর নিকট তাহার কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)এর জন্য বিবাহের পয়গাম দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার কন্যাদের বিবাহ হযরত জাফর (রাঃ)এর ছেলেদের সহিত করার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আলী! তুমি তাহাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়া দাও। আল্লাহর কসম, তাহার সহিত সুন্দরভাবে জীবন যাপন করিয়া আমি যে ফযীলত হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করি জমিনের বুকে এমন ইচ্ছা পোষণকারী আর কেহ নাই। এই কথার পর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আমি আপনার নিকট তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলাম। মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে যাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর পরামর্শের সাথী ছিলেন তাহারা হইলেন—হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। ইহারা সর্বদা মসজিদে রওজা শরীফ ও মিম্বারের মাঝখানে বসিয়া থাকিতেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থান হইতে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমাকে বিবাহের মোবারকবাদ দাও। তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)কে বিবাহের মোবারকবাদ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কাহাকে বিবাহ করিয়াছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেবের কন্যাকে। অতঃপর তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত শুনাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ব্যতীত সমস্ত সম্পর্ক ও

আত্মীয়তা ছিন্ন হইয়া যাইবে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য তো লাভ করিয়াছি। এখন এই বিবাহের দ্বারা ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন হইয়া যায়। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সহিত পরামর্শ করা

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকিতেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তিনিও পরামর্শে রায় প্রদান করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়ের খেলাফত আমলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একাধারে ফতোয়ার কাজ করিয়াছেন। হযরত ইয়াকুব ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হইতেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং বলিতেন, হে ডুবুরী, ডুব লাগাও। (অর্থাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভালভাবে চিন্তা করিয়া রায় দাও।)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ন্যায় অধিক উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন, অধিক বুদ্ধিমান ও অধিক জ্ঞানবান ও অধিক ধৈর্যশীল আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, কোন কঠিন ও দুর্বোধ্য সমস্যার সম্মুখীন হইলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকিতেন এবং বলিতেন, তোমার সামনে একটি দুর্বোধ্য সমস্যা আসিয়াছে। তারপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর পরামর্শেরি উপরই আমল করিতেন, অথচ তাহার চারিপার্শ্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণও উপস্থিত থাকিতেন।

হযরত ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখনই কোন

কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন যুবকদেরকে ডাকিতেন এবং তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির প্রখরতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট হইতে পরামর্শ লইতেন।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) সর্বদা পরামর্শ করিয়া চলিতেন। এমনকি তিনি মহিলাদের নিকট হইতেও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কখনও মহিলাদের কোন রায় ভাল মনে হইলে উহার উপর আমল করিতেন। (কান্‌য)

পরামর্শ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যিয়াদ (রাঃ) বলেন, (১৪ হিজরী সনের পহেলা মুহাররম) হযরত ওমর (রাঃ) (মুসলিম) বাহিনী লইয়া (মদীনা হইতে) বাহির হইলেন এবং (মদীনা হইতে তিন মাইল দূরে) সিরার নামক একটি জলাশয়ের নিকট ছাউনী স্থাপন করিলেন এবং সম্পূর্ণ বাহিনীকে সেখানে অবস্থান করাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (বাহিনীর সহিত) সম্মুখে অগ্রসর হইবেন, না মদীনায় অবস্থান করিবেন, এই ব্যাপারে লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। আর লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলে হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করিত।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আমলেই হযরত ওসমান (রাঃ)কে রাদীফ বলা হইত। আরবী ভাষায় রাদীফ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে কাহারো পর তাহার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং বর্তমান আমীরের পর তাহার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি এই দুইজন লোকদের কোন কথা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না পাইতেন তবে লোকেরা হযরত আব্বাস (রাঃ)কে মাধ্যম বানাইত। অতএব হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট কি সংবাদ পৌঁছিয়াছে? এবং আপনার ইচ্ছা কি? হযরত ওমর (রাঃ)

আসসালাতু জামেয়া (অর্থাৎ হে লোকেরা নামায উপলক্ষে সমবেত হও) বলিয়া লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন। লোকজন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইলে তিনি তাহাদেরকে (নিজের যুদ্ধে গমনের) কথা জানাইলেন এবং তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, (এই ব্যাপারে লোকেরা কি বলে? সাধারণ লোকেরা বলিল, আপনিও চলুন, আমাদেরকেও সঙ্গে লইয়া চলুন।

হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের এই রায়ের সহিত নিজেও একমত বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদের রায়কে সরাসরি বর্জন করা পছন্দ করিলেন না, বরং তিনি চাহিলেন যে, হেকমতের সহিত নম্রভাবে তাহাদিগকে এই রায় হইতে সরাইবেন। অতএব তিনি বলিলেন, নিজেরাও প্রস্তুত হও, অন্যাদেরকেও প্রস্তুত কর। আমিও (তোমাদের সহিত) যাইব, কিন্তু যদি তোমাদের রায় অপেক্ষা অন্য কোন উত্তম রায় আসিয়া যায় তবে ভিন্ন কথা। তারপর তিনি লোক পাঠাইয়া আহলে রায় অর্থাৎ রায় প্রদানে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ডাকাইলেন।

তাহার ডাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে বিশেষ বিশেষ সাহাবা (রাঃ) এবং আরবের শীর্ষস্থানীয় লোকজন সমবেত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা এই যে, আমিও এই বাহিনীর সহিত যাই। আপনারা এই ব্যাপারে নিজ নিজ রায় প্রদান করুন। তাহারা সকলে সমবেতভাবে এই রায় দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে আর কাহাকেও (নিজের স্থলে) পাঠাইয়া দেন এবং নিজে (মদীনায়) অবস্থান করেন। আর নিজের পরিবর্তে যাহাকে পাঠাইবেন তাহার সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকিবেন। যদি কাঙ্খিত জয় হাসিল হয় তবে তো হযরত ওমর (রাঃ)ও লোকদের সকলের আশা পূর্ণ হইল। অন্যথায় হযরত ওমর (রাঃ) অপর একজনকে দিয়া নতুন বাহিনী প্রেরণ করিবেন। এইরূপ করার দ্বারা শত্রুদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হইবে, আর মুসলমানগণ ভুল পদক্ষেপ হইতে বাঁচিয়া

যাইবে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাও পূরণ হইবে এবং তাহার পক্ষ হইতে সাহায্য আসিবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) আসসালাতু জামেয়াহ্ বলিয়া ঘোষণা দিলেন। ঘোষণার পর মুসলমানগণ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইয়া গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায় হযরত আলী (রাঃ)কে আপন স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনার জন্য লোক পাঠাইলে তিনি উপস্থিত হইলেন। হযরত তালহা (রাঃ)কে হযরত ওমর (রাঃ) অগ্রদলের আমীর নিযুক্ত করিয়া অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাকেও লোক পাঠাইয়া ডাকাইলেন। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বাহিনীর ডান ও বাম অংশের উপর হযরত যুবাইর (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে ইসলামের উপর সমবেত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের অন্তরে পরস্পরের জন্য মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং ইসলামের দ্বারা তাহাদেরকে পরস্পর ভাই ভাই বানাইয়া দিয়াছেন। মুসলমানগণ পরস্পর এক শরীরের ন্যায়। এক অঙ্গের কষ্ট হইলে বাকী সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কষ্ট অনুভব করে। অতএব মুসলমানদেরকে এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় হওয়া উচিত (যাহাতে একজনের কষ্টে সকলের কষ্ট অনুভব হয়) আর মুসলমানদের সমস্ত কাজ আহলে শূরা (পরামর্শ দাতাগণ)এর পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হওয়া চাই। সাধারণ মুসলমানগণ তাহাদের আমীরের অধীন হইবে এবং আহলে শূরা যে বিষয়ে একমত হইয়া যান ও সম্মত হইয়া যান সমস্ত মুসলমানদের জন্য উহার উপর আমল করা জরুরী হইবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীর হইবে সে এই আহলে শূরার অধীন হইবে। এমনিভাবে রণকৌশল বিষয়ে আহলে শূরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সম্মত হইবেন সমস্ত মুসলমানগণ তাহাদের অধীন হইবে।

হে লোকসকল, আমিও তোমাদের মতই একজন ছিলাম (এবং আমারও তোমাদের সহিত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল) কিন্তু তোমাদের আহলে শূরা আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছে। এখন আমারও রায় ইহাই যে, আমি (মদীনায়) অবস্থান করি এবং নিজের পরিবর্তে অন্য কাহাকেও (আমীর বানাইয়া) পাঠাই। আমি যাহাকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলাম বা পিছনে (মদীনায়) রাখিয়া আসিয়াছিলাম (এবং যাহারা এখানে উপস্থিত ছিল) তাহাদের সকলের সহিত আমি এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি।'

হযরত ওমর (রাঃ) পিছনে মদীনায় হযরত আলী (রাঃ)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন এবং বাহিনীর অগ্রদলের উপর হযরত তালহা (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়া আ'ওয়াস নামক স্থানে অগ্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহাদের দুইজনকেও ডাকিয়া আনিয়া পরামর্শে শরীক করিয়াছিলেন।

ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর শাহাদাতের সংবাদ পাইলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, পারস্যবাসী কিসরার বংশের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সমবেত হইতেছে তখন হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজির ও আনসারদেরকে একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া (মদীনা হইতে) বাহির হইয়া সিরার নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলেন। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

ইমাম তাবারানী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সালাম বেকান্দী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ)এর বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে। তিনি ইসলামের যুগও পাইয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রতিনিধি দলের

সহিত হাজির হইয়াছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাহাকে কাদিসিয়ার যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে তিনি অনেক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, আমি তোমার সাহায্যার্থে দুই হাজার লোক পাঠাইতেছি। একজন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব ও অপরজন হযরত তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আসাদী (রাঃ)। (অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকেই এক এক হাজারের সমতুল্য) ইহাদের সহিত যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ করিও, কিন্তু ইহাদেরকে কাহারো উপর আমীর নিযুক্ত করিও না।

আমীর নিযুক্ত করা

ইসলামে সর্বপ্রথম আমীর

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন জুহাইনা গোত্রের লোকেরা তাহার খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আপনি এখন আমাদের নিকট আসিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিন যাহাতে আমরা আমাদের কাওমের সকলকে লইয়া আপনার খেদমতে হাজির হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে একটি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন। অতঃপর জুহাইনা গোত্রের সমস্ত লোক মুসলমান হইয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে রজব মাসে পাঠাইলেন। আমরা একশতজনও ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিলেন যে, আমরা যেন বনু কেনানাহ গোত্রের উপর আক্রমণ করি। এই গোত্র জুহাইনা গোত্রের নিকটে বসবাস করিত। আমরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম। তাহাদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে আমরা জুহাইনা গোত্রে

আসিয়া আশ্রয় লইলাম। তাহারা আমাদিগকে আশ্রয় দিল। কিন্তু তাহারা বলিল, তোমরা পবিত্র মাসে কেন যুদ্ধ কর? (আরবের লোকেরা যেহেতু শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্জ ও রজব মাসকে সম্মানিত ও পবিত্র মাস মনে করিত সেহেতু তাহারা এই মাসগুলিতে যুদ্ধ করিত না।) আমরা উত্তরে বলিলাম, আমরা তো শুধু ঐ সমস্ত লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতেছি যাহারা সম্মানিত ও পবিত্র শহর (অর্থাৎ মক্কা শহর) হইতে সম্মানিত মাসে আমাদিগকে বহিস্কার করিয়াছিল। আমাদের সঙ্গীগণ পরস্পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি রায়? (অর্থাৎ এখন আমাদের কি করা উচিত?)

কেহ বলিল, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অবহিত করি। আর কিছু লোক বলিল, না, আমরা তো এখানেই অবস্থান করিব। আমি ও আমার সঙ্গীগণ বলিলাম, না, আমরা তো কোরাইশের কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিব এবং তাহাদের ব্যবসায়ী মালামালের উপর কবজা করিব। তখনকার সময়ে নিয়ম এই ছিল যে, কাফেরদের মালামাল যাহা যুদ্ধ ব্যতীত হাসিল হইত উহা সম্পূর্ণ ঐ সকল মুসলমানরাই পাইত যাহারা উহা কাফেরদের নিকট হইতে লইয়াছে। সুতরাং আমরা সেই কাফেলার সন্ধানে চলিয়া গেলাম। আর আমাদের অপর সঙ্গীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া যাইয়া সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত শুনাইল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং তাহার চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট হইতে একত্রে গিয়াছিলে আর এখন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এইবার আমি তোমাদের উপর এমন লোককে আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইব, যে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে না বটে তবে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষুধা–পিপাসার উপর ধৈর্যধারণকারী

হইবে। তারপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইসলামের যুগে ইনিই সেই সাহাবী যাহাকে সর্বপ্রথম আমীর বানানো হইয়াছে।

দশজনের উপর আমীর নিযুক্ত করা

হযরত হাবীব (রহঃ)এর পিতা হযরত শিহাব আম্বরী (রহঃ) বলেন, তুস্তার শহরের দ্বারে সর্বপ্রথম আমিই অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলাম। আর সেই যুদ্ধে হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ)এর শরীরে তীর বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। মুসলমানদের তুস্তার জয়ের পর হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ) আমাকে আমার কাওমের দশজনের উপর আমীর বানাইয়া দিয়াছিলেন। (এসাবাহ)

সফরে আমীর নিযুক্ত করা

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সফরে যদি তিনজন হয় তবে তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর বানাইয়া লওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে আমীর বানাইয়া লওয়ার আদেশ করিয়াছেন। (কান্য)

আমীর হওয়ার দায়িত্বভার কে বহন করিতে পারে?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাত পাঠাইলেন, যাহাদের সংখ্যা বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে কোরআন শুনিলেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের যে পরিমাণ কোরআন ইয়াদ ছিল তাহা শুনিলেন। তিনি তাহাদের কোরআন শুনিতে শুনিতে এমন একজনের নিকট আসিলেন যে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অমুক, তোমার কি

পরিমাণ কোরআন ইয়াদ আছে? সে বলিল, অমুক অমুক সূরা এবং সূরা বাকারাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার সূরা বাকারাহও ইয়াদ আছে? সে বলিল, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, যাও, তুমিই এই জামাতের আমীর। উক্ত জামাতের সর্দারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি শুধু এই আশংকায় সূরা বাকারাহ মুখস্থ করি নাই যে, হয়ত উহা তাহাজ্জুদে পড়িতে পারিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কোরআন শিক্ষা কর এবং উহা পড়। কেননা যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে এবং উহা পাঠ করে তাহার উদাহরণ মেশকপূর্ণ থলির ন্যায়, যাহার সুগন্ধি সর্বত্র ছড়াইতে থাকে। আর যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করিল অতঃপর ঘুমাইয়া থাকিল, তাহার উদাহরণ মেশকপূর্ণ সেই থলির ন্যায় যাহার মুখ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

(তারগীব)

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে এক জামাত পাঠাইলেন। উক্ত জামাতের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক এক ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর বানাইয়া দিলেন। তাহারা কয়েকদিন পর্যন্ত সফর করিতে না পারায় সেখানেই অবস্থান করিল। সেই জামাতের এক ব্যক্তির সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হে অমুক, তোমার কি হইল? তুমি এখনো কেন গেলে না? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহধ আমাদের আমীরের পায়ে অসুখ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আমীরের নিকট গেলেন এবং সাত বার

بِسْمِ اللّٰهِ، وَ بِاللّٰهِ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَ قُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا

পড়িয়া তাহার উপর দম করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া গেল। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তিকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিতেছেন, অথচ সে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোরআন

বেশী পড়িতে পারার কথা বলিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার যদি এই আশংকা না হইত যে, অলসতাবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িব এবং তাহাজ্জুদে কোরআন পড়িতে পারিব না তবে আমি অবশ্যই উহা শিখিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোরআনের উদাহরণ সেই থলির ন্যায় যাহা তুমি তীব্র সুগন্ধযুক্ত মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছ। অনুরূপ যখন উহা তোমার বুকের ভিতর থাকে আর তুমি উহা পাঠ কর।

বদরী সাহাবাদেরকে আমীর বানাইতে অপছন্দ করা

হযরত আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ আনসারী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট কেহ আরজ করিল যে, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে কেন আমীর বানান না? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাহাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছি, কিন্তু আমি তাহাদেরকে দুনিয়া দ্বারা ময়লাযুক্ত করিতে পছন্দ করি না।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিলেন, আপনার কি হইয়াছে, আমাকে আমীর বানান না কেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আপনার দ্বীন ময়লাযুক্ত হউক।

আমীর বানানো ও আমীরের গুণাবলী সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

হারেসা ইবনে মুযাররিব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) (কুফায়) আমাদের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন, আম্মাবাদ, আমি তোমাদের নিকট হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে আমীর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে শিক্ষক ও উজির হিসাবে পাঠাইতেছি। ইহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। অতএব তোমরা ইহাদের নিকট হইতে দ্বীন শিক্ষা করিবে এবং ইহাদের অনুসরণ করিবে। আমি নিজের প্রয়োজনকে কোরবান করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে তোমাদের নিকট পাঠাইতেছি। (অর্থাৎ তাহার মদীনায় অত্যন্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও তাহাকে তোমাদের প্রয়োজনে পাঠাইতেছি) আর আমি হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ)কে ইরাকের গ্রাম এলাকার জন্য পাঠাইতেছি। আমি ইহাদের দৈনিক খরচ বাবদ একটি বকরী নির্ধারণ করিয়াছি। অর্ধেক বকরী ও কলিজা গুর্দা ইত্যাদি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে দিবে (কারণ তিনি আমীর এবং তাহার মেহমান বেশী হইবে) বাকী অর্ধেক অপর তিনজনকে দিবে। (দুইজন তো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ)। তৃতীয় জন সম্ভবতঃ হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হইবেন, যাহাকে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর সঙ্গে তাহার কাজের সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছিলেন।)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (একবার) বলিলেন, আজকাল আমি মুসলমানদের বিশেষ একটি কাজের ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত আছি। তোমরা বল, আমি এই কাজের জন্য কাহাকে আমীর নিযুক্ত করিব? লোকেরা বলিল, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে নিযুক্ত করুন। তিনি বলিলেন, দুর্বল ব্যক্তি। লোকেরা বলিল, অমুককে নিযুক্ত করুন। তিনি বলিলেন, তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ধরনের লোক চাহিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এমন (বিনয়ী) লোক চাই, যে আমীর হইলে (এমনভাবে থাকিবে) যেন সে লোকদের মধ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তি। আর যদি আমীর না হয় তবে এমনভাবে (দায়িত্ববান হইয়া) চলিবে যেন সেই আমীর। লোকেরা বলিল, আমাদের জানামতে এমন ব্যক্তি তো একমাত্র রবী' ইবনে যিয়াদ (রাঃ)ই হইতে পারে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ।

আমীর হওয়ার পর কে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে?

আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাঃ)কে হাওয়াযেন গোত্রের যাকাত উসূল করার কাজে নিযুক্ত করিলেন। হযরত বিশর (রাঃ) কাজে গেলেন না। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন গেলে না? আমার কথা শুনা ও মানা কি জরুরী নয়? হযরত বিশর (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় জরুরী। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ববান বানানো হয় তাহাকে কেয়ামতের দিন আনিয়া জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হইবে। যদি সে উক্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়া থাকে তবে মুক্তি লাভ করিবে। আর যদি সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করিয়া থাকে তবে সেই পুল তাহাকে লইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যাইতে থাকিবে। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

পথে আবু যার (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? আমি আপনাকে পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কেন পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত হইব না? আমি হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাঃ) হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইয়াছে তাহাকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হইবে। যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে তবে সে মুক্তি পাইবে। আর যদি সে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করিয়া থাকে তবে তাহাকে সহ পুল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যাইতে

থাকিবে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই হাদীস শুনিতে পান নাই? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জিম্মাদার বানাইবে সেই ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর আনিয়া দাঁড় করানো হইবে। যদি সে (জিম্মাদার বানানোর ব্যাপারে) সঠিক করিয়া থাকে তবে সে (জাহান্নাম হইতে) মুক্তি পাইবে। আর যদি সে সঠিক না করিয়া থাকে তবে তাহাকে সহ পুল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যাইতে থাকিবে। আর সেই জাহান্নাম কালো ও অন্ধকার হইবে। (এখন আপনি বলুন,) এই দুই হাদীসের মধ্যে কোন্‌টি আপনার অন্তরের জন্য অধিক পীড়াদায়ক। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, উভয় হাদীস আমার অন্তরকে পীড়া দিতেছে। এইরূপ বিপদজনক দায়িত্ব তবে কে গ্রহণ করিবে? হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যাহার নাক কর্তন করার ও গাল মাটির সহিত লাগাইবার (অর্থাৎ তাহাকে অপদস্থ করার) ইচ্ছা করিয়াছেন সে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। তবে আমাদের জানামতে আপনার খেলাফতে কল্যাণই রহিয়াছে। অবশ্য এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, আপনি হয়ত এমন ব্যক্তিকে এই খেলাফতের দায়িত্ব প্রদান করিবেন, যে উহাতে ইনসাফ করিবে না তখন আপনিও উহার গুনাহ হইতে মুক্তি পাইবেন না। (তারগীব)

আমীর হইতে অস্বীকার করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)কে এক ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আমীর বানাইলেন। তিনি ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

তুমি এই আমীর হওয়াকে কেমন দেখিলে? হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, আমার এই সঙ্গীরা আমাকে উপরে উঠাইত ও নীচে নামাইত। অর্থাৎ আমার খুবই সম্মান করিত, যদ্দরুন আমার মনে হইতেছে, আমি সেই পূর্বের মেকদাদ রহি নাই। (অর্থাৎ আমার মধ্যে পূর্বের বিনয় স্বভাব রহে নাই।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমীর হওয়া এমনই জিনিস। হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আগামীতে আমি আর কখনও কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। সুতরাং পরবর্তীতে লোকেরা তাহাকে বলিত যে, আপনি আগাইয়া আসুন এবং আমাদের নামায পড়াইয়া দিন। কিন্তু তিনি পরিস্কার অস্বীকার করিয়া দিতেন। (কেননা নামাযে ইমামতীও একপ্রকার জিম্মাদারী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, আমাকে সওয়ারীর উপর উঠাইয়া বসানো হইত, আবার সওয়ারী হইতে নামানো হইত। যদ্দরুন নিজেকে তাহাদের অপেক্ষা সম্মানিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমীর হওয়া এমনই জিনিস। তোমার ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, অথবা পরিত্যাগ কর। হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আগামীতে আমি কখনও দুই ব্যক্তিরও আমীর হইব না।

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে এক জায়গায় (আমীর বানাইয়া) পাঠাইলেন। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেকে কেমন পাইতেছ? আমি বলিলাম, আমার সঙ্গীগণকে ক্রমশঃ আমার খাদেম বলিয়া মনে হইতে লাগিয়াছে। আল্লাহর কসম, আমি আর কখনও দুই ব্যক্তিরও আমীর হইব না।

তাবারানীর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোন জামাতের আমীর বানাইলেন। যখন কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীর হওয়াকে কেমন পাইয়াছ? সে বলিল, আমি জামাতেরই একজন সঙ্গীর ন্যায় ছিলাম। যখন আমি আরোহণ করিতাম তখন সঙ্গীগণও আরোহণ করিত, আর যখন আমি সওয়ারী হইতে নামিতাম তখন তাহারাও নামিয়া পড়িত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সাধারণতঃ প্রত্যেক সুলতান (ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এরূপ (জুলুম অত্যাচারমূলক) কাজ করে যদ্দরুন সে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির দ্বারে যাইয়া উপনীত হয়। তবে যে সুলতানকে আল্লাহ তায়ালা নিজ হেফাজতে লইয়া লন সে বাঁচিয়া যায়। (বরং এরূপ সুলতান তো আল্লাহ্ তায়ালার আরশের ছায়ালাভ করিবে।) উক্ত ব্যক্তি বলিল, আল্লাহর কসম, আজ হইতে আমি না আপনার পক্ষ হইতে, আর না অন্য কাহারো পক্ষ হইতে আমীর হইব। ইহা শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার দাঁত মোবারক দেখা যাইতে লাগিল।

আমীর হওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত রাফে' তায়ী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত এক জেহাদের সফরে ছিলাম। আমরা যখন ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম তখন আমি বলিলাম, হে আবু বকর! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, ফরজ নামাযকে সময়মত আদায় করিবে, নিজের মালের যাকাত খুশীমনে আদায় করিবে। রমযানে রোযা রাখিবে, বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিবে। আর এই বিশ্বাস রাখিবে যে, হিজরত করা ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত উত্তম আমল আর হিজরতের মধ্যে জেহাদ

অতি উত্তম আমল। আর তুমি কখনও আমীর হইও না। তারপর বলিলেন, এই আমীর হওয়া যাহাকে আজকাল তুমি শীতল ও সুস্বাদু দেখিতে পাইতেছ, অতিসত্বর তাহা এই পরিমাণ বিস্তৃত ও অধিক হইবে যে, অযোগ্য ব্যক্তিও আমীরী লাভ করিবে। (স্মরণ রাখিও) যে কেহ আমীর হইবে তাহার হিসাব অন্য লোকদের তুলনায় দীর্ঘ হইবে এবং তাহার আযাব সর্বাপেক্ষা কঠিন হইবে। আর যে আমীর হইবে না, তাহার হিসাব অন্যদের তুলনায় অতি সহজ হইবে এবং তাহার আযাব সর্বাপেক্ষা হালকা হইবে। কেননা আমীররা লোকদের উপর জুলুম করার সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ পায়। আর যে ব্যক্তি মুসলমানের উপর জুলুম করে সে আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে। কেননা মুসলমান আল্লাহ তায়ালার প্রতিবেশী এবং আল্লাহ তায়ালার বান্দা। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের কাহারো প্রতিবেশীর বকরী বা উটের উপর কোন বিপদ আসিলে (অর্থাৎ প্রতিবেশীর বকরী বা উট চুরি হইয়া গেলে বা উটকে কেহ মারিলে বা কষ্ট দিলে প্রতিবেশীর পক্ষ হইয়া) রাত্রভর ক্রোধে তাহার পেশী ফুলিয়া থাকে। সে বলিতে থাকে, আমার প্রতিবেশীর বকরী বা উটের উপর এই বিপদ আসিয়াছে। (অতএব মানুষ যদি তাহার প্রতিবেশীর কারণে ক্রোধান্বিত হইতে পারে) তবে আল্লাহ তায়ালা তো তাহার প্রতিবেশীর কারণে ক্রোধান্বিত হওয়ার আরো বেশী হক রাখেন। (কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত রাফে' (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতুস সালাসিল যুদ্ধে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বাহিনীর আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন এবং তাহার সহিত এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহাদের ন্যায় বড় বড় সাহাবা (রাঃ)দেরকেও পাঠাইলেন। তাহারা (মদীনা শরীফ হইতে) রওয়ানা হইলেন এবং চলিতে চলিতে তায় গোত্রের দুই পাহাড়ের

মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিয়া অবতরণ করিলেন। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, কোন পথপ্রদর্শক তালাশ করিয়া লও। লোকেরা বলিল, আমাদের জানামতে রাফে' ইবনে আমর ব্যতীত এই কাজের উপযুক্ত আর কেহ নাই। কেননা সে পূর্বে রাবীল ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার উস্তাদ হযরত তারেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাবীল কাহাকে বলা হয়? তিনি বলিলেন, রাবীল সেই ডাকাতকে বলা হয়, যে সম্পূর্ণ কাওমকে একাই আক্রমণ করিয়া লুট করিয়া লয়। হযরত রাফে' (রাঃ) বলেন, আমরা যখন যুদ্ধ শেষে সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলাম যেখান হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম তখন আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মধ্যে অনেক গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিজের জন্য বাছিয়া লইলাম। আমি তাহার খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, হে হালাল রুযী ভক্ষণকারী, আমি আপনার মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া আপনাকে আমার জন্য বাছাই করিয়াছি। আপনি আমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিন যাহার উপর আমল করিলে আমি আপনাদের মধ্যে শামিল হইতে পারিব এবং আপনাদের মত হইয়া যাইব।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি তোমার পাঁচটি আঙ্গুল গণনা করিতে পার? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন অংশীদার নাই, আর হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। নামায কায়েম কর। যদি তোমার নিকট মাল থাকে তবে যাকাত আদায় কর, বাইতুল্লাহর হজ্জ কর এবং রমযান মাসের রোযা রাখ। এই কথাগুলি কি তোমার মুখস্থ হইয়াছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, আরও একটি কথা, তাহা এই যে, কখনও দুই ব্যক্তির উপরও আমীর হইবে না। আমি বলিলাম, এই আমীরী কি বর্তমানে বদরী সাহাবী ব্যতীত আর কেহ পাইতে পারে। তিনি বলিলেন, অতিসত্বর এই আমীরী এত ব্যাপক হইবে যে, তুমিও পাইয়া যাইবে, বরং তোমার অপেক্ষা নিম্নস্তরের লোকেরাও

পাইবে। আল্লাহ তায়ালা যখন আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিলেন তখন (তাহার মেহনতের দ্বারা) লোকেরা ইসলামে দাখেল হইয়াছে। অনেকে তো স্বেচ্ছায় ইসলামে দাখেল হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক এমনও রহিয়াছে যাহাদিগকে তলোয়ার ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যাহাই হোক এখন তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে আসিয়া গিয়াছে। তাহারা আল্লাহ তায়ালার প্রতিবেশী এবং তাঁহার দায়িত্বে রহিয়াছে। যখন কেহ আমীর হয় এবং লোকেরা পরস্পর একে অপরের উপর জুলুম করে, আর এই আমীর জালেমের নিকট হইতে মজলুমের বদলা লয় না তখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সেই আমীর হইতে বদলা লন। যেমন তোমাদের কাহারো প্রতিবেশীর বকরী জুলুম করিয়া কেহ লইয়া যায়, তখন প্রতিবেশীর পক্ষ হইয়া সারাদিন রাগে তাহার রগগুলি ফুলিয়া থাকে। তেমনি আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতিবেশীর পক্ষে পূর্ণ সাহায্য করিয়া থাকেন।

হযরত রাফে' (রাঃ) বলেন, আমি ইহার পর এক বৎসর পর্যন্ত (নিজের বাড়ীতে) রহিলাম। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হইলেন। আমি সওয়ার হইয়া তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে বলিলাম, আমি রাফে'। অমুক স্থানে আমি আপনাদের পথপ্রদর্শক ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমি বলিলাম, আপনি তো আমাকে দুই ব্যক্তির উপরও আমীর হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আর এখন আপনি স্বয়ং সারা উম্মতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীর হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি এই সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী হুকুম চালাইবে না তাহার উপর আল্লাহর লা'নত হইবে।

সাহাবা (রাঃ)দের আমীর হওয়ার পরিবর্তে জেহাদে যাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া

হযরত সাঈদ ইবনে ওমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রহঃ) বলেন, তাহার চাচা হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস এবং হযরত আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস ও হযরত আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ পাইলেন তখন তাহারা নিজ নিজ দায়িত্বপদ ছাড়িয়া (মদীনায়) ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো আমীরদের অপেক্ষা আমীর হওয়ার উপযুক্ত আর কেহ হইতে পারে না। অতএব তোমরা পূর্বস্থানে নিজ নিজ পদে ফিরিয়া যাও। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কাহারো পক্ষ হইতে আমীর হইয়া যাইতে রাজী নই। সুতরাং তাহারা সিরিয়ায় আল্লাহর রাস্তায় চলিয়া গেলেন এবং সকলেই সেখানে শহীদ হইলেন। (তাহারা আমীর না হইয়া আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়াকে প্রাধান্য দিলেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' (রহঃ) বলেন, হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রাঃ) যখন (আমীরের দায়িত্ব ছাড়িয়া) মদীনায় চলিয়া আসিলেন তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, বর্তমান ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকে তুমি আপন দায়িত্ব ছাড়িয়া চলিয়া আস, এই অধিকার তোমার নাই। বিশেষ করিয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে (যখন চারিদিকে লোকজন ইসলাম ছাড়িয়া মোরতাদ হইয়া যাইতেছে এবং মদীনার উপর শত্রুদের আক্রমণের সংবাদ আসিতেছে)। কিন্তু মনে হইতেছে তোমার অন্তরে আপন ইমামের কোন ভয়ডর নাই বলিয়া নির্ভীক হইয়া গিয়াছ। হযরত আবান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমি আর

কাহারও পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারো পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতাম তবে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে অবশ্যই করিতাম। কারণ তিনি অনেক সম্মানের অধিকারী, তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি পুরাতন মুসলমান। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারও পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) আপন সঙ্গীদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কাহাকে বাহরাইন পাঠানো যায়।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, আপনি সেই ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি বাহরাইনের লোকদেরকে মুসলমান বানাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিয়াছিলেন। বাহরাইনের লোকেরা তাহাকে ভালভাবে চিনে এবং তিনিও বাহরাইনের লোকদেরকে চিনেন এবং তাহাদের এলাকা সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। আর তিনি হইলেন, হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) এই রায়ের সহিত একমত হইলেন না এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিলেন, আপনি হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রাঃ)কে (বাহরাইন ফেরত যাইতে) বাধ্য করুন। কেননা তিনি কয়েকবার বাহরাইন গিয়াছেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে জোরপূর্বক বাহরাইন পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি এরূপ কখনও করিব না। যে ব্যক্তি বলিতেছে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারো পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না', আমি তাহাকে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারি না। অতএব হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে বাহরাইন পাঠাইবার ফয়সালা করিলেন। (কান্‌য)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে আমীর বানাইবার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে আমীর হইতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমীর হওয়াকে খারাপ মনে কর অথচ যিনি তোমার অপেক্ষা উত্তম ছিলেন তিনি উহা চাহিয়াছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি হইলেন হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো স্বয়ং আল্লাহর নবী ছিলেন এবং আল্লাহর নবীর পুত্র ছিলেন আর আমি তো উমাইমা নামী একজন মহিলার পুত্র আবু হোরায়রা। আমীর হওয়ার মধ্যে আমার তিন এবং দুই (মোট পাঁচটি) বিষয়ের ভয় রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, পাঁচ বলিলেই পারিতে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, (দুইটি বিষয় তো এই যে,) আমার ভয় হয় যে, আমি বিনা এলেমে কোন কথা বলিয়া ফেলিব এবং কোন ভুল ফয়সালা করিয়া বসিব। (আমীর হইয়া যখন এই দুই প্রকারের ভুল করিব তখন পরিণতিতে আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হইতে আমার তিন প্রকারের শাস্তি হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।) আমার কোমরের উপর চাবুকের আঘাত করা হইবে, আমার মালসম্পদ ছিনাইয়া লওয়া হইবে এবং আমাকে বেইজ্জত করা হইবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর লোকদের কাজী বা বিচারক হইতে অস্বীকার করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, যাও, কাজী বা বিচারক হইয়া লোকদের মধ্যে ফয়সালা কর। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)

বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি এই ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করিবেন? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না, আমি তোমাকে কসম দিতেছি, তুমি অবশ্যই যাইয়া লোকদের বিচারকার্য করিবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে) তাড়াহুড়া করিবেন না। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হাদীস এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিল সে অনেক বড় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লইল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কাজী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি কেন কাজী হইতে চাও না, অথচ তোমার পিতা লোকদের ফয়সালা করিতেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কাজী হইবে এবং না জানার কারণে ভুল ফয়সালা করিবে সে জাহান্নামী হইবে। আর যে কাজী আলেম হইবে এবং হক ও ইনসাফের সহিত ফয়সালা করিবে সেও চাহিবে যে, আল্লাহর নিকট হইতে সমান সমানভাবে মুক্তি লাভ করে। (অর্থাৎ পুরস্কার বা শাস্তি কোনটাই না হউক।) এই হাদীস শুনার পরও কি আমি কাজী হওয়ার আকাঙ্খা করিতে পারি?

ইমাম আহমাদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) তাহার আপত্তি গ্রহণ করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, তুমি আর কাহাকেও এই কথা বলিও না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাকে কাজী বানাইতে চাহিলেন। তিনি ওযর করিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কাজী তিন প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার নাজাত পাইবে আর দুই প্রকার জাহান্নামে যাইবে। যে ব্যক্তি জুলুমের সহিত ফয়সালা করিবে বা আপন খেয়াল খুশীমত

ফয়সালা করিবে সে ধ্বংস হইবে, আর যে ব্যক্তি হক ও ন্যায় মত ফয়সালা করিবে সে নাজাত পাইবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যেদিন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে একত্রিত হইলেন সেদিন আমার বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তোমার জন্য উচিত নয় যে, তুমি এইরূপ সন্ধিতে অনুপস্থিত থাক, যদ্দ্বারা হয়ত আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে আপোষ করাইয়া দিবেন। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর পক্ষের আত্মীয় এবং (আমীরুল মুমিনীন) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর পুত্র। (প্রকৃতপক্ষে ইহা হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর ঘটনা ছিল। বর্ণনাকারী ভুলবশতঃ হযরত আলী (রাঃ)এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।) অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বিরাট এক বুখতী অর্থাৎ খোরাসানী উটে চড়িয়া আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, কে আছে খেলাফতের লালসা রাখে, উহার আশা করে? কে উহার জন্য ঘাড় উঁচা করে?

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে কখনও আমার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ জাগে নাই। আমার ইচ্ছা হইল, তাহাকে যাইয়া বলি যে, এই খেলাফতের আকাঙ্খা ও লালসা ঐ ব্যক্তি করে, যে তোমাকে ও তোমার পিতাকে ইসলামের জন্য মারিয়াছিল এবং (মারিয়া পিটিয়া) তোমাদের উভয়কে ইসলামে দাখেল করিয়াছিল। (এখানে ঐ ব্যক্তি দ্বারা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজেকে বুঝাইয়াছেন।) কিন্তু পর মুহূর্তে আমার মনে জান্নাত ও উহার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ হইল। এইজন্য তাহাকে এরূপ কথা বলার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম।

হযরত আবু হোসাইন (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমাদের অপেক্ষা এই খেলাফতের হকদার আর কে আছে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইচ্ছা হইল, বলিয়া দেই যে, খেলাফতের বেশী হকদার সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে ও তোমার পিতাকে ইসলামের কারণে মারিয়াছিল। কিন্তু আমার মনে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ হইল এবং এই কথার দ্বারা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হইল।

হযরত যুহরী (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একত্রিত হইলেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই খেলাফতের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা বেশী হকদার কে আছে? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইচ্ছা হইল, দাঁড়াইয়া বলি যে, তোমার অপেক্ষা এই খেলাফতের বেশী হকদার সে, যে তোমাকে ও তোমার পিতাকে কুফুরীর কারণে মারিয়াছিল। (অর্থাৎ ইবনে ওমর নিজে) কিন্তু আমার ভয় হইল যে, এইরূপ বলার দ্বারা আমার প্রতি এমন ধারণা করা হইবে যাহা আমার মধ্যে নাই। (অর্থাৎ আমার মধ্যে খেলাফতের আগ্রহ আছে বলিয়া ধারণা করা হইবে, অথচ আমার মধ্যে তাহা মোটেও নাই।)

হযরত ইমরান (রাঃ)এর আমীর হইতে অস্বীকার করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, যিয়াদ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)কে খোরাসানের আমীর নিযুক্ত করিতে চাহিল। তিনি অস্বীকার করিলেন। তাহার সঙ্গীগণ বলিল, আপনি খোরাসানের মত এলাকার আমীর হওয়ার সুযোগ ছাড়িয়া দিলেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার জন্য ইহা কোন আনন্দদায়ক বিষয় নয় যে, আমার জন্য খোরাসানের গরম দিক হইবে আর যিয়াদ ও তাহার সঙ্গীদের জন্য উহার শীতল দিক হইবে। (অর্থাৎ আমি তো আমীর হইয়া সেখানে কষ্টক্লেশ সহ্য করিতে থাকিব আর যিয়াদ ও তাহার সঙ্গীরা সেখানকার

আমদানী দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতে থাকিবে।) আমার এই আশংকা হয় যে, আমি যখন শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াইব তখন আমার নিকট যিয়াদের এমন কোন পত্র আসিবে যাহার উপর আমল করিলে আমি ধ্বংস হইয়া যাই, আর আমল না করিলে (যিয়াদের পক্ষ হইতে) গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর যিয়াদ হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রাঃ)কে খোরাসানের আমীর হওয়ার জন্য বলিল। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইমরান (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, কেহ আছে কি, যে হাকামকে আমার নিকট ডাকিয়া আনিবে? হযরত ইমরান (রাঃ)এর পক্ষ হইতে লোক গেল এবং হযরত হাকাম (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন। হযরত ইমরান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর বিষয়ে কাহাকেও মান্য করা জায়েয নাই? হযরত হাকাম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ইমরান (রাঃ) আলহামদুলিল্লাহ বলিয়া আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলেন। অথবা আল্লাহু আকবার বলিয়া খুশী প্রকাশ করিলেন।

হযরত হাসান (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যিয়াদ হযরত হাকাম গিফারী (রাঃ)কে এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিল। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন এবং লোকজনের উপস্থিতিতে তাহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। তারপর বলিলেন, আপনি কি জানেন, আমি আপনার নিকট কেন আসিয়াছি? হযরত হাকাম (রাঃ) বলিলেন, (আপনিই বলুন,) আপনি কেন আসিয়াছেন? হযরত ইমরান (রাঃ) বলিলেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, 'এক ব্যক্তিকে তাহার আমীর বলিয়াছিল, নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ কর। (সে উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল) কিন্তু লোকেরা তাহাকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া হইতে বাধা দিল এবং ধরিয়া ফেলিল। পরবর্তীতে এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি এই ব্যক্তি আগুনে পড়িত তবে সে ও তাহাকে আদেশদাতা আমীর উভয়েই দোযখে যাইত। আল্লাহ তায়ালার

নাফরমানীর বিষয়ে কাহাকেও মান্য করা জায়েয নাই।' হযরত হাকাম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, (স্মরণ আছে।) হযরত ইমরান (রাঃ) বলিলেন, আমি শুধু আপনাকে এই হাদীস স্মরণ করাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি।

খলীফা ও আমীরদের সম্মান করা এবং তাহাদের আদেশ পালন করা

হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ ইবনে মুগীরা মাখযূমী (রাঃ)কে এক জামাতের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত জামাতে তাহাদের সহিত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইয়া রাত্রের শেষাংশে সেই কাওমের নিকটবর্তী স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন যাহাদের উপর সকালবেলা আক্রমণ করা উদ্দেশ্য ছিল। কোন সংবাদদাতা যাইয়া কাওমকে সাহাবা (রাঃ)দের আগমনের সংবাদ দিয়া দিল। যদ্দরুন তাহারা সকলে পালাইয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া গেল। কিন্তু সেই কাওমের এক ব্যক্তি যে নিজে ও তাহার পরিবারের লোকেরা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, সেখানে অবস্থান করিয়া রহিল। সে তাহার পরিবারের লোকদেরকে সামান ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে বলিলে তাহারাও সামান ইত্যাদি বাঁধিয়া লইল। সে তাহার পরিবারের লোকদেরকে বলিল, আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমরা এখানেই অবস্থান কর।

অতঃপর সে হযরত আম্মার (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল ইয়াকযান! (অর্থাৎ হে সজাগ ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি) আমি ও আমার পরিবারের লোকেরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। আমরা যদি এইখানে অবস্থান করি তবে কি আমার ইসলাম আমার উপকারে আসিবে? কারণ

আমার কাওমের লোকেরা তো আপনাদের আগমনের কথা শুনিয়া পালাইয়া গিয়াছে। হযরত আম্মার (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি থাক, তোমার জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তি ও তাহার পরিবারের লোকেরা নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) সকালবেলা উক্ত কাওমের উপর আক্রমণ করিলে জানিতে পারিলেন যে, কাওমের লোকেরা চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি ও তাহার পরিবারের লোকদেরকে সেখানে পাওয়া গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাদিগকে গ্রেফতার করিলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি ইহাদিগকে গ্রেফতার করিতে পারেন না, কেননা ইহারা মুসলমান। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আপনার এই কথার উদ্দেশ্য কি? আমি আমীর হওয়া সত্ত্বেও কি আপনি (আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া) নিরাপত্তা দিতে পারেন? হযরত আম্মার (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আপনি আমীর হওয়া সত্ত্বেও আমি নিরাপত্তা দিতে পারি। কেননা এই ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সেও তাহার সঙ্গীদের মত এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিত। যেহেতু সে মুসলমান সেহেতু আমি তাহাকে এখানে অবস্থান করার জন্য বলিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং পরস্পর কিছু অশোভনীয় কথাও হইল। যখন তাহারা মদীনা পৌঁছিলেন তখন উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) উক্ত ব্যক্তির সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আম্মার (রাঃ)এর নিরাপত্তাকে বহাল রাখিলেন। তবে আগামীর জন্য আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিরাপত্তা দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখেই উভয়ে একে অপরকে গালমন্দ বলিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সম্মুখে এই গোলাম আমাকে কটু কথা বলিতেছে। আল্লাহর কসম, আপনি না হইলে সে আমাকে এরূপ কটু কথা কখনও

বলিতে পারিত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে খালেদ, আম্মারকে কিছু বলিও না। কারণ যে ব্যক্তি আম্মারের সহিত শত্রুতা পোষণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিবেন, আর যে ব্যক্তি আম্মারের উপর লা'নত করিবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার উপর লা'নত করিবেন। তারপর হযরত আম্মার (রাঃ) সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)ও হযরত আম্মার (রাঃ)এর পিছন পিছন গেলেন এবং তাহার কাপড় ধরিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অবশেষে হযরত আম্মার (রাঃ) সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এই আয়াত নাযিল হইল—

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আদেশ মান্য কর আল্লাহ তায়ালার এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা শাসনকর্তা তাহাদেরও (হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,) এখানে শাসনকর্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জামাত অথবা সৈন্যদলের আমীর।

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমরা পরস্পর দ্বিমত হও কোন বিষয়ে তবে তোমরা উহাকে আল্লাহ ও রাসূলের উপর হাওয়ালা করিয়া দাও।

(হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ যখন তোমরা নিজেদের বিবাদমূলক বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর হাওয়ালা করিবে তখন) আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই সেই বিবাদের ফয়সালা করিয়া দিবেন।

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থাৎ, 'এই বিষয়গুলি উত্তম এবং ইহার পরিণামও খুব ভাল।' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বলেন, এইভাবে করার দ্বারা পরিণাম ভাল হইবে।

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) ও হযরত খালেদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর সহিত যে সকল মুসলমান মূতার যুদ্ধে গিয়াছিলেন আমিও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। ইয়ামান হইতে বাহিনীর সাহায্যে আগত এক ব্যক্তি এই সফরে আমার সঙ্গী হইল। তাহার সহিত নিজের তলোয়ার ব্যতীত আর কোন সামান ছিল না। একজন মুসলমান একটি উট জবাই করিল। আমার সেই সঙ্গী উক্ত মুসলমানের নিকট উটের চামড়ার একটি টুকরা চাহিল। সে তাহাকে একটি টুকরা দিয়া দিল। সে উহা দ্বারা ঢালের মত বানাইয়া লইল। তারপর আমরা সেখান হইতে সম্মুখে রওয়ানা হইলাম। রুমী বাহিনীর সহিত আমাদের মোকাবেলা হইল। রুমীদের এক ব্যক্তি একটি লাল বর্ণের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। তাহার জিন ও হাতিয়ারের উপর স্বর্ণ জড়ানো ছিল। উক্ত রুমী সৈন্য মুসলমানদেরকে বেধড়ক কতল করিতেছিল। সেই ইয়ামানী তাহার তাকে একটি বড় পাথরের আড়ালে বসিয়া গেল। রুমী সৈন্যটি যেই তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল, অমনি সে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া তাহার ঘোড়ার পা কাটিয়া দিল। রুমী সৈন্যটি মাটিতে পড়িয়া গেল। ইয়ামানী তাহার উপর চড়িয়া তাহাকে কতল করিয়া দিল এবং তাহার ঘোড়া ও হাতিয়ার কব্জা করিয়া লইল। আল্লাহ তায়ালা যখন মুসলমানদিগকে বিজয় দিলেন তখন হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) সেই ইয়ামানীকে ডাকাইয়া তাহার নিকট হইতে সেই রুমী সৈন্যের সমস্ত সামানপত্র লইয়া লইলেন।

হযরত আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে বলিলাম, হে খালেদ, তোমার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির সামানপত্রের ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, জানি, কিন্তু আমার নিকট এই সামান বেশী মনে হইতেছে। আমি বলিলাম,

আপনি ইয়ামানীকে এই সমস্ত সামান দিয়া দিবেন, নতুবা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। তখন আপনি বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) সেই সামান ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন। (সফর হইতে ফিরিয়া যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম তখন আমি সেই ইয়ামানীর ঘটনা এবং হযরত খালেদ (রাঃ) যাহা করিয়াছেন সবই বিস্তারিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, হে খালেদ, তুমি এরূপ কেন করিয়াছ? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার নিকট সেই সামান অনেক বেশী মনে হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হে খালেদ, তুমি তাহার নিকট হইতে যাহা কিছু লইয়াছ সবই তাহাকে ফেরৎ দিয়া দাও।

হযরত আওফ (রাঃ) বলেন, তখন আমি হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলাম, হে খালেদ, এইবার বুঝ, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিয়া দেখাইলাম কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এ কেমন কথা? আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নারাজ হইলেন এবং বলিলেন, হে খালেদ, তাহার সামান ফেরৎ দিও না। (অতঃপর সাহাবা (রাঃ)দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,) তোমরা কি আমার খাতিরে আমার আমীরদেরকে রেহাই দিবে না? (অর্থাৎ তাহাদেরকে সম্মান করিবে এবং অসম্মান করিবে না?) তাহাদের ভাল কাজের লাভ তোমাদের জন্য থাকিবে আর তাহাদের মন্দ কাজের মুসীবত তাহাদেরই উপর থাকিবে। (অর্থাৎ তাহারা যদি ভাল কাজ করে তবে উহার লাভ তোমরাও পাইবে, আর যদি মন্দ কাজ করে তবে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই বরং উহার ক্ষতি তাহাদের উপরই বর্তাইবে, তোমাদের উপর তাহাদেরকে সম্মান করা সর্বাবস্থায় জরুরী।) (বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত রাশেদ ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট কিছু মাল আসিল। তিনি সেই মাল লোকদের মধ্যে বন্টন করিতে লাগিলেন। তাহার নিকট অনেক লোকের ভীড় হইয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) ভীড় ঠেলিয়া তাহার নিকট পৌঁছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) চাবুক হাতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, তুমি এমনভাবে সামনে আগাইয়া আসিতেছ যেন তুমি জমিনের বুকে আল্লাহর সুলতানকে কোন ভয় কর না। আমি তোমাকে জানাইতে চাই যে, আল্লাহর সুলতান তোমাকে ভয় করে না।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এক বাহিনীর আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। যখন তাহারা যুদ্ধস্থলে পৌঁছিলেন তখন হযরত আমর (রাঃ) বাহিনীকে হুকুম দিলেন, কেহ যেন আগুন না জ্বালায়। হযরত ওমর (রাঃ) ইহাতে রাগান্বিত হইলেন এবং হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া এই ব্যাপারে কথা বলিতে চাহিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এইজন্য তোমার আমীর বানাইয়াছেন যে, সে যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর রাগ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। (বাইহাকী)

আমীরের সম্মান সম্পর্কে হযরত ইয়ায (রাঃ)এর হাদীস

হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেন, হযরত ইয়ায ইবনে গান্‌ম আশআরী (রাঃ) দারা শহর বিজয়ের পর সেখানকার শাসনকর্তাকে (চাবুক দ্বারা) শাস্তি দিলেন। হযরত হেশাম ইবনে হাকীম (রাঃ) তাহাকে আসিয়া (শাসনকর্তাকে শাস্তি দেওয়ার উপর) শক্ত কথা বলিলেন। কয়েকদিন পর হযরত হেশাম (রাঃ) হযরত ইয়ায (রাঃ)এর নিকট মাফ চাহিতে আসিলেন এবং হযরত ইয়ায (রাঃ)কে (তাহার শক্ত ব্যবহারের কারণ দর্শাইয়া) বলিলেন, আপনার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি সেই ব্যক্তির হইবে, যে দুনিয়াতে লোকদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিত। হযরত ইয়ায (রাঃ) বলিলেন, হে হেশাম, আমরাও তাহা শুনিয়াছি যাহা তুমি শুনিয়াছ এবং আমরাও তাহা দেখিয়াছি যাহা তুমি দেখিয়াছ, আর আমরাও তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছি, যাঁহার তুমি সঙ্গলাভ করিয়াছ। হে হেশাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা এরশাদ করিতে শুন নাই যে, যে ব্যক্তি কোন বাদশাহকে নসীহত করিতে চায় সে যেন প্রকাশ্যে তাহাকে নসীহত না করে, বরং তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নির্জনে লইয়া যায় (এবং নিরিবিলিতে নসীহত করে)। যদি বাদশাহ তাহার নসীহতকে গ্রহণ করিয়া লয় তবে তো ভাল কথা। অন্যথায় সে তাহার হক আদায় করিয়া দিয়াছে। আর হে হেশাম, তুমি অত্যন্ত নির্ভীক, আল্লাহর বাদশাহের বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখাও। তোমার কি এই ভয় হয় নাই যে, আল্লাহর বাদশাহ তোমাকে কতল করিয়া দিতে পারে তখন তুমি আল্লাহর বাদশাহের হাতে নিহত বলিয়া গণ্য হইবে?

আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্পর্কে হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর

আমলে লোকেরা এক আমীরের কোন বিষয়ে আপত্তি করিল। এক ব্যক্তি বড় জামে মসজিদে প্রবেশ করিয়া লোকদেরকে ডিঙ্গাইয়া হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিল। তিনি একটি মজলিসে বসিয়াছিলেন। লোকটি তাহার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী! আপনি কি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন না? হযরত হোযাইফা (রাঃ) নিজের মাথা উপরের দিকে উঠাইলেন এবং লোকটির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রকৃতই অতি উত্তম কাজ, তবে ইহা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তুমি আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর।

হযরত আবু বকরা (রাঃ)এর হাদীস

যিয়াদ ইবনে কুসাইব আদভী (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমের পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া ও চুলে চিরুনী করিয়া লোকদেরকে বয়ান করিতেন। একদিন তিনি নামায পড়াইবার পর ভিতরে চলিয়া গেলেন। হযরত আবু বকরা (রাঃ) মিম্বারের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন এমন সময় মেরদাস আবু বেলাল বলিল, আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, লোকদের আমীর পাতলা কাপড় পরিধান করে এবং ফাসেকদের অনুকরণ করে? হযরত আবু বকরা (রাঃ) শুনিতে পাইলেন এবং নিজের ছেলে উসাইলে'কে বলিলেন, আবু বেলালকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি ডাকিয়া আনিলে হযরত আবু বকরা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, এইমাত্র তুমি আমীর সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সুলতানকে সম্মান করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্মান করিবেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সুলতানকে অপমান করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অপমান করিবেন।

একমাত্র সৎকাজেই আমীরকে মান্য করিতে হইবে

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীকে এক জামাতের আমীর বানাইলেন। আর উক্ত জামাতের লোকদেরকে তাকীদ করিলেন যেন তাহারা আমীরের কথা শুনে এবং মানে। (সফরে চলাকালীন) কোন কারণে আমীর তাহাদের প্রতি গোস্বা হইয়া বলিল আমার জন্য কিছু লাকড়ি জমা কর। তাহারা লাকড়ি জমা করিলে আমীর বলিলেন, আগুন জ্বালাও। তাহারা আগুন জ্বালাইল। তারপর আমীর বলিল, তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ করেন নাই যে, তোমরা আমার কথা শুনিবে ও মানিবে? তাহারা বলিল, হাঁ, আদেশ করিয়াছেন। আমীর বলিল, তবে তোমরা এই আগুনে ঢুকিয়া পড়। লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাইতে লাগিল এবং বলিল, আমরা আগুন হইতে পালাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমীরের গোস্বা ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং আগুনও নিভিয়া গেল। তাহারা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল তখন সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তাহারা সেই আগুনে প্রবেশ করিত তবে কোনদিন সেই আগুন হইতে বাহির হইতে পারিত না। আমীরকে শুধু নেক কাজে মান্য করা জরুরী (গুনাহের কাজে তাহাকে মান্য করিবে না)। (বিদায়াহ)

আমীরের সম্মান সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবা (রাঃ)দের সঙ্গে বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের কি জানা নাই যে, আমি

তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল? তাহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। বলিলেন, তোমাদের কি জানা নাই যে,যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করিল সে আল্লাহ্কে মান্য করিল, আর আমাকে মান্য করাই হইল আল্লাহকে মান্য করা? তাহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, যে ব্যক্তি আপনাকে মান্য করিল সে আল্লাহ্কে মান্য করিল, আর আপনাকে মান্য করাই হইল আল্লাহকে মান্য কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহকে মান্য করা এই যে, তোমরা আমাকে মান্য কর, আর আমাকে মান্য করা এই যে, তোমরা নিজেদের আমীরকে মান্য কর। যদি তোমাদের আমীর বসিয়া নামায আদায় করে তবে তোমরাও বসিয়া নামায আদায় কর। (সে যুগে আমীরই লোকদের নামাযে ইমাম হইতেন। এইজন্য আমীরকে মান্য করার তাকীদ হিসাবে বলিয়াছেন যে, আমীর অর্থাৎ ইমাম বসিয়া নামায আদায় করিলে তোমরাও বসিয়া নামায আদায় কর। কোন কোন মাযহাবের ইমাম এই মতই পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ মাযহাবের ইমামগণের মতে ইমাম যদি ওযর বশতঃ বসিয়া নামায আদায় করেন তবে মোক্তাদীগণ ওযর না থাকিলে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিবেন। অবশ্য তাহাদেরও ওযর থাকিলে ভিন্ন কথা।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আবু যার (রাঃ)কে নসীহত

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতেন। খেদমত হইতে অবসর হইয়া তিনি মসজিদে চলিয়া যাইতেন। মসজিদই তাহার ঘর ছিল, সেখানেই তিনি শয়ন করিতেন। একদিন রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন হযরত আবু যার (রাঃ) মসজিদেই মাটিতে শুইয়া ঘুমাইতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (জাগাইবার জন্য) নিজ পা

মোবারক দ্বারা হালকাভাবে আঘাত করিলেন। তিনি সোজা হইয়া বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে মসজিদে ঘুমাইতে দেখিতেছি? হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর কোথায় ঘুমাইব? মসজিদ ব্যতীত আমার তো আর কোন ঘর নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, যখন লোকেরা তোমাকে এই মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিবে তখন তুমি কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি সিরিয়ায় চলিয়া যাইব। কারণ সিরিয়া (পূর্ববর্তী নবীদের) হিজরতের স্থান এবং সেখানেই হাশরের ময়দান কায়েম হইবে এবং নবীদের এলাকা। আমি সেই এলাকাবাসীদের একজন হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন লোকেরা তোমাকে সিরিয়া হইতেও বাহির করিয়া দিবে তখন তুমি কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি এই মসজিদেই (মদীনায়) আবার ফিরিয়া আসিব। ইহাই আমার ঘর ও আমার মনযিল হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন লোকেরা তোমাকে দ্বিতীয়বার এই মসজিদ (অর্থাৎ মদীনা) হইতে বাহির করিয়া দিবে তখন তুমি কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি তখন তলোয়ার লইয়া মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাকিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন এবং হাত দ্বারা তাহাকে চাপড় দিলেন এবং বলিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম কথা বলিয়া দিব? তিনি বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা যেদিকে টানিয়া লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও, তাহারা তোমাকে যেদিকে হাঁকাইয়া লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও। তুমি আমার সহিত আসিয়া মিলিত হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থার উপর অবিচল থাকিও। (কান্‌য)

ইবনে জারীর (রহঃ) স্বয়ং আবু যার (রাঃ) হইতে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে যখন দ্বিতীয়বার (মদীনা হইতে) বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন তুমি কি করিবে? হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, যাহারা আমাকে বাহির করিবে আমি তাহাদিগকে তলোয়ার দ্বারা মারিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারক আমার কাঁধের উপর মারিয়া বলিলেন, হে আবু যার! তুমি (তাহাদিগকে) মাফ করিয়া দিও এবং তোমাকে টানিয়া যেদিকে লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও, আর তোমাকে যেদিকে হাঁকাইয়া লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও (অর্থাৎ তাহাদের কথা মানিতে থাকিও) যদিও একজন কালো গোলামের জন্যও (তোমাকে এরূপ করিতে) হয়। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি যখন (আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ)এর আদেশে) রাবাযাতে থাকিতে লাগিলাম তখন একবার নামাযের একামত হইলে সেখানে যাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত একজন কালো ব্যক্তি নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইল। তারপর সে আমাকে দেখিয়া পিছনে সরিয়া আমাকে আগাইয়া দিতে লাগিল। আমি বলিলাম, তুমি নিজ স্থানে থাক। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানিয়া চলিব।

আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) হযরত তাউস (রহঃ) হইতে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) রাবাযাতে যাইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর এক কালো গোলামের সাক্ষাৎ পাইলেন। সে আজান দিল এবং একামত বলিয়া হযরত আবু যার (রাঃ)কে বলিল, হে আবু যার! (নামায পড়াইবার জন্য) আগে বাড়ুন। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, না, আমাকে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন যেন আমি আমীরের কথা শুনি ও মানি, যদিও সে কালো গোলাম হয়। সুতরাং সেই গোলাম অগ্রসর হইল এবং হযরত আবু যার (রাঃ) তাহার পিছনে নামায পড়িলেন।

ইবনে আবি শাইবাহ ইবনে জারীর, বাইহাকী ও আবু নাআঈম ইবনে হাম্মাদ প্রমুখগণ হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, তুমি আমীরের কথা শুন ও মান, যদিও কান কাটা হাবশী গোলামকে তোমার আমীর বানাইয়া দেওয়া হয়। যদি সে তোমাকে কষ্ট দেয় তবে সহ্য করিও, যদি সে তোমাকে কোন কাজের আদেশ করে তবে তাহা মান্য করিও, আর যদি সে তোমাকে কিছু না দেয় তবে সবর করিও, আর যদি সে তোমার উপর জুলুম করে তবুও সবর করিও, আর যদি সে তোমার দ্বীন হইতে কিছু কম করিতে বলে তবে বলিয়া দিও প্রাণ দিতে পারি দ্বীন নহে। আর কোন অবস্থায় জামাত হইতে পৃথক হইও না। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলকামা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, রাতের অন্ধকারে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত আলকামা ইবনে উলাসা (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) দেখিতে অনেকটা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর মত ছিলেন। হযরত আলকামা (রাঃ) (হযরত ওমর (রাঃ)কে হযরত খালেদ (রাঃ) মনে করিয়া) বলিলেন, হে খালেদ, তোমাকে এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) পদচ্যুত করিয়া দিয়াছে। তিনি সংকীর্ণমনা হওয়ার কারণে এরূপ করিয়াছেন। আমি ও আমার চাচাতো ভাই তাহার নিকট কিছু চাহিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে যখন আমীরের পদ হইতে সরাইয়া দিয়াছে তখন আর তাহার নিকট হইতে কিছু চাহিব না।

হযরত ওমর (রাঃ) (তাহার উদ্দেশ্য জানিবার জন্য হযরত খালেদ (রাঃ)এর ন্যায় গলার স্বর বানাইয়া) বলিলেন, আর কিছু, এখন তোমার কি ইচ্ছা? হযরত আলকামা (রাঃ) বলিলেন, আমাদের উপর আমাদের আমীরদের হক রহিয়াছে। অতএব আমরা তাহাদের হক আদায় করিতে থাকিব, আর আমাদের আজর ও সওয়াব আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে

লইব। সকালবেলা (যখন হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আলকামা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন তখন) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, গতরাতে হযরত আলকামা (রাঃ) তোমাকে কি বলিয়াছে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তুমি কসমও খাইতেছ? আবু নাযরাহ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলকামা (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, হে খালেদ, চুপ থাক। (অর্থাৎ কসম খাইও না, অস্বীকার করিও না) সাইফ ইবনে আমর (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহারা উভয়েই সত্য কথা বলিয়াছে।

ইবনে আয়েয (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলকামা (রাঃ)এর প্রয়োজনের কথা শুনিলেন এবং তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিলেন। যুবাইর ইবনে বাক্কার (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) (রাতে) যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এখন তোমার কি ইচ্ছা? তখন হযরত আলকামা (রাঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, শুনা ও মানা ব্যতীত আমার নিকট আর কিছু করার নাই। এই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিছনে যত লোক রহিয়াছে তাহারা যদি তোমার ন্যায় মত পোষণকারী হয় তবে ইহা আমার নিকট এত এত মালদৌলত (অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার মালদৌলত) পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (এসাবাহ)

একজন কুষ্ঠরোগী মহিলার ঘটনা

ইবনে আবি মুলাইকা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একজন কুষ্ঠরোগী মহিলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। সে বাইতুল্লার তওয়াফ করিতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দী, লোকদেরকে কষ্ট দিও না, তুমি যদি নিজের ঘরে বসিয়া থাক তবে

ভাল হয়। উক্ত মহিলা (হারাম শরীফে আসা বন্ধ করিয়া দিল এবং) নিজ ঘরে বসিয়া রহিল। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেই মহিলার নিকট যাইয়া বলিল, যে আমীরুল মুমিনীন তোমাকে তওয়াফ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন তুমি বাহির হইয়া তওয়াফ করিতে পার। মহিলা বলিল, আমি এমন নই যে, তাহার জীবদ্দশায় তো তাহাকে মান্য করিব আর তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে অমান্য করিব। (কানযুল উম্মাল)

আমীরকে অমান্য করার পরিণতি

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর আমলে (এক এলাকার) প্রধান ছিলাম। হযরত আলী (রাঃ) আমাদেরকে একটি কাজের হুকুম দিলেন। (কিছুদিন পর) তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদেরকে যে কাজ করিতে বলিয়াছিলাম তাহা করিয়াছ কি? আমরা বলিলাম, না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে যে হুকুম দেওয়া হয় তাহা অবশ্যই পালন করিবে, নতুবা ইহুদী ও নাসারারা তোমাদের ঘাড়ে চড়িয়া বসিবে। (কান্‌য)

আমীরদের পরস্পর একে অপরকে মান্য করা

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে (এক বাহিনীর আমীর বানাইয়া) কুযাআহ গোত্রের বনু বালি ও বনু আবদুল্লাহ ইত্যাদি সিরিয়ার বিভিন্ন বস্তিসমূহের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। বনু বালি (হযরত আমর (রাঃ)এর পিতা) আস ইবনে ওয়ায়েলের নানার গোত্র ছিল। হযরত আমর (রাঃ) সেখানে পৌঁছার পর শত্রু সংখ্যা অনেক বেশী দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারী মুহাজিরীনে আওয়ালীনদেরকে (হযরত আমর (রাঃ)এর সাহায্যে যাওয়ার

জন্য) উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণ প্রস্তুত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে তাহাদের আমীর বানাইয়া দিলেন। তাহারা যখন হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলেন তখন হযরত আমর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি আপনাদের আমীর। কারণ আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিয়া আপনাদিগকে আনাইয়াছি। মুহাজিরগণ বলিলেন, না। আপনি আপনার সঙ্গীদের আমীর, আর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) মুহাজিরীনদের আমীর।

হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আপনাদিগকে তো আমার সাহায্যের জন্য পাঠানো হইয়াছে। (কাজেই আসল তো আমি, আপনারা তো সাহায্যকারী।) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) উত্তম আখলাক ও নম্র স্বভাবের ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আমর, আপনার জানা থাকা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ হেদায়াত যাহা দিয়াছেন তাহা এই ছিল যে, 'তুমি যখন তোমার সঙ্গীর নিকট পৌঁছিবে তখন তোমরা উভয়ে একে অপরকে মান্য করিয়া চলিবে।' অতএব যদি আপনি আমার কথা না মানেন তবে আমি অবশ্যই আপনার কথা মানিয়া লইব। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) আমীরের দায়িত্ব হযরত আমর (রাঃ)এর সোপর্দ করিয়া দিলেন। (বিদায়াহ)

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কালব, বনু গাসসান ও সিরিয়ার গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী কাফেরদের উদ্দেশ্যে দুইটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। এক বাহিনীর আমীর হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে ও অপরটির আমীর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বানাইলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)ও গেলেন। যখন উভয় বাহিনীর রওয়ানা হওয়ার সময় হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ওবায়দা

(রাঃ) ও হযরত আমর (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা একে অপরের অবাধ্যতা করিও না। উভয়ে যখন আপন আপন বাহিনী লইয়া (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইয়া গেলেন তখন হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)কে আলাদা একদিকে লইয়া যাইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও তোমাকে বিশেষভাবে এই হেদায়াত দিয়াছেন যে, 'তোমরা পরস্পর একে অপরের অবাধ্যতা করিও না। অতএব এই হেদায়াতের উপর এইভাবে আমল হইতে পারে যে, হয় তুমি আমার বাধ্য ও অনুগত্য হইয়া যাও, আর না হয় আমি তোমার বাধ্য ও অনুগত হইয়া যাই। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, না, বরং তুমি আমার বাধ্য ও অনুগত হইয়া যাও। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, ঠিক আছে, আমিই অনুগত হইয়া গেলাম।

এইভাবে হযরত আমর (রাঃ) উভয় বাহিনীর আমীর হইয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন এবং তিনি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি নাবেগা নামক মহিলার ছেলের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন, আর তাহাকে নিজের ও হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আমাদের উপর আমীর বানাইতেছেন? ইহা কেমন রায় হইল? হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমার মায়ের ছেলে (অর্থাৎ আমার ভাই), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও তাহাকে বিশেষভাবে হেদায়াত দিয়াছিলেন যে, তোমরা পরস্প একে অপরের অবাধ্যতা করিও না।

আমার আশংকা হইল, যদি আমি তাহার আনুগত্য না করি তবে আমার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা হইয়া যাইবে, আর আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কের মাঝে অন্য লোক ঢুকিয়া পড়িবে। (অর্থাৎ লোকদের কারণে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যাইবে।) আল্লাহর কসম, আমি (মদীনায়) ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত তাহার কথা মানিয়া চলিব। তারপর উভয় বাহিনী

যখন (মদীনায়) ফেরত পৌঁছিল তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই ব্যাপারে কথা বলিলেন, এবং (হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) নালিশ জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আগামীতে আমি তোমাদের মুহাজিরীনদের আমীর শুধু তোমাদের মধ্য হইতেই বানাইব। (অন্য কাহাকেও বানাইব না।) (কান্‌য)

প্রজাদের উপর আমীরের হক

উক্ত বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সালামা ইবনে শিহাব আবদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হে প্রজাগণ! তোমাদের উপর আমাদের অনেক হক রহিয়াছে, আমাদের অনুপস্থিতিতেও তোমরা আমাদের কল্যাণ কামনা করিবে এবং নেক কাজে আমাদের সাহায্য করিবে। আল্লাহর নিকট ইমাম (বা আমীর)এর সহনশীলতা ও নম্রতা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় জিনিস ও লোকদের জন্য অধিক উপকারী জিনিস আর কিছু নাই। আর আল্লাহর নিকট ইমামের মূর্খ আচরণ ও অতিরিক্ত রাগ অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় জিনিস আর কিছু নাই। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট ইমামের সহনশীলতা ও নম্রতা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোন সহনশীলতা নাই। আর আল্লাহর নিকট ইমামের মূর্খতা অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় আর কোন মূর্খতা নাই। আর যে ব্যক্তি তাহার সহিত কৃত আচরণকে ক্ষমা করিয়া দিবে সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। আর যে নিজের ব্যাপারে লোকদের সহিত ইনসাফ করিবে সে নিজের কাজে কৃতকার্য হইবে। আর অবাধ্যতা ও গুনাহের দ্বারা ইজ্জত লাভ করা অপেক্ষা আনুগত্যের মধ্যে অপমান সহ্য করা নেকী বা সৎকর্মের অধিক নিকটবর্তী। (কান্‌য)

আমীরদেরকে গালমন্দ করিতে নিষেধ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে যাহারা আমাদের বড় তাহারা আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন যে, তোমরা আপন আমীরদেরকে গালমন্দ করিও না, তাহাদিগকে ধোকা দিও না এবং তাহাদের অবাধ্যতা করিও না। আল্লাহকে ভয় করিও এবং সবর করিও, কেননা কেয়ামত অতি নিকটবর্তী। (কান্য)

আমীরের সামনে জবানের হেফাজত করা

হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, হে আবু আবদুর রহমান, আমরা আমাদের এই সমস্ত আমীরদের নিকট বসি। আর তাহারা যখন কোন কথা বলে তখন আমরা জানি (তাহা সঠিক নয়, বরং) সঠিক কথা ভিন্ন কিছু, তদুপরি আমরা তাহাদিগকে সত্য বলি। তাহারা জুলুমের ফায়সালা করে, আর আমরা তাহাদিগকে শক্তি জোগাই এবং তাহাদের এই ফায়সালাকে উত্তম বলিয়া বর্ণনা করি। এই ব্যাপারে আপনার কি রায়? তিনি বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইহাকে মোনাফেকী বলিয়া গণ্য করিতাম। তবে আমার জানা নাই, তোমরা ইহাকে কি মনে কর।

হযরত আসেম (রহঃ)এর পিতা হযরত মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমরা আমাদের বাদশাহগণের নিকট যাই এবং তাহাদের সম্মুখে মুখে কিছু কথা বলি, আবার যখন সেখান হইতে বাহির হইয়া আসি তখন উহার বিপরীত কথা বলি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা ইহাকে মোনাফেকী গণ্য করিতাম।

ইমাম বোখারী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) হইতে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা ইহাকে মোনাফেকী গণ্য করিতাম। (তারগীব)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হযরত আবু উনাইস (যাহ্হাক ইবনে কায়েস) (রহঃ)এর সহিত তোমাদের আচরণ কেমন? সে বলিল, আমরা যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি তখন এমন কথা বলি যাহা তিনি পছন্দ করেন, আর যখন তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসি তখন ভিন্নরকম কথা বলি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তো আমরা ইহাকে মোনাফেকী বলিয়া গণ্য করিতাম।

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর খেদমতে আরজ করিলাম যে, আমরা যখন তাহাদের (অর্থাৎ আমীরদের) নিকট যাই তখন এমন কথা বলি যাহা তাহারা চায়। আর যখন তাহাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসি তখন উহার বিপরীত বলি। তিনি বলিলেন, আমরা ইহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মোনাফেকী গণ্য করিতাম।

আমীরের নিকট হাসিতামাশা না করা

আলকামা ইবনে ওক্কাস (রহঃ) বলেন, একজন বেকার লোক ছিল। সে আমীরদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে হাসাইত। আমার দাদা তাহাকে বলিলেন, হে অমুক, তোমার নাশ হউক, তুমি এই সমস্ত আমীরদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে কেন হাসাও? (এরূপ করিও না।) কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা কখনও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন এক কথা বলিয়া বসে (যাহা এত উচ্চ পর্যায়ের হয় যে,) বান্দা উহা সম্পর্কে ধারণাই রাখে না যে, কত উচ্চ

পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিল। তাহার এই কথায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়া যান যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আর বান্দা কখনও আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিমূলক এমন এক কথা বলিয়া বসে (যাহা এত নীচ পর্যায়ের হয় যে,) বান্দা ধারণাই রাখে না যে, উহা কত নীচ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিল। তাহার এই কথায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি এত অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আলকামা (রহঃ) বলেন, হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এই সমস্ত আমীরদের নিকট অধিক পরিমাণে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। চিন্তা করিয়া লইও যে, তুমি তাহাদের সহিত কি ধরনের কথাবার্তা বলিবে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ কখনও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া বসে....। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদেরকে ফেৎনার স্থানসমূহ হইতে বাঁচাও। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আবদুল্লাহ! ফেৎনার স্থান কোথায়? তিনি বলিলেন, আমীরদের দ্বারসমূহ। তোমাদের কেহ আমীরের নিকট যাইয়া তাহার অসত্যকে সত্য বলে এবং (তাহার প্রশংসায়) এমন গুণাবলীর কথা আলোচনা করে যাহা তাহার মধ্যে নাই।

হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিজ পুত্রকে নসীহত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা (হযরত আব্বাস (রাঃ)) বলিলেন, হে আমার বেটা, আমি দেখিতেছি, আমীরুল

মুমিনীন (হযরত ওমর (রাঃ)) তোমাকে ডাকেন এবং তোমাকে নিজের কাছে বসান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাবাদের সহ তোমার নিকট হইতেও পরামর্শ গ্রহণ করেন। অতএব তুমি আমার তিনটি কথা স্মরণ রাখিও। আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও, তোমার ব্যাপারে তাহার যেন কখনও এই অভিজ্ঞতা অর্জন না হয় যে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, (অর্থাৎ তাহার সম্মুখে কখনও মিথ্যা বলিও না) এবং তাহার গোপন কথা কখনও ফাঁস করিও না, আর কখনও তাহার নিকট কাহারো গীবত (পরনিন্দা) করিও না। হযরত আমের (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, এই তিনটির প্রত্যেকটি কথা এক হাজার (দেরহাম) হইতে উত্তম। তিনি বলিলেন, বরং প্রত্যেকটি কথা দশ হাজার (দেরহাম) হইতে উত্তম। (তাবারানী)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আমি দেখিতেছি, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তোমাকে সম্মান করেন, নিজের কাছে বসান এবং তোমাকে এমন লোকদের অর্থাৎ বড় বড় সাহাবাদের সহিত শামিল করেন যাহাদের তুমি সমকক্ষ নও। আমার তিনটি কথা স্মরণ রাখিও, কখনও যেন তাহার এই অভিজ্ঞতা না হয় যে, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, কখনও তাহার গোপন কথা ফাঁস করিও না এবং তাহার নিকট কখনও কাহারো গীবত (পরনিন্দা) করিও না।

আমীরের সম্মুখে হক কথা বলা এবং আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোন আদেশ করিলে তাহা মানিতে অস্বীকার করা

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উবাই (রাঃ)এর ঘটনা

হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর একটি আয়াতের কেরাআতকে

অস্বীকার করিলেন (যে, এই আয়াত কোরআনে নাই বা কোরআনে এরূপ নাই)। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এমন সময় শুনিয়াছি যখন হে ওমর! বাকী' এর বাজারে বেচাকেনা তোমাকে মশগুল করিয়া রাখিত। (এইজন্য তুমি এই আয়াত শুনার সুযোগ পাও নাই।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করিয়াছি, যাহাতে জানিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে, যে আমীরের সম্মুখে হক কথা বলিতে পারে। (কারণ) সেই আমীরের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই যাহার সম্মুখে না হক কথা বলা যায়, আর না সে স্বয়ং হক কথা বলে। (কানযুল উম্মাল)

আবু মিজলাম (রহঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

مِنَ الَّذِيْنَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি ভুল পড়িয়াছ। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, (আমি ঠিক পড়িয়াছি) আপনার ভুল বেশী। এক ব্যক্তি (হযরত উবাই (রাঃ)কে) বলিল, আপনি আমীরুল মুমিনীন (এর কথা)কে ভুল বলিতেছেন? হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি আমীরুল মুমিনীনকে তোমার অপেক্ষা বেশী সম্মান করি। কিন্তু (তাহার কথা যেহেতু কোরআনের বিপরীত সেহেতু) আমি কোরআনের মোকাবেলায় তাহার কথাকে ভুল বলিয়াছি। আমি কোরআনকে ভুল বলি আর আমীরুল মুমিনীন (এর ভুল কথা)কে সঠিক বলি ইহা হইতে পারে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত উবাই (রাঃ) ঠিক বলিয়াছেন। (কানয)

হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব

(রাঃ) এক মজলিসে বসিয়াছিলেন। তাহার আশেপাশে মুহাজিরীন ও আনসারগণ বসিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি, আমি যদি কোন বিষয়ে ঢিলামী করি তবে তোমরা কি করিবে? সকলে চুপ রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) পূর্বোক্ত কথা দুই তিন বার পুনরাবৃত্তি করিলেন। হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) বলিলেন, যদি আপনি এরূপ করেন তবে আমরা আপনাকে এমনভাবে সোজা করিয়া দিব যেমন তীর সোজা করা হইয়া থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) (আনন্দিত হইয়া) বলিলেন, তাহা হইলে তো তোমরাই (আমীরের মজলিসে বসার উপযুক্ত)। তাহা হইলে তো তোমরাই (আমীরের মজলিসে বসার উপযুক্ত)। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা

মূসা ইবনে আবি ঈসা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বনু হারেসার পানি পান করাইবার স্থানে আসিলেন। সেখানে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আমাকে কেমন পাও? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে তেমনই পাই যেমন আমি চাই, এবং যেমন আপনার প্রত্যেক কল্যাণকামী ব্যক্তি চায়। আমি দেখিতেছি যে, আপনি মাল জমা করিতে অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু নিজে মাল (ভোগ করা) হইতে বাঁচিয়া থাকেন, এবং উহাকে ইনসাফের সহিত বন্টন করেন। যদি আপনি বাঁকা হইয়া যান তবে আমরা আপনাকে এমনভাবে সোজা করিয়া দিব যেমন কলকব্জা দ্বারা তীর সোজা করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) (খুশী হইয়া) বলিলেন, আচ্ছা! (তুমি বলিতেছ,) যদি আপনি বাঁকা হইয়া যান তবে আমরা আপনাকে এমনভাবে সোজা করিয়া দিব যেমন কলকব্জা দ্বারা তীর সোজা করা হয়। তারপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার শোকর যে,

তিনি আমাকে এমন লোকদের মধ্যে (আমীর) বানাইয়াছেন যে, যদি আমি বাঁকা হইয়া যাই তবে তাহারা আমাকে সোজা করিয়া দিবে।

(মুন্তাখাব)

হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর উক্তি

আবু কাবীল (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) জুমআর দিন মিম্বারে উঠিয়া খোতবা দিতে যাইয়া বলিলেন, (বাইতুল মালের) এই মাল আমাদের মাল এবং কর ও বিনাযুদ্ধে অর্জিত গনীমতের মালও আমাদের মাল। অতএব আমরা যাহাকে ইচ্ছা দিব, যাহাকে ইচ্ছা দিব না। শ্রোতাদের মধ্য হইতে কেহ কোন উত্তর দিল না। পরবর্তী জুমআতেও তিনি একই কথা আবার বলিলেন। এইবারও কেহ কিছু বলিল না। তৃতীয় জুমআয় তিনি পুনরায় খোতবার মধ্যে একই কথা বলিলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, কখনও নয়, এই (বাইতুল মালের) মাল আমাদের এবং বিনা যুদ্ধে অর্জিত গনীমতের মালও আমাদের। অতএব যে ব্যক্তি আমাদের ও আমাদের মালের মাঝে প্রতিবন্ধক হইবে আমরা তলোয়ার দ্বারা তাহাকে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার দিকে লইয়া যাইব।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) (মিম্বার হইতে) নিচে নামিয়া আসিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। (সে আসিলে) তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া নিলেন। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তারপর লোকেরা ভিতরে যাইয়া দেখিল লোকটি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর সহিত সিংহাসনের উপর বসিয়া আছে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) লোকদেরকে বলিলেন, এই ব্যক্তি আমাকে জীবিত করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জীবিত রাখুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার পর এমন সমস্ত আমীর হইবে, যাহারা অন্যায় কথা বলিবে কিন্তু কেহ তাহাদের প্রতিবাদ করিতে পারিবে

না। তাহারা একের পর এক এমনভাবে আগুনের ভিতর পড়িবে যেমন (গাছের উপর হইতে) বানরের দল একের পর এক লাফাইয়া পড়ে। আমি প্রথম জুমআতে এই (অন্যায়) কথা (ইচ্ছাকৃতভাবে) বলিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ আমার প্রতিবাদ করে নাই। যে কারণে আমার ভয় হইল যে, হয়ত আমি সেই (ধরনের) আমীরদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আমি দ্বিতীয় জুমুআতে পুনরায় সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম। এইবারও কেহ আমার প্রতিবাদ করিল না। আমি তখন মনে মনে বলিলাম, আমি নিশ্চয় সেই আমীরদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আমি যখন তৃতীয় জুমুআতে আবার সেই কথা বলিলাম, তখন এই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আমার প্রতিবাদ করিল। এইভাবে সে আমাকে জীবিত করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকেও জীবিত রাখুন।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ও হযরত খালেদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত খালেদ ইবনে হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এক স্থানীয় জিম্মি (কাফের)কে (কর আদায় না করার কারণে) শাস্তি দিলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) দাঁড়াইয়া হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর সহিত (এই ব্যাপারে) কথা বলিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি তো আমীরকে অসন্তুষ্ট করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তাহাকে অসন্তুষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই ব্যাপারে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম সেই হাদীস তাহাকে জানাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন ঐ সমস্ত লোককে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে যাহারা দুনিয়াতে লোকদেরকে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি প্রদান করিত।

হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রাঃ)এর ঘটনা

হাসান (রহঃ) বলেন, যিয়াদ হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রাঃ)কে (এক বাহিনীর) আমীর বানাইয়া খোরাসান পাঠাইল। তিনি সেখানে অনেক গনীমতের মাল হাসিল করিলেন। যিয়াদ তাহাকে এই মর্মে পত্র লিখিল—

আম্মাবাদ, আমীরুল মুমিনীন (হযরত মুআবিয়া (রাঃ)) (আমার নিকট) লিখিয়াছেন, গনীমতের মাল হইতে স্বর্ণরৌপ্য যেন তাহার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয়। (অতএব) আপনি স্বর্ণরৌপ্য মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিবেন না।

হযরত হাকাম (রাঃ) উত্তরে যিয়াদকে লিখিলেন—

আম্মাবাদ, তুমি আমার নিকট পত্র লিখিয়াছ, যাহাতে তুমি আমীরুল মুমিনীনের পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছ। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের পত্রের আগেই আমার নিকট আল্লাহ তায়ালার কিতাব পৌঁছিয়াছে। (আমীরুল মুমিনীনের পত্র আল্লাহর হুকুমের খেলাপ, অতএব আমি তাহা মানিতে পারি না।) আমি আল্লাহর কসম খাইয়া বলিতেছি যে, যদি কোন বান্দার উপর আসমান ও জমিন সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, আর সে আল্লাহকে ভয় করিতে থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য সেখান হইতে উদ্ধারের পথ অবশ্যই করিয়া দিবেন। ওয়াসসালাম।

হযরত হাকাম (রাঃ) এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন যে, সকালবেলা নিজ নিজ গনীমতের মাল লওয়ার জন্য উপস্থিত হইবে। (সকালবেলা লোকজন উপস্থিত হইলে) তিনি মুসলমানদের মধ্যে (স্বর্ণরৌপ্য সহ) সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিলেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিয়াছেন তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, যে

হযরত হাকাম (রাঃ)এর হাতে পায়ে বেড়ী পরাইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া দিল। বন্দী অবস্থায়ই হযরত হাকাম (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইল এবং খোরাসানেই দাফন হইলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমি এই ব্যাপারে (হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট) বাদী হইব।

ইবনে আবদুল বার (রহঃ)ও অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি উক্ত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হাকাম (রাঃ) মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করিয়া দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! (এই পরিস্থিতিতে) যদি আমার জন্য আপনার নিকট (চলিয়া যাওয়ার মধ্যে) কল্যাণ নিহিত থাকে তবে আপনি আমাকে আপনার নিকট উঠাইয়া নিন। এই দোয়ার ফলে খোরাসানের মারও শহরে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। এসাবাহ গ্রন্থে আছে, সঠিক এই যে, যখন তাহার নিকট যিয়াদের অসন্তোষজনক পত্র পৌঁছিল তখন তিনি নিজের জন্য (মৃত্যুর) দোয়া করিলেন এবং তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর ঘটনা

ইবরাহীম ইবনে আতা (রহঃ) তাহার পিতা (আতা (রহঃ)) হইতে বর্ণিত করেন, যিয়াদ অথবা ইবনে যিয়াদ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)কে সদকার মাল উসুল করার জন্য পাঠাইল। তিনি যখন (কাজ শেষে) ফিরিয়া আসিলেন তখন একটি দেরহামও সঙ্গে আনিলেন না। যিয়াদ অথবা ইবনে যিয়াদ বলিল, মাল কোথায়? তিনি বলিলেন, তুমি কি আমাকে মাল আনার জন্য পাঠাইয়াছিলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেভাবে আমরা সদকার মাল উসুল করিতাম সেইভাবে তাহা উসুল করিয়াছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেখানে আমরা উহা খরচ করিতাম সেখানে খরচ করিয়া দিয়াছি। (অর্থাৎ সেখানকার উপযুক্ত লোকদের মধ্যে খরচ করিয়া দিয়াছি।)

আমীরের উপর প্রজাদের হক

আমীরদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর খোঁজ-খবর লওয়া

আসওয়াদ (ইবনে ইয়াযীদ) (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট কোন (এলাকা হইতে) প্রতিনিধিদল আসিলে তিনি তাহাদের নিকট তাহাদের আমীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, সে অসুস্থকে দেখিতে যায় কিনা? গোলামের কথা শুনে কিনা? যাহারা নিজেদের প্রয়োজন লইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হয় তাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করে? যদি প্রতিনিধিদল কোন বিষয়ে না বলিয়া দিত তবে তিনি সেই আমীরকে পদচ্যুত করিয়া দিতেন। (কান্‌য)

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন কাহাকেও কোন এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন তখন সেখানকার কোন প্রতিনিধিদল তাহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের আমীর কেমন? সে অসুস্থ গোলামকে দেখিতে যায় কিনা? সে জানাযার সহিত যায় কিনা? তাহার দ্বার কেমন? নরম (অর্থাৎ তাহার দ্বারে সহজে পৌঁছা যায় এমন) কিনা? যদি তাহারা বলিত যে, তাহার দ্বার নরম, অসুস্থ গোলামকে দেখিতে যায় তবে তাহাকে বহাল রাখিতেন। নতুবা লোক পাঠাইয়া তাহাকে আমীরের পদ হইতে সরাইয়া দিতেন। (কানযুল উম্মাল)

শাসনকর্তাদের উপর হযরত ওমর (রাঃ)এর শর্তারোপ

আসেম ইবনে আবি নাজুদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন আপন শাসনকর্তাদের (বিভিন্ন এলাকায় শাসনকার্যের জন্য) পাঠাইতেন তখন তাহাদের উপর এইরূপ শর্তারোপ করিতেন যে, তোমরা তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করিবে না, ভুষিমুক্ত আটার পাতলা রুটি খাইবে না, পাতলা ও মিহি কাপড় পরিধান করিবে না, এবং লোকদের

প্রয়োজনের সময় নিজের দরজা বন্ধ রাখিবে না। যদি তোমরা এই সমস্ত কাজের কোন একটা কর তবে শাস্তির উপযুক্ত হইবে। তারপর বিদায় জানাইবার জন্য কিছুদূর সঙ্গে চলিতেন এবং যখন ফিরিবার ইচ্ছা করিতেন তখন তাহাদেরকে বলিতেন, আমি তোমাদেরকে মুসলমানদের রক্ত (বহাইবার) ও চামড়া (উঠাইবার) ও তাহাদের আবরু ইজ্জত (নষ্ট করার) ও মাল ছিনাইয়া লওয়ার উপর নিযুক্ত করি নাই। বরং আমি তোমাদেরকে (এই সমস্ত এলাকায়) এইজন্য প্রেরণ করিতেছি যাহাতে তোমরা সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে নামায কায়েম কর এবং তাহাদের গনীমতের মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন কর এবং তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা কর। যদি তোমাদের সম্মুখে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যাহার ফয়সালা পরিস্কারভাবে তোমাদের বুঝে না আসে, তবে তাহা আমার নিকট পেশ করিবে। একটু মনোযোগ দিয়া শুন, আরবদেরকে মারধর করিয়া অপমান করিও না, তাহাদেরকে ইসলামী সীমান্তে সমবেত করার পর বাড়ী ফিরিতে বাধা দিয়া ফেৎনায় নিপতিত করিও না। তাহারা করে নাই এমন দোষে দোষারোপ করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। আর কোরআনকে (হাদীস ইত্যাদি হইতে) পৃথক ও ভিন্ন রাখিবে। (অর্থাৎ কোরআনের সহিত হাদীস মিশ্রিত করিবে না।)

আবু হুসাইন (রহঃ) হইতে ভিন্ন শব্দে কিন্তু একই অর্থে সংক্ষিপ্তাকারে উক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কোরআনকে পৃথক ও ভিন্ন রাখিবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস কম বর্ণনা করিবে, আর এই কাজে আমিও তোমার সহিত শরীক আছি। হযরত ওমর (রাঃ) আপন নিযুক্তকৃত শাসনকর্তাদের হইতে বদলা দেওয়াইতেন। যখন তাহার কোন শাসনকর্তা সম্পর্কে নালিশ করা হইত তখন তিনি সেই শাসনকর্তা ও নালিশকারীকে এক স্থানে একত্রিত করিতেন (এবং শাসনকর্তার সম্মুখে নালিশ শুনিতেন।) ধরপাকড় করার মত কোন নালিশ প্রমাণিত হইলে তাহাকে উহার উপর ধরপাকড় করিতেন। (তাবারানী)

আবু খোযাইমা ইবনে সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন কাহাকেও শাসক নিযুক্ত করিতেন তখন আনসার ও অন্যান্যাদের এক জামাতকে সাক্ষী বানাইতেন এবং বলিতেন, আমি তোমাকে মুসলমানদের রক্ত বহাইবার জন্য শাসক নিযুক্ত করি নাই। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

আমীরের কর্তব্য সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

আবদুর রহমান ইবনে সাবেত (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লোক পাঠাইয়া হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী (রাঃ)কে ডাকাইয়া আনিলেন। এবং বলিলেন, আমরা তোমাকে এই সমস্ত লোকদের উপর আমীর বানাইলাম। তুমি তাহাদেরকে লইয়া দুশমনের এলাকায় যাও এবং তাহাদেরকে লইয়া দুশমনের সহিত জেহাদ কর। তিনি বলিলেন, হে ওমর ! আপনি আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে ছাড়িব না। তোমরা খেলাফতের দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপাইয়া আমাকে একা ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা সরিয়া থাকিতে চাও। আমি তোমাকে এমন লোকদের আমীর বানাইতেছি যাহাদের অপেক্ষা তুমি উত্তম নও। আর আমি তোমাকে এইজন্য পাঠাইতেছি না যে, তুমি তাহাদেরকে মারিয়া চামড়া উঠাইবে এবং তাহাদেরকে বেইজ্জত করিবে, বরং এইজন্য পাঠাইতেছি যে, তুমি তাহাদেরকে লইয়া তাহাদের দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবে এবং তাহাদের গনীমতের মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে।

হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, (হে লোকসকল,) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আমাকে তোমাদের নিকট এইজন্য পাঠাইয়াছেন, যেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের রবের কিতাব এবং

তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দান করি এবং তোমাদের জন্য তোমাদের রাস্তা পরিস্কার করিয়া দেই। (অর্থাৎ আমীরের দায়িত্ব হইল এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা)

সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা আমীরের জীবনমান উন্নত করা ও দারোয়ান নিযুক্ত করিয়া প্রয়োজনে আগত লোকদের হইতে নিজেকে আড়াল করার উপর অসন্তোষ প্রকাশ

আবু সালেহ গিফারী (রহঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) (মিসর হইতে) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমরা এখানে জামে মসজিদের নিকটে আপনার জন্য একটি বাড়ীতে জায়গা নির্ধারণ করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) উহার জবাবে লিখিলেন, হেজাজে বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য মিসরে কিভাবে বাড়ী হইবে? তিনি হযরত আমর (রাঃ)কে হুকুম দিলেন যেন সেই জায়গা মুসলমানদের জন্য বাজার বানাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর এক চিঠি

আবু তামীম জাইশানী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আম্মাবাদ, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, তুমি একটি মিম্বার বানাইয়াছ। তুমি যখন উহার উপর বসিয়া বয়ান কর তখন তুমি লোকদের ঘাড় হইতে উপরে উঠিয়া যাও। তোমার জন্য কি ইহা যথেষ্ট নয় যে, তুমি মাটির উপর দাঁড়াইয়া বয়ান কর, আর মুসলমানগণ তোমার গোড়ালীর নীচে থাকে? আমি তোমাকে কসম দিতেছি যে, তুমি উহা ভাঙ্গিয়া ফেল। (কান্‌য)

ওকবা ইবনে ফারকাদ (রাঃ)এর নামে হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

হযরত আবু ওসমান (রাঃ) বলেন, আমরা আজার বাইজানে ছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন, হে ওকবা ইবনে ফারকাদ! এই রাজত্ব ও মাল, না তুমি নিজের মেহনতের বদৌলতে পাইয়াছ আর না তোমার পিতামাতার মেহনতের বদৌলতে পাইয়াছ। অতএব তুমি নিজের ঘরে যে জিনিস পেট ভরিয়া খাও তাহা অন্যান্য মুসলমানদেরকেও তাহাদের ঘরে পেট ভরিয়া খাওয়াইবে। আর আয়েশ আরামের জীবন ও মুশরিকদের বেশভুষা অবলম্বন ও রেশমী কাপড় পরিধান করা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

(তারগীব)

হেমসের আমীরকে শাস্তি প্রদান

ওরওয়া ইবনে রুওয়াইম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) লোকদের খোঁজখবর লইতেছিলেন। এমন সময় হেমসবাসী কিছু লোক তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের আমীর (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুর্ত (রাঃ) কেমন? তাহারা বলিল, অতি উত্তম আমীর, তবে তিনি একটি দুইতলা ঘর বানাইয়া লইয়াছেন এবং সেখানেই থাকেন। হযরত ওমর (রাঃ) সেই আমীরকে চিঠি লিখিলেন এবং একজন পত্রবাহক পাঠাইলেন। পত্রবাহককে হুকুম দিলেন যে, (সেখানে পৌঁছিয়া) সেই দুইতলা ঘরকে জ্বালাইয়া দিবে। সুতরাং পত্রবাহক সেখানে পৌঁছিয়া কিছু লাকড়ি জমা করিল এবং সেই ঘরের দরজায় আগুন লাগাইয়া দিল। আমীরের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল তখন আমীর বলিল, তাহাকে কিছু বলিও না, এই ব্যক্তি (আমীরুল মুমিনীনের) প্রেরিত লোক। তারপর পত্রবাহক তাহাকে (হযরত ওমর (রাঃ)এর) চিঠি দিল। আমীর চিঠি পড়ামাত্রই সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা

হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাহাকে দেখিলেন তখন তাহাকে বলিলেন, হাররাতে (অর্থাৎ মদীনার বাহিরে প্রস্তরময় ময়দানে) আমার নিকট চলিয়া আস। হাররাতে সদকার উট রাখা ছিল। (আমীর হাররাতে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলে) তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার কাপড় খোল। সে নিজের কাপড় খুলিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে উটের পশম দ্বারা তৈরী একটি চাদর পরিধান করিতে দিলেন, তারপর তাহাকে বলিলেন, এই কুয়া হইতে পানি উঠাও এবং এই উটগুলিকে পানি পান করাও। সে হাত দ্বারা কুয়ার পানি উঠাইতে উঠাইতে ক্লান্ত হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কতদিন হইয়াছে এই কাজ করিয়াছ? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন, অল্প কিছুদিন হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই কারণেই কি তুমি উঁচা ঘর বানাইয়াছ এবং উহা দ্বারা মিসকীন বিধবা ও এতীমদের (নাগালের) উপরে উঠিয়া গিয়াছ? যাও, নিজের কাজে ফিরিয়া যাও, ভবিষ্যতে কখনও এরূপ করিও না। (কানযুল উম্মাল)

হযরত সা'দ (রাঃ)কে শাস্তি প্রদান

আত্তাব ইবনে রেফাআহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, হযরত সা'দ (রাঃ) একটি মহল তৈয়ার করিয়া উহাতে দরজা লাগাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এইবার (বাজারের) শোরগোল আসা বন্ধ হইয়াছে। (তাহার ঘরের পাশেই যেহেতু বাজার ছিল, আর এই বাজারের শোরগোলের কারণে তাহার কাজ করিতে অসুবিধা হইত বলিয়া তিনি এই মহল তৈয়ার করিয়াছিলেন। 'বাজারের শোরগোল বন্ধ হইয়াছে' প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহার কথা নয়, লোকেরা তাহার উপর অপবাদ দিয়াছিল।) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখনই নিজের চাহিদা মত কোন কাজ করাইতে চাহিতেন তখনই হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে পাঠাইতেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে

বলিলেন, সা'দের নিকট যাও এবং তাহার (মহলের) দরজা জ্বালাইয়া দাও। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কুফায় যাইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর দরজার নিকট পৌঁছিয়াই আগুন জ্বালাইবার কাঠি বাহির করিলেন এবং উহা দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া দরজায় আগুন ধরাইয়া দিলেন। লোকেরা আসিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)কে সংবাদ দিল এবং যে ব্যক্তি আগুন ধরাইয়াছে তাহার চেহারার বর্ণনা দিল। হযরত সা'দ (রাঃ) চিনিতে পারিলেন এবং বাহির হইয়া তাহার নিকট আসিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনের নিকট আপনার সম্পর্কে এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আপনি বলিয়াছেন, এইবার বাজারের শোরগোল বন্ধ হইয়াছে। হযরত সা'দ (রাঃ) আল্লাহর নামে কসম খাইয়া বলিলেন, তিনি এমন কথা বলেন নাই। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বলিলেন, আমাদেরকে যাহা হুকুম করা হইয়াছে আমরা তাহা করিয়াছি, তবে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা (আমীরুল মুমিনীনের নিকট) পৌঁছাইয়া দিব।

হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ)কে রাস্তার জন্য পাথেয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, (তুমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছ) তোমার প্রতি ভাল ধারণা না থাকিলে বলিতাম, তুমি কাজ সমাধা করিয়া আস নাই। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বলিলেন, আমি অত্যন্ত দ্রুত সফর করিয়াছি এবং আপনি যে কাজের জন্য পাঠাইয়াছেন তাহাও সমাধা করিয়া আসিয়াছি। হযরত সা'দ (রাঃ) ক্ষমা চাহিতেছিলেন এবং আল্লাহর নামে কসম খাইয়া বলিতেছিলেন যে, তিনি এমন কথা বলেন নাই।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) কি তোমাকে রাস্তার জন্য কোন পাথেয় দিয়াছিলেন? হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বলিলেন, না, তবে আপনি কেন আমাকে পাথেয় দিলেন না? হযরত ওমর (রাঃ)

বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি নাই যে, তোমার জন্য পাথেয় দেওয়ার হুকুম করি যাহাতে তুমি দুনিয়াতে তো পাথেয় পাইয়া যাইবে আর আমি আখেরাতে ধরা পড়িব। কারণ আমার আশেপাশে মদীনাবাসী ক্ষুধায় মরিতেছে। তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুন নাই যে, মুমিন ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীকে রাখিয়া নিজে তৃপ্ত হইয়া খাইবে এমন হইতে পারে না। (কান্‌য)

হযরত আবু বাকরা (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) উক্ত হাদীস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, হযরত সা'দ (রাঃ) দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন এবং লোকদের হইতে দরজা বন্ধ করিয়া রাখেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই সংবাদ পাওয়ার পর হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তুমি সেখানে পৌঁছিয়া যদি হযরত সা'দ (রাঃ)এর দরজা বন্ধ দেখিতে পাও তবে উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) ও কতিপয় সাহাবা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সিরিয়া যাওয়ার অনুমতি চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই শর্তে অনুমতি দিতে পারি যে, তুমি সেখানে কোন শহরের শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমি কোন শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমি তোমাকে অনুমতি দিব না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আমি সেখানে যাইয়া লোকদেরকে তাহাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিব এবং তাহাদের নামায পড়াইব। এই কথার উপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে (যাওয়ার) অনুমতি দিলেন। (তিনি সেখানে যাওয়ার কিছুদিন পর) হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া

গেলেন। তিনি যখন সাহাবা (রাঃ)দের অবস্থানের নিকটবর্তী হইলেন তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর অগ্রসর হইলেন না। তারপর চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেলে (নিজের গোলাম ইয়ারফা (রাঃ)কে ডাকিয়া) বলিলেন, হে ইয়ারফা! হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর নিকট চল। তুমি দেখিবে, তাহার সেখানে মজলিস রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে লইয়া রেশমের বিছানা বিছাইয়া রাখিয়াছে। (সাহাবা (রাঃ)দের রেশমী বিছানা ব্যবহারের কারণ এই যে, সম্ভবতঃ কাপড়ের লম্বালম্বি সুতা রেশমের ও আড়াআড়ি সুতা সুতি বা অন্য কোন হালাল সুতা হইবে। আর এই ধরনের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়েয রহিয়াছে। অথবা যদি সম্পূর্ণই রেশমী কাপড় হইয়া থাকে তবে এরূপ বিছানা ব্যবহারের কারণ এই যে, কোন কোন সাহাবী (রাঃ)এর মতে রেশমী বিছানা জায়েয ছিল, অবশ্য পরিধান করা হারাম, ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই।) তুমি তাহাকে সালাম দিলে সে তোমার সালামের উত্তর দিবে। তুমি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? তারপর তোমাকে অনুমতি দিবে।

অতএব আমরা চলিলাম এবং হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর দ্বারে পৌঁছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভিতরে আসিব কি? হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কে? হযরত ইয়ারফা (রাঃ) বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি যাহার আচরণ তোমার নিকট ভাল লাগিবে না। ইনি আমীরুল মুমিনীন। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) দরজা খুলিলেন। তাহারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মজলিস জমিয়া রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং রেশমের বিছানা বিছানো রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কর, দরজা বন্ধ কর। তারপর হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর কানের গোড়ায় এক চাবুক মারিলেন এবং সমস্ত সামানপত্র গুটাইয়া ঘরের মাঝখানে রাখিলেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, আমার

ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমাদের কেহ নিজ স্থান হইতে নড়িবে না।

অতঃপর তাহারা উভয়ে হযরত ইয়াযীদ (রাঃ)এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা! চল, আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট যাই এবং তাহাকে দেখি। সেখানেও তুমি দেখিবে মজলিস জমিয়া রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে লইয়া রেশমের বিছানা বিছাইয়া রাখিয়াছে। তুমি তাহাদের সালাম দিলে তোমার সালামের উত্তর দিবে। তারপর যখন তুমি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিবে তখন প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? অতএব আমরা হযরত আমর (রাঃ)এর দ্বারে পৌঁছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। হযরত আমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভিতরে আসিব কি? হযরত আমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে?

হযরত ইয়ারফা (রাঃ) বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি যাহার আচরণ তোমার নিকট ভাল লাগিবে না। ইনি আমীরুল মুমিনীন। হযরত আমর (রাঃ) দরজা খুলিলেন। তাহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে মজলিশ রহিয়াছে। চেরাগ জ্বলিতেছে এবং রেশমের বিছানা বিছানো রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কর, দরজা বন্ধ কর। তারপর আমর (রাঃ)এর কানের গোড়ায় এক চাবুক মারিলেন এবং সমস্ত সামানপত্র গুটাইয়া ঘরের মাঝখানে রাখিলেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমাদের কেহ নিজস্থান হইতে নড়িবে না।

অতঃপর তাহারা উভয়ে হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা, চল, আবু মূসা (রাঃ)এর নিকট যাই এবং তাহাকে দেখি। সেখানেও দেখিবে, মজলিশ রহিয়াছে, চেরাগ জ্বলিতেছে এবং মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে লইয়া পশমের কাপড় বিছাইয়া রাখিয়াছে। তুমি ভিতরে প্রবেশের

অনুমতি চাহিলে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? অতএব আমরা তাহার নিকট গেলাম। সেখানেও মজলিশ জমিয়াছিল, চেরাগ জ্বলিতেছিল, এবং পশমী কাপড় বিছানো ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার কানের গোড়ায় এক চাবুক মারিলেন এবং বলিলেন, হে আবু মূসা! তুমিও? (এখানে আসিয়া পরিবর্তন হইয়া গিয়াছ?) হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি তো কমই করিয়াছি। আমার সঙ্গীগণ যাহা করিয়াছে তাহা তো আপনি দেখিয়াছেন। আল্লাহর কসম, আমার সঙ্গীগণ যে পরিমাণ পাইয়াছে আমিও সেই পরিমাণ পাইয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা হইলে এইগুলি কি? হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, স্থানীয় লোকেরা বলিয়াছে যে, এই রকম করিলেই (শাসনকার্য) ঠিকভাবে চলিবে। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত সামানপত্র একত্র করিয়া ঘরের মাঝখানে রাখিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমাদের কেহ এখান হইতে বাহির হইবে না।

আমরা সেখান হইতে বাহির হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইয়ারফা, চল, আমাদের ভাই (আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট যাই এবং তাহার অবস্থা দেখি। তাহার নিকট না কোন মজলিশ পাইবে, না চেরাগ,আর না তাহার দরজা বন্ধ করার মত কোন খিল ইত্যাদি পাইবে। মেঝের উপর কঙ্কর বিছানো থাকিবে। গাধার পিঠে বিছাইবার কম্বল দ্বারা বালিশ ও পাতলা চাদর পরিহিত শীতে কষ্ট পাইতেছে দেখিতে পাইবে। তুমি তাহাকে সালাম করিলে সালামের উত্তর দিবে। ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তোমার পরিচয় না জানিয়াই তোমাকে অনুমতি প্রদান করিবে। অতএব আমরা চলিতে চলিতে তাহার দ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। তিনি উত্তর দিলেন, ওয়াআলাইকাস সালাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ভিতরে আসিব কি? তিনি বলিলেন, আসুন। হযরত ওমর (রাঃ) দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিলেন, উহাতে কোন খিল নাই। আমরা

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর অন্ধকার ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) (অন্ধকারের কারণে) হাতড়াইতে লাগিলেন, তাহার হাত হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর শরীরে লাগিল। তিনি তাহার বালিশ হাতড়াইতে লাগিলেন, দেখিলেন উহা গাধার পিঠের বিছাইবার কম্বল দ্বারা প্রস্তুত। তারপর তাহার বিছানা তালাশ করিলেন, দেখিলেন, সেখানে কঙ্কর বিছানো রহিয়াছে। তারপর তাহার শরীরের কাপড় ধরিয়া দেখিলেন তাহা একটি পাতলা চাদর। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, কে এই ব্যক্তি? আমীরুল মুমিনীন নাকি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনি অনেক দেরী করিয়া আসিয়াছেন। আমি তো এক বৎসর যাবৎ আপনার অপেক্ষায় রহিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন। আমি কি আপনাকে সচ্ছলতা প্রদান করি নাই। আমি কি আপনার উপর এই এই এহসান করি নাই?

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! আপনার কি সেই হাদীস স্মরণ আছে যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছিলেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোন্ হাদীস? হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের যে কোন ব্যক্তির নিকট যেন দুনিয়ার জিন্দেগীর এই পরিমাণ সামান থাকে যেমন একজন মুসাফিরের পাথেয় হইয়া থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ (স্মরণ আছে)। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কি করিয়াছি? তারপর তাহারা উভয়ে একে অপরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন কথা স্মরণ করাইয়া সকাল পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিলেন।

(কানযুল উম্মাল)

প্রজাদের খোঁজখবর লওয়া

আবু সালেহ গিফারী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মদীনার পার্শ্বে রাত্রিবেলা একজন অন্ধ বৃদ্ধা মহিলার খোঁজ লইতেন, যাহাতে তাহার পানি আনিয়া দিতে পারেন এবং অন্যান্য খেদমত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহার নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, তাহার পূর্বেই কেহ আসিয়া বৃদ্ধার চাহিদামত সমস্ত কাজ করিয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) কয়েকবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্বে পৌছিতে পারিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) (সেই ব্যক্তি কে, তাহা জানার জন্য) পথের মধ্যে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখিলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (সেই বৃদ্ধার খেদমতের উদ্দেশ্যে) আসিতেছেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর পূর্বে আসিয়া বৃদ্ধার কাজ করিয়া দিয়া যান, অথচ তিনি তখন খলীফা ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার যিন্দেগীর কসম, আপনিই (তবে আমার পূর্বে আসিয়া বৃদ্ধার খেদমত করিয়া যান।)।

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) রাত্রের অন্ধকারে বাহির হইলেন। হযরত তালহা (রাঃ) তাহাকে দেখিতে পাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এক ঘরে প্রবেশ করিলেন, তারপর আরেক ঘরে প্রবেশ করিলেন। সকালবেলা হযরত তালহা (রাঃ) সেই ঘরে যাইয়া দেখিলেন, সেখানে একজন অন্ধ অচল বুড়ি রহিয়াছে। হযরত তালহা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি তোমার নিকট কেন আসে? বুড়ি বলিল, তিনি বহুদিন যাবৎ আমার দেখাশুনা করেন এবং আমার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করিয়া দেন, আমার ঘরের পায়খানা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া হযরত তালহা (রাঃ) (নিজেকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেন, হায় তালহা, তোর মা তোকে হারাক! তুই ওমরের দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইতেছিস?

বাহ্যিক আমলের উপর বিচার করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকদের সহিত ওহী অনুসারে আচরণ করা হইত। (যদ্দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কখনও গোপনে কৃত আমলেরও ফয়সালা করিয়া দিতেন।) এখন ওহী আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অতএব আমরা এখন তোমাদের বাহ্যিক আমল অনুযায়ী আচরণ করিব। যে আমাদের সামনে ভাল আমল করিবে আমরা তাহাকে আমানতদার মনে করিব এবং নৈকট্য দান করিব। তাহার ভিতরগত আমলের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহার ভিতরগত আমলের হিসাব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিবেন। আর যে আমাদের সামনে খারাপ আমল করিবে আমরা না তাহাকে আমানতদার মনে করিব আর না তাহাকে সত্যবাদী মনে করিব। যদিও সে বলিতে থাকে যে, আমার ভিতর ভাল আছে। (কান্য)

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (খলীফা হওয়ার পর) সর্বপ্রথম যে খোতবা দিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ ছিল—

আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর বলিলেন, আম্মাবাদ, এখন তোমাদের দ্বারা আমার পরীক্ষা লওয়া হইবে এবং আমার দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে। আমার দুই সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ))এর পর আমাকে তোমাদের খলীফা বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আমাদের নিকট উপস্থিত আছে তাহাদের ব্যবস্থা তো আমরা স্বয়ং করিব। আর যাহারা আমাদের নিকট উপস্থিত নাই (অর্থাৎ দূরে রহিয়াছে) তাহাদের জন্য আমরা আমানতদার ও শক্তিশালী আমীর নিযুক্ত করিব। অতএব যে ব্যক্তি ভাল কাজ করিবে আমরা তাহার সহিত ভাল আচরণ করিব, আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করিবে আমরা তাহাকে শাস্তি দিব। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে মাফ করুন। (কান্য)

আমীরের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, বল দেখি, যদি আমি আমার জানামত সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করি এবং তারপর আমি তাহাকে ইনসাফ করার হুকুমও করি তবে কি আমি আমার দায়িত্ব পালন শেষ করিয়াছি? লোকেরা বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, না, যতক্ষণ না আমি দেখিয়া লইব, সে আমার কথামত কাজ করিয়াছে, কি করে নাই। (কান্‌য)

পালাক্রমে লশকর প্রেরণ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আনসারদের এক লশকর তাহাদের আমীরের সহিত পারস্যদেশে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) প্রতি বৎসর পালাক্রমে লশকর প্রেরণ করিতেন। (পরবর্তী লশকর পাঠাইয়া প্রথম লশকরকে ফেরৎ লইয়া আসিতেন।) কিন্তু এই বৎসর হযরত ওমর (রাঃ) অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন পরবর্তী লশকর পাঠাইতে পারেন নাই। নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার পর পারস্য সীমান্তে অবস্থানরত (আনসারদের) উক্ত লশকর ফেরৎ চলিয়া আসিল। (পরবর্তী লশকর পাঠাইবার পূর্বেই তাহারা ফিরিয়া আসার কারণে) হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদেরকে খুব ধমকাইলেন। তাহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। তাহারা বলিলেন, হে ওমর! আপনি তো আমাদেরকে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ব্যাপারে আপনাকে পালাক্রমে পরবর্তী লশকর পাঠানোর যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা পালন করেন নাই। (কানযুল উম্মাল)

সাধারণ মুসলমানদের উপর আপতিত বিপদ আপদে আমীরের পক্ষ হইতে তাহাদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, সিরিয়াতে লোকদের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া আমীরুল মুমিনীন (হযরত ওমর (রাঃ)) হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, আমার এক কাজে তোমাকে বিশেষভাবে প্রয়োজন। তোমাকে ছাড়া আমি সেই কাজ করিতে পারিতেছি না। অতএব আমি তোমাকে কসম দিতেছি যে, যদি আমার চিঠি তোমার নিকট রাত্রে পৌঁছে তবে সকাল হওয়ার পূর্বেই এবং যদি দিনে পৌঁছে তবে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তুমি সওয়ারীতে আরোহণপূর্বক আমার দিকে রওয়ানা হইয়া যাইবে। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) (চিঠি পাঠ করিয়া) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনের যে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে তাহা আমি বুঝিয়া গিয়াছি। যে ব্যক্তি এখন আর দুনিয়াতে থাকার নয় তিনি তাহাকে রাখিতে চাহিতেছেন। (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) চাহিতেছেন, আমি প্লেগ আক্রান্ত এলাকা ছাড়িয়া মদীনা চলিয়া যাই এবং মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া যাই, অথচ আমি মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচার নই।)

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) উত্তরে হযরত ওমর (রাঃ)কে লিখিলেন, 'আমি মুসলমানদের লশকরের মধ্যে রহিয়াছি, নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাদেরকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি নই। আর আপনার যে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে তাহা আমি বুঝিয়াছি। আপনি এমন লোককে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন, যে এখন আর দুনিয়াতে বাঁচার নয়। অতএব আমার এই চিঠি আপনার নিকট পৌঁছার পর আপনি আমাকে আপনার কসম পূরণ করিতে মাফ করিবেন এবং আমাকে এখানেই অবস্থান করার অনুমতি দিয়া দিবেন।' তাহার চিঠি পড়িয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) কি ইন্তেকাল করিয়াছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না, তবে ইন্তেকাল হইয়া

গিয়াছে মনে করিতে পার। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে (পুনরায়) লিখিলেন যে, জর্দানের এলাকায় মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তবে জাবিয়া শহর এখনো নিরাপদ রহিয়াছে। অতএব তুমি মুসলমানদিগকে লইয়া সেখানে চলিয়া যাও।

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এই চিঠি পড়িয়া বলিলেন, আমীরুল মুমিনীনের এই নির্দেশ তো আমরা অবশ্যই পালন করিব। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাকে হুকুম দিলেন, যেন আমি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া লোকদেরকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করাই। এমন সময় আমার স্ত্রী প্লেগ আক্রান্ত হইলেন। আমি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে সংবাদ দেওয়ার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) নিজেই লোকদেরকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি নিজেও প্লেগ আক্রান্ত হইলেন এবং ইন্তেকাল করিলেন। তারপর মহামারী শেষ হইয়া গেল। আবুল মুআজ্জাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর সহিত ছত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। তন্মধ্য হইতে মাত্র ছয় হাজার জীবিত রহিল। (বাকী ত্রিশ হাজার এই মহামারীতে ইন্তেকাল করিয়াছিল।)

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহঃ) উক্ত রেওয়ায়াত আরো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। (কান্‌য)

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) হইতে উক্ত রেওয়ায়াত এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) (হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি পড়িয়া) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমীরুল মুমিনীনের উপর রহম করুন, তিনি এমন লোকদেরকে বাঁচাইতে চাহিতেছেন, যাহারা এখন আর বাঁচিবার নহেন। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে চিঠি লিখিলেন যে, আমার সহিত মুসলমানদের এক লশকর রহিয়াছে, যাহাদের মধ্যে মহামারী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) তারেক (রহঃ)এর মাধ্যমে উক্ত রেওয়ায়াত

বর্ণনা করিয়াছে। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, (হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন,) হে আমীরুল মুমিনীন, যে ব্যাপারে আমাকে আপনার প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার সহিত মুসলমানদের লশকর রহিয়াছে। আমি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাদেরকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না। অতএব যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা আমার ও তাহাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করিবেন আমি তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইতে পারি না। সুতরাং হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আপনার কসম পূর্ণ করার ব্যাপারে আমাকে মাফ করিবেন এবং আমাকে লশকরের সহিত থাকার অনুমতি দিবেন।

আমীরের দয়াবান হওয়া

আবু জা'ফর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বাহরাইন হইতে কতিপয় কয়েদী লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েদীদের মধ্যে একজন মহিলাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) আমার ছেলেকে (অন্য একজনের নিকট) বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। (আমি আমার ছেলের জন্য কাঁদিতেছি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উসাইদ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই মহিলার ছেলেকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছ? তিনি বলিলেন, বনু আবস গোত্রের নিকট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিজে সওয়ার হইয়া সেই গোত্রের নিকট যাও এবং সেই ছেলেকে লইয়া আস। (কানয)

হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট

বসিয়াছিলাম। এমন সময় তিনি একজন মহিলার চিৎকারের আওয়াজ শুনিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইয়ারফা! দেখ, এই আওয়াজ কি কারণে? সে দেখিয়া আসিয়া বলিল, একজন কোরাইশী মেয়ের মাকে বিক্রয় করা হইতেছে। (এইজন্য সেই মেয়ে কাঁদিতেছে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যাও, মুহাজিরীন ও আনসারদেরকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘর ও হুজরা তাহাদের দ্বারা ভরিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন লইয়া আসিয়াছেন উহাতে আত্মীয়তা ছিন্ন করাও শামিল রহিয়াছে বলিয়া কি আপনাদের জানা আছে? তাহারা বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আজ এই আত্মীয়তা ছিন্ন করা আপনাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

অর্থ ঃ সুতরাং যদি তোমরা ক্ষমতা লাভ কর তবে সম্ভবতঃ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

অতঃপর বলিলেন, ইহা অপেক্ষা কঠিন আত্মীয়তা ছিন্ন করা আর কি হইবে যে, তোমাদের মধ্যে একজন (স্বাধীন) মেয়ের মাকে বিক্রয় করা হইতেছে? অথচ আল্লাহ তায়ালা এখন তোমাদেরকে যথেষ্ট সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। উপস্থিত সকলে বলিলেন, এই ব্যাপারে আপনার যাহা ভাল মনে হয় করেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত এলাকায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কোন স্বাধীন ব্যক্তির মাকে বিক্রয় করা যাইবে না, কারণ ইহা আত্মীয়তা ছিন্ন করা এবং ইহা হালাল নহে।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ)এর অপর একটি ঘটনা

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বনু আসাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে কোন কাজের আমীর বানাইলেন। সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট নিয়োগপত্র লইবার জন্য আসিল। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহার একটি সন্তানকে আনা হইলে তিনি তাহাকে চুম্বন করিলেন। আসাদী ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এই শিশুকে চুম্বন করিলেন? আল্লাহর কসম, আমি আজ পর্যন্ত কোন শিশুকে চুম্বন করি নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (তোমার অন্তরে যখন শিশুদের জন্যই মায়া-মমতা নাই) তবে তো আল্লাহর কসম, অন্যান্যদের জন্য মায়া-মমতা আরো কম হইবে। দাও, আমাদের নিয়োগপত্র ফেরৎ দিয়া দাও। আগামীতে তুমি আমার পক্ষ হইতে আর কখনও কোন কাজের আমীর হইবে না। এই বলিয়া তিনি নিয়োগপত্র ফেরৎ লইয়া লইলেন। (কানয)

দীনাওয়ারী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম (রহঃ) হইতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার অন্তর হইতে যদি মায়া-মমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়া থাকে ইহাতে আমার কি গুনাহ? আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ঐ সমস্ত বান্দাদের প্রতিই রহম করেন যাহারা অন্যদের প্রতি রহম করে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অপসারণ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি যখন তোমার সন্তানের প্রতি দয়া কর না তখন অন্যান্য লোকদের উপর কিভাবে দয়া করিবে? (কানয)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের ইনসাফ করা

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক মহিলা চুরি করিল। মহিলার কাওমের লোকেরা পেরেশান হইয়া হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর নিকট

গেল, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মহিলাকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য) সুপারিশ করেন। হযরত উসামা (রাঃ) যখন এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিলেন তখন (গোস্বায়) তাঁহার চেহারা মোবারক পরিবর্তন হইয়া গেল এবং বলিলেন, (হে উসামা) তুমি আমার সহিত আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে (সুপারিশের) কথা বলিতেছ? হযরত উসামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ানের জন্য দাঁড়াইলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত প্রশংসা করিলেন। তারপর বলিলেন, আম্মাবাদ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা শুধু এইজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, যখন তাহাদের মধ্যে কোন সম্মানী ব্যক্তি চুরি করিত তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিত, আর যখন কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করিত তখন তাহার উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করিত। সেই পবিত্র সত্তার কসম যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ রহিয়াছে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তবে আমি তাহার হাত অবশ্যই কাটিয়া দিব। (আল্লাহ তায়ালা হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে চুরি হইতে হেফাজত করুন) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিলেন এবং উক্ত মহিলার হাত কাটিয়া দেওয়া হইল। সেই মহিলা অতি উত্তম তওবা করিল। পরে তাহার বিবাহও হইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরবর্তীতে সেই মহিলা (আমার নিকট) আসিত এবং আমি তাহার প্রয়োজনীয় কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করিতাম। (বিদায়াহ)

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধের সময়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বাহির হইলাম। আমরা যখন (শত্রুর) মুখামুখী হইলাম তখন অধিকাংশ মুসলমান ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। (অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কতিপয় সাহাবা (রাঃ) ময়দানে দৃঢ়পদ রহিলেন) আমি দেখিলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। আমি পিছন দিক হইতে সেই মুশরিকের কাঁধের উপর তলোয়ারের আঘাত করিলাম যাহাতে তাহার লৌহবর্ম কাটিয়া (তাহার কাঁধের রগও কাটিয়া) গেল। সে (আহত হইয়া) আমার উপর আক্রমণ করিল এবং আমাকে এত জোরে চাপ দিল যে আমি মৃত্যুর গন্ধ পাইতে লাগিলাম। (কিন্তু অধিক রক্তক্ষরণের দরুন সে দুর্বল হইয়া পড়িল) অবশেষে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল এবং আমাকে ছাড়িয়া দিল।

আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, লোকদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) কি হইল (যে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল)? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার হুকুম এই রকমই ছিল। (পরে কাফেরদের পরাজয় হইল এবং মুসলমানরা জয়লাভ করিল।) তারপর মুসলমানগণ (যুদ্ধের ময়দান হইতে) ফিরিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে কতল করিয়াছে এবং তাহার নিকট প্রমাণও রহিয়াছে সে সেই নিহত কাফেরের সামানপত্র পাইবে। আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, কে আছে আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? (কেহ কোন সাড়া না দেওয়াতে) আমি বসিয়া গেলাম। তিনি পুনরায় সেই ঘোষণা দিলেন। আমি আবার বলিলাম, কে আছে আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? (কেহ দাঁড়াইল না দেখিয়া) আমি আবার বসিয়া গেলাম। তিনি পুনরায় ঘোষণা দিলেন। আমিও দাঁড়াইয়া বলিলাম, কে আছে আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? তারপর বসিয়া গেলাম। তিনি আবার পূর্বের ন্যায় ঘোষণা দিলেন। আমি আবার দাঁড়াইলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু কাতাদাহ! তোমার কি হইয়াছে? আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম।

এক ব্যক্তি বলিল, ইনি সত্য বলিয়াছেন। সেই নিহত কাফেরের সামানপত্র আমার নিকট রহিয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তাহাকে আমার পক্ষ হইতে রাজি করিয়া দিন (যেন তিনি সেই সামানপত্র আমার নিকট হইতে ফেরৎ না লন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন,না, আল্লাহর কসম, এরূপ হইতে পারে না। তাহার দাবী যখন সত্য তখন এই সমস্ত সামান তাহারই পাওয়া উচিত। তোমাকে দিয়া দেওয়ার অর্থ এই হইবে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষে লড়াইকারী একজন শেরেখোদার প্রাপ্য সামান আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকরের কথাই ঠিক, তুমি সামানপত্র তাহাকে দিয়া দাও। অতএব সে আমাকে সেই সামানপত্র দিয়া দিল। আমি উহার দ্বারা বনু সালামার এলাকায় একটি বাগান ক্রয় করিলাম। ইহাই আমার প্রথম মাল ছিল, যাহা আমি ইসলামের যুগে সঞ্চয় করিয়াছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) ও এক ইহুদীর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ আসলামী (রাঃ) বলেন, তাহার উপর এক ইহুদীর চার দেরহাম করজ ছিল। ইহুদী তাহার করজ উসুলের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এই ব্যক্তির উপর আমার চার দেরহাম করজ রহিয়াছে, আর সে এই দেরহাম আদায়ের ব্যাপারে আমাকে অপারগ করিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তাহার হক পরিশোধ করিয়া দাও। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার হক আদায় করার শক্তি আমার নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার হক আদায় করিয়া দাও। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের

কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার হক আদায় করার শক্তি আমার নাই। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদেরকে খাইবারে পাঠাইবেন এবং আশা করি আমাদিগকে কিছু গনীমতের মালও দিবেন, কাজেই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার করজ পরিশোধ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার হক আদায় করিয়া দাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, তিনি কোন কথা তিন বারের অধিক বলিতেন না। (অর্থাৎ তিনবার বলাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আলামত ছিল।) সুতরাং হযরত ইবনে আবি হাদরাদ (রাঃ) বাজারে গেলেন। তাহার মাথায় পাগড়ি ও পরিধানে একটি মাত্র চাদর ছিল। তিনি মাথা হইতে পাগড়ি খুলিয়া লুঙ্গীর মত পরিয়া লইলেন এবং চাদর খুলিয়া ইহুদীকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে এই চাদর খরিদ করিয়া লও। এইভাবে ইহুদীর নিকট চার দেরহামের বিনিময়ে চাদরখানা বিক্রয় করিয়া দিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা সেখান দিয়া যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী, আপনার কি হইয়াছে? তিনি তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন। বৃদ্ধা মহিলা তাহার গায়ের চাদর খুলিয়া তাহার উপর ফেলিয়া দিল এবং বলিল, এই চাদর গ্রহণ করুন। (কান্‌য)

দুইজন আনসারী সাহাবীর ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, দুইজন আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাহাদের পরস্পর একটি মিরাসী সম্পত্তির বিবাদ লইয়া হাজির হইল যাহার চিহ্নও মুছিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট কোন সাক্ষীও ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের এমন বিবাদ লইয়া আস যে বিষয়ে আমার নিকট কোন ওহী নাযিল হয় নাই, আমি উহা নিজের রায় দ্বারা ফয়সালা করিয়া থাকি।

সুতরাং দলীল প্রমাণের কারণে যদি আমি কাহারো পক্ষে ফয়সালা করি, আর সে মনে করে যে, তাহার ভাইয়ের হক লইয়াছ তবে তাহার উচিত যেন সে আপন ভাইয়ের হক না লয়। সুতরাং কাহারো দলিল প্রমাণের কারণে যদি আমি তাহার পক্ষে ফয়সালা করি যদ্দ্বারা সে তাহার ভাইয়ের হক লইয়া লয় তবে তাহার উহা না লওয়া উচিত। কারণ আমি তো তাহাকে একটি আগুনের টুকরা প্রদান করিতেছি এবং কেয়ামতের দিন সে উহা গলায় পরিয়া আসিবে। ইহা শুনিয়া তাহারা উভয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং তাহারা প্রত্যেকেই বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার হক তাহাকে দিয়া দিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যখন এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছ তখন যাও হকের উপর চল এবং নিজেদের মধ্যে মিরাস বন্টন করিয়া লও ও লটারীর মাধ্যমে বন্টন করিয়া লও। আর এইভাবে করার পরও তোমাদের প্রত্যেকেই অপরের জন্য নিজের হক মাফ করিয়া দিবে। (কান্য)

এক বেদুঈন আরবের ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন আরবের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট করজ পাওনা ছিল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া নিজের পাওনা চাহিতে লাগিল এবং অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিল। এমন কি সে বলিয়া বসিল যে, যতক্ষণ আপনি আমার করজ পরিশোধ না করিবেন ততক্ষণ আমি আপনাকে জ্বালাতন করিতে থাকিব। সাহাবা (রাঃ) তাহাকে ধমক দিলেন এবং বলিলেন, তোমার নাশ হউক, তোমার জানা আছে কি তুমি কাহার সহিত কথা বলিতেছ? সে বলিল, আমি তো আমার হক চাহিতেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা হকদারের পক্ষ কেন লইলে না? তারপর তিনি হযরত খাওলা বিনতে কায়েস (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমার নিকট খেজুর থাকিলে তাহা আমাদেরকে ধার দাও। আমাদের নিকট যখন খেজুর

আসিবে তখন আমরা তোমার ধার পরিশোধ করিয়া দিব। তিনি বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট হইতে করজ লইয়া সেই বেদুঈনের পাওনা পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং তাহার পাওনা হইতে অতিরিক্ত দিলেন। বেদুঈন বলিল, আপনি পুরাপুরি করজ পরিশোধ করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পুরাপুরি বদলা দান করুন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহারা হকদারের পক্ষ গ্রহণ করে তাহারা লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর সেই উম্মত পবিত্র হইতে পারে না যাহাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি বিনা কষ্টে তাহার হক উসুল করিতে সক্ষম হয় না। (তারগীব)

অপর একটি ঘটনা

হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে কায়েস (রাঃ) বলেন, বনু সায়েদা গোত্রীয় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ওসাক (প্রায় সোয়া পাঁচ মণ) পরিমাণ খেজুর পাইত। সে ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের পাওনা খেজুর চাহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী সাহাবীকে বলিলেন, তাহার করজ পরিশোধ করিয়া দাও। আনসারী তাহার পাওনা খেজুর হইতে নিম্নমানের খেজুর দিতে চাহিলে সে তাহা লইতে অস্বীকার করিল। আনসারী বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া খেজুর ফেরৎ দিতেছ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক ইনসাফ করার উপযুক্ত আর কে হইবে?

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, সে ঠিক বলিয়াছে, আমার অপেক্ষা অধিক ইনসাফ করার উপযুক্ত কে হইতে পারে? আর আল্লাহ তায়ালা ঐ

উম্মতকে পবিত্র করেন না যাহাদের দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তি হইতে আপন হক উসুল করিতে পারে না এবং শক্তি খাটাইতে পারে না। তারপর বলিলেন, হে খাওলা, তাহাকে গণিয়া গণিয়া পরিশোধ করিয়া দাও (অর্থাৎ কম দিও না)। কারণ যে দেনাদারের নিকট হইতে পাওনাদার খুশী হইয়া বিদায় হইবে তাহার জন্য জমিনের জীব জানোয়ার ও সমুদ্রের মাছসমূহ দোয়া করিবে। আর যে ব্যক্তির নিকট করজ পরিশোধ করার মত টাকা রহিয়াছে, কিন্তু সে পরিশোধ করিতে টালাবাহানা করে আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাত্রদিনের পরিবর্তে তাহার আমলনামায় একটি করিয়া গুনাহ লিখিয়া দিবেন। (তারগীব)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর ইনসাফ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) জুমুআর দিন দাঁড়াইয়া বলিলেন, সকালবেলা তোমরা সদকার উটগুলি লইয়া আসিবে আমরা উহা বন্টন করিব। আর কেহ সেখানে অনুমতি ব্যতীত আমাদের নিকট প্রবেশ করিবে না। এক মহিলা তাহার স্বামীকে বলিল, এই লাগাম লইয়া যান, হয়ত আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও কোন উট দিয়া দিবেন। সেই ব্যক্তি গেল এবং দেখিল হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উটের পালের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। অতএব সেও তাহাদের উভয়ের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট কেন আসিলে? তারপর তাহার হাত হইতে লাগামের রশি লইয়া তাহাকে উহা দ্বারা মারিলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন উট বন্টন করিয়া অবসর হইলেন তখন সেই ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং তাহাকে লাগামের রশি দিয়া বলিলেন, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তি

আপনার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আপনি এই প্রথা চালু করিবেন না (যে, আমীর কাহাকেও শাসন করিলে সে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে)। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট হইতে কে বাঁচাইবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি তাহাকে (কিছু দিয়া) সন্তুষ্ট করিয়া দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আপন গোলামকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট একটি উট, হাওদা এবং একটি কম্বল ও পাঁচটি দীনার লইয়া আস। তিনি এই সমস্ত কিছু সেই লোকটিকে দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন।(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)এর ইনসাফ করা

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর মধ্যে (একটি খেজুর গাছ লইয়া) বিবাদ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য তৃতীয় কাহাকেও নির্ধারণ কর। উভয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কে ফয়সালা করার জন্য নির্ধারণ করিলেন এবং উভয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন। (আর যেহেতু নিয়ম হইল) বিচার প্রার্থী স্বয়ং বিচারকের ঘরে আসিবে (সেহেতু আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।) উভয়ে যখন হযরত যায়েদ (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে নিজের বিছানার উপর বসাইতে চাহিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এখানে বসুন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি ফয়সালার মধ্যে ইহা প্রথম জুলুম করিলেন। আমি তো আমার বিপক্ষের সহিত এক সঙ্গে বসিব। সুতরাং উভয়ে তাহার সম্মুখে বসিলেন। হযরত উবাই (রাঃ) আপন দাবী পেশ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত উবাই (রাঃ)কে বলিলেন, (নিয়মানুসারে অস্বীকারের কারণে বিবাদীকে কসম খাইতে হয় কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে,) আপনি আমীরুল মুমিনীনকে কসম হইতে নিস্কৃতি দিন। আর আমীরুল মুমিনীন না হইলে আমি আর কাহারো জন্য এই অনুরোধ করিতাম না। হযরত ওমর (রাঃ) (এই সুবিধা গ্রহণ করিলেন না, বরং) কসম খাইলেন এবং কসম খাইয়া বলিলেন, যায়েদ সত্যিকার বিচারক তখনই হইতে পারিবে যখন তাহার নিকট আমীরুল মুমিনীন ও একজন সাধারণ মানুষ সমান হইবে।

ইবনে আসাকির (রহঃ) এই ঘটনা হযরত শা'বী (রহঃ) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর মধ্যে একটি খেজুর গাছ কাটা লইয়া ঝগড়া হইলে হযরত উবাই (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, হে ওমর! তোমার খেলাফত আমলে এরূপ হইতেছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আস, আমাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য আমরা কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিচারক সাব্যস্ত করি। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) বিচারক হইবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাজী আছি। সুতরাং উভয়ে গেলেন এবং হযরত যায়েদ (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর একটি ঘর মসজিদে নববী সংলগ্ন ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) উহাকে মসজিদের মধ্যে শামিল করিতে চাহিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি এই ঘর আমার নিকট বিক্রয় করুন। হযরত আব্বাস (রাঃ) অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি এই ঘর আমাকে হাদিয়া হিসাবে দান করুন। হযরত আব্বাস

(রাঃ) তাহাও অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনি নিজেই এই ঘর মসজিদের মধ্যে শামিল করিয়া দিন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাও করিতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আঁপনাকে এই তিনটির যে কোন একটি অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাতেও রাজী হইলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালার জন্য কাহাকেও বিচারক হিসাবে গ্রহণ করুন। তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে বিচারক সাব্যস্ত করিলেন।

সুতরাং তাহারা উবাই (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত উবাই (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমার ফয়সালা এই যে, আপনি তাহাকে রাজী করা ব্যতীত তাহার ঘর লইতে পারিবেন না। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উবাই (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই ফয়সালা আল্লাহ তায়ালার কিতাবে পাইয়াছেন, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে পাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে পাইয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই হাদীস কি?

হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালাম যখন বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যখনই তিনি কোন দেয়াল নির্মাণ করিতেন সকালবেলা দেখিতেন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহার নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, তুমি কাহারো মালিকানাধীন জমিনে নির্মাণ কাজ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না উহার মালিককে রাজী করিয়া লইবে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)কে ছাড়িয়া দিলেন। পরবর্তীতে হযরত আব্বাস (রাঃ) খুশী মনে সেই ঘর মসজিদের মধ্যে শামিল করিয়া দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন,

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর ঘর লইয়া মসজিদে শামিল করিতে চাহিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে ঘর দিতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি অবশ্যই এই ঘর লইব। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আপনার ও আমার মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে বিচারক সাব্যস্ত করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ঠিক আছে।

তাহারা উভয়ে হযরত উবাই (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করিলেন। হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। উক্ত জমিন এক ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহার নিকট হইতে সেই জমিন খরিদা করিয়া লইলেন। যখন তিনি উহার মূল্য পরিশোধ করিতে গেলেন তখন সে বলিল, আপনি আমাকে মূল্য বাবদ যাহা দিতেছেন তাহা বেশী উত্তম, না যে জমিন আপনি আমার নিকট হইতে খরিদ করিতেছেন তাহা বেশী উত্তম? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলিলেন, তোমার নিকট হইতে যে জমিন লইতেছি তাহা বেশী উত্তম। সেই ব্যক্তি বলিল, তবে আমি এই মূল্যের উপর রাজী নই। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম পূর্বের মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করিলেন।

সেই ব্যক্তি হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সহিত দুই তিন বার এরূপ করিল। অবশেষে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহার সহিত এই শর্ত করিলেন যে, আমি তোমার ধার্যকৃত মূল্যে খরিদ করিতেছি, কিন্তু পরবর্তীতে তুমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না যে, মূল্য উত্তম, না জমিন উত্তম? অতএব হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহার ধার্যকৃত মূল্যে খরিদ করিলেন। সে উহার মূল্য বার হাজার কিনতার স্বর্ণ ধার্য করিল। (চার হাজার স্বর্ণমুদ্রায় এক কিনতার হয়) হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিকট এই মূল্য অনেক বেশী

মনে হইল। আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, যদি এই মূল্য তুমি নিজের নিকট হইতে দিবে মনে কর তবে তো তুমিই ভাল জান। আর যদি আমার দানকৃত মাল হইতে দিবে মনে কর তবে তাহাকে এই পরিমাণ দাও যে, সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাহাই করিলেন। অতঃপর হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমার ফয়সালা এই যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) আপন ঘরের অধিক হকদার। যদি তাহার ঘর মসজিদে শামিল করিতেই হয় তবে তিনি যেভাবে রাজী হন সেইভাবেই তাহাকে রাজী করা হউক। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আপনি যখন আমার পক্ষে ফয়সালা করিলেন তখন আমি এই ঘর মুসলমানদের জন্য সদকা করিয়া দিলাম।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু সিরওয়া (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে আমার ভাই আবদুর রহমান ও তাহার সহিত আবু সিরওয়া ইবনে ওকবা মিসরে নবীয (খেজুর ভিজানো পানি।) পান করিয়াছিলেন। (দীর্ঘ সময় খেজুর ভিজাইয়া রাখার দরুন উহাতে নেশা সৃষ্টি হইয়াছিল।) যদ্দরুন তাহারা নেশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সকালে তাহারা মিসরের আমীর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আমাদিগকে (শাস্তি প্রদান করিয়া গুনাহ হইতে) পবিত্র করুন। কেননা আমরা খেজুর ভিজানো শরবত পান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাঃ) বলেন, আমার ভাই আমাকে বলিল, আমার নেশা হইয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, ঘরে চল, আমি তোমাকে (শাস্তি প্রদান করিয়া) পবিত্র করিয়া দিব। আমার জানা ছিল না যে, তাহারা ইতিপূর্বে হযরত আমর (রাঃ)এর নিকটও গিয়াছিল। তারপর আমার ভাই আমাকে জানাইল যে, তাহারা

মিসরের আমীরকেও এই বিষয়ে জ্ঞাত করাইয়াছে। সুতরাং আমি বলিলাম, তুমি ঘরে চল, আমি তোমার মাথা মুণ্ডন করিয়া দিব। যাহাতে লোক সম্মুখে তোমার মাথা মুণ্ডন না করা হয়। সে যুগে শাস্তি প্রদানের পর লোকসম্মুখে মাথা মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হইত। তাহারা উভয়ে ঘরে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নিজ হাতে আপন ভাইয়ের মাথা মুণ্ডন করিয়া দিলাম। অতঃপর হযরত আমর (রাঃ) তাহাদিগকে শরাব পান করার শাস্তি প্রদান করিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনা জানিতে পারিয়া হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আবদুর রহমানকে হাওদাবিহীন উটের উপর আরোহণ করাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। তিনি তাহাই করিলেন। আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহাকে চাবুক লাগাইলেন এবং নিজ পুত্র হিসাবে তাহাকে শাস্তি দিলেন। তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) একমাসকাল সুস্থ থাকার পর তকদীরের নির্ধারিত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল আর তিনি মারা গেলেন। সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল, হযরত ওমর (রাঃ)এর চাবুক মারার কারণে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। অথচ হযরত ওমর (রাঃ)এর চাবুকের কারণে তাহার মৃত্যু ঘটে নাই (বরং তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল)।

একজন মহিলার ঘটনা

হাসান (রহঃ) বলেন, স্বামী অনুপস্থিত এরূপ এক মহিলার নিকট কোন এক ব্যক্তির আসা–যাওয়া দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর মনে খটকা লাগিল। তিনি উক্ত মহিলাকে ডাকিয়া আনার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোকটি মহিলাকে বলিল, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট চল, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। মহিলাটি বলিল, হায় আমার ধ্বংস! আমার সহিত ওমরের কি সম্পর্ক! তারপর সে ঘর হইতে রওয়ানা হইল। (মহিলাটি অন্তঃসত্তা ছিল।) অত্যাধিক ভয় পাওয়ার দরুন পথে তাহার

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। সে একটি ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেখানে তাহার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সন্তানটি জন্মের পর দুইবার কাঁদিয়া উঠিয়া মারা গেল। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের নিকট এই ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলেন (যে, মহিলাটি আমার কারণে ভীত হইয়াছে এবং এই কারণে সময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব করার দরুন সন্তানটি মারা গিয়াছে। অতএব শরীয়তমত আমার উপর কোন জরিমানা ইত্যাদি আসিবে কিনা)। কতিপয় সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আপনার উপর কোন জরিমানা আসিবে না। কেননা আপনি মুসলমানদের শাসনকর্তা, অতএব তাহাদেরকে আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া আপনার দায়িত্ব। কোনরূপ ত্রুটি–বিচ্যুতি দেখিলে আপনি তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।

হযরত আলী (রাঃ) নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি বলেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, যদি তাহারা এই রায় বিনা দলীলে শুধু নিজেদের রায় হিসাবে বলিয়া থাকে তবে তাহারা ভুল রায় দিয়াছে। আর যদি তাহারা আপনাকে খুশী করার জন্য বলিয়া থাকে তবে তাহারা আপনার মঙ্গল কামনা করে নাই। আমার রায় হইল, এই সন্তানের দিয়্যাত অর্থাৎ রক্তবিনিময় আপনাকে দিতে হইবে। কেননা আপনার ডাকার কারণে এই মহিলা ভীত হইয়াছে আর আপনার কারণেই মহিলাটি সময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব করিয়াছে। এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি হযরত আলী (রাঃ)কে হুকুম দিলেন, যেন সমস্ত কোরাইশ হইতে এই রক্ত বিনিময় উসুল করেন। কেননা, এই হত্যা তাহার দ্বারা ভুলবশতঃ সংঘটিত হইয়াছে। (আর ভুলবশতঃ হত্যা সংঘটিত হইলে উহার রক্তবিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের উপর ওয়াজিব হইয়া থাকে।)

হজ্জের মৌসুমে হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের ঘটনা

আতা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত) তাহার শাসকবর্গদেরকে হজ্জের মৌসুমে তাহার নিকট সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিতেন। শাসকগণ উপস্থিত হইলে তিনি (সাধারণ মুসলমানদেরকে সমবেত করিয়া) বলিতেন, হে লোকসকল, আমি আমার শাসকদিগকে তোমাদের নিকট এইজন্য প্রেরণ করি নাই যে, তাহারা তোমাদের শরীরের চামড়া ছিলিয়া লইবে অথবা তোমাদের মাল কব্জা করিবে বা তোমাদেরকে বে–ইজ্জত করিবে। বরং আমি তাহাদেরকে তোমাদের নিকট শুধু এইজন্য প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করিতে না পার এবং তাহারা তোমাদের মধ্যে গনীমতের বন্টন করিবে। অতএব যদি কাহারো সহিত ইহা ব্যতীত অন্য কোন আচরণ হইয়া থাকে তবে সে (তাহা বলার জন্য) দাঁড়াইয়া যাও।

(একবার তিনি শাসকগণকে একত্র করিয়া মুসলমানদের মধ্যে এই ঘোষণা দিলে) শুধু এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার অমুক শাসনকর্তা আমাকে (অন্যায়ভাবে) একশত চাবুক মারিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) (সেই শাসনকর্তাকে) বলিলেন, তুমি তাহাকে কেন মারিয়াছ? (তারপর উক্ত নালিশদাতা ব্যক্তিকে বলিলেন,) উঠ, এবং তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইয়া লও। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আপনি যদি এইভাবে শাসকদের নিকট হইতে প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ দান করেন তবে আপনার নিকট আরো বেশী নালিশ আসিতে আরম্ভ করিবে এবং আপনার পরবর্তী লোকদের জন্য শাসকদের নিকট হইতে প্রতিশোধ লওয়ার প্রথা চালু হইয়া যাইবে। (অথচ সকলের মধ্যে আপনার ন্যায় শাসকদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ্যতা থাকিব না।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ প্রদানের জন্য প্রস্তুত

থাকিতে দেখিয়াছি তখন (আপন শাসকদের নিকট হইতে) প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ কেন দিব না? হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে সুযোগ দিন, আমরা এই ব্যক্তিকে (অন্য কোন উপায়ে) রাজী করিয়া লই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তাহাকে রাজী কর। সুতরাং উক্ত শাসক তাহাকে প্রতি চাবুকের বিনিময়ে দুই দীনার করিয়া মোট দুইশত দীনার প্রদান করিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও এক মিসরীর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মিসর হইতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার উপর জুলুম করা হইয়াছে। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তুমি আমার সুদৃঢ় আশ্রয়ে রহিয়াছ। সে বলিল, আমি হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ছেলের সহিত দৌড় প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হইলাম। এইজন্য সে আমাকে মারিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, আমি বড় সম্মানী লোকদের ছেলে। ঘটনা শুনিবার পর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, তিনি নিজেও মদীনায় আসেন এবং সঙ্গে নিজের সেই ছেলেকেও লইয়া আসেন। হযরত আমর (রাঃ) (চিঠি পাওয়ার পর মদীনায়) আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই (অভিযোগকারী) মিসরী কোথায়? চাবুক লও এবং ইহাকে মার। উক্ত ব্যক্তি চাবুক মারিতেছিল, আর হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেছিলেন, কমজাতদের ছেলেকে মার।.

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মিসরী লোকটি হযরত আমর (রাঃ)এর ছেলেকে আচ্ছামত মারিল। আর আমরাও চাহিতেছিলাম যে, খুব করিয়া মারুক। লোকটি এই পরিমাণ মারিয়া ক্ষান্ত হইল যে, আমরাও চাহিতেছিলাম যে, আর না মারুক। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই

মিসরীকে বলিলেন, এইবার আমরের মাথার চাঁদির উপর কয়েকটা মার। (হযরত ওমর (রাঃ)এর এই আদেশের উদ্দেশ্য হইল, হযরত আমর (রাঃ)কে এই ব্যাপারে সতর্ক করা যে, নিজের ছেলেকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা উচিত ছিল যাহাতে তাহার মধ্যে অন্যের উপর জুলুম করার সাহস না হয়)

মিসরী লোকটি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে তো তাহার ছেলে মারিয়াছিল আর আমি তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। (অর্থাৎ আমি হযরত আমর (রাঃ)কে মারিতে পারিব না।) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)কে বলিলেন, লোকদেরকে তো তাহাদের মায়েরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে জন্ম দিয়াছিল। তোমরা কবে হইতে তাহাদেরকে গোলাম বানাইয়া লইয়াছ? হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আমার এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। আর না এই মিসরী আমার নিকট নালিশ পেশ করিয়াছে। (নতুবা আমি নিজেই নিজের ছেলেকে শাস্তি প্রদান করিতাম।) (মুন্তাখাবে কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব

ইয়াযীদ ইবনে আবি মানসূর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে, ইবনে জারুদ বা ইবনে আবি জারুদ নামক তাহার নিয়োজিত বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট আদরিয়াস নামক এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। তাহার সম্পর্কে মুসলমানদের শত্রুর সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান ও শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রমাণিত হইয়াছিল এবং তাহার এই অপরাধের সাক্ষীও ছিল। ইবনে জারুদ তাহাকে এই অপরাধে কতল করিয়া দিলেন। উক্ত ব্যক্তি কতলের সময় বলিতেছিল, হে ওমর, আমি মজলুম, আমার সাহায্যের জন্য আসুন, হে ওমর, আমি মজলুম, আমরা সাহায্যের জন্য আসুন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সেই শাসনকর্তার নিকট চিঠি

লিখিলেন যে, আমার নিকট হাজির হও। শাসনকর্তা আসিয়া হাজির হইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার আগমনের অপেক্ষায় একটি ছোট বর্শা হাতে বসিয়াছিলেন। যখন সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ভিতরে প্রবেশ করিল তখন তিনি সেই বর্শা উত্তোলন করিয়া তাহার চোয়ালের উপর মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আদরিয়াস আমি তোমার সাহায্যার্থে হাজির আছি, হে আদরিয়াস, আমি তোমার সাহায্যার্থে হাজির আছি। জারূদ বলিতে লাগিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, সে শত্রুর নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য লিখিয়াছিল এবং শত্রুর সহিত মিলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, শুধু খারাপ কাজের ইচ্ছা করার উপর তুমি তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছ। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার অন্তরে এরূপ খারাপ কাজের ইচ্ছা পয়দা না হয়? যদি পরবর্তীতে শাসনকর্তাদেরকে কতল করার প্রথা চালু হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা না হইত তবে আমি তোমাকে তাহার পরিবর্তে কতল করিয়া দিতাম। (কান্‌য)

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ) দুই কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তিনি বলিতেছিলেন, ইয়া লাব্বাইকাহ! ইয়া লাব্বাইকাহ! অর্থাৎ আমি সাহায্যের জন্য হাজির আছি। আমি সাহায্যের জন্য হাজির আছি! লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার কি হইয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) (কারণ ব্যক্ত করিতে যাইয়া) বলিলেন, তাহার নিয়োজিত এক আমীরের নিকট হইতে এক সংবাদবাহক এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের এলাকায় মুসলমানদের পথে একটি নহর পড়িয়াছে যাহা পার হওয়ার জন্য কোন নৌকা পাওয়া যায় নাই। তাহাদের আমীর বলিল, এমন কোন লোক তালাশ করিয়া আন যে নহরের গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

তালাশ করিয়া একজন বৃদ্ধ লোককে আনা হইল। বৃদ্ধ লোকটি বলিল, আমি ঠাণ্ডাকে ভয় করি। তখন শীতের মৌসুম ছিল। কিন্তু আমীর তাহাকে পানিতে নামার জন্য বাধ্য করিল। পানিতে নামার পর পরই

লোকটির অত্যাধিক ঠাণ্ডা লাগিল এবং সে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, হে ওমর, আমার সাহায্যে আগাইয়া আস। এরূপ বলিতে বলিতে লোকটি ডুবিয়া গেল। (হযরত ওমর (রাঃ) সেই বৃদ্ধ লোকটির ফরিয়াদের উত্তরে দুই কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া আমি তোমার সাহায্যের জন্য হাজির আছি বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) সেই আমীরের নিকট চিঠি লিখিলে সে মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হযরত ওমর (রাঃ) কিছুদিন পর্যন্ত তাহার প্রতি তাকাইয়াও দেখিলেন। তাহার অভ্যাসই এরূপ ছিল যে, তিনি যখন কাহারো প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতই করিতেন না। কিছুদিন পর সেই আমীরকে বলিলেন, তুমি যে লোকটি মারিয়া ফেলিয়াছ তাহার কি হইয়াছে? আমীর বলিল, আমীরুল মুমিনীন, তাহাকে মারিয়া ফেলার ইচ্ছা আমার ছিল না, আমরা নহর পার হওয়ার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। নহরের গভীরতা জানাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে আমরা অমুক অমুক এলাকার উপরে বিজয় লাভ-করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যে সকল এলাকা বিজয়ের সংবাদ লইয়া আসিয়াছ উহা অপেক্ষা একজন মুসলমান (এর জীবন) আমার নিকট অধিক প্রিয়। পরবর্তীতে আমীরদের কতল করার প্রথা চালু হইয়া যাওয়ার আশংকা না হইলে আমি তোমাকে কতল করিয়া দিতাম। তুমি তাহার আত্মীয়–স্বজনদেরকে রক্তবিনিময় প্রদান কর এবং আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। আগামীতে আমি যেন তোমাকে কখনও না দেখি।

(কান্‌য)

হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও এক ব্যক্তির ঘটনা

জরীর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত (জেহাদে) এক ব্যক্তি ছিল। উক্ত জেহাদে মুসলমানগণ বহু গনীমতের মাল হাসিল করিয়াছিল। হযরত আবু মূসা (রাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে গনীমতের মাল হইতে অংশ তো দিয়াছেন, কিন্তু পুরাপুরি দেন নাই। সে বলিল, লইলে পুরাটাই লইব, নতুবা কিছুই লইব না। হযরত আবু মূসা

(রাঃ) তাহাকে বিশটি চাবুক মারিলেন এবং তাহার মাথা মুণ্ডন করিয়া দিলেন। সে তাহার চুলগুলি লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং নিজের পকেট হইতে চুলগুলি বাহির করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর বুকের উপর ছুঁড়িয়া মারিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে তাহার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে এই চিঠি লিখিলেন—

'সালামুন আলাইকা, আম্মাবা'দ, আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তুমি যদি তাহার সহিত এই ব্যবহার প্রকাশ্যে লোকসমক্ষে করিয়া থাক তবে প্রকাশ্যে লোকসমক্ষে বসিয়া যাইবে এবং তাহাকে বদলা লইতে দিবে। আর যদি তাহার সহিত এই ব্যবহার গোপনে একাকী করিয়া থাক তবে গোপনে একাকী বসিয়া যাইবে যাহাতে সে তোমার নিকট হইতে বদলা লইতে পারে।'

হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে যখন এই চিঠি দেওয়া হইল তিনি (সেই লোকের সম্মুখে) বদলা দিবার জন্য বসিয়া গেলেন। লোকটি এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, আমি তাহাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করিয়া দিলাম।

(কানযুল উম্মাল)

ফিরোয দাইলামী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হিরমাযী (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত ফিরোয দাইলামী (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন—

'আম্মাবা'দ, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি মধু দ্বারা ময়দার রুটি খাওয়ায় মশগুল হইয়াছ, আমার এই চিঠি তোমার নিকট পৌঁছা মাত্র তুমি আল্লাহর নাম লইয়া আমার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিবে।'

হযরত ফিরোয (রাঃ) (চিঠি পাইয়া মদীনায়) চলিয়া আসিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি যখন ভিতরে প্রবেশ

করিতে লাগিলেন তখন এক কোরাইশী যুবকও ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিল যাহাতে তাহার প্রবেশ পথ সংকীর্ণ হইয়া গেল। তিনি কোরাইশীর নাকের উপর (এত জোরে) থাপ্পড় মারিলেন (যে, তাহার নাক দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল)। কোরাইশী যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট প্রবেশ করিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সহিত কে এই ব্যবহার করিয়াছে? সে বলিল, হযরত ফিরোয (রাঃ)। তিনি এখনও দরজার নিকটেই আছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ফিরোয, ইহা কি? হযরত ফিরোয বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা বেশীদিন হয় নাই বাদশাহী ছাড়িয়াছি। (এই কারণে উহার প্রভাব এখনও আমাদের স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।) আসল ব্যাপার হইল, আপনি আমাকে চিঠি দিয়া ডাকাইয়াছেন, আর তাহাকে কোন চিঠি লেখেন নাই। আর আপনি আমাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়াছেন, সে না অনুমতি চাহিয়াছে, আর না আপনি তাহাকে অনুমতি দিয়াছেন। সে আমাকে দেওয়া অনুমতির সুযোগ লইয়া আমার পূর্বে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছে। এই কারণে (আমার রাগ হইয়াছে এবং) আমার দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হইয়াছে যাহা সে আপনাকে বলিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে ইহার বদলা দিতে হইবে। হযরত ফিরোয (রাঃ) বলিলেন, বদলা দেওয়া কি জরুরী? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, বদলা দেওয়া জরুরী। হযরত ফিরোয (রাঃ) বদলা দেওয়ার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গেলে যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। হযরত ওমর (রাঃ) যুবককে বলিলেন, হে যুবক! একটু থাম, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাই যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি। একদিন সকালবেলা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আজ রাত্রে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ

আনাসীকে কতল করা হইয়াছে। আর তাহাকে আল্লাহ তায়ালার এক নেক বান্দা ফিরোয দাইলামী কতল করিয়াছে। (হে যুবক!) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস শুনিবার পরও কি তুমি ফিরোয দাইলামীর নিকট হইতে বদলা লইবে? যুবক বলিল, আপনি যখন তাহার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস শুনাইয়াছেন তখন আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।

হযরত ফিরোয (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আমার অন্যায় স্বীকার করা ও তাহার নিজ খুশীতে মাফ করিয়া দেওয়া কি আমাকে (আল্লাহর আযাব হইতে) বাঁচাইয়া দিবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ফিরোয (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমার তলোয়ার, আমার ঘোড়া ও আমার ধনদৌলত হইতে ত্রিশ হাজার এই যুবককে হাদিয়া হিসাবে দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে কোরাইশী, তুমি মাফ করিয়া সওয়াবও পাইলে আবার এই পরিমাণ মালও পাইলে। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের অপর একটি ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক বাঁদী হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া আরজ করিল, আমার মনিব প্রথমতঃ আমার উপর অপবাদ আরোপ করিয়াছে, তারপর আমাকে আগুনের উপর বসাইয়াছে, যাহাতে আমার লজ্জাস্থান পুড়িয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মনিব কি তোমাকে এরূপ খারাপ কাজ করিতে দেখিয়াছিল? বাঁদী বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এরূপ খারাপ কাজ করিয়াছ বলিয়া তাহার নিকট স্বীকার করিয়াছিলে? বাঁদী বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। হযরত ওমর (রাঃ) যখন উক্ত ব্যক্তিকে দেখিলেন তখন বলিলেন, তুমি মানুষকে এমন শাস্তি দাও যাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারিত? সে বলিল, হে আমীরুল

মুমিনীন, তাহার ব্যাপারে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে খারাপ কাজ করিতে দেখিয়াছিলে? সে বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঁদী কি তোমার নিকট সেই খারাপ কাজের স্বীকারোক্তি করিয়াছিল? সে বলিল, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ না শুনিতাম যে, 'মনিবের নিকট হইতে গোলামের বদলা ও পিতার নিকট হইতে পুত্রের বদলা লওয়া যাইবে না' তবে আমি তোমার নিকট হইতে এই বাঁদীকে বদলা দেওয়াইতাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই লোককে একশত চাবুক মারিলেন এবং বাঁদীকে বলিলেন, তুমি যাও, তুমি আল্লাহর জন্য স্বাধীন। তুমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে স্বাধীনকৃত। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে আগুনে জ্বালানো হয় বা আগুন দ্বারা যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত করা হয় সে স্বাধীন। সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে স্বাধীনকৃত। (কান্‌য)

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ঘটনা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফ

মাকহুল (রহঃ) বলেন, হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বাইতুল মোকাদ্দাসের নিকট একজন গ্রাম্য লোককে ডাকিয়া তাহার ঘোড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকার জন্য বলিলেন। সে এই কাজ করিতে অস্বীকার করিল। এইজন্য হযরত ওবাদাহ (রাঃ) তাহাকে মারিলেন যাহাতে তাহার মাথায় জখম হইয়া গেল। সে তাঁহার বিরুদ্ধে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহার সহিত এই ব্যবহার কেন করিয়াছ? হযরত ওবাদাহ (রাঃ)

বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি তাহাকে বলিলাম, আমার বাহন ধরিয়া দাঁড়াও কিন্তু সে অস্বীকার করিল। আর আমার স্বভাবে রাগ বেশী। এইজন্য আমি তাহাকে মারিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি তাহাকে বদলা দেওয়ার জন্য বসিয়া যাও। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলিলেন, আপনি আপনার গোলামকে আপনার ভাইয়ের নিকট হইতে বদলা দেওয়াইতেছেন? ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বদলা দেওয়াইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন এবং এই ফয়সালা করিলেন যে, হযরত ওবাদাহ (রাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছু টাকা দিয়া দেন। (কান্‌য)

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)এর ঘটনা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফ

হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গেলেন তখন আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে এক (ইহুদী) ব্যক্তি দাঁড়াইল যাহার মাথায় আঘাত ছিল এবং তাহাকে মারা হইয়াছিল। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার যে অবস্থা দেখিতেছেন তাহা একজন মুসলমান আমার সহিত করিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং হযরত সুহাইব (রাঃ)কে বলিলেন, যাও, দেখ কে তাহার সহিত এই আচরণ করিয়াছে? তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। হযরত সুহাইব (রাঃ) খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) তাহার সহিত এই আচরণ করিয়াছেন। হযরত সুহাইব (রাঃ) হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ)কে বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন তোমার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। তুমি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে বল, তিনি যেন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। কেননা আমার আশংকা হয় যে, হযরত ওমর (রাঃ) তোমাকে দেখামাত্রই শাস্তি দিতে আরম্ভ করিবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) নামায শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সুহাইব কোথায়? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে লইয়া আসিয়াছ? হযরত সুহাইব (রাঃ) বলিলেন, জ্বি হাঁ। হযরত সুহাইব (রাঃ) পূর্বেই যাইয়া হযরত মুআয (রাঃ)কে সমস্ত ঘটনা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত মুআয (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, এই ব্যক্তিকে হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) (এর মত গণ্যমান্য ব্যক্তি) মারিয়াছেন। আপনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে তাড়াহুড়া না করিয়া প্রথমে তাহার নিকট হইতে ঘটনা শুনিয়া লউন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তির সহিত তোমার কি হইয়াছে? হযরত আওফ (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি দেখিলাম, একজন মুসলমান মহিলা গাধায় আরোহণ করিয়া আছে, আর এই ব্যক্তি পিছন হইতে উক্ত গাধাকে হাঁকাইতেছে। এমতাবস্থায় সে উক্ত মহিলাকে গাধার উপর হইতে ফেলিবার জন্য গাধাকে লাঠি দ্বারা খোঁচা মারিল, কিন্তু মহিলাটি গাধার উপর হইতে পড়িল না দেখিয়া সে গাধাকে হাত দ্বারা ধাক্কা দিল, ফলে মহিলাটি গাধা হইতে পড়িয়া গেল। আর তৎক্ষণাৎ সে মহিলার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল (এবং তাহার ইজ্জত নষ্ট করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি সহ্য করিতে পারি নাই। অতএব তাহার মাথায় আঘাত করিয়াছি।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি সেই মহিলাকে লইয়া আস যাহাতে সে তোমার কথার সত্যতা স্বীকার করে।

হযরত আওফ (রাঃ) সেই মহিলার নিকট গেলে তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা বলিল, তুমি আমাদের মেয়েকে কি করিতে চাও? তুমি তো (হযরত ওমর (রাঃ)কে ঘটনা শুনাইয়া) আমাদের মানসম্মান নষ্ট করিয়া দিয়াছ। মেয়েটি বলিল, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তাহার সহিত যাইব। তাহার পিতা ও স্বামী বলিল, তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই, তোমার পক্ষ হইতে আমরাই হযরত ওমর (রাঃ)কে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া আসিব। তাহারা উভয়ে হযরত ওমর

(রাঃ)এর নিকট আসিয়া হযরত আওফ (রাঃ) যেরূপ বলিয়াছিলেন হুবহু সেরূপ শুনাইলেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ)এর আদেশে সেই ইহুদীকে শূলে চড়ানো হইল। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (হে ইহুদীগণ,) আমরা তোমাদের সহিত এই বিষয়ে সন্ধি করি নাই (যে, তোমরা আমাদের মেয়েদের আবরু নষ্ট করিবে আর আমরা কিছুই করিব না)। অতঃপর বলিলেন, হে লোকসকল, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া আমান বা নিরাপত্তা সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। তবে তাহাদের যে কেহ কোন মুসলমান মহিলার সহিত ব্যভিচার করিবে তাহার জন্য কোন নিরাপত্তা চুক্তি নাই। হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, আমি ইসলামের যুগে এই সর্বপ্রথম ইহুদীকে শূলে চড়িতে দেখিয়াছি। (কান্‌য)

হযরত বুকাইর ইবনে সাদ্দাখ (রাঃ) ও এক ইহুদীর ঘটনা

আবদুল মালেক ইবনে ইয়ালা লাইসী (রহঃ) বলেন, হযরত বুকাইর ইবনে সাদ্দাখ (রাঃ) নাবালক বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতেন। তিনি যখন বালক বয়সে উপনীত হইলেন তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এযাবৎ আপনার ঘরে আসা যাওয়া করিতাম। এখন আমি বালেগ হইয়া গিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই দোয়া দিলেন, 'আয় আল্লাহ, তাহার কথাকে সত্যে পরিণত করেন এবং তাহাকে সফলকাম করেন।'

পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে এক ইহুদীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) এই ঘটনাকে সাংঘাতিক বিষয় মনে করিলেন এবং বিচলিত হইলেন। মিম্বারে উঠিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে খলীফা বানাইয়াছেন, তবে কি

আমার খেলাফত আমলে এইভাবে অজ্ঞাতে লোকদেরকে কতল করা হইবে? যে কেহ এই কতল সম্পর্কে কিছু জানে আমি তাহাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছি, সে যেন আমাকে অবশ্যই এই বিষয়ে জানায়। এই কথার পর হযরত বুকার ইবনে সাদ্দাখ (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি তাহাকে কতল করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহু আকবার! তুমি তাহার কতলের স্বীকারোক্তি করিলে? এখন শাস্তি হইতে পরিত্রাণের কারণ ব্যাখ্যা কর। তিনি বলিলেন, হাঁ। অমুক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য গিয়াছে এবং তাহার পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব আমাকে দিয়া গিয়াছে। আমি তাহার ঘরে যাইয়া এই ইহুদীকে সেখানে পাইলাম। সে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—

اَشْعَثُ غَرَّهُ الْاِسْلَامُ حَتّٰى - خَلَوْتُ بِعُرْسِهٖ لَيْلَ التَّمَامِ

অর্থ ঃ আশআস (মহিলার স্বামীর নাম)কে তো ইসলাম ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে (সে ইসলামের খাতিরে ঘর ছাড়িয়া আল্লাহর রাস্তায় গিয়াছে,) আর আমি (তাহার এই অনুপস্থিতির সুযোগে) তাহার স্ত্রীর সহিত সারারাত্র একান্তে কাটাইয়াছি।

اَبِيْتُ عَلٰى تَرَائِبِهَا وَ يُمْسِىْ - عَلٰى جَرْدَاءَ لَا حِقَةِ الْحِزَامِ

অর্থ ঃ আমি তো সারারাত্র তাহার স্ত্রীর বুকের উপর কাটাইতেছি আর সে ক্ষুদ্র পশমবিশিষ্ট লাগামযুক্ত ঘোড়ার পিঠের উপর সন্ধ্যা যাপন করিতেছে।

كَاَنَّ مَجَامِعُ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا - فِئَامٌ يَنْهَضُوْنَ اِلٰى فِئَامِ

অর্থ ঃ (আরবদের নিকট মেয়েদের মেদবহুল মোটা শরীর অধিক পছন্দনীয় বলিয়া সে বলিতেছে, তাহার স্ত্রী এমন মাংসল ও মোটা যে,) তাহার উভয় রানের সংযোগস্থল অর্থাৎ নিতম্ব যেন স্তরে স্তরে সাজানো অনেকগুলি বড় বড় মাংসপিণ্ড।

ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত দোয়ার কারণে বিনা সাক্ষীতেই তাহার কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং সেই ইহুদীর খুনের সাজা মাফ করিয়া দিলেন। (কান্‌য)

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর নামে হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

কাসেম ইবনে আবি বায্‌যাহ (রাঃ) বলেন, সিরিয়ায় একজন মুসলমান একজন জিম্মি (অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফের)কে কতল করিল। হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট ইহার বিচার পেশ করা হইলে তিনি এই ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে লিখিলেন, এই জিম্মিদেরকে কতল করিয়া দেওয়া যদি উক্ত মুসলমান ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকে তবে সামনে ডাকাইয়া তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। আর যদি আকস্মিকভাবে রাগান্বিত হইয়া এরূপ করিয়া থাকে তবে তাহার উপর রক্তবিনিময় হিসাবে চার হাজারের জরিমানা ধার্য করিয়া দাও।

একজন সেনাপতির প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর চিঠি

কুফার এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) একটি লশকর পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত লশকরের আমীরের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের সঙ্গীদের মধ্য হইতে কিছুলোক এমন আছে যাহারা কোন শক্তিশালী কাফেরকে যখন ধাওয়া করে, আর সেই কাফের দৌড়াইয়া পাহাড়ে উঠিয়া আত্মরক্ষা করে তখন তোমাদের সেই সঙ্গী ফারসী ভাষায় তাহাকে অভয় দিয়া বলে, 'মাতারস' অর্থাৎ ভয় করিও না। তারপর কাফের যখন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করে তখন তাহাকে কতল করিয়া দেয়।' সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আগামীতে যদি আমি কাহারো ব্যাপারে এরূপ করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারি তবে

আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।

হযরত আবু সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি তোমাদের কেহ কোন মুশরিককে আসমানের দিকে অঙ্গুলির ইশারা করিয়া নিরাপত্তা প্রদান করে, আর এই কারণে সেই মুশরিক তাহার নিকট চলিয়া আসে, তারপর সেই মুসলমান তাহাকে (এইভাবে ধোকা দিয়া) কতল করিয়া দেয়, তবে আমি উক্ত মুসলমানকে অবশ্যই কতল করিয়া দিব।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হুরমুযানের ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা 'তুস্তার' অবরোধ করিলাম। (অবরোধের কারণে নিরুপায় হইয়া তুস্তারের শাসনকর্তা) হুরমুযান হযরত ওমর (রাঃ)এর ফয়সালা মানিয়া লওয়ার শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। আমি তাহাকে লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলাম। আমরা যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, বল, কি বলিতে চাও? হুরমুযান বলিল, জীবিত ব্যক্তির ন্যায় কথা বলিব, না মৃত ব্যক্তির ন্যায় বলিব?

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কোন ভয় নাই, বল। হুরমুযান বলিল, হে আরব জাতি! যতদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে ছিলেন না, বরং আমাদের ও তোমাদের বিষয়ে তিনি নিরপেক্ষভাবে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলেন ততদিন আমরা তোমাদেরকে গোলাম বানাইতেছিলাম, তোমাদেরকে কতল করিতেছিলাম ও তোমাদের সমস্ত মালদৌলত কাড়িয়া লইতেছিলাম। কিন্তু যেদিন হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে হইয়া গিয়াছেন সেদিন হইতে আর আমরা তোমাদের সহিত পারিয়া উঠিতেছি না।

হযরত ওমর (রাঃ) (আমাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, (হে আনাস!) তুমি কি বল। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমি আমার পিছনে অসংখ্য শত্রু ও তাহাদের বিরাট শক্তি ছাড়িয়া আসিয়াছি। আপনি যদি

তাহাকে কতল করিয়া দেন তবে তাহার কাওমের লোকেরা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া মুসলমানদের সহিত মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে। (অতএব তাহাকে কতল না করাই সমীচীন হইবে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি হযরত বারা ইবনে মালেক (রাঃ) ও মাজযাআহ ইবনে সাওর (রাঃ)এর (ন্যায় সম্মানিত সাহাবীদ্বয়ের) হত্যাকারীকে কিরূপে জীবিত ছাড়িয়া দিব? হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমার যখন আশংকা হইল যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে কতল করিয়াই দিবেন তখন আমি বলিলাম, আপনি তাহাকে কতল করিতে পারেন না, কেননা আপনি তাহাকে 'কোন ভয় নাই, বল', বলিয়াছেন। (আর এই শব্দ নিরাপত্তা প্রদান বুঝায় অতএব আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দিয়াছেন।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, মনে হয় তুমি তাহার নিকট হইতে ঘুষ লইয়াছ বা কোন স্বার্থ হাসিল করিয়াছ।

হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাহার নিকট হইতে না ঘুষ লইয়াছি, আর না কোন স্বার্থ হাসিল করিয়াছি। (আমি তো একটি হক কথা বলিতেছি।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজের কথার স্বপক্ষে (যে, এই শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা হাসিল হইয়া যায়) কোন সাক্ষী হাজির কর, নতুবা আমি তোমাকে প্রথম শাস্তি প্রদান করিব। (হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,) আমি (সেখান হইতে) বাহির হইলাম। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে লইয়া আসিলাম এবং তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) হুরমুযানকে কতল করা হইতে বিরত হইলেন। হুরমুযান মুসলমান হইয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার জন্য বাইতুল মাল হইতে ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। (বাইহাকী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইনসাফের অপর একটি ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি হাদরাদ আসলামী (রাঃ) বলেন,

আমরা যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত দামেশকের জাবিয়া নামক এলাকায় পৌঁছিলাম তখন তিনি দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ জিম্মি (কাফের) লোকদের নিকট খাবার চাহিয়া বেড়াইতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) লোকটি সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিল, এই ব্যক্তি একজন জিম্মি (কাফের)। দুর্বল ও বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার উপর যে কর নির্ধারিত ছিল তাহা মাফ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা প্রথম তাহার উপর কর আরোপ করিয়াছ। তারপর যখন সে উহা পরিশোধ করিতে করিতে দুর্বল হইয়া গিয়াছে তখন তাহাকে খাবার চাহিয়া বেড়াইতে লাগাইয়া দিয়াছ। অতঃপর তিনি তাহার জন্য বাইতুল মাল হইতে দশ দেরহাম ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ লোকটির অনেক সন্তান–সন্ততিও ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক বৃদ্ধ জিম্মির নিকট দিয়া গেলেন, যে মসজিদের দ্বারে দ্বারে লোকদের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে জিম্মি, আমরা তোমার সহিত ইনসাফ করি নাই। তোমার যৌবনকালে তো তোমার নিকট হইতে কর উসুল করিয়াছি আর বৃদ্ধকালে তোমার কোন খেয়াল করি নাই। তারপর তাহার জন্য বাইতুল মাল হইতে জীবন যাপন করিতে পারে পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করিয়া দিলেন।

অপর এক জিম্মির ঘটনা

ইয়াযীদ ইবনে আবি মালেক (রহঃ) বলেন, মুসলিম বাহিনী জাবিয়া এলাকায় অবস্থান করিতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ)ও তাহাদের সহিত সেখানে ছিলেন। এমন সময় একজন জিম্মি আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে সংবাদ দিল যে, লোকজন তাহার আঙ্গুরের বাগানে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাহার এক সঙ্গী নিজের ঢালের উপর আঙ্গুর লইয়া রাখিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আরে, তুমিও! সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন,

আমাদের অত্যাধিক ক্ষুধা লাগিয়াছে। (খাওয়ার আর কিছুই নাই।) ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং হুকুম দিলেন যে, এই জিম্মিকে তাহার আঙ্গুরের মূল্য দিয়া দেওয়া হউক। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ)এর একজন মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যে ফয়সালা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, একজন মুসলমান ও এক ইহুদী উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে মিমাংসার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি দেখিলেন, ইহুদী হকের উপর রহিয়াছে। অতএব তিনি ইহুদীর পক্ষে ফয়সালা করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া ইহুদী বলিল, আল্লাহর কসম, আপনি হক ফয়সালা করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে হালকাভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি কিভাবে বুঝিলে? ইহুদী বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা তাওরাতে লিখিত পাইয়াছি যে, যখন বিচারক হক ফয়সালা করে তখন তাহার ডানে একজন ফেরেশতা ও বামে একজন ফেরেশতা থাকেন। তাহারা উভয়ে তাহাকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করেন এবং হক কথা তাহার অন্তরে ঢালিতে থাকেন। বিচারক যতক্ষণ হক ফয়সালা করার উপর অবিচল থাকেন (ততক্ষণ এরূপ হইয়া থাকে।)। আর যখন বিচারক হককে পরিত্যাগ করেন তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া আসমানের দিকে উঠিয়া যান। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সালামা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইয়াস ইবনে সালামা (রাঃ) তাহার পিতা হযরত সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বাজারের উপর দিয়া যাইতেছিলেন। তাহার হাতে চাবুক ছিল। তিনি আমাকে হালকাভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলেন যাহা আমার কাপড়ের কিনারায় লাগিল এবং বলিলেন, রাস্তা হইতে সরিয়া যাও। পরবর্তী

বৎসর তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে সালামা, তোমার কি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তারপর তিনি আমার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন এবং ছয়শত দেরহাম দিয়া বলিলেন, এইগুলি তোমার হজ্জের সফরে খরচ করিও। আর ইহা তোমাকে যে হালকাভাবে চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়াছিলাম উহার বিনিময়। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমার তো সেই চাবুকের কথা স্মরণও নাই। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি তাহা ভুলি নাই।

হযরত ওসমান যিন্নূরাইন (রাঃ)এর ইনসাফ

আবুল ফোরাত (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর এক গোলাম ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি একবার তোমার কান মলিয়াছিলাম অতএব তুমি আমার নিকট হইতে উহার বদলা গ্রহণ কর। গোলাম তাহার কান ধরিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, জোরে মলিয়া দাও। দুনিয়াতে বদলা দেওয়া কত ভাল! এখন আর আখেরাতে বদলা দিতে হইবে না।

একটি পাখির ব্যাপারে ইনসাফ

নাফে' ইবনে আবদুল হারেস (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মক্কায় আসিলেন। জুমুআর দিন দারুন নাদওয়াতে গেলেন। (এইখানে কোরাইশগণ পরামর্শ করিত।) তাহার উদ্দেশ্য ছিল, এইখান হইতে মসজিদে হারাম নিকটে হইবে। তিনি সেখানে ঘরের মধ্যে একটি খুঁটির উপর নিজের চাদর রাখিলেন। তাহার চাদরের উপর হরমের একটি কবুতর আসিয়া বসিল। তিনি উহাকে তাড়াইয়া দিলে একটি সাপ উহাকে মারিয়া ফেলিল। জুমুআর নামাযের পর আমি ও হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আজ আমার দ্বারা একটি কাজ সংঘটিত হইয়াছে। তোমরা উভয়ে সেই ব্যাপারে আমার সম্পর্কে ফয়সালা করিয়া দাও। আজ আমি এই ঘরে প্রবেশ

করিয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল এখান হইতে মসজিদে হারাম নিকটে হইবে। আমি নিজের চাদর এই খুটির উপর রাখিলাম। হরমের একটি কবুতর আসিয়া চাদরের উপর বসিল। আমার আশংকা হইল যে, পাখিটি পায়খানা করিয়া চাদর নষ্ট না করিয়া দেয়। এইজন্য আমি উহাকে তাড়াইয়া দিলাম। পাখি উড়িয়া অপর একটি খুঁটির উপর বসিল। সেখানে একটি সাপ লাফাইয়া উঠিয়া পাখিটিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল। এখন আমার মনে হইতেছে যে, পাখিটি প্রথম খুটির উপর নিরাপদ ছিল। সেখান হইতে আমিই উহাকে উড়াইয়া দিয়াছি। ইহাতে সে অপর খুঁটির উপর যাইয়া বসার দরুন উহার মৃত্যু ঘটিল। অতএব আমিই উহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছি।

ঘটনা শুনিয়া আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি যদি আমীরুল মুমিনীনের উপর দুই দাঁত বিশিষ্ট একটি বকরী দেওয়ার ফায়সালা করেন, তবে কেমন হয়? তিনি বলিলেন, আমারও রায় ইহাই। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) সেই ধরনের একটি বকরী দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)এর ইনসাফ

কুলাইব (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট ইস্পাহান হইতে মাল আসিল। তিনি উহাকে সাত ভাগে ভাগ করিলেন। উহার মধ্যে তিনি একটি রুটিও পাইলেন। সেই রুটিকে তিনি সাত ভাগ করিলেন এবং প্রতি ভাগের উপর একটি করিয়া রুটির টুকরা রাখিলেন। অতঃপর লশকরের সাত ভাগের আমীরদেরকে ডাকিলেন। তাহাদের মধ্যে কাহাকে প্রথম দিবেন, এইজন্য তাহাদের মধ্যে লটারী করিলেন।

(কান্‌য)

অপর একটি ঘটনা

আবদুল্লাহ হাশেমী (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, দুইজন মহিলা হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট কিছু চাহিতে আসিল। তন্মধ্যে একজন আরবী ও একজন মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদি ছিল। তিনি তাহাদের

প্রত্যেককে এক কুর (অর্থাৎ প্রায় তেষট্টি মণ) শস্য ও চল্লিশ দেরহাম করিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদি নিজের অংশ যাহা তাহাকে দেওয়া হইল লইয়া চলিয়া গেল। আরবী মহিলাটি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তাহাকে যে পরিমাণ দিয়াছেন আমাকেও তাহাই দিলেন? অথচ আমি আরবী আর সে মুক্তিপ্রাপ্তা বাঁদি। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবে লক্ষ্য করিয়াছি কিন্তু সেখানে আমি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদের জন্য হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের আওলাদের উপর অধিক কোন মর্যাদা আছে বলিয়া পাই নাই।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত জা'দাহ (রাঃ)এর ঘটনা

আলী ইবনে রাবীআহ (রহঃ) বলেন, হযরত জা'দাহ ইবনে হুবাইরাহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার নিকট দুই ব্যক্তি আসিবে। একজন তো এমন যে, সে আপনাকে নিজের প্রাণ হইতে বেশী মহব্বত করে অথবা বলিলেন, আপনাকে নিজের পরিবার পরিজন ও মাল হইতে হইতেও বেশী মহব্বত করে। আর অপরজন আপনাকে জবাই করিতে পারিলে জবাই করিয়া দেয়। অতএব আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম ব্যক্তির পক্ষে ফয়সালা করিয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) হযরত জা'দাহ (রাঃ)এর বুকের উপর ঘুষি মারিয়া বলিলেন, যদি এই ফয়সালা নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য হইত তবে আমি এরূপই করিতাম। কিন্তু ফয়সালা তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হইয়া থাকে। (সুতরাং আমি তো হক অনুযায়ীই ফয়সালা করিব, চাই যাহার পক্ষেই হউক।)

অপর একটি ঘটনা

আসবাগ ইবনে নুবাতাহ (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আলী

(রাঃ)এর সহিত বাজারে গেলাম। তিনি দেখিলেন, বাজারের লোকজন নিজেদের স্থান হইতে আগাইয়া অতিরিক্ত স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ কেন হইল? লোকেরা বলিল, বাজারের লোকেরা নিজেদের স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া অতিরিক্ত স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহাদের অতিরিক্ত স্থান দখল করার কোন হক নাই। (বরং) মুসলমানদের বাজার নামাযীদের নামাযের স্থান অর্থাৎ মসজিদের ন্যায়। অতএব যে সমস্ত স্থানের কেহ মালিক নয় সেখানকার নিয়ম হইল, যে সর্বপ্রথম কোন স্থান দখল করিবে সেই দিনের জন্য উক্ত স্থান তাহার হইবে। অবশ্য সে যদি স্বেচ্ছায় সেই স্থান পরিত্যাগ করে তবে ভিন্ন কথা।

সাহাবা (রাঃ)দের আখলাকের ঘটনায় এক ইহুদীর সহিত হযরত আলী (রাঃ)এর ইনসাফের ঘটনা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর ইনসাফ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) খাইবার সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে এই বিষয়েও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রতি বৎসর খাইবারে যাইয়া গাছের উপর খেজুর ও আঙ্গুর বাগানে আঙ্গুরের পরিমাণ আন্দাজ করিতেন যে, কি পরিমাণ হইতে পারে? তারপর আন্দাজ অনুসারে উহার অর্ধেক ফল দিতে হইবে বলিয়া তাহাদেরকে উহার দায়িত্ব দিতেন। খাইবারবাসী (ইহুদী)গণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহার এই অনুমান করিয়া পরিমাণ নির্ধারণের উপর কড়াকড়ির ব্যাপারে নালিশ জানাইল এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে ঘুষ দিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমনরা, আমাকে হারাম খাওয়াইতে চাহিতেছ? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, আর

তোমরা আমার নিকট বানর ও শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত। কিন্তু তোমাদের প্রতি ঘৃণা ও তাঁহার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি মুহব্বত আমাকে তোমাদের সহিত বেইনসাফী করার উপর উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে না। তাহারা বলিল, এই ইনসাফের বদৌলতেই জমিন আসমান কায়েম রহিয়াছে।

হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর ইনসাফ

হযরত হারেস ইবনে সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) এক লশকরের সহিত ছিলেন। শত্রুরা তাহাদের লশকরকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। লশকরের আমীর হুকুম দিলেন যে, কেহ যেন নিজের জানোয়ার চরাইবার জন্য বাহিরে না যায়। এক ব্যক্তি আমীরের এই হুকুম সম্পর্কে অবগত ছিল না। সে নিজের সওয়ারী চরাইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। আমীর তাহাকে এইজন্য মারিল। সে আমীরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, আজ আমার সহিত যে ব্যবহার করা হইয়াছে, আমি এরূপ কখনও দেখি নাই। হযরত মেকদাদ (রাঃ) তাহার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে নিজের ঘটনা শুনাইল। শুনিয়া হযরত মেকদাদ (রাঃ) গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমীরের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, আপনি তাহাকে (বিনা দোষে মারিয়াছেন অতএব) নিজের পক্ষ হইতে বদলা প্রদান করুন। আমীর বদলা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সেই ব্যক্তি আমীরকে মাফ করিয়া দিল। হযরত মেকদাদ (রাঃ) এই বলিতে বলিতে ফিরিয়া আসিলেন যে, ইনশাআল্লাহ আমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিব যে, ইসলাম বিজয়ী থাকিবে। (অর্থাৎ দুর্বলের জন্য সকলের নিকট হইতে বদলা লওয়া হইবে।)

খলীফাদের আল্লাহকে ভয় করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আল্লাহকে ভয় করা

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার গাছের উপর একটি পাখি দেখিয়া বলিলেন, হে পাখি, তোমার জন্য সুসংবাদ, (তুমি কত আনন্দে কালাতিপাত করিতেছ।) আল্লাহর কসম, আমার মনে চায়, যদি আমি তোমার মত হইতাম। তুমি গাছের উপর বস, ফল খাও, আবার উড়িয়া যাও, তোমার না কোন হিসাব হইবে, আর না তোমার কোন আযাব হইবে। আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি পথের ধারে একটি গাছ হইতাম! কোন উট পাশ দিয়া যাওয়ার সময় আমাকে মুখে পুরিয়া লইত আর চাবাইয়া তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিত। তারপর পায়খানা বানাইয়া বাহির করিয়া দিত। আমি কোন মানুষ না হইতাম।

যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একটি চড়াই পাখি দেখিয়া বলিলেন, হে চড়াই! তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি ফল খাও, গাছে গাছে উড়িয়া বেড়াও, না তোমাকে হিসাব দিতে হইবে, আর না তোমার আযাব হইবে। আল্লাহর কসম, আমার মনে চায়, আমি যদি কোন দুম্বা হইতাম। আমার মালিক আমাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোটা তাজা করিত। যখন আমি খুব মোটাতাজা হইতাম তখন তাহারা আমাকে জবাই করিত আর আমার কিছু অংশ ভুনা করিয়া, কিছু অংশ টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিত। তারপর মল বানাইয়া পায়খানায় ফেলিয়া দিত। আমি মানবকুলে সৃষ্টি না হইতাম।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ‘যুহুদ’ নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার বলিলেন, হায়! আমি যদি কোন মুমিন বান্দার শরীরের কোন পশম হইতাম! (মুন্তাখাবে কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর আল্লাহকে ভয় করা

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার বলিলেন, হায় আমি যদি আমার পরিবারের দুম্বা হইতাম। তাহারা কিছুদিন আমাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোটা করিত। তারপর যখন আমি খুব হৃষ্টপুষ্ট হইতাম তখন তাহাদের কোন প্রিয়জন সাক্ষাতের জন্য আসিত আর তাহারা (মেহমানদারীর জন্য আমাকে জবাই করিয়া) আমার কিছু অংশ ভুনা করিয়া, কিছু অংশ রান্না করিয়া খাইয়া ফেলিত। তারপর তাহারা পায়খানায় পরিণত করিয়া বাহির করিয়া দিত। আমি মানবকুলে সৃষ্টি না হইতাম।

হযরত আমের ইবনে রাবীআহ (রাঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি একটি খড়কুটা উঠাইয়া বলিলেন, হায়! যদি আমি এই খড়কুটা হইতাম! হায়, আমি যদি পয়দাই না হইতাম! হায়, আমি যদি কিছুই না হইতাম! হায়, আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করিত! হায়,আমি যদি একেবারেই বিলুপ্ত ও বিলীন হইতাম!

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি আসমান হইতে কোন ঘোষণাকারী এই ঘোষণা দেয় যে, হে লোকসকল, এক ব্যক্তি ব্যতীত তোমরা সকলেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে তবে (নিজ আমলের দরুন) আমার আশংকা হয়, আমিই সেই এক ব্যক্তি হইব। আর যদি আসমান হইতে কোন ঘোষণাকারী এই ঘোষণা দেয় যে, হে লোকসকল, এক ব্যক্তি ব্যতীত তোমরা সকলেই দোযখে যাইবে তবে (আল্লাহ তায়ালার রহমতের কারণে) আমার আশা হয় যে, আমিই সেই এক ব্যক্তি হইব। (ভয় ও আশা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার নামই ঈমান।)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত হযরত ওমর (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। হযরত

ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হে আবু মূসা, তোমার কি ইহা পছন্দ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত থাকাকালীন তুমি যে সমস্ত আমল করিয়াছ তাহা তোমার জন্য যথাযথ বহাল থাকুক (এবং তুমি সেই সমস্ত নেক আমলের পুরস্কার লাভ কর)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর বিশেষ করিয়া নিজের শাসন আমলে যে সকল আমল করিয়াছ উহা হইতে সমান সমানভাবে মুক্ত হইয়া যাও। সে সময়ের নেক আমলগুলি বদআমলের পরিবর্তে ও বদআমলগুলি নেক আমলের পরিবর্তে হইয়া না কোন নেক আমলের সওয়াব লাভ কর আর না কোন বদআমলের কারণে শাস্তি পাও?

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, না, (আমি পরবর্তীকালের আমল হইতে সমান সমানভাবে মুক্তিলাভ করিতে রাজী নহি, বরং পরবর্তীতে কৃত আমলের সওয়াবের ব্যাপারে বড় আশাবাদী, কারণ) আল্লাহর কসম, যখন আমি বসরা আসিয়াছিলাম তখন বসরাবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মূর্খতা ও অসভ্যতা বিরাজমান ছিল। আমি তাহাদেরকে কোরআন ও সুন্নাত শিক্ষা দিয়াছি, তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছি। এই সমস্ত আমলের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু আমি তো চাই যে, সে যুগের ভাল আমলগুলি খারাপ আমলের বিনিময়ে ও খারাপ আমলগুলি ভাল আমলের বিনিময়ে শোধবোধ হইয়া যায়। না কোন আমলের সওয়াব লাভ করি, আর না কোন গুনাহের উপর শাস্তি পাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল আমল করিয়াছি তাহা আমার জন্য বহাল ও রক্ষিত থাকে (অর্থাৎ উহার সওয়াব লাভ করি।)।

হযরত ওমর (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় আল্লাহকে ভয় করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বর্শার

আঘাতে আহত হওয়ার পর আমি তাহার নিকট গেলাম এবং তাহাকে বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, কেননা আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা বহু শহর আবাদ করিয়াছেন, মোনাফেকীকে খতম করিয়াছেন এবং আপনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সাধারণ মানুষের রুযীতে যথেষ্ট সচ্ছলতা আনয়ন করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস! তুমি কি আমীরের দায়িত্ব পালন বিষয়ে আমার প্রশংসা করিতেছ? আমি বলিলাম, আমি তো অন্যান্য কাজের বিষয়েও আপনার প্রশংসা করি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে। আমি তো চাই যে, আমীরের দায়িত্ব গ্রহণের সময় যেভাবে উহাতে প্রবেশ করিয়াছি সেইভাবে উহা হইতে বাহির হইয়া যাই, না কোন ভাল আমলের উপর সওয়াব লাভ করি, আর না কোন খারাপ আমলের শাস্তি পাই।

ইবনে সা'দ একই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে যে, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আপনার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তারপর আপনাকে মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করা হইলে আপনি তাহাদেরকে শক্তি যোগাইয়াছেন এবং যথাযথভাবে আমানত আদায় করিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিয়াছ, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যদি সমগ্র দুনিয়া ও উহাতে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদ আমার হইয়া যায় তবে অতিসত্বর আমার সম্মুখে আখেরাতের যে ভয়ানক দৃশ্য প্রকাশিত হইবে, সেখানে আমার সহিত কি আচরণ করা হইবে তাহা জানার পূর্বেই আমি সেই দুনিয়া ও উহার সমুদয় সম্পদ ফিদিয়া হিসাবে দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি মুসলমানদের আমীর হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছ। আল্লাহর কসম, আমি তো চাই যে, আমার শাসন

আমল সমান সমান থাকুক—না সওয়াব লাভ করি, আর না শাস্তি পাই। আর তুমি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভের কথা উল্লেখ করিয়াছ তাহা অবশ্য আশা করার মত জিনিস।

ইবনে সা'দের অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বসাও। তিনি বসার পর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কথাগুলি পুনরায় বল। তিনি পুনরায় বলিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কি তুমি আল্লাহর সম্মুখে এই সমস্ত কথা সাক্ষ্য দিবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ দিব। ইহাতে হযরত ওমর (রাঃ) আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিকট এই কথা খুবই পছন্দ হইল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মৃত্যুর সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর মাথা আমার উরুর উপর ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন, আমার মাথা জমিনের উপর রাখিয়া দাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনার মাথা আমার উরুর উপর বা জমিনের উপর থাকিলে ইহাতে আপনার কি ক্ষতি? তিনি বলিলেন, জমিনের উপর রাখিয়া দাও। সুতরাং আমি জমিনের উপর রাখিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, যদি আমার রব আমার উপর দয়া না করেন তবে আমার জন্যও ধ্বংস, আমার মায়ের জন্যও ধ্বংস।

হযরত মেসওয়ার (রাঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বর্শার আঘাত লাগার পর বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি যদি জমিন ভরা স্বর্ণ পাই তবে আল্লাহ তায়ালার আযাব দেখার পূর্বেই আমি উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেই সমুদয় স্বর্ণ প্রদান করিব।

আমীর কি কাহারো তিরস্কারের ভয় করিবে?

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহর রাস্তায় কাহারো তিরস্কারের ভয় করা আমার জন্য উত্তম হইবে, না নিজের নফসের

সংশোধনে মনোযোগী হওয়া উত্তম হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে তাহার জন্য তো কাহারো তিরস্কারের ভয় না করা উচিত। আর যে ব্যক্তি এজতেমায়ী অর্থাৎ সমষ্টিগত কাজ হইতে অবসর রহিয়াছে তাহার জন্য নিজের নফসের সংশোধন কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত। অবশ্য নিজ আমীরের হিত কামনা করিবে।

খলীফাদের অপরাপর খলীফা ও আমীরদের প্রতি অসিয়ত

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত

আগাররে বনি মালেকের আগার (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা বানাইতে চাহিলেন তখন তিনি লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাহাকে বলিলেন—

আমি তোমাকে এমন এক কাজের দিকে আহবান জানাইতেছি, যে কেহ উহার দায়িত্ব বহন করিবে তাহাকে এই কাজ পরিশ্রান্ত করিয়া দিবে। অতএব হে ওমর! আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করার মাধ্যমে তাঁহাকে ভয় কর এবং তাঁহাকে ভয় করিয়া তাহার হুকুম পালন কর। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করে সে-ই (সর্বপ্রকার ভয় হইতে) নিরাপদ থাকে এবং (সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে) রক্ষা লাভ করে। অতঃপর আল্লাহর নিকট এই খেলাফতের বিষয়াদির হিসাব দিতে হইবে। এই কাজের উপযুক্ত একমাত্র সেই ব্যক্তি হইতে পারে, যে উহার হক আদায় করিতে সক্ষম হয়। আর যে ব্যক্তি অপরকে হকের হুকুম করে, কিন্তু নিজে বাতিলের উপর আমল করে, অপরকে নেককাজের হুকুম করে কিন্তু নিজে বদকাজ করে তাহার কোন আশাই পূর্ণ হইবার নয় এবং তাহার

সমস্ত নেক আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং যদি মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করা হয় তবে তাহাদের খুন হইতে যদি তোমার হাতকে দূরে রাখিতে পার এবং তাহাদের মাল হইতে নিজের পেটকে খালি রাখিতে পার এবং তাহাদের ইজ্জত নষ্ট করা হইতে নিজের জিহ্বাকে বাঁচাইতে পার তবে অবশ্যই তাহা করিবে। আর নেককাজের শক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দিয়া থাকেন।

ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি এই অসিয়তনামা লেখাইলেন—

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহা আবু বকর সিদ্দীকের পক্ষ হইতে এমন সময়ের অসিয়তনামা যখন তাহার দুনিয়া হইতে যাওয়ার শেষ সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে এবং আখেরাতে প্রবেশের সময় শুরু হইতেছে। ইহা এমন একটি সময় যখন কাফের ঈমান আনয়ন করে এবং ফাসেক ও ফাজের মুত্তাকী হইয়া যায়, মিথ্যাবাদীও সত্য বলিতে আরম্ভ করে। আমি আমার পর ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি। যদি তিনি ইনসাফের সহিত কাজ করেন তবে তাহার ব্যাপারে আমার ধারণাও তাহাই। আর যদি তিনি জুলুম করেন এবং বদলাইয়া যান তবে (উহার খারাপ পরিণতি নিজেই ভোগ করিবেন,) আমি তো ভালোর আশা করিয়া খলীফা বানাইয়াছিলাম, গায়েবের খবর আমি জানি না। আর জালেমগণ অতিসত্বর জানিতে পারিবে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

অতঃপর তিনি লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং মৌখিকভাবে এই অসিয়ত করিলেন—

হে ওমর, কিছুলোক তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আর কিছু লোক তোমাকে মহব্বত করে। পুরাতন কাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, ভাল কাজকে খারাপ ও মন্দ কাজকে ভাল মনে করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তো আমার খেলাফতের প্রয়োজন নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু খেলাফতের তোমার প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছ এবং তাহার সঙ্গে রহিয়াছ। আর তুমি ইহাও দেখিয়াছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। কখনও এমনও হইত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে আমরা যাহা পাইতাম তাহা নিজেদের কাজে খরচ করিয়া অতিরিক্ত হইলে তাহা আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্য পাঠাইয়া দিতাম। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারের উপর আমাদিগকে অগ্রাধিকার দিতেন।) তারপর তুমি আমাকেও দেখিয়াছ এবং আমার সঙ্গে থাকিয়াছ। আমি আমার পূর্ব ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিয়াছি। আল্লাহর কসম, এমন নহে যে, আমি এই সমস্ত কথা তোমার সহিত ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে বলিতেছি, অথবা শুধু ধারণার বশবর্তী হইয়া তোমার নিকট সাক্ষ্য দিতেছি, বরং (চিন্তা ভাবনা করিয়া) যে রাস্তা অবলম্বন করিয়াছি উহা হইতে আমি বিচ্যুত হই নাই।

হে ওমর! ভাল করিয়া বুঝিয়া লও, আল্লাহ তায়ালার জন্য রাত্রিকালীন কিছু হক রহিয়াছে যাহা তিনি দিনের বেলা কবুল করেন না, আবার দিবাকালীন কিছু হক রহিয়াছে যাহা তিনি রাত্রে কবুল করেন না। শুধুমাত্র হকের অনুসরণ করার দ্বারাই কেয়ামতের দিন আমলের পাল্লা ভারী হইবে, আর যে পাল্লাতে হক ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে উহা ভারী না হইয়া পারে না। আর শুধুমাত্র বাতেলের অনুসরণ করার দ্বারাই কেয়ামতের দিন পাল্লা হালকা হইবে। আর যে পাল্লায় বাতেল ব্যতীত

কিছুই নাই তাহা হালকা না হইয়া পারে না। সর্বপ্রথম আমি তোমাকে তোমার নফসের ব্যাপারে সতর্ক করিতেছি, অতঃপর লোকদের ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করিতেছি। কেননা (লোভ লালসার দরুন) লোকদের দৃষ্টি উঁকি ঝুঁকি মারিতে শুরু করিয়াছে এবং তাহাদের নফসের খাহেশাত ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন এই সকল দোষণীয় বিষয়ের দরুন তাহাদের উপর লাঞ্ছনা আসিবে তখন তাহারা দিশাহারা পেরেশান হইবে। তুমি সতর্ক থাকিবে, যাহাতে এমন না হও। তুমি যতক্ষণ আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিবে ততক্ষণ লোকেরা তোমাকে ভয় করিতে থাকিবে। এই আমার অসিয়ত। আমার পক্ষ হইতে তোমার জন্য সালাম রহিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আবদুর রহমান ইবনে সাবেত, যায়েদ ইবনে যুবাইদ ইবনে হারেস ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন—

হে ওমর, আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও। তোমার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (লোকদের উপর) দিনের বেলায় কিছু আমল রহিয়াছে যাহা তিনি রাত্রিবেলায় কবুল করেন না, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে (লোকদের উপর) রাত্রিবেলায় কিছু আমল রহিয়াছে যাহা তিনি দিনের বেলায় কবুল করেন না। আর যতক্ষণ ফরয আদায় না করা হইবে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা নফল কবুল করেন না। কেয়ামতের দিন যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহা একমাত্র দুনিয়াতে হকের অনুসরণ ও হককে তাহাদের ভারী মনে করার কারণেই হইবে। আর কাল (কেয়ামতে) যে পাল্লায় হক রাখা হইবে উহা ভারী না হইয়া পারে না। কেয়ামতের দিন যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহা একমাত্র দুনিয়াতে বাতিলের অনুসরণ ও বাতিলকে তাহাদের হালকা মনে করার কারণেই হইবে। আর কাল (কেয়ামতে) যে পাল্লায় বাতিল রাখা হইবে উহা হালকা না হইয়া পারে না। আল্লাহ তায়ালা যেখানে বেহেশতীদের উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে তাহাদেরকে তাহাদের সর্বোত্তম আমলের

সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের খারাপ আমলগুলিকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

আমি যখনই বেহেশতীদের কথা আলোচনা করি তখন আমি মনে মনে বলি, আমার ভয় হয় হয়ত বা আমি তাহাদের সহিত শামিল হইতে পারিব না। আর আল্লাহ তায়ালা যেখানেই দোযখীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে তাহাদেরকে সর্বাপেক্ষা খারাপ আমলের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের উত্তম আমলগুলি তাহাদিগকে ফেরত দিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ কবুল করেন নাই। আমি যখনই দোযখীদের কথা আলোচনা করি তখনই আমার ভয় হয়, হয়ত বা আমি তাহাদের সহিত শামিল হইব। আল্লাহ তায়ালা রহমতের আয়াত ও আযাবের আয়াত উভয়টাই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব বান্দার জন্য উচিত রহমতের আশা করা ও আযাবের ভয় করা। আর আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভ্রান্ত আশা পোষণ না করা চাই (যে, আমল ভাল করিল না, কিন্তু বেহেশতের আশা করিল।) তাহার রহমত হইতে নিরাশও না হয়। নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের ভিতর না ফেলে। যদি তুমি আমার এই অসিয়ত স্মরণ রাখ (এবং উহার উপর আমল কর) তবে মৃত্যু অপেক্ষা গায়েবের কোন জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয় হইবে না। আর মৃত্যু তো তোমার আসিবেই। আর যদি তুমি আমার অসিয়তকে নষ্ট করিয়া দাও (অর্থাৎ আমল না কর) তবে মৃত্যু অপেক্ষা গায়েবের কোন জিনিস তোমার নিকট অধিক অপছন্দনীয় হইবে না। আর মৃত্যুর হাত হইতে তুমি নিজেকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না। (মুন্তাখাবুল কান্‌য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দেরকে অসিয়ত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযাম (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ ও বাহিনী প্রস্তুতের ইচ্ছা করিলেন। বাহিনী প্রস্তুত হওয়ার

পর উহার আমীরদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) রওয়ানা হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে আইলা শহর হইয়া ফিলিস্তীনে যাওয়ার হুকুম দিলেন। মদীনা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার ছিল। উহাতে মুহাজির ও আনসারদেরও বহুসংখ্যক লোক শামিল ছিল। (এই বাহিনী রওয়ানা হওয়ার সময়) হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সওয়ারীর সহিত হাঁটিতেছিলেন এবং তাহাকে অসিয়ত করতঃ বলিতেছিলেন—

হে আমর! নিজের গোপন ও প্রকাশ্য প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করিও। আল্লাহকে লজ্জা করিও, কারণ তিনি তোমাকে ও তোমার সমস্ত কার্যকলাপকে দেখেন। আর তুমি দেখিয়াছ যে, আমি তোমাকে (আমীর নিযুক্ত করিয়া) এমন সমস্ত লোকদের উপর অগ্রগামী করিয়া দিয়াছি যাহারা তোমার অপেক্ষা পুরাতন ও পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তোমার অপেক্ষা অধিক উপকারী। তুমি আখেরাতের জন্য আমলকারী হও এবং যে কোন কাজ কর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কর। যে সকল মুসলমান তোমার সহিত যাইতেছে তাহাদের সহিত পিতার ন্যায় (স্নেহশীল) হইও। লোকদের ভিতরের জিনিস অর্থাৎ গোপন বিষয়কে খুলিতে যাইও না বরং তাহাদের বাহ্যিক আমলকে (বিচারের জন্য) যথেষ্ট মনে করিও। নিজের কাজে পরিশ্রমী হইও এবং শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকিও। কাপুরুষ হইও না এবং গনীমতের মালে খেয়ানত হইতে দেখিলে দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাধা প্রদান করিও এবং খেয়ানতের উপর শাস্তি প্রদান করিও। সঙ্গীদের মধ্যে যখন বয়ান কর তখন সংক্ষেপে করিও। তুমি যদি নিজেকে ঠিক রাখ তবে তোমার অধিনস্থগণ তোমার সহিত ঠিকভাবে চলিবে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিঠি

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত ওলীদ ইবনে ওকবাহ (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন। উভয়ের প্রত্যেকে কুযাআহ গোত্রের অর্ধেক সদকা উসুল করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সদকা উসুল করার কাজে রওয়ানা করার সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) বিদায় জানাইবার জন্য তাহাদের সহিত বাহিরে আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের উভয়কে একই অসিয়ত করিতে যাইয়া বলিলেন—

গোপনে প্রকাশে আল্লাহকে ভয় করিবে, কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাহার জন্য (প্রত্যেক সংকট ও বিপদ হইতে) অবশ্যই তিনি নিস্কৃতির পথ করিয়া দেন এবং তাহাকে ধারণাতীত জায়গা হইতে রিযিক দান করেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তাহার গুনাহসমূহকে তিনি ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহাকে মহাপুরস্কার দান করেন। আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর একে অপরকে যে নসীহত করিয়া থাকে তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল আল্লাহকে ভয় করার নসীহত। তুমি এখন আল্লাহর রাস্তাসমূহ হইতে এক রাস্তায় রহিয়াছ। তোমার এই কাজে কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে কোনরূপ শিথিলতা ও ত্রুটি করার অবকাশ নাই। আর যে কাজে তোমার দ্বীন কায়েম থাকে এবং তোমার কর্তব্য কাজের সর্বাত্মক হেফাজত হয় উহাতে কোনরূপ অবহেলা করার সুযোগ নাই। অতএব অলসতা করিও না, ত্রুটি করিও না।

হযরত খালেদ (রাঃ)এর ব্যাপারে হযরত আমর (রাঃ)এর প্রতি চিঠি

হযরত মুত্তালিব ইবনে সায়েব ইবনে আবি ওদাআহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

আমি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে চিঠি লিখিয়াছি, যেন সে তোমার সাহায্যের জন্য তোমার নিকট চলিয়া যায়। সে তোমার নিকট পৌঁছিলে তুমি তাহার সহিত ভাল আচরণ করিবে এবং তাহার উপর বড়ত্ব দেখাইবে না। তোমাকে (আমীর বানাইয়া) তাহার ও অন্যান্যদের অগ্রে করিয়া দিয়াছি বলিয়া তুমি তাহার (পরামর্শ) ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে ফয়সালা করিবে না। তাহাদের সকলের সহিত পরামর্শ করিবে এবং তাহাদের বিরোধিতা করিবে না।

হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট অপর একটি চিঠি

আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর (রহঃ) তাহার পিতা জা'ফর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বলিলেন—

আমি তোমাকে বালী ও উযরা গোত্রদ্বয় ও কুযাআহ গোত্রের অন্যান্য শাখাসমূহ যাহাদের নিকট দিয়া তুমি অতিক্রম করিবে এবং সেখানে যে সকল আরবগণ বসতি স্থাপন করিয়া রহিয়াছে তাহাদের সকলের উপর আমি তোমাকে আমীর নিযুক্ত করিলাম। তাহাদের সকলকে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের আহবান জানাইবে এবং তাহাদেরকে এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসারী হয় তাহাদিগকে বাহন ও পাথেয় দিবে এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর একতা কায়েম করিবে। প্রত্যেক গোত্রকে পৃথকভাবে রাখিবে এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব মর্যাদা অনুসারে রাখিবে। (কান্‌য)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)কে অসিয়ত

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হারেস তাইমী (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে আমীরের পদ হইতে অপসারণ করিয়া হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা

(রাঃ)কে হযরত খালেদ (রাঃ)কে সম্পর্কে অসিয়ত করিলেন। হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)ও হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত আমীরদের একজন ছিলেন। তিনি (তাহাকে) বলিলেন—

খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখিবে। নিজের উপর তাহার এরূপ হক স্বীকার করিবে যেরূপ তিনি তোমার উপর আমীর হইলে তাহার পক্ষ হইতে তোমার হক স্বীকার করাকে পছন্দ করিতে। ইসলামে তাহার মর্যাদা সম্পর্কে তোমার জানা আছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে (এক গোত্রের) শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। আমিও তাহাকে আমীর বানাইয়াছিলাম, কিন্তু পরে আমি তাহাকে এই দায়িত্ব হইতে অপসারণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। হয়ত ইহা তাহার জন্য দ্বীনের দিক দিয়া অধিক মঙ্গলজনক হইবে। আমি কাহারো আমীরীর ব্যাপারে ঈর্ষা করি না। আমি তাহাকে লশকরসমূহের আমীরদের ব্যাপারে (যাহাকে ইচ্ছা হয়) নিজের জন্য পছন্দ করার অধিকার দিয়াছিলাম। তিনি অন্যান্য আমীর ও নিজের চাচাতো ভাইকে বাদ দিয়া তোমাকে পছন্দ করিয়াছেন। অতএব যখন তুমি এমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হও যাহাতে কোন মুত্তাকী ও হিতাকাঙ্খী ব্যক্তির রায়ের প্রয়োজন হয় তখন তুমি সর্বপ্রথম হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ) ও হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিবে। এই দুইজনের পর তৃতীয় ব্যক্তি যেন হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) হন। কেননা এই তিনজনের নিকট তুমি সৎ উপদেশ ও মঙ্গলকর জিনিসই পাইবে। ইহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া শুধু নিজের রায়ের উপর আমল করিবে না এবং ইহাদের নিকট হইতে কোন বিষয় গোপন করিবে না।

হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে অসিয়ত

হারেস ইবনে ফুযাইল (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)কে সেনাদলের ঝাণ্ডা প্রদান

করিলেন (অর্থাৎ সেনাপতি বানাইলেন) তখন তাহাকে এই অসিয়ত করিলেন—

হে ইয়াযীদ, তুমি একজন যুবক, তোমাকে কোন এক নেক আমল করিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া তোমার প্রশংসা করা হইয়া থাকে। আর উহা তোমার একটি ইনফেরাদী বা ব্যক্তিগত একাকী আমল ছিল। এখন আমি তোমাকে (আমীর নিযুক্ত করিয়া) পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তোমাকে তোমার পরিবার হইতে পৃথক করিয়া বাহিরে প্রেরণ করিব এবং দেখিব, তুমি কেমন? এবং তোমার শাসনকার্য কেমন? আমি তোমাকে পরীক্ষা করিব। যদি তুমি শাসনকার্যকে উত্তমরূপে সমাধা কর তবে তোমাকে পদোন্নতি প্রদান করিব। আর যদি তুমি সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতে না পার তবে তোমাকে পদচ্যুত করিব। আমি হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর কাজের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে এই সফরে কর্তব্য কাজের হেদায়াত প্রদান করতঃ বলিলেন—

আমি তোমাকে হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর সহিত সদাচরণের অসিয়ত করিতেছি। তুমি ইসলামে তাহার পদমর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক উম্মতের একজন আমীন বা আমানতদার থাকে, আর এই উম্মতের আমানতদার হইলেন হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)। তাহার সম্মান ও দ্বীনের দিক দিয়া অগ্রগামিতার খেয়াল রাখিবে। এমনিভাবে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর প্রতিও খেয়াল রাখিবে। তুমি অবগত আছ যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, (কেয়ামতের দিন) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ওলামাদের সম্মুখ ভাগে একটি উচ্চস্থানের উপর দিয়া আগমন করিবেন। (অর্থাৎ সেদিন

তিনি ওলামাদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিবেন।) উক্ত দুইজনের সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। তাহারা উভয়েও তোমার হিতকামনায় কোন প্রকার ত্রুটি করিবেন না।

হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি যেমন আমাকে তাহাদের ব্যাপারে অসিয়ত করিয়াছেন তেমনি তাহাদেরকেও আমার ব্যাপারে অসিয়ত করিয়া দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের উভয়কে অবশ্যই তোমার ব্যাপারে অসিয়ত করিব। হযরত ইয়াযীদ (রাঃ) বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, এবং ইসলামের পক্ষ হইতে আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে সিরিয়ায় প্রেরণের সময় এইরূপ বলিলেন—

হে ইয়াযীদ! তোমার অনেক আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে, আমীর বানাইবার ব্যাপারে তুমি হয়ত অন্যান্যদের অপেক্ষা নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে অগ্রাধিকার দিবে। তোমার সম্পর্কে আমার এই আশংকাই বেশী। মনোযোগ দিয়া শুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, অতঃপর সে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে মুসলমানদের আমীর বানাইয়া দেয় তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত। আল্লাহ তায়ালা না তাহার কোন নফল এবাদত কবুল করিবেন, আর না ফরয এবাদত কবুল করিবেন। বরং তাহাকে জাহান্নামে দাখেল করিয়া দিবেন।

আর যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আপন (মুসলমান) ভাইয়ের মাল দিয়া দেয় তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত, অথবা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালা লোকদেরকে তাহার

প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিয়াছেন যাহাতে তাহারা আল্লাহ্ তায়ালার তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে দাখেল হইয়া যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে দাখেল হইয়া গিয়াছে তাহাকে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে বেইজ্জত করিবে তাহার উপর আল্লাহ্ তায়ালার লা'নত, অথবা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন দায়িত্ব থাকিবে না।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক তাহার পরবর্তী খলীফাকে অসিয়ত

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরীনদের ব্যাপারে অসিয়ত করিতেছি, যেন তিনি তাহাদের হক স্বীকার করেন এবং তাহাদের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করেন। আর যাহারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব হইতে দারে হিজরত ও দারে ঈমান অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করিতেন সেই সকল আনসারদের ব্যাপারে অসিয়ত করিতেছি, যেন তাহাদের নেক লোকদের নিকট হইতে (নেক ইচ্ছা ও আমলকে) গ্রহণ করেন এবং তাহাদের অন্যায়কারীকে ক্ষমা করেন। আমি তাহাকে বিভিন্ন শহরবাসীদের সম্পর্কে সদাচরণের অসিয়ত করিতেছি। কেননা ইহারা ইসলামের সাহায্যকারী এবং (আমীরের পক্ষ হইতে) লোকদের নিকট হইতে (সদকা ও যাকাতের) মাল সংগ্রহকারী এবং শত্রুর অন্তর্জ্বালা সৃষ্টিকারী। এরূপ শহরবাসীর নিকট হইতে একমাত্র তাহাদের সেই মালই গ্রহণ করিবে যাহা তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল হইতে সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করে।

আর আমি তাহাকে গ্রামবাসীদের সম্পর্কেও সদাচরণের অসিয়ত করিতেছি। কেননা ইহারা আরবের বুনিয়াদ ও ইসলামের মূল। আমার পরবর্তী খলীফা এই সকল গ্রামবাসীদের পশু হইতে (যাকাত বাবদ) শুধু কমবয়সের পশু লইবে এবং উহা তাহাদের গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে। আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই সমস্ত গ্রামবাসীদের জন্য খলীফার উপর যে দায়িত্ব, অঙ্গীকার অর্পিত হইয়াছে, উহাকে পরিপূর্ণভাবে পালন করিবে। আর (মুসলমানদের শত্রু ও কাফের) যাহারা এই সমস্ত গ্রাম এলাকার পিছনে রহিয়াছে তাহাদের সহিত উক্ত খলীফা যুদ্ধ করিবে এবং এই সমস্ত গ্রামবাসীদেরকে তাহাদের শক্তির বাহিরে কোন আদেশ পালনে বাধ্য করিবে না। (মুন্তাখাব)

অপর এক রেওয়ায়াতে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) (তাহার পরবর্তী খলীফার উদ্দেশ্যে) এইরূপ অসিয়ত করিয়াছেন—

আমার পর যে ব্যক্তি এই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে তাহার জানা থাকা উচিত যে, আমার পর দূর ও নিকটের অনেকে তাহার নিকট হইতে খেলাফত লইতে চাহিবে। (কারণ আমার পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমীর হওয়ার আকাঙ্খা পয়দা হইবে। আমার যুগে যেহেতু আমীর হওয়ার আকাঙ্খা কাহারো অন্তরে নাই, সেহেতু) আমি লোকদের সহিত এই ব্যাপারে বহু বচসা করিয়াছি যে, তাহারা অন্য কাহাকেও খলীফা বানাইয়া আমাকে এই বিষয় হইতে মুক্তি দিয়া দেয়। (কিন্তু আমি একমাত্র এইজন্য খলীফা হইয়া রহিয়াছি যে, এই খেলাফতের বিষয়কে আমার অপেক্ষা মজবুতভাবে সামলাইয়া রাখার ন্যায় আর কাহাকেও আমি পাই নাই) যদি আমার জানামতে আর কেহ এই খেলাফতকে আমার অপেক্ষা মজবুতভাবে সামলাইবার হইত তবে (আমি এক মুহূর্তের জন্য এই খেলাফতকে গ্রহণ করিতাম না। কেননা) এরূপ লোকের উপস্থিতিতে খলীফা হওয়া অপেক্ষা আমাকে সামনে আনিয়া আমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাই আমার নিকট অধিক প্রিয়। (কান্‌য)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে অসিয়ত

সালেহ ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, খলীফা হওয়ার পর হযরত

ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম চিঠি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর নিকট লিখিলেন। এই চিঠিতে তিনি হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বাহিনীর আমীর বানাইলেন। উক্ত চিঠির বিষয়বস্তু এরূপ ছিল—

আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করিতেছি, যিনি বাকী থাকিবেন, আর তিনি ব্যতীত সমস্ত কিছু ফানা বা শেষ হইয়া যাইবে। তিনিই আমাদিগকে গোমরাহী হইতে হেদায়াত দান করিয়াছেন, অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আনিয়াছেন। আমি তোমাকে খালেদ ইবনে ওলীদের বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিলাম। অতএব মুসলমানদের যে কাজের দায়িত্ব তোমার উপর রহিয়াছে তাহা পালন কর এবং গনীমতের মালের আশায় মুসলমানদিগকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইও না। কোন স্থানে ছাউনী স্থাপনের পূর্বে লোক পাঠাইয়া উপযুক্ত স্থান তালাশ করিয়া লও। আর ইহাও জানিয়া লও যে, উক্ত স্থানে পৌছার রাস্তা কেমন? আর যখনই জামাত প্রেরণ কর পরিপূর্ণ জামাত প্রেরণ কর (অল্পসংখ্যক লোক প্রেরণ করিও না)। আর মুসলমানদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলিও না। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আমার দ্বারা ও আমাকে তোমার দ্বারা পরীক্ষা করিতেছেন। দুনিয়া হইতে নিজের চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখ, নিজের অন্তরকে উহা হইতে হটাইয়া লও। সতর্ক থাকিও যেন দুনিয়া (এর মহববত) তোমাকে ধ্বংস না করে যেমন তোমার পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে। অথচ তুমি তাহাদের ধ্বংসস্থলগুলি দেখিয়াছ।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে ওক্কাস (রাঃ)কে অসিয়ত

মুহাম্মাদ ও তালহা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সংবাদ পাঠাইয়া হযরত সা'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাহাকে ইরাক যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং এই অসিয়ত

করিলেন—

হে সা'দ! হে বনু উহাইব গোত্রের সা'দ! তুমি আল্লাহর ব্যাপারে এই ধোকায় পড়িও না যে, তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা ও সাহাবী বলা হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছেন না, বরং মন্দকে ভাল দ্বারা মুছেন। আল্লাহ তায়ালার সহিত তাহার আনুগত্য ব্যতীত কাহারো কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই। আল্লাহর নিকট উচ্চ বংশের ও নীচ বংশের লোক সকলেই সমান। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলের রব এবং তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার বান্দা, যাহাদিগকে আফিয়াত ও নিরাপত্তার দিক দিয়া একে অপর হইতে অগ্রগামী দেখা যায়। তবে বান্দাগণ আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহ একমাত্র তাঁহার এতাআত বা আনুগত্য দ্বারাই হাসিল করিতে পারেন। নবুওয়াত পাওয়ার পর আমাদের নিকট হইতে বিদায় হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি যে কাজ করিতে দেখিয়াছ সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং উহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিবে, কারণ উহাই আসল কাজ। তোমার প্রতি ইহাই আমার বিশেষ নসীহত। যদি তুমি ইহা ছাড়িয়া দাও এবং ইহার প্রতি মনোযোগ না দাও তবে তোমার আমল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন তাহাকে রওয়ানা করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন এই নসীহত করিলেন—

আমি তোমাকে ইরাক যুদ্ধের আমীর বানাইয়াছি। অতএব তুমি আমার অসিয়ত স্মরণ রাখিবে। তুমি এমন কাজের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছ যাহা অত্যন্ত দুরূহ ও মনের বিপরীত। হকের উপর চলার দ্বারাই তুমি উহা হইতে দায়িত্বমুক্ত হইতে পার। নিজেকে ও নিজের সঙ্গীদেরকে নেক আমলের অভ্যস্ত বানাইবে এবং নেক আমলের দ্বারাই সাহায্য প্রার্থনা করিবে। তোমার জানা থাকা উচিত যে, প্রত্যেক নেক অভ্যাস অর্জন করার কোন মাধ্যম হইয়া থাকে, আর নেক আমল অর্জনের

সর্বোচ্চ মাধ্যম হইল সবর বা ধৈর্য। প্রত্যেক মুসীবতে ও কঠিন বিষয়ে সবর করিবে। এইভাবে তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় পয়দা হইবে। আর তোমার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তায়ালার ভয় দুই জিনিসের দ্বারা পয়দা হয়। এক—আল্লাহ তায়ালার এতাআত বা আনুগত্যের দ্বারা, দুই—তাহার নাফরমানী হইতে বাঁচার দ্বারা। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি আসক্ত হয় সেই আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও আখেরাতের প্রতি অনাসক্ত হয় সেই আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী করে। আল্লাহ্ তায়ালা অন্তরের ভিতর কিছু হাকীকত বা বাস্তব বিষয় সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে কিছু অপ্রকাশ্য, কিছু প্রকাশ্য। একটি প্রকাশ্য হাকীকত এই যে, হক কথার ব্যাপারে তাহার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী উভয়ে তাহার নিকট সমান হয়। (অর্থাৎ হক কথা বা কাজে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হয়, অতএব সে লোকের প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।)

আর অপ্রকাশ্য হাকীকত বা বাস্তব বিষয় দুইটি আলামত দ্বারা বুঝা যায়। এক—অন্তরের ভিতর হইতে হেকমত ও মা'রেফাতের কথা তাহার মুখ দ্বারা নির্গত হইতে থাকে। দুই—লোকেরা তাহাকে মহব্বত করিতে আরম্ভ করে। অতএব জনপ্রিয় হওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী হইও না। (অর্থাৎ জনপ্রিয়তা অর্জনে অনাগ্রহ দেখাইও না) কেননা নবীগণ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট জনপ্রিয়তার জন্য দোয়া করিতেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন তখন মানুষের অন্তরে তাহার ভালবাসা ঢালিয়া দেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করে তখন মানুষের তাহার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দেন। সুতরাং যে সমস্ত লোক রাত্রদিন তোমার সহিত উঠাবসা করে তাহাদের অন্তরে তোমার (ভালবাসা বা ঘৃণার) যে স্থান রহিয়াছে আল্লাহ্ তায়ালার নিকটও তোমার সেই স্থান মনে করিবে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওতবা ইবনে গাযাওয়ান (রাঃ)এর প্রতি অসিয়ত

ওমায়ের ইবনে আবদুল মালিক (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত ওতবা ইবনে গাযাওয়ান (রাঃ)কে বসরা অভিমুখে রওয়ানা করিলেন তখন তাহাকে বলিলেন,—

হে ওতবা! আমি তোমাকে হিন্দুস্থানের জমিনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলাম। (যেহেতু বসরা এলাকা যে উপসাগরের তীরে অবস্থিত উহার অপর তীরে হিন্দুস্থান অবস্থিত সেহেতু আরবগণ বসরাকে হিন্দুস্থান নামে আখ্যায়িত করিত) এই স্থান শত্রু কবলিত কঠিন স্থানসমূহের অন্যতম একটি স্থান। আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা আশপাশের এলাকা দ্বারা তোমার কার্য সমাধা করিবেন ও তোমাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন। আমি হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে চিঠি লিখিয়াছি যে, তিনি যেন তোমার সাহায্যের জন্য হযরত আরফাজাহ ইবনে হারসামা (রাঃ)কে পাঠাইয়া দেন। এই ব্যক্তি দুশমনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত যুদ্ধবাজ এবং দুশমনের বিরুদ্ধে রণকৌশলে পারদর্শী। সে তোমার নিকট পৌঁছিলে তুমি তাহার সহিত পরামর্শ করিবে এবং তাহাকে তোমার নিকটে স্থান দিবে। তারপর (বসরাবাসীকে) আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে। যে তোমার দাওয়াতকে গ্রহণ করে তুমি তাহার ইসলাম (গ্রহণ)কে মানিয়া লইবে। আর যে (ইসলামের দাওয়াতকে) অস্বীকার করে তাহাকে অধীনতা স্বীকার করিয়া অপদস্থ হইয়া জিযিয়া বা কর প্রদানে বাধ্য করিবে, নতুবা নমনীয়তা পরিত্যাগ করতঃ তলোয়ার ধারণ করিবে। তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে উহার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিবে।

আর এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে, যেন তোমার নফস তোমাকে অহংকারের দিকে লইয়া না যায়, কেননা অহংকার তোমায় আখেরাতকে বরবাদ করিয়া দিবে। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়াছ। তুমি পূর্বে অপদস্থ ছিলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের দ্বারা ইজ্জত লাভ করিয়াছ। তুমি দুর্বল ছিলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা শক্তিশালী হইয়াছ। আর আজ তুমি লোকদের উপর আমীর ও বাদশাহ হইয়া গিয়াছ। তুমি যাহা বলিবে তাহা শ্রবণ করা হইবে, তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহা পালন করা হইবে। যদি আমীর হওয়ার কারণে নিজেকে আপন পদমর্যাদা হইতে উচ্চ মনে না কর এবং নিম্নস্তরের লোকদের উপর অহংকার না কর তবে তোমার এই আমীর হওয়া কতই না উত্তম নেয়ামত! এই নেয়ামত হইতে এমনভাবে বাঁচিয়া থাক যেমন গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাক। আর আমি (আমীর হওয়ার নেয়ামত ও গুনাহ) এই উভয়ের মধ্যে তোমার জন্য আমীর হওয়ার নেয়ামতকে অধিক ক্ষতিকর বলিয়া আশংকা করিতেছি। এই আমীর হওয়ার নেয়ামত ধীরে ধীরে তোমাকে (এইভাবে) ধোকায় নিপতিত করিবে (যে, তুমি অহংকার ও মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিবে) পরিণতিতে তুমি এমনভাবে পতিত হইবে যে, সোজা জাহান্নামে চলিয়া যাইবে।

আমি নিজেকে ও তোমাকে এই আমীর হওয়ার ক্ষতি হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতেছি। লোকেরা আল্লাহ তায়ালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল, (এবং দ্বীনের কাজ করিল, কিন্তু) যখন (দ্বীনের কাজের ফলে) দুনিয়া তাহাদের সামনে আসিল তখন তাহারা উহাকেই উদ্দেশ্য বানাইয়া লইল। অতএব, তুমি আল্লাহকে উদ্দেশ্য বানাইও, দুনিয়াকে উদ্দেশ্য বানাইও না এবং জালেমদের পতনস্থল অর্থাৎ দোযখকে ভয় করিতে থাকিও। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে অসিয়ত

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) বাহরাইনে ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সেখানে তাহার নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

তুমি হযরত ওতবা ইবনে গাযাওয়ান (রাঃ)এর নিকট চলিয়া যাও। আমি তাহার কাজের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম। তোমার জানা থাকা উচিত যে, তুমি এমন ব্যক্তির নিকট যাইতেছ যিনি ঐ সকল প্রথম স্তরের মুহাজিরদের মধ্যে শামিল যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে পূর্ব হইতেই কল্যাণ সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমীরের পদ হইতে এইজন্য অপসারণ করি নাই যে, তিনি সৎচরিত্রবান, শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা নহেন, (বরং এই সমস্ত গুণ তাহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে) তবে আমি তাহাকে এইজন্য অপসারণ করিয়াছি যে, আমার ধারণামতে সেই এলাকার মুসলমানদের জন্য তুমি তাহার অপেক্ষা অধিক উপকারী হইবে। অতএব তুমি তাহার হক স্বীকার করিবে। তোমার পূর্বে আমি অপর একজনকে আমীর বানাইয়াছিলাম কিন্তু সে সেখানে পৌছার পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছে। যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হয় তবে তুমি সেখানকার আমীর হইবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা এই হয় যে, ওতবাই আমীর থাকিবে(আর তোমার মৃত্যু হইয়া যাইবে) তবে তাহাই হইবে। কেননা সৃষ্টি ও হুকুম একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

তোমার জানা থাকা উচিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই আসমান হইতে হুকুম অবতীর্ণ করেন। অতঃপর সেই হুকুমকে নিজ হেফাজতে পূর্ণ করেন। তুমি শুধু নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখিবে। উহার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিবে। উহা ব্যতীত অপরাপর সকল কাজকে পরিত্যাগ করিবে। কেননা দুনিয়া সীমিত, আর আখেরাত অসীম। তুমি দুনিয়ার ঐ সমস্ত নেয়ামতে মশগুল হইয়া যাহা শেষ হইয়া যাইবে আখেরাতের সেই আযাব হইতে গাফেল হইয়া যাইও না যাহা চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহ তায়ালার গোস্বা হইতে ভাগিয়া আল্লাহর দিকে আস, আল্লাহ তায়ালা যাহার জন্য ইচ্ছা করেন আপন হুকুম ও এলমের সম্মান একত্র করিয়া দেন। আমরা নিজের জন্য ও তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহার আনুগত্যের ব্যাপারে সাহায্য ও তাঁহার আযাব হইতে নাজাত চাহিতেছি। (ইবনে সা'দ)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে অসিয়ত

যাব্বাহ ইবনে মেহসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

আম্মাবা'দ, অনেক সময় বাদশাহের প্রতি লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি হইয়া যায়। আমি এই বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, আমার নিজের ও তোমার ব্যাপারে লোকদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। শরীয়তের বিধান (যদি সারাদিন কায়েম করিতে না পার তবে) দিনে কিছু সময়ের জন্য হইলেও কায়েম করিও।

যখন এরূপ দুইটি কাজ উপস্থিত হয় যে, একটি আল্লাহর জন্য অপরটি দুনিয়ার জন্য তখন দুনিয়ার কাজের উপর আল্লাহর কাজকে অগ্রাধিকার দিও। কারণ দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে, আর আখেরাত বাকি থাকিবে। আর বদকার লোকদেরকে ভয় দেখাইতে থাকিও এবং তাহাদেরকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিও। (একস্থানে একত্রিত হইতে দিও না, নতুবা শয়তান তাহাদেরকে খারাপ কাজের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিবে।) অসুস্থ মুসলমানের সেবা করিও এবং মুসলমানের জানাযায় শরীক হইও। নিজের দরজা খোলা রাখিও এবং মুসলমানদের কাজে নিজে অংশগ্রহণ করিও, কেননা তুমিও তাহাদের একজন। পার্থক্য শুধু এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অপেক্ষা তোমার উপর অধিক ভারী দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি এবং তোমার পরিবারের লোকেরা খাওয়া দাওয়া পোশাক পরিচ্ছদ ও যানবাহনের ব্যাপারে এরূপ বিশেষ রীতি অবলম্বন করিয়াছ যেরূপ অন্যান্য মুসলমানদের জন্য নাই।

হে আবদুল্লাহ! সেই পশুর ন্যায় হইও না, যে একটি সবুজ শ্যামল মাঠ অতিক্রম কালে ঘাস খাইয়া মোটা হওয়া ব্যতীত তাহার আর কোন দিকে খেয়াল রহিল না, অথচ অধিক মোটা হওয়ার মধ্যেই তাহার মৃত্যু নিহিত রহিয়াছে। তোমার জানা থাকা উচিত যে, আমীর যখন বাঁকা

হইবে তখন তাহার অধীনস্থগণও বাঁকা হইয়া যাইবে। আর মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বদবখত ও হতভাগা সেই ব্যক্তি যাহার কারণে তাহার প্রজাগণ ভাগ্যহারা ও বদবখত হয়। (কান্য)

যাহ্হাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

আম্মাবাদ, কাজের মধ্যে শক্তি ও পরিপক্কতা এইভাবে সৃষ্টি হয় যে, তুমি আজকের কাজ কালকের জন্য না রাখ, কেননা যখন তুমি এরূপ করিবে তখন তোমার নিকট অনেক কাজ জমা হইয়া যাইবে। তারপর তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, কোনটা করিবে, আর কোন্টা ছাড়িবে। এইভাবে বহু কাজ থাকিয়া যাইবে। যদি তোমাকে দুইটি কাজের মধ্যে অধিকার দেওয়া হয় যাহার একটি দুনিয়ার কাজ অপরটি আখেরাতের কাজ তবে তুমি আখেরাতের কাজকে দুনিয়ার কাজের উপর অগ্রাধিকার দিবে। কেননা, দুনিয়া শেষ হইয়া যাইবে, আর আখেরাত বাকী থাকিবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিবে এবং আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করিতে থাকিবে। কারণ আল্লাহর কিতাব এলেমের ঝর্ণা ও অন্তরের জন্য বসন্তকাল স্বরূপ। (অর্থাৎ বসন্তকালের ন্যায় কোরআন দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়।) (কান্য)

হযরত ওসমান যিন্নূরাঈন (রাঃ)এর অসিয়ত

আলা ইবনে ফজল (রহঃ)এর মাতা বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর লোকেরা তাঁহার ভাণ্ডার তালাশ করিয়া উহাতে একটি তালাবদ্ধ সিন্দুক পাইল। উহা খোলা হইলে উহাতে তাহারা একটি কাগজ পাইল যাহাতে লেখা ছিল—

ইহা ওসমানের অসিয়ত, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ওসমান ইবনে আফফান সাক্ষ্য দিতেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি একা। তাহার কোন অংশীদার নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা ও রাসূল। জান্নাত হক (সত্য), দোযখ হক (সত্য), এমন একদিন আসিবে যেদিন আল্লাহ তায়ালা লোকদেরকে কবর হইতে উঠাইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাহার ওয়াদা খেলাফ করেন না। এই সাক্ষ্যের উপর ওসমান জীবিত রহিয়াছে। ইহার উপর মৃত্যুবরণ করিবে এবং ইহারই উপর ইনশাআল্লাহ (কেয়ামতের দিন তাহাকে) উঠানো হইবে।

নেযামুল মুলক (রহঃ) হইতেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকেরা সেই কাগজের অপর পৃষ্ঠায় এই কবিতা লিখিত দেখিয়াছে—

غِنَى النَّفْسِ يُغْنِى النَّفْسَ حَتّٰى يُجِلَّهَا- وَاِنْ عَضَّهَا حَتّٰى يَضُرَّبَهَا الْفَقْرُ

অর্থাৎ—অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা মানুষকে ধনী বানাইয়া দেয়, অবশেষে তাহাকে উচ্চ মর্যাদাশীল করিয়া দেয়। যদিও এই অন্তরের অমুখাপেক্ষিতা তাহাকে অভাবের কষ্ট দিতে থাকে।

وَمَا عُسْرَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا اِنْ لَقِيْتَهَا-بِكَائِنَةٍ اِلَّا سَيَتْبَعُهَا يُسْرٌ

অর্থাৎ—যদি তুমি কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হও তবে ধৈর্যধারণ কর, কেননা প্রত্যেক কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থা অবশ্যই আসিবে।

وَمَنْ لَّمْ يُقَاسِ الدَّهْرَ لَمْ يَعْرِفِ الْاَسٰى- وَفِىْ غَيْرِ الْاَيَّامِ مَا وَعَدَالدَّهْرُ

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি কালচক্রের দুঃখযাতনা সহ্য করে না, সে কখনও সমবেদনা জ্ঞাপনের স্বাদ বুঝিতে পারে না। কালচক্রের দুঃখযাতনার উপরই আল্লাহ তায়ালা (পুরস্কারের) ওয়াদা করিয়াছেন।

শাহাদাতবরণের দিন হযরত ওসমান (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, যখন হযরত ওসমান (রাঃ)এর গৃহাবরোধ কঠিন হইল তখন তিনি ঘরের উপর হইতে লোকদের

প্রতি মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখিলাম, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাগড়ী বাঁধিয়া গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে মুহাজির ও আনসারদের এক জামাত ছিল। তাহাদের সহিত হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা বিদ্রোহীদের উপর হামলা করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর তাহারা হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আসসালামু আলাইকা, হে আমীরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের বিষয়ে দৃঢ়তা ও বিজয় তখনই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যখন তিনি অনুগতদেরকে লইয়া অমান্যকারীদেরকে মারিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর আল্লাহর কসম, আমি তো দেখিতে পাইতেছি যে, ইহারা আপনাকে কতল না করিয়া ছাড়িবে না। অতএব আপনি আমাদেরকে আদেশ করুন, আমরা ইহাদের সহিত যুদ্ধ করি। ইহা শুনিয়া হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন—

যে ব্যক্তি নিজের উপর আল্লাহ তাআলার হক আছে বলিয়া স্বীকার করে এবং ইহাও স্বীকার করে যে, তাহার উপর আমার হক রহিয়াছে, আমি তাহাকে কসম দিয়া বলিতেছি, সে যেন আমার কারণে এক সিঙ্গা পরিমাণও কাহারো রক্ত না বহায় এবং নিজেরও রক্ত না বহায়।

হযরত আলী (রাঃ) পুনরায় তাহার কথা আরয করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) একই উত্তর দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করিয়াছি। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং নামাযের সময় হইয়া গেল। লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)কে বলিল, হে আবুল হাসান, অগ্রসর হউন

এবং নামায পড়ান। তিনি বলিলেন, ইমামের ঘর অবরোধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এমতাবস্থায় আমি তোমাদের নামায পড়াইতে পারি না। আমি তো একাই নামায আদায় করিব। তিনি একা একা নামায আদায় করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাহার ছেলে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর কসম, হে আব্বাজান! বিদ্রোহীরা জোরপূর্বক তাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, 'ইন্না লিল্লাহী অইন্না ইলাইহি রাজেউন।' আল্লাহর কসম, তাহারা তাহাকে কতল করিয়া দিবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হাসান, শহীদ হইয়া হযরত ওসমান (রাঃ) কোথায় যাইবেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নৈকট্য লাভ করিবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হাসান, হত্যাকারীরা কোথায় যাইবে? তিনি তিন বার বলিলেন, আল্লাহর কসম, তাহারা জাহান্নামে যাইবে।

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আবু সালামা ইবনে আবদুর রহানের হাদীস

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, যখন বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘর ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিল তখন হযরত কাতাদাহ (রাঃ) ও তাহার সহিত অপর এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহারা উভয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট হজ্জে যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাহাদেরকে হজ্জের অনুমতি দিলেন। তাহারা হযরত ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি এই বিদ্রোহীরা জয়যুক্ত হয় তবে আমরা কাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিব? তিনি বলিলেন, মুসলমানদের সাধারণ জামাতের পক্ষ অবলম্বন করিও। তাহারা আরজ করিলেন, যদি বিদ্রোহীরাই জয়যুক্ত হইয়া সাধারণ মুসলমানদেরকে লইয়া জামাত গঠন করিয়া লয় তবে আমরা কাহার পক্ষ অবলম্বন করিব? তিনি বলিলেন, মুসলমানদের সাধারণ

জামাতেরই পক্ষ অবলম্বন করিবে, চাই তাহারা যেই হউক না কেন?

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ)এর সহিত ঘরের দরজায় দেখা হইল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন। আমরা তাহার কথা শুনার উদ্দেশ্যে পুনরায় ভিতরে গেলাম। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে সালাম দিলেন। তারপর বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা হয় হুকুম করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ভাতিজা, ফিরিয়া যাও এবং যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আপন এরাদাকে পূরণ করেন ততক্ষণ নিজ ঘরে বসিয়া থাক।

অতঃপর হযরত হাসান (রাঃ) ও আমরা সকলে হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট যাইতেছিলেন। আমরা পুনরায় তাহার কথা শুনিবার জন্য ফিরিয়া আসিলাম। তিনি (ঘরে প্রবেশ করিয়া) হযরত ওসমান (রাঃ)কে সালাম দিলেন এবং বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রহিয়াছি এবং তাঁহার প্রত্যেক কথাকে মান্য করিয়াছি। তারপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সঙ্গে থাকিয়াছি এবং তাহার আনুগত্য করিয়াছি। তারপর হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে থাকিয়াছি এবং তাহারও প্রত্যেক কথাকে মান্য করিয়াছি। আর আমি নিজের উপর তাহার দ্বিগুণ হক মনে করিয়াছি, এক—পিতা হওয়ার কারণে, দুই—খলীফা হওয়ার কারণে। এখন আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুগত। আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা হয় আদেশ করুন, আমি ইনশাআল্লাহ উহাকে পালন করিব। হযরত ওসমান (রাঃ) সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—

হে ওমরের পরিবার পরিজন! আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করুন, কাহারো রক্ত ঝরানোর আমার প্রয়োজন নাই। কাহারো রক্ত ঝরানোর আমার প্রয়োজন নাই। (রিয়াযুন নাযরাহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত ঘরে অবরুদ্ধ ছিলাম। (বিদ্রোহীদের পক্ষ হইতে) আমাদের এক ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করা হইলে আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! তাহারা যেহেতু আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে সেহেতু আমাদের জন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা জায়েয হইয়া গিয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তুমি তলোয়ার ফেলিয়া দাও। তাহারা তো আমাকে হত্যা করিতে চায়। এইজন্য আমি নিজের প্রাণ দিয়া অন্যান্য মুসলমানদের প্রাণ বাঁচাইতে চাহিতেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর আদেশের পর আমি তলোয়ার ফেলিয়া দিলাম। আজো পর্যন্ত জানিনা, উহা কোথায় আছে। (রিয়াযুন নাযরাহ)

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিজ আমীরদের প্রতি অসিয়ত

মুহাজির আমেরী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) নিজের এক সঙ্গীকে কোন এক শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাকে এই চিঠি লিখিলেন—

আম্মা বা'দ, তুমি নিজ প্রজাদের নিকট হইতে দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত থাকিবে না। কেননা প্রজাদের নিকট হইতে আমীরের দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত থাকার দরুন তাহাদের মধ্যে সংকট সৃষ্টি হইবে এবং আমীর নিজেও তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে কম অবগত থাকিবে বরং লোকেরা তাহার অনুপস্থিতিতে যাহা করিবে তাহা একেবারেই জানিতে পারিবে না। (আমীর যখন প্রজাদের সহিত মেলামেশা করিবে না বরং পৃথক অবস্থান করিবে তখন তাহাকে শুনা কথার উপর কাজ করিতে হইবে। এইভাবে যাহাদের নিকট হইতে শুনিবে সমস্ত কাজ তাহাদের উপর নির্ভর হইয়া

থাকিবে। আর এই মধ্যবর্তী লোকদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী লোকও থাকিতে পারে,) এমতাবস্থায় তাহার সম্মুখে বড় জিনিসকে ছোট ও ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল রূপদান করিয়া পেশ করা হইবে। এইভাবে হক বাতিলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে। আর আমীরও তো একজন মানুষ। সুতরাং লোকেরা যে সমস্ত বিষয় তাহার নিকট হইতে গোপন করিবে তাহা সে জানিতে পারিবে না। আর মানুষের প্রত্যেক কথার উপর এমন কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা সত্যমিথ্যার যাচাই হইতে পারে। অতএব আমীর তাহার নিকট লোকদের আসা-যাওয়াকে সহজ ও খোলা রাখিবে। (কারণ যখন লোকজন তাহার নিকট বেশী আসা যাওয়া করিবে তখন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে সে বেশী অবগত থাকিবে। ইহাতে সে সঠিক ফায়সালা করিতে সক্ষম হইবে।) এইভাবে আমীর প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য হক দিতে সক্ষম হইবে এবং একের হক অপরকে দেওয়া হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

তুমি দুই প্রকার লোকের মধ্যে একপ্রকার অবশ্যই হইবে। হয় তুমি দানশীল হইবে এবং হক জায়গায় খরচের ব্যাপারে তোমার হাত খোলা হইবে। যদি তুমি এমনই হও এবং লোকদেরকে দান করিতেই হয়, লোকদের সহিত উত্তম আখলাক দেখাইতেই হয় তবে তাহাদের নিকট হইতে তোমার পৃথক অবস্থানের কি প্রয়োজন? আর যদি তুমি কৃপণ হও, নিজের সমস্ত কিছু আটক করিয়া রাখার স্বভাব হয় তবে কিছুদিন লোকজন তোমার নিকট আসিবে, কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে কিছুই পাইবে না তখন তাহার নিরাশ হইয়া নিজেরাই তোমার নিকট আসা বন্ধ করিয়া দিবে। এমতাবস্থায়ও তোমার তাহাদের নিকট হইতে পৃথক অবস্থানের প্রয়োজন নাই। এতদসত্ত্বেও লোকজন তোমার নিকট নিজেদের এমন সমস্ত প্রয়োজন লইয়া আসে যাহাতে তোমার উপর কোন খরচের বোঝা চাপে না, যেমন কোন জালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করে অথবা ইনসাফ চায়। (অতএব লোকদের নিকট হইতে কোন অবস্থায়ই পৃথক অবস্থানের প্রয়োজন নাই।)

আমি যাহা কিছু লিখিলাম উহার উপর আমল করিয়া উপকৃত হও। আর আমি শুধু এমন কথাই তোমাকে লিখিতেছি যাহা দ্বারা তোমার উপকার হয় এবং তুমি হেদায়াত লাভ করিতে পার ইনশাআল্লাহ।

(মুন্তাখাবে কান্‌য)

অপর এক আমীরকে লেখা চিঠি

মাদায়েনী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) তাহার এক আমীরকে এই চিঠি লিখিলেন—

থাম, (অর্থাৎ মনোযোগ দাও) মনে কর তুমি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছ। তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। আর এমনস্থানে তোমার আমল তোমার সামনে পেশ করা হইতেছে যেখানে দুনিয়ার ধোকায় নিপতিত ব্যক্তি হায় আফসোস বলিয়া চিৎকার করিবে এবং যে ব্যক্তি জীবন নষ্ট করিয়াছে, সে আখাঙ্খা করিবে, হায় যদি তওবা করিয়া লইতাম এবং জালেম আকাঙ্খা করিবে যে, তাহাকে যদি দুনিয়াতে আবার ফেরত পাঠানো হইত, (যাহাতে সে নেক আমল করিয়া আসিতে পারে)। (আর সেই স্থান হইল হাশরের ময়দান।)

উকবারার আমীরকে অসিয়ত

সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আমাকে উকবারা শহরের গভর্নর নিযুক্ত করিলেন এবং সেখানকার স্থানীয় যিম্মী (অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফের)দের উপস্থিতিতে আমাকে বলিলেন—

'ইরাকের গ্রাম্য লোকেরা ধোকাবাজ হইয়া থাকে। অতএব সতর্ক থাকিবে, যেন তাহারা তোমাকে ধোকা দিতে না পারে। তাহাদের উপর যে সকল হক রহিয়াছে তাহা পুরাপুরিভাবে উসুল করিবে।'

অতঃপর আমাকে বলিলেন, সন্ধ্যায় তুমি আমার নিকট আসিও। আমি যখন সন্ধ্যার সময় তাহার নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে

বলিলেন—

আমি তোমাকে সকালবেলা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্থানীয় লোকদেরকে শুনাইবার জন্য বলিয়াছিলাম। দেরহাম (অর্থাৎ টাকা পয়সা) উসুলের জন্য তাহাদের কাহাকেও চাবুক মারিবে না, রৌদ্রে দাঁড় করাইবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে (শরীয়তের বিধান ব্যতীত নিজের জন্য) কোন ছাগল গরু লইবে না। আমাদিগকে এই আদেশ করা হইয়াছে যে, আমরা যেন তাহাদের নিকট হইতে আফু গ্রহণ করি। তুমি কি জান আফু কাহাকে বলে? যাহা তাহারা সামর্থ্য অনুসারে (সহজভাবে) আদায় করিতে পারে (এবং তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়) উহাকেই আফু বলে।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের শস্য, শীত গ্রীষ্মের কাপড় এবং তাহাদের কৃষিকাজে ও বোঝা বহনে ব্যবহৃত জানোয়ার বিক্রয় করিবে না, দেরহাম (অর্থাৎ টাকা পয়সা) উসুল করার জন্য কাহাকেও (রৌদ্রে) দাঁড় করাইবে না। আমীর বলিল, তবে তো আমি আপনার নিকট হইতে যেমন খালি হাত যাইতেছি তেমনি খালি হাত ফিরিয়া আসিব। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, (ইহাতে কোন অসুবিধা নাই) যদিও তুমি যেমন যাইতেছ তেমনই ফিরিয়া আস। তোমার নাশ হউক! আমাদেরকে তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালই লওয়ার আদেশ করা হইয়াছে।

প্রজাদের আপন ইমাম (বা আমীর)কে নসীহত করা

মাকহুল (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমহী (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিলেন, হে ওমর! আমি আপনাকে কিছু নসীহত করিতে চাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই নসীহত কর। (আমীরকে ভুলের উপর সতর্ক না করা খেয়ানত, আর প্রকাশ্যে

লোক সম্মুখে করা বেয়াদবী, আর নির্জনে করাকেই নসীহত বলে।)

আমি আপনাকে এই নসীহত করি যে, আপনি লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহর ব্যাপারে লোকদেরকে ভয় করিবেন না। আপনার কথায় ও কাজে ব্যতিক্রম না হওয়া উচিত। কেননা যে কথাকে কর্ম সত্য বলিয়া প্রমাণ করে উহাই উত্তম কথা। একই বিষয়ে দুই রকম বিপরীত ফয়সালা করিবেন না, নতুবা আপনার কাজে বৈপরীত্য দেখা দিবে এবং আপনি হক বিষয় হইতে সরিয়া যাইবেন। যেইদিকে দলীল প্রমাণ রহিয়াছে সেইদিককে গ্রহণ করিবেন। ইহাতে আপনি সফলকাম হইবেন ও আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সাহায্য করিবেন এবং আপনার দ্বারা আপনার প্রজাদের সংশোধন করিবেন। দূর ও নিকটের যে সকল মুসলমানদের উপর আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দায়িত্ববান বানাইয়াছেন তাহাদের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ রাখিবেন এবং তাহাদের ফয়সালা নিজে করিবেন। আর নিজের ও নিজ পরিবারের লোকদের জন্য যাহা পছন্দ করেন তাহা সকল মুসলমানদের জন্য পছন্দ করিবেন। আর নিজের ও নিজ পরিবারের লোকদের জন্য যাহা অপছন্দ করেন তাহা সকল মুসলমানদের জন্য অপছন্দ করিবেন। হক পর্যন্ত পৌছার জন্য কঠিন বিষয়ের ভিতর ডুব লাগাইবেন। (কঠিন বলিয়া ঘাবড়াইবেন না।) আর আল্লাহর ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের পরোয়া করিবেন না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই কাজ কে করিতে পারে? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আপনার মত লোক করিতে পারে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জিম্মাদার বানাইয়াছেন, এবং (যিনি এমন বাহাদুর যে,) তাহার ও আল্লাহর মাঝে আর কেহ বাধা হইতে পারে নাই।

উক্ত বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রহঃ)এর হাদীস

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব

(রাঃ) একবার এক প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে লোকদেরকে জমা করিতে চাহিলেন। তিনি তাহার অনুমতি প্রদানকারী (দ্বাররক্ষক) হযরত ইবনে আরকাম (রহঃ)কে বলিলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ, তাহাদেরকে অন্যান্যদের পূর্বে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে। তারপর তাহাদের পরবর্তী লোকদেরকে (অর্থাৎ তাবেয়ীদেরকে) অনুমতি দিবে। সুতরাং সমস্ত লোক ভিতরে প্রবেশের পর হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে কাতার হইয়া বসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাহাদের মধ্যে নকশী চাদর পরিহিত মোটা ও ভারী শরীরের এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার প্রতি ইশারা করিলে সে তাঁহার নিকটে আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে তিনবার বলিলেন, তুমি আমাকে কিছু বল। সেও তিনবার বলিল, না, আপনি কিছু বলুন। হযরত ওমর (রাঃ) একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, উফ্, উঠিয়া যাও। সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সাদা বর্ণের হালকা শরীর বিশিষ্ট খাটো ও দুর্বল আশআরী ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে ইশারা করিলেন। সে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে কিছু বল। আশআরী বলিল, না, আপনি কিছু বলুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কিছু বল। আশআরী বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি প্রথম কিছু কথা আরম্ভ করুন, তারপর আমরাও কিছু বলিব।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, উফ্, উঠিয়া যাও। (আমি তো বকরী চরায় যে এমন একজন রাখাল,) বকরীর রাখালের কথায় তোমার কি উপকার হইবে? (সে ব্যক্তি উঠিয়া গেল।)

হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় তাকাইলেন। একজন সাদা বর্ণের হালকা শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার প্রতি ইশারা করিলে সে সামনে আসিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন,

আমাকে কিছু কথা শুনাও। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিল এবং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে ভয় করার উপদেশ দিল। তারপর বলিল—

আপনাকে এই উম্মতের জিম্মাদার বানানো হইয়াছে, অতএব এই উম্মতের যে সকল বিষয়ে আপনাকে দায়িত্ববান বানানো হইয়াছে সেই বিষয়ে এবং আপন প্রজাগণের ব্যাপারে ও বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা (কেয়ামতের দিন) আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয়ের হিসাব লওয়া হইবে এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আপনাকে আমানতদার বানানো হইয়াছে। অতএব এই আমানতের দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে পালন করা আপনার কর্তব্য। আপনাকে আপনার আমল অনুপাতে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) পুরস্কার দেওয়া হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, খলীফা হওয়ার পর হইতে এযাবৎ আমাকে এরূপ সঠিক ও পরিস্কার কথা তুমি ব্যতীত আর কেহ বলে নাই। তুমি কে? সে ব্যক্তি বলিল, আমি রাবী' ইবনে যিয়াদ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুহাজির ইবনে যিয়াদের ভাই? সে বলিল, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) এক লশকর প্রস্তুত করিলেন এবং হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)কে বলিলেন, রাবী' ইবনে যিয়াদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে। যদি সে নিজ কথায় সত্যবাদী প্রমাণিত হয় (অর্থাৎ নিজ কথা অনুযায়ী তাহার আমলও হয়) তবে তুমি আমীরীর দায়িত্ব পালনে তাহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিবে। এইজন্য (প্রয়োজনে) তাহাকে (কোন জামাতের) আমীর বানাইয়া দিও এবং প্রতি দশদিন অন্তর তাহার কাজের খোঁজখবর লইতে থাকিও এবং তাহার বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি এমনভাবে আমাকে লিখিও যেন আমিই তাহাকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছি।

তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নসীহত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমার পর আমি তোমাদের জন্য সেই মুনাফিককে সর্বাপেক্ষা ভয় করি যে অত্যন্ত বাকপটু হইবে। (অর্থাৎ অন্তর কপটতায় পরিপূর্ণ হইবে কিন্তু মুখে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর কথা বলিবে।)

হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ)এর চিঠি

মুহাম্মাদ ইবনে সুকাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত নুআইম ইবনে আবি হিন্দ (রহঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে একটি পত্র বাহির করিয়া দিলেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয় লেখা ছিল—

আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ ও মুআয ইবনে জাবাল এর পক্ষ হইতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর প্রতি, সালামুন আলাইকুম, আম্মাবাদ, আমরা প্রথম হইতেই আপনাকে দেখিয়া আসিতেছি যে, আপনার নিকট আপনার নিজের নফসের সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এখন তো আপনার উপর সাদা কালো অর্থাৎ আরব অনারব উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে। আপনার মজলিসে উচ্চ শ্রেণী ও নীচ শ্রেণী, দোস্ত–দুশমন সব ধরনের লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ ইনসাফের অংশ পাওয়া উচিত।

হে ওমর! আপনি তাহাদের সহিত কেমন চলিতেছেন? তাহা খেয়াল রাখিবেন। আমরা আপনাকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি যেই দিন সমস্ত চেহারা অবনত হইবে এবং অন্তর (ভয়ের চোটে) শুকাইয়া যাইবে এবং (মানুষের) সমস্ত দলীলপ্রমাণ সেই বাদশাহের দলীল প্রমাণের সামনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে যিনি আপন আযমত ও বড়ত্বের কারণে তাহাদের সকলের উপর ক্ষমতাবান ও পরাক্রান্ত হইবেন এবং সমস্ত মাখলুক তাহার সম্মুখে অবনত হইবে। সকলেই তাহার রহমতের আশা করিবে, তাহার শাস্তিকে ভয় করিবে। আমরা পরস্পর এই হাদীস বর্ণনা করিতাম

যে, শেষ যামানায় এই উম্মতের এরূপ খারাপ অবস্থা হইবে যে, মানুষ পরস্পর উপরে উপরে বন্ধু হইবে আর ভিতরে ভিতরে শত্রু হইবে। আমরা যে আন্তরিকতার সহিত এই চিঠি লিখিতেছি আপনি উহাকে অন্য কিছু ধারণা করিয়া বসেন এই ব্যাপারে আমরা আল্লাহর পানাহ ও আশ্রয় চাহিতেছি। আমরা এই চিঠি একমাত্র আপনার হিতকামনা করিয়া লিখিয়াছি। ওয়াস সালামু আলাইকা।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের উভয়ের উত্তরে লিখিলেন—

ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ হইতে আবু ওবায়দা ও মুআযের নিকট। সালামুন আলাইকুমা, আম্মাবাদ, আমি তোমাদের উভয়ের চিঠি পাইয়াছি। তোমরা উহাতে লিখিয়াছ যে, তোমরা উভয়ে আমাকে প্রথম হইতে দেখিয়া আসিতেছ যে, আমার নিকট আমার নিজের নফসের সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন আমার উপর সাদা কালো অর্থাৎ আরব অনারব উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে। আমার মজলিশে উচ্চ শ্রেণী ও নীচ শ্রেণী, দোস্ত-দুশমন সব ধরনের লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ ইনসাফের অংশ পাওয়া উচিত।

তোমরা উভয়ে ইহাও লিখিয়াছ যে, হে ওমর! আপনি খেয়াল রাখিবেন যে, আপনি তাহাদের সহিত কেমন চলিতেছেন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ আযযা ও জাল্লার সাহায্যেই ওমর সঠিক চলিতে পারে এবং ভুলভ্রান্তি হইতে বাঁচিতে পারে। তোমরা উভয়ে লিখিয়াছ যে, তোমরা আমাকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক করিতেছ যেইদিন সম্পর্কে আমাদের পূর্বেকার সকল উম্মতকে সতর্ক করা হইয়াছে। পূর্বকাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, রাত্রদিনের পরিবর্তন ও উহার নির্ধারিত সময়ে মানুষের দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ প্রত্যেক দূরবর্তীকে নিকটে লইয়া আসিতেছে, প্রত্যেক নতুনকে পুরাতন করিয়া দিতেছে ও প্রত্যেক ওয়াদাকে টানিয়া আনিতেছে। এইভাবে চলিতে থাকিবে, অবশেষে সমস্ত মানুষ বেহেশত ও দোযখের মধ্যে স্ব স্ব স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে।

তোমরা লিখিয়াছ, তোমরা আমাকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিতেছ যে, শেষ যামানার এই উম্মতের এরূপ খারাপ অবস্থা হইবে যে, মানুষ পরস্পর উপরে উপরে বন্ধু হইবে আর ভিতরে ভিতরে শত্রু হইবে। কিন্তু না তোমরা সেই সমস্ত খারাপ লোকদের অন্তর্ভুক্ত আর না বর্তমান যামানা সেই খারাপ যামানা। এরূপ অবস্থা তো সেই যামানায় হইবে যখন মানুষের মধ্যে আগ্রহ ও ভয় তো অনেক হইবে। কিন্তু পরস্পর একে অপরের সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ শুধু দুনিয়ার স্বার্থে হইবে। তোমরা আমাকে লিখিয়াছ, তোমরা উভয়ে আমাকে এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে দিতেছ যে, তোমরা তো এই চিঠি আন্তরিক সহানুভূতি ও হিতকামনার উদ্দেশ্যে লিখিতেছ কিন্তু আমি যেন উহাকে অন্য কোন কিছু ধারণ করিয়া না বসি। তোমরা ঠিকই লিখিয়াছ। অতএব তোমরা আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করিও না, কেননা আমি তোমাদের (নসীহতের) মুখাপেক্ষী। ওয়াস সালামু আলাইকুমা।

হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নসীহত

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) যখন জর্দানে প্লেগরোগে আক্রান্ত হইলেন তখন সেখানকার মুসলমানদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—

আমি তোমাদিগকে অসিয়ত করিতেছি, যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে সর্বদা কল্যাণের উপর থাকিবে। উহা এই যে, নামায কায়েম করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে, যাকাত আদায় করিবে, হজ্জ ও ওমরা করিবে, পরস্পর একে অপরকে নেককাজের জন্য বলিতে থাকিবে, আপন আমীরদের মঙ্গল কামনা করিতে থাকিবে, তাহাদিগকে ধোকা দিবে না। আর দুনিয়া যেন তোমাদেরকে (আখেরাত হইতে) গাফেল না করে। কেননা যদি কোন মানুষের বয়স এক হাজার বৎসরও হয়, একদিন না একদিন তাহাকে আমার এই ঠিকানায় উপনীত হইতে হইবে যাহা তোমরা

দেখিতেছ। আল্লাহ তায়ালা বনি আদমের জন্য মৃত্যু লিখিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহারা সকলে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে। আর বনি আদমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি সে, যে আপন রবের সর্বাপেক্ষা অনুগত এবং নিজ আখেরাতের জন্য সর্বাপেক্ষা আমলকারী হয়। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। হে মুআয ইবনে জাবাল! তুমি (আমার স্থলে) লোকদের নামায পড়াও।

অতঃপর হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গেলে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার সামনে নিজেদের গুনাহসমূহ হইতে তৌবা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন গুনাহ হইতে তৌবা করিয়া (কেয়ামতের দিন) আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে আল্লাহ তায়ালা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যাহার উপর করজ বা ঋণ রহিয়াছে তাহার উচিত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া। কারণ বান্দা আপন ঋণের কারণে আটক হইয়া থাকিবে। আর যে ব্যক্তি আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার উচিত সেই ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসাফাহা করিয়া লয়। কারণ কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয় যে, সে তাহার অপর মুসলমান ভাইকে তিনদিনের অধিক পরিত্যাগ করিয়া রাখে।

হে মুসলমানগণ! তোমরা এমন এক ব্যক্তির মৃত্যুতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছ, যাহার সম্পর্কে আমার পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, তাহার অপেক্ষা নেক দিল, ফেৎনা ফাসাদ হইতে দূরে অবস্থানকারী, সাধারণ মানুষের প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা পোষণকারী ও তাহাদের জন্য সর্বাধিক মঙ্গলকামী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। অতএব তাহার জন্য রহমতের দোয়া কর এবং তাহার জানাযায় অংশগ্রহণ কর। (রিয়াযুন নাযরাহ)

খলীফা ও আমীরদের জীবন চরিত

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জীবন চরিত

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাদের একের হাদীস অন্যের হাদীসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। উল্লেখিত হযরতগণ বর্ণনা করেন, হিজরতের একাদশ বৎসর বারই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়াছে। সেইদিনই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর বাইআত সংঘটিত হইয়াছে। তিনি সে সময় তাহার বনু হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রীয়া স্ত্রী হযরত হাবীবা বিনতে খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে আবি যুহাইব (রাঃ)এর নিকট সুনাহ মহল্লায় থাকিতেন। নিজের থাকার জন্য সেখানে পশমের তৈরী একটি তাঁবু টানাইয়া রাখিয়াছিলেন। মদীনায় নিজ বাড়ীতে স্থানান্তর হওয়া পর্যন্ত সেখানে অতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। বাইআতের পর ছয়মাস পর্যন্ত সুনাহতেই অবস্থান করিয়াছেন। প্রায় সময় সকালবেলা পায়দল মদীনায় যাইতেন। কখনও নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেন। তাহার পরিধানে একটি লুঙ্গি ও গায়ে গেরুয়া রংয়ের একটি চাদর থাকিত। এইভাবে মদীনায় আসিতেন এবং লোকদের নামায পড়াইতেন। এশার নামায পড়াইয়া সুনাহতে নিজ পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাইতেন। যখন তিনি স্বয়ং মদীনায় উপস্থিত থাকিতেন তখন নিজেই লোকদের নামায পড়াইতেন। আর যখন তিনি নিজে উপস্থিত থাকিতেন না তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নামায পড়াইতেন। জুমুআর দিন দিনের প্রথম অংশে সুনাহতেই থাকিতেন। নিজের মাথায় ও দাড়িতে মেহেদী লাগাইতেন। তারপর জুমুআর জন্য যাইতেন এবং লোকদেরকে জুমুআর নামায পড়াইতেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন। প্রতিদিন বাজারে

যাইয়া বেচাকেনা করিতেন। তাহার একটি বকরীর পাল ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে, কখনও নিজেই চরাইতে যাইতেন আর কখনও অন্য কেহ চরাইতে যাইত। নিজের মহল্লাবাসীদের বকরীর দুধ দোহন করিয়া দিতেন। যখন তিনি খলীফা হইলেন তখন মহল্লার এক মেয়ে বলিল, (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তো খলীফা হইয়া গিয়াছেন, এখন) আমাদের বকরীর দুধ কেহ দোহন করিয়া দিবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, না, আমার যিন্দেগীর কসম, আমি তোমাদের বকরীর দুধ অবশ্যই দোহন করিয়া দিব। আমি আশা করি যে, খেলাফতের দায়িত্ব আমাকে আমার পূর্বেকার উত্তম চরিত্র হইতে একটুও সরাইতে পারিবে না। সুতরাং তিনি খলীফা হওয়ার পরও তিনি মহল্লাবাসীদের বকরীর দুধ দোহন করিয়া দিতেন। কখনও মহল্লার মেয়েকে রহস্য করিয়া বলিতেন, এই মেয়ে! ফেনা তুলিয়া দোহন করিয়া দিব, না ফেনা ব্যতীত? মেয়ে বলিত, ফেনা তুলিয়া দোহন করুন। আবার কখনও বলিত, ফেনা ব্যতীত দোহন করুন। যেমন বলিত তেমনই দোহন করিয়া দিতেন।

সুনাহ মহল্লায় এইভাবে ছয় মাস কাটানোর পর মদীনায় চলিয়া আসিলেন এবং স্থায়ীভাবে মদীনায় থাকিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর তিনি নিজের খেলাফতের বিষয়ে চিন্তা করিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, ব্যবসায় মশগুল থাকিয়া লোকদের কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব হইবে না। তাহাদের কাজ তো তখনই সঠিকভাবে করা সম্ভব হইবে যখন আমি ব্যবসা ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের কাজের জন্য অবসর হইয়া যাইব এবং তাহাদের কাজে চিন্তাভাবনা করিব। কিন্তু আমার পরিবার পরিজনের চলার উপযোগী খরচেরও প্রয়োজন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন এবং মুসলমানদের বাইতুল মাল হইতে দৈনিক এই পরিমাণ ভাতা হিসাবে লইতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে তাহার ও তাহার পরিবারের একদিনের প্রয়োজন মিটিতে পারে এবং সেই ভাতা হইতে হজ্জ ও ওমরাও করিতে পারেন। সুতরাং সাহাবা (রাঃ)

তাহার জন্য বাৎসরিক ছয় হাজার দেরহাম ধার্য করিয়া দিলেন।

যখন তাহার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন বলিলেন, আমাদের নিকট মুসলমানদের বাইতুল মালের যাহা কিছু অতিরিক্ত বাঁচিয়া গিয়াছে তাহা ফেরত দিয়া দাও। কেননা আমি এই মাল ব্যবহার করিতে চাহি নাই। আর আমি মুসলমানদের যে পরিমাণ মাল ভোগ করিয়াছি উহার বিনিময়ে আমার অমুক স্থানে যে জমিন রহিয়াছে উহা মুসলমানদের (বাইতুল মালের) জন্য দিয়া দিলাম। অতএব তাহার ইন্তেকালের পর সেই জমিন, একটি দুধের উটনী, তলোয়ার শান দিতে পারে এমন একটি গোলাম ও পাঁচ দেরহাম মূল্যের একটি চাদর হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সোপর্দ করা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি নিজের পরবর্তীদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেলেন। (অর্থাৎ তাহার ন্যায় এরূপ কে করিতে পারিবে?)

হযরত আবু বকর (রাঃ) একাদশ হিজরীতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে আমীরুল হজ্জ বানাইয়া পাঠাইলেন, তারপর দ্বাদশ হিজরীতে নিজে ওমরার জন্য গেলেন। চাশতের সময় মক্কা শরীফ পৌঁছিলেন। নিজের ঘরে গেলেন। সেখানে (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিতা) হযরত আবু কোহাফা (রাঃ) নিজ ঘরের দরজায় বসিয়াছিলেন। তাহার নিকট কতিপয় যুবক বসিয়াছিল যাহাদের সহিত তিনি কথাবার্তা বলিতেছিলেন। কেহ তাহাকে বলিল, এই যে আপনার ছেলে আসিয়াছে। হযরত আবু কুহাফা (রাঃ) শুনিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উট না বসাইয়াই তাড়াতাড়ি উটের পিঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আব্বাজান, আপনি দাঁড়াইবেন না। তারপর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কপালে চুম্বন করিলেন। বৃদ্ধ পিতা তাহার আগমনের আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। মক্কার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ (রাঃ), সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ), ইকরামা ইবনে আবি জাহল (রাঃ), হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ) সাক্ষাতের জন্য আসিলেন এবং ‘সালামুন আলাইকা ইয়া খালীফাতা

রাসূলিল্লাহ' বলিয়া সালাম করিলেন। সকলেই তাহার সহিত মুসাফাহা করিলেন এবং যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করিলেন তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তারপর তাহারা হযরত আবু কুহাফা (রাঃ)কে সালাম করিলেন। হযরত আবু কুহাফা (রাঃ) (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নাম লইয়া) বলিলেন, হে আতীক! ইহারা মক্কার সরদার, ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আব্বাজান, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত মানুষ কোন নেক কাজ করিতে পারে না এবং অসৎকাজ হইতে বাঁচিতে পারে না। আমার উপর তো অনেক বড় দায়িত্ব চাপানো হইয়াছে যাহা পরিপূর্ণভাবে পালন করার শক্তি আমার মধ্যে একেবারেই নাই। তবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই তাহা পালন করা সম্ভব হইতে পারে। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং গোসল করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার সঙ্গীগণ পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলে তিনি তাহাদিগকে সরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, স্বাভাবিকভাবে চল। (আমার পিছনে ভীড় করার প্রয়োজন নাই।)

পথিমধ্যে লোকজন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও সাথে চলিতে লাগিল এবং তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের উপর সমবেদনা জানাইতে লাগিল। আর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতেছিলেন। অবশেষে বাইতুল্লাতে পৌঁছিলেন এবং তওয়াফ করার জন্য ইযতেবা করিলেন। (অর্থাৎ ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়া আনিয়া বাম কাঁধের উপর রাখিলেন।) তারপর হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতঃ সাত চক্কর সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। জোহরের সময় হইলে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়া দারুন নাদওয়ার নিকট বসিলেন এবং বলিলেন, কেহ আছে কি কোন জুলুমের নালিশ জানাইবে অথবা কোন হকের দাবী জানাইবে? কিন্তু কেহ আসিল না।

ইহাতে লোকেরা তাহাদের আমীর (হযরত আত্তাব ইবনে আসীদ (রাঃ))এর প্রশংসা করিল। তারপর তিনি আসরের নামায পড়াইয়া বসিলেন এবং লোকেরা তাহাকে বিদায় জানাইল। অতঃপর তিনি মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরিয়া আসিলেন। দ্বাদশ হিজরীতে তিনি লোকদের সহিত স্বয়ং হজ্জ করেন এবং শুধু হজ্জের ইহরাম অর্থাৎ ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধেন এবং হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে মদীনাতে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ওমায়ের ইবনে সা'দ আনসারী (রাঃ)এর ঘটনা

আনতারাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমায়ের ইবনে সা'দ আনসারী (রাঃ)কে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হেমসের গভর্নর বানাইয়া পাঠাইলেন। তিনি সেখানে এক বৎসর থাকিলেন। কিন্তু এই এক বৎসর যাবৎ তাহার পক্ষ হইতে কোন সংবাদ আসিল না। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পত্রলেখক মনুশীকে বলিলেন, ওমায়েরের নিকট চিঠি লেখ, আল্লাহর কসম, আমার মনে হয় সে আমাদের সহিত খেয়ানত করিয়াছে। (চিঠির বিষয়বস্তু এরূপ ছিল)

চিঠি পাওয়ামাত্র আমার নিকট চলিয়া আসিবে এবং আমার চিঠি পড়ামাত্রই তুমি মুসলমানদের গনীমতের মাল হইতে যাহাকিছু জমা করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গে লইয়া আসিবে।

হযরত ওমায়ের (রাঃ) (চিঠি পড়ামাত্রই) নিজের চামড়ার থলির ভিতর পথের খাবার ও পেয়ালা ভরিয়া উহার সহিত অযূর লোটা বাঁধিয়া লইলেন এবং (হাতের) লাঠি লইয়া হেমস হইতে পায়দল রওয়ানা হইয়া গেলেন। এইভাবে যখন মদীনায় পৌঁছিলেন তখন তাহার গায়ের রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং চেহারা ধুলিযুক্ত ও চুল লম্বা হইয়া গিয়াছিল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরুল মুমিনীন,

ওয়ারাহামাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার কি অবস্থা? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমার কি অবস্থা দেখিতে পাইতেছেন? আপনি দেখিতেছেন না যে, আমি সুস্থ শরীরে ও পাকপবিত্র রক্তে রহিয়াছি? আর আমার সহিত দুনিয়া রহিয়াছে যাহাকে লাগাম ধরিয়া টানিয়া আনিয়াছি?

হযরত ওমর (রাঃ) ধারণা করিলেন তিনি হয়ত অনেক মালসম্পদ আনিয়াছেন। অতএব জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কি আছে? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আমার সহিত আমার থলি আছে, যাহাতে পথের জন্য খাবার ও পেয়ালা রাখি। পেয়ালার মধ্যে খাবারও খাই আবার উহাতেই নিজের কাপড় চোপড়ও ধৌত করি। একটি লোটা রহিয়াছে যাহাতে অযু ও খাওয়ার পানি রাখি। আর আমার একটি লাঠি আছে যাহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াই এবং কোন শত্রুর সম্মুখীন হইলে উহা দ্বারা মোকাবিলা করি। আল্লাহর কসম, সমস্ত দুনিয়া আমার এই কয়টি সামানের অধীন হইয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন আমার এই কয়টি জিনিসের দ্বারা পূরণ হইয়া যায়)

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেখান হইতে পায়দল অর্থাৎ পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে এমন কোন লোক ছিল না, যে তোমাকে আরোহণের জন্য একটি জানোয়ার দিতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, সেখানকার লোকেরা আমাকে দেয় নাই, আর আমিও তাহাদের নিকট চাহি নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, অত্যন্ত খারাপ মুসলমান তাহারা, যাহাদের নিকট হইতে তুমি আসিয়াছ। (তুমি তাহাদের গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমার কোন খেয়াল করিল না) হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর! আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে গীবত (পরনিন্দা) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহাদেরকে ফজরের নামায পড়িতে দেখিয়া আসিয়াছি। (হাদীস শরীফে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে সে আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে

আসিয়া যায়) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে কোথায় পাঠাইয়াছিলাম?

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে যাহা উসুল করিয়া আনিতে পাঠাইয়াছিলাম তাহা কোথায়? আর তুমি সেখানে কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হযরত ওমর (রাঃ) (আশ্চর্য হইয়া) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ্! হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আপনি মনে ব্যথা পাইবেন এই আশংকা না হইলে আমি আপনাকে বলিতাম না। আপনি যখন আমাকে পাঠাইলেন তখন আমি সেখানে পৌঁছিয়া সেখানকার নেক লোকদেরকে একত্রিত করিয়াছি এবং তাহাদেরকে মুসলমানদের গনীমতের মাল জমা করার দায়িত্ব দিয়াছি। তাহারা যখন উহা জমা করিয়া আনিয়াছে তখন আমি উহা শরীয়তের নির্ধারিত স্থানে খরচ করিয়া দিয়াছি। যদি উহাতে শরীয়তমত আপনারও অংশ থাকিত তবে আপনার জন্য লইয়া আসিতাম।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে কি তুমি আমাদের জন্য কিছুই আন নাই? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (অত্যন্ত সৎ গভর্নর, কিছুই লইয়া আসে নাই) ওমায়েরের জন্য (হেমসের গভর্নরীর পদে) পুনরায় নিয়োগপত্র লিখিয়া দাও। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, এখন আমি না আপনার পক্ষ হইতে গভর্নর হইব, আর না আপনার পর অন্য কাহারো পক্ষ হইতে হইব। কেননা আল্লাহর কসম, আমি (এই গভর্নরীতে অন্যায় কাজ হইতে) বাঁচিত পারি নাই। আমি এক খৃষ্টানকে (আমীর হওয়ার গর্বে) বলিয়াছি, হে অমুক, আল্লাহ্ তোকে বেইজ্জত করুক। হে ওমর! আপনি আমাকে গভর্নর বানাইয়া এরূপ অন্যায়কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। হে ওমর! যে সকল সাহাবা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহাদের পরে আপনার সহিত জীবনের যে দিনগুলি কাটিয়াছে সেইদিনগুলিই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা খারাপ দিন। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর

নিকট অনুমতি চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন।

তিনি নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাহার বাড়ী মদীনা হইতে কয়েক মাইল দূরে ছিল। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ধারণা হয় ওমায়ের আমাদের সহিত খেয়ানত করিয়াছে। (সে নিশ্চয় হেমস হইতে মালদৌলত আনিয়াছে এবং তাহা পূর্বেই বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে) সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) (যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে) হারেস নামী এক ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়া বলিলেন, এই দীনারগুলি লইয়া ওমায়েরের বাড়ী যাইবে এবং অপরিচিত মেহমান সাজিয়া তাহার বাড়ীতে উঠিবে। যদি তাহার ঘরে সচ্ছলতা দেখ তবে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। আর যদি অভাব অনটন দেখ তবে তাহাকে এই একশত দীনার দিবে।

হারেস (রাঃ) সেখানে গেলেন এবং দেখিলেন, হযরত ওমায়ের (রাঃ) দেয়ালের এক কোণায় বসিয়া জামার উকুন বাছিতেছেন। হারেস (রাঃ) যাইয়া তাহাকে সালাম দিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) (তাহার সালামের উত্তর দিয়া) বলিলেন, আস, আমাদের মেহমান হইয়া থাক। হারেস (রাঃ) সওয়ারী হইতে নামিয়া তাহার ঘরে অবস্থান করিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? হারেস (রাঃ) বলিলেন, মদীনা হইতে আসিয়াছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমীরুল মুমিনীনকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, ভাল অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মুসলমানদেরকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহারাও ভাল আছেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীরুল মুমিনীন কি শরীয়তের শাস্তি কায়েম করেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ করেন। তাঁহার ছেলে কবীরা গুনাহ করিয়াছিল, তিনি তাহার উপর শরীয়তের শাস্তি কায়েম করিয়াছিলেন। ইহাতে সে মারা গিয়াছে। (কিন্তু সহীহ রেওয়ায়াত মতে, শাস্তির এক মাস পর তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল।)

হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আয় আল্লাহ! ওমরকে সাহায্য করুন, আমার জানা মতে তিনি আপনাকে অত্যাধিক মহব্বত করেন। হারেস (রাঃ) তিন দিন পর্যন্ত হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর ঘরে মেহমান হইয়া থাকিলেন। তাহার ঘরে শুধু যবের একটি রুটি প্রস্তুত হইত যাহা তাহারা হারেস (রাঃ)কে খাওয়াইয়া দিতেন আর নিজেরা উপবাস থাকিতেন। অবশেষে যখন উপবাস থাকা কষ্টকর হইয়া গেল তখন তিনি হারেস (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কারণে আমাদের উপবাসের পর উপবাস কাটাইতে হইতেছে। অতএব যদি ভাল মনে কর তবে অন্য কোথাও যাইতে পার। হারেস (রাঃ) তখন সেই দীনারগুলি বাহির করিয়া পেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন আপনার জন্য এই দীনার পাঠাইয়াছেন। আপনি এইগুলিকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করুন। দীনার দেখা মাত্রই তিনি এক চিৎকার দিলেন এবং বলিলেন, আমার এইগুলির কোন প্রয়োজন নাই, ফেরত লইয়া যাও। তাহার স্ত্রী বলিলেন, ফেরত দিবেন না, গ্রহণ করুন। নিজের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে খরচ করিবেন নতুবা উপযুক্ত স্থানে (অভাবগ্রস্তদের মধ্যে) খরচ করিয়া দিবেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার নিকট এমন কোন পাত্র নাই যাহাতে এইগুলিকে রাখিব। ইহা শুনিয়া তাহার স্ত্রী নিজের কামিসের নিচের অংশ ছিঁড়িয়া এক টুকরা কাপড় তাহাকে দিলেন। তিনি উহাতে দীনারগুলি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শহীদদের সন্তান–সন্ততি ও গরীবদের মধ্যে সমস্ত দীনার বন্টন করিয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রেরিত লোকটি অর্থাৎ হারেস (রাঃ) ভাবিয়াছিলেন হযরত ওমায়ের (রাঃ) উহা হইতে তাহাকেও কিছু দিবেন, (কিন্তু তাহাকে কিছুই দিলেন না)। হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে আমার সালাম বলিও।

হারেস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিয়াছ? হারেস (রাঃ) বলিলেন,

অত্যন্ত খারাপ অবস্থা দেখিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সেই দীনারগুলি কি করিলেন? হারেস (রাঃ) বলিলেন, আমি জানি না। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওমায়ের (রাঃ)কে চিঠি লিখিলেন যে, আমি চিঠি পাওয়ামাত্র উহা রাখার পূর্বেই আমার নিকট চলিয়া আস। হযরত ওমায়ের (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেই দীনারগুলি কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে করিয়াছি। আপনি কেন দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, তুমি সেই দীনারগুলি কি করিয়াছ তাহা অবশ্যই আমাকে বলিবে। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, আমি উহা নিজের জন্য সামনে পাঠাইয়া দিয়াছি। (অর্থাৎ আখেরাতে পাওয়ার জন্য গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছি।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন, এবং তাহাকে এক ওসাক (অর্থাৎ পাঁচ মণ দশ সের) শস্য ও দুইখানা কাপড় দেওয়ার হুকুম দিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, শস্যের আমার প্রয়োজন নাই। কারণ আমি ঘরে দুই সা' (অর্থাৎ সাত সের পরিমাণ) যব রাখিয়া আসিয়াছি। উহা খাইয়া শেষ করার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা রিযিক পৌঁছাইয়া দিবেন। সুতরাং শস্য লইলেন না, তবে কাপড় দুইখানা লইলেন এবং বলিলেন, অমুকের মা (অর্থাৎ নিজের স্ত্রী)এর নিকট কাপড় নাই। (তাহাকে দিয়া দিব।) তারপর নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি রহমত নাযিল করুন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাহার ইন্তেকালের খবর পাইয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং তাহার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া করিলেন। অতঃপর (তাহাকে দাফন করার জন্য মদীনার কবরস্থান) জান্নাতুল বাকী'তে পায়ে হাঁটিয়া গেলেন এবং তাহার সহিত আরো অনেকে পায়ে হাঁটিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমাদের

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মনের আকাঙ্খা প্রকাশ কর।

এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, আমার নিকট যদি অনেক মালদৌলত হইত, তবে আমি উহা দ্বারা এত এত গোলাম খরিদ করিয়া মুক্ত করিতাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, যদি আমার নিকট অনেক মালদৌলত হইত, তবে আমি উহা আল্লাহর রাস্তায় করিতাম। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার আকাঙ্খা এই যে, আমার শরীরে এই পরিমাণ শক্তি হইত যে, আমি নিজে যমযমের পানি উঠাইয়া বাইতুল্লাহর হাজীদেরকে উহা পান করাইতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার মনের আকাঙ্খা এই যে, আমার নিকট ওমায়ের ইবনে সা'দের ন্যায় মানুষ হয়, যাহাকে আমি নিশ্চিন্তমনে মুসলমানদের বিভিন্ন কাজে লাগাইতে পারি। (আবু নুআঈম)

হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমাহী (রাঃ)এর ঘটনা

খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হিযইয়াম জুমাহী (রাঃ)কে হেমস শহরে আমাদের গভর্নর বানাইলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন পরবর্তীতে হেমস আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, হে হেমসবাসী! তোমাদের গভর্নরকে কেমন পাইয়াছ? তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট তাহাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল।

হেমসবাসী যেহেতু সর্বদাই তাহাদের গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত এইজন্য হেমসকে ছোট কুফা বলা হইত। তাহারা বলিল, আমাদের তাহার বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ রহিয়াছে। প্রথম এই যে, তিনি ঘর হইতে আমাদের নিকট অনেক বেলা করিয়া বাহির হইয়া আসেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, প্রকৃতই অনেক বড় অভিযোগ। আর কি অভিযোগ? তাহারা বলিল, তিনি রাতে কাহারো কথা শুনেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহাও অনেক বড় অভিযোগ, আর কি? তাহারা

বলিল, মাসে একদিন তিনি ঘরেই থাকেন আমাদের নিকট বাহিরে আসেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহাও অনেক বড় অভিযোগ, আর কি? তাহারা বলিল, মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞানের মত হইয়া যান। হযরত ওমর (রাঃ) হেমসের লোকদেরকে ও তাহাদের গভর্নরকে একত্র করিলেন এবং এই দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! সাঈদ ইবনে আমেরের ব্যাপারে আমার যে সুধারণা ছিল, আজ তাহা ভুল প্রমাণ করিও না।

অতঃপর হেমসের লোকদেরকে বলিলেন, তাহার ব্যাপারে তোমাদের কি কি অভিযোগ আছে বল। তাহারা বলিল, অনেক বেলা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর হইতে আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসেন না। হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইহার কারণ বর্ণনা করা আমি পছন্দ করিতাম না, কিন্তু বাধ্য হইয়া বর্ণনা করিতে হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমার পরিবারের জন্য কোন খাদেম না থাকার কারণে আমি নিজেই আটা গোলাইয়া উহাতে খামির আসার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর রুটি তৈয়ার করি এবং অযু করিয়া ঘর হইতে বাহিরে তাহাদের নিকট আসি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের আর কি অভিযোগ? তাহারা বলিল, তিনি রাত্রে কাহারো কথা শুনেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (হে সাঈদ!) তুমি এই ব্যাপারে কি বল? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, ইহারও কারণ বর্ণনা করা আমি পছন্দ করি না। প্রকৃতপক্ষে আমি দিনরাত্রকে ভাগ করিয়া লইয়াছি। দিনের ভাগ লোকদের জন্য দিয়াছি আর রাত্রের ভাগ আল্লাহ্ তায়ালাকে দিয়াছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে? তাহারা বলিল, মাসে একদিন তিনি আমাদের নিকট বাহিরে আসেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি এই ব্যাপারে কি বল? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, না আমার কোন খাদেম আছে, যে আমার কাপড় ধৌত করিয়া দিবে, আর না আমার নিকট অতিরিক্ত কোন কাপড় আছে যাহা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতে পারি। এইজন্য আমি নিজের কাপড়

ধৌত করি, তারপর উহা শুকাইবার অপেক্ষা করি। শুকাইবার পর মোটা কাপড় হওয়ার কারণে উহা শক্ত হইয়া যায় সেহেতু উহাকে রগড়াইয়া রগড়াইয়া নরম করি। সারাদিন ইহাতে ব্যয় হইয়া যায়। তারপর উহা পরিধান করিয়া সন্ধ্যায় লোকদের নিকট বাহিরে আসি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের আর কি অভিযোগ আছে? তাহারা বলিল, মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যাপারে তুমি কি বল? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, হযরত খুবাইব আনসারী (রাঃ)এর শহীদ হওয়ার সময় আমি মক্কায় ছিলাম। কোরাইশরা প্রথমে তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে গোশত কাটিয়া লইল, তারপর তাহাকে শূলিতে লটকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে যে, তোমার স্থানে (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হন। (অর্থাৎ তোমার পরিবর্তে তাঁহাকে শূলিতে চড়ানো হউক।) হযরত খুবাইব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তো ইহাও পছন্দ করিব না যে, আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট থাকি আর উহার বিনিময়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে একটি কাঁটা ফুটে। অতঃপর তিনি উচ্চস্বরে (অত্যন্ত জোশের সহিত) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! যখনই আমার সেই দিনের কথা স্মরণ হয়, আর মনে হয় যে, আমি সেই অবস্থায় তাহার কোন সাহায্য করি নাই, অবশ্য তখনও আমি মুশরিক ছিলাম, ঈমান আনয়ন করিয়া ছিলাম না, তখনই আমার মনে প্রবলভাবে এই খেয়াল আসে যে, আল্লাহ তায়ালা আমার এই গুনাহকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। এই খেয়াল আসিতেই আমি অজ্ঞান হইয়া যাই।

হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত অভিযোগের জবাব শুনিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার বিচার বিবেচনাকে ভুল সাব্যস্ত করেন নাই। তাহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, এইগুলি নিজের প্রয়োজনে খরচ করিও। তাহার স্ত্রী বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে

আপনার খেদমতের মুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ এখন এই দীনার দ্বারা ঘরের কাজের জন্য একজন খাদেম রাখিয়া লইব।)

হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহা হইতে উত্তম জিনিস চাও? আর তাহা এই যে, আমরা এই দীনারগুলি এমন ব্যক্তিকে দিয়া দেই, যে আমাদের কঠিন প্রয়োজনের সময় ফেরত দিয়া দিবে। স্ত্রী বলিলেন, ঠিক আছে। তিনি নিজ পরিবারের বিশ্বস্ত এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং সমস্ত দীনার অনেকগুলি থলিতে ভরিয়া তাহাকে বলিলেন, এইগুলি অমুক বংশের বিধবাদেরকে, অমুক বংশের এতীমদেরকে, অমুক বংশের মিসকীনদেরকে এবং অমুক বংশের বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে দিয়া আস। সামান্য কিছু দীনার বাঁচিয়া গিয়াছিল, সেইগুলি স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন, এইগুলি তুমি খরচ করিও। তারপর তিনি নিজের শাসনকাজে মশগুল হইয়া গেলেন। কিছুদিন পর তাহার স্ত্রী বলিলেন, আপনি আমাদের জন্য কোন খাদেম খরিদ করিবেন না? সেই দীনারগুলি কি করিলেন? হযরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, সেইগুলি তুমি অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় পাইয়া যাইবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)এর ঘটনা

সা'লাবা ইবনে আবি মালেক কুরাযী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মারওয়ানের স্থলে মদীনার গভর্নর ছিলেন। একদিন লাকড়ীর বোঝা মাথায় লইয়া বাজারে আসিলেন এবং রসিকতা করিয়া বলিলেন, হে ইবনে আবি মালেক! আমীরের জন্য রাস্তা করিয়া দাও। আমি বলিলাম, এই রাস্তা তো আমীরের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলিলেন, আরে আমীরের মাথায় লাকড়ীর বোঝা দেখিতেছ না! কাজেই (এই রাস্তা যথেষ্ট নয়) রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দাও। (হিলইয়া)

সমাপ্ত